اللهم صل على سيدنا محمد وسلم

যেমন ছিলেন তিনি ﷺ

শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ

RUHAMA
PUBLICATION

যেমন ছিলেন তিনি ﷺ

দ্বিতীয় খণ্ড

বই	যেমন ছিলেন তিনি ﷺ -২য় খণ্ড
মূল	শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ
অনুবাদ	আব্দুল্লাহ ইউসুফ
সম্পাদনা	মুফতি তারেকুজ্জামান
প্রকাশক	রফিকুল ইসলাম

যেমন ছিলেন তিনি ﷺ

শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ

RUHAMA
PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন

যেমন ছিলেন তিনি ﷺ - ২য় খণ্ড

শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ

গ্রন্থস্বত্ব © রুহামা পাবলিকেশন

প্রথম প্রকাশ
রবিউল আওয়াল ১৪৪১ হিজরি / নভেম্বর ২০১৯ ইসায়ি

অনলাইন পরিবেশক
ruhamashop.com
rokomari.com
wafilife.com

মূল্য : ৫৪০ টাকা

RUHAMA
PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা),
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৮৫০৭০৮০৭৬
ruhamapublication1@gmail.com
www.fb.com/ruhamapublicationBD
www.ruhamapublication.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সম্পাদকের কথা

'*যেমন ছিলেন তিনি*'—অপূর্ব এ সিরাত সংকলনের পরিচিতি ও বিশেষত্ব সম্পর্কে গ্রন্থটির ১ম খণ্ডের শুরুতেই কিছু ধারণা দিয়েছিলাম। যারা ১ম খণ্ড অধ্যয়ন করেছেন, তাদের আর গ্রন্থটি সম্পর্কে নতুন কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না। পাঠক মাত্রই এ কথার স্বীকারোক্তি দেবেন যে, সত্যিই এটি বহু দিক থেকে অপর সিরাতগ্রন্থসমূহ থেকে অনন্য। পাঠকদের প্রতি বিশেষ নাসিহা হলো, স্রেফ বই পাঠের অভ্যাস হিসেবে পড়ে শেষ করা নয়; বরং প্রিয় নবি ﷺ-এর আদর্শ, বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের সঙ্গে তাঁর আচরণবিধি সম্পর্কে জেনে তাঁর অনুসরণে নিজেদের জীবন আলোকিত করার লক্ষ্যে গ্রন্থটি অধ্যয়ন করুন। এক-দুবার নয়, বারবার পড়ুন।

পাঠক, সাড়ে আটশ-র অধিক পৃষ্ঠার বিশাল কলেবরের (كَيْفَ عَامَلَهُمْ ﷺ)-এর সরল অনুবাদ '*যেমন ছিলেন তিনি*' গ্রন্থটিকে আমরা দুই ভলিউমে মলাটবদ্ধ করেছি। এর ১ম খণ্ডে এসেছে তিনটি অধ্যায় :

১. জগৎবাসীর আদর্শ।

২. পরিবার, আত্মীয় ও প্রতিবেশীর সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণবিধি ।

৩. সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণবিধি।

আর দ্বিতীয় খণ্ডে এসেছে বাকি তিনটি অধ্যায় :

১. দাওয়াতের আওতাভুক্ত বিশেষ বিশেষ শ্রেণির মানুষের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণবিধি।

২. সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণবিধি।

৩. মানুষ ভিন্ন অন্যান্য সৃষ্টির সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণবিধি।

বলে রাখা ভালো, বইটিতে বানানরীতির ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যতিক্রম লক্ষ করে থাকবেন। হ্যাঁ, অনুবাদকের অভিরুচির প্রতি লক্ষ করেই বিশেষ করে এই

বইটিতে এভাবে রাখা হয়েছে। আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। কৃতজ্ঞতা আদায় করছি সেই সব ভাইদের, যাদের নিরলস পরিশ্রমের হাত ধরে '*যেমন ছিলেন তিনি*' গ্রন্থটি আলোর মুখ দেখেছে। আল্লাহ তাআলা আমাদের আমলে ইখলাস ও নিষ্ঠা দান করুন। এই মুবারক গ্রন্থটিকে আমাদের নাজাতের অসিলা বানিয়ে দিন। (আমিন)

- তারেকুজ্জামান তারেক

সূচিপত্র

চতুর্থ অধ্যায় : দাওয়াতের আওতাভুক্ত বিশেষ বিশেষ শ্রেণির মানুষের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণবিধি

প্রথম পরিচ্ছেদ : নওমুসলিমদের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ -২১

উম্মাহর জন্য ক্রন্দন করতেন ⁞ ২৩
কারও ইসলাম গ্রহণের সংবাদে আনন্দিত হতেন ⁞ ২৪
ভালো ও যোগ্য মানুষদের হিদায়াতের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করতেন ⁞ ২৫
আবু হুরাইরা ﷺ-এর মায়ের জন্য দোয়া করলেন ⁞ ২৬
দাওস গোত্রের হিদায়াতের জন্য দোয়া করলেন ⁞ ২৭
মানুষের ইসলাম গ্রহণে আনন্দিত হয়ে
আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতেন ⁞ ২৮
ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে
মুশরিকের সাথে ঘনিষ্ঠতা করতেন ⁞ ২৯
ইসলাম গ্রহণের পর গোসল করার আদেশ দিতেন ⁞ ৩০
জাহিলিয়াতের নোংরামি পরিত্যাগের নির্দেশ দিতেন ⁞ ৩১
ইসলাম গ্রহণকে সবকিছুর ওপর প্রাধান্য দিতেন ⁞ ৩১
নওমুসলিমদের সঙ্গে দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার জন্য লোক প্রেরণ করতেন ⁞ ৩৩
নওমুসলিমদের অপছন্দনীয় বিভিন্ন বিষয় এড়িয়ে যেতেন ⁞ ৩৩
নওমুসলিমদের আর্থিক সাহায্য প্রদান করতেন ⁞ ৪১
নিপীড়িত হওয়ার আশঙ্কায় ইসলাম গোপন রাখার পরামর্শ দিতেন ⁞ ৪২
আমর বিন আবাসাকে ইসলাম গোপন রাখার পরামর্শ দিয়েছেন ⁞ ৪৪
পূর্বের সকল অপরাধ মাফ হওয়ার সুসংবাদ দিতেন ⁞ ৪৭
জাহিলি যুগের ভালো কর্মের প্রতিদান লাভের সুসংবাদ দিতেন ⁞ ৫০
তাওহিদ-সংক্রান্ত বিষয়ে কঠোরতা আরোপ করতেন ⁞ ৫১

দাওয়াতের স্বার্থে বিভিন্ন ওয়াজিব বিধানে অবকাশ দিতেন ⁞ ৫৭
মানার যোগ্যতা বেশি দেখলে কোনো বিধানে ছাড় দিতেন না ⁞ ৬০
সাহাবিদেরকে নওমুসলিমদের শিক্ষা দেওয়ার প্রতি উৎসাহ দিতেন ⁞ ৬১
নিজ সম্প্রদায়ের নিকট গিয়ে দ্বীনের শিক্ষা প্রচারের নির্দেশ দিতেন ⁞ ৬৫
ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক বিষয় ত্যাগ করার নির্দেশ দিতেন ⁞ ৬৫
চুল-দাড়ি ধবধবে সাদা হলে খেজাব লাগানোর নির্দেশ দিতেন ⁞ ৬৬
ইসলামপূর্ব যুগের ভালো কাজের মানত পূরণ করার নির্দেশ দিতেন ⁞ ৬৭
কাফিরদের দূত ইসলাম গ্রহণে
আগ্রহী হলেও তাকে আটকে রাখতেন না ⁞ ৬৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : প্রশ্নকারীদের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ -৭০

প্রশ্নকর্তার অবস্থা ও স্তরের প্রতি লক্ষ রেখে ফতোয়া দিতেন ⁞ ৭৩
'কোন জিহাদ উত্তম'—প্রশ্নের জবাবে বিবিধ উত্তর ⁞ ৭৪
'কোন আমল জান্নাতে প্রবেশ করায়'—প্রশ্নের বিবিধ উত্তর ⁞ ৭৫
ব্যক্তিভেদে একেক জনকে একেক রকম অসিয়ত করতেন ⁞ ৭৯
প্রশ্নকারীর জন্য সবচেয়ে উত্তম ব্যবস্থা বাছাই করতেন ⁞ ৮০
প্রশ্নকারীকে উপযুক্ত নির্দেশনা প্রদান করতেন ⁞ ৮২
উম্মতের জন্য অনুপকারী প্রশ্নের উত্তর দিতেন না ⁞ ৮৩
অনর্থক প্রশ্নের প্রজ্ঞাপূর্ণ উত্তর দিতেন ⁞ ৮৪
উত্তরের অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ও জানিয়ে দিতেন ⁞ ৮৮
শ্রোতার বুঝতে কষ্ট হলে স্পষ্ট করে বলতেন ⁞ ৮৯
কখনো প্রশ্নের জবাবে উৎসাহমূলক কথা বলতেন ⁞ ৯০
বাস্তবতা বোঝার জন্য কখনো বিস্তারিত ঘটনা জানতে চাইতেন ⁞ ৯১
কখনো উত্তর দিয়ে দ্রুত আমলের আদেশ দিতেন ⁞ ৯৩
অর্থপূর্ণ ভাষায় সংক্ষেপে উত্তর প্রদান করতেন ⁞ ৯৩
সারগর্ভ ভাষায় উত্তর দিতেন ⁞ ৯৪
রূঢ় ভাষায় করা প্রশ্নের উত্তরে ধৈর্যধারণ করতেন ⁞ ৯৫
আদব শেখানোর জন্য কখনো প্রশ্নকারীর প্রতি সাড়া দিতেন না ⁞ ৯৮
কাজের মাধ্যমে প্রশ্নের উত্তর দিতেন ⁞ ১০২
নারী-বিষয়ক প্রশ্নসমূহের উত্তর দিতেন ⁞ ১০২

মহিলাদের বিবিধ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় লজ্জাবনত থাকতেন ┋ ১০৪
'উসলুবুল হাকিম'-এর ভিত্তিতে বাস্তবতা বুঝিয়ে দিতেন ┋ ১০৬
কুরআন দিয়ে দলিল দিতেন ┋ ১০৮
স্পষ্ট করে বোঝানোর জন্য যুক্তিভিত্তিক দলিল দিতেন ┋ ১০৯
অনর্থক প্রশ্ন ও বাড়াবাড়ি অপছন্দ করতেন ┋ ১১২
প্রশ্নকারীর সুবিধার্থে কখনো উচ্চকণ্ঠে উত্তর দিতেন ┋ ১১৪
ফতোয়া দেওয়ার সময় প্রতারণা থেকে সতর্ক করতেন ┋ ১১৫
অঘটিত বিষয়ে প্রশ্ন করা অপছন্দ করতেন ┋ ১১৭
এই সুন্নাহর ওপর সালাফের আমলের দৃষ্টান্ত ┋ ১১৯
সম্ভাব্য ও ঘটিতব্য বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর দিতেন ┋ ১২০
করণীয় নির্ধারণের জন্য ঘটিতব্য
বিভিন্ন বিরোধ সম্পর্কে অবহিত করতেন ┋ ১২২
উত্তর জানা না থাকলে উত্তর দিতেন না ┋ ১২২
কখনো প্রশ্ন শুনে ওহি আসার অপেক্ষায় চুপ হয়ে থাকতেন ┋ ১২৪
অনুপকারী প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে উপকারী বিষয়টি জানিয়ে দিতেন ┋ ১২৬
প্রশ্নকারী তাঁকে সংশোধন করে দিলে সংশোধনী গ্রহণ করতেন ┋ ১২৭
প্রশ্নকারী পূর্ণরূপে উপকৃত হওয়ার স্বার্থে অধিক প্রশ্নে বিরক্ত হতেন না ┋ ১৩০
মিম্বরে খুতবা দেওয়ার সময়ও প্রশ্নের উত্তর দিতেন ┋ ১৩১
কখনো জিজ্ঞাসার জবাবে সতর্কতা অবলম্বন করতে বলতেন ┋ ১৩১
অপছন্দনীয় প্রশ্নে মুখ ফিরিয়ে নিতেন,
যাতে প্রশ্নকারী নিজেই চুপ হয়ে যায় ┋ ১৩৩
বিধানের কারণ বলে দিতেন ┋ ১৩৪
ফতোয়াপ্রার্থীর অবস্থার প্রতি খেয়াল করতেন ┋ ১৩৯
সাহাবিরাও ফতোয়াপ্রার্থীর অবস্থা বিবেচনা করতেন ┋ ১৪০
জিজ্ঞাসিত বস্তু সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাইতেন ┋ ১৪১
জিজ্ঞাসিত বস্তুর স্বরূপ ও প্রকৃতি জানতে চাইতেন ┋ ১৪১
প্রশ্নকারীদের জন্য যথাসম্ভব সহজ পন্থাটিই বেছে নিতেন ┋ ১৪৩
উম্মাহর জন্য সবচেয়ে উপকারী বিষয়টি বাছাই করতেন ┋ ১৪৪
অপারগদের জন্য বিধানে ছাড় দিতেন ┋ ১৪৫
প্রশ্নকারীর অনুরোধে সম্ভবপর ক্ষেত্রে ছাড় দিতেন ┋ ১৪৫

ছাড়ের সুযোগ না থাকলে স্পষ্ট বলে দিতেন ⁞ ১৪৭
প্রশ্নের উত্তরে বৈধ বিকল্পের কথা বলে দিতেন ⁞ ১৪৭
সঠিক জবাবের ইলহামের জন্য আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করতেন ⁞ ১৪৯
তাওবা করতে আসা প্রশ্নকারীর প্রতি কঠোর হতেন না ⁞ ১৫১
তাঁর অনুসরণীয় আদর্শ হওয়ার ব্যাপারটি স্পষ্ট করে দিতেন ⁞ ১৫৪
কখনো হাদিয়া দিয়ে প্রশ্নের কারণে রাগ না করার বিষয়টি বোঝাতেন ⁞ ১৫৭
খাদ্যদ্রব্যের বৈধতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত
হলে নিজে খেয়ে বৈধতা সুদৃঢ় করতেন ⁞ ১৫৮
অমুসলিমদের অনুসন্ধানমূলক প্রশ্নের জবাব দিতেন ⁞ ১৬১
জিনদের জিজ্ঞাসার জবাব দিতেন ⁞ ১৬৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : গ্রাম্য বেদুইনদের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ – ১৬৬

কঠোরতাকারী বেদুইনদের সাথে কোমল আচরণ করতেন ⁞ ১৬৯
বেদুইনদের মন্দ ও রুক্ষ আচরণে রুষ্ট হতেন না ⁞ ১৭২
বেদুইনদের অসংলগ্ন আচরণে ধৈর্যধারণের দৃষ্টান্ত ⁞ ১৭৩
হত্যা করার চেষ্টাকারী বেদুইনকেও মাফ করে দিতেন ⁞ ১৭৫
বেদুইনরা বেশি প্রশ্ন করলেও ধৈর্য সহকারে জবাব দিতেন ⁞ ১৭৬
বেদুইনদের অসময়ে করা প্রশ্নে সবর করতেন ⁞ ১৭৯
বেদুইনরা চড়া গলায় প্রশ্ন করলেও তিনি বরদাশত করতেন ⁞ ১৮১
উদাহরণ দিয়ে বেদুইনদের বোঝাতেন ⁞ ১৮২
বেদুইনদের সঙ্গে সহজভাবে মিশতেন ⁞ ১৮৩
সত্যবাদী ও মুজাহিদ বেদুইনদের প্রশংসা করতেন ⁞ ১৮৫
বেদুইনদের কারও কারও সাথে উট-দৌড় প্রতিযোগিতা করতেন ⁞ ১৮৮
নিজের হকের ক্ষেত্রে শিথিল এবং
আল্লাহর হকের ক্ষেত্রে কঠোর ছিলেন ⁞ ১৮৯
বাইআত ভাঙার অনুমতি দিতেন না ⁞ ১৯১
বিনা অনুমতিতে অন্যের ঘরে দৃষ্টি দিলে ধমক দিতেন ⁞ ১৯৩
অসুস্থ বেদুইনকে দেখতে যেতেন ⁞ ১৯৪
বেদুইন সাহাবিদের সঙ্গে হাদিয়া বিনিময় করতেন ⁞ ১৯৬

তাদের অন্যায় আচরণ সহ্য করতেন ┆ ১৯৮
বেদুইনরা শক্ত কথা বললে তিনি ধৈর্যধারণ করতেন ┆ ২০০
অসংলগ্ন কাজ ও কঠোরতা দেখলে তাদের তিরস্কার করতেন ┆ ২০২

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : পাপী ও অপরাধীর সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ-২০৪

গুনাহগারদের সামনে নম্রতার সাথে গুনাহের কর্দযতা স্পষ্ট করতেন ┆ ২০৫
পাপমোচন ও তাওবা কবুলের জন্য নেক আমলের নির্দেশনা দিতেন ┆ ২০৯
হদ প্রয়োগের পূর্বে গুনাহ গোপন করার পরামর্শ দিতেন ┆ ২১১
গোপন রাখার নিমিত্তে গুনাহর স্বরূপ জানতে চাইতেন না ┆ ২১৭
হদপ্রাপ্তকে গালি, তিরস্কার কিংবা অভিশাপ দিতে নিষেধ করতেন ┆ ২২৪
শাস্তিযোগ্য মদ্যপকে গালি দিতে নিষেধ করতেন ┆ ২২৭
নির্দিষ্ট কোনো গুনাহগারের ওপর বদদোয়া করতে নিষেধ করতেন ┆ ২২৮
নৈকট্যপ্রাপ্ত কেউ গুনাহ করলে কঠিন ভর্ৎসনা করতেন ┆ ২৩০
গুনাহের ভয়াবহতা স্পষ্ট করতেন এবং খুব কঠোর হতেন ┆ ২৩১
পুনরায় পাপে লিপ্ত না হওয়ার জন্য গুনাহের কদর্যতা তুলে ধরতেন ┆ ২৩৩
কতিপয় গুনাহগারকে তাওবা কবুল হওয়া পর্যন্ত বয়কট করেছেন ┆ ২৩৩
হদের কোনো বিচার নিয়ে আসাকে অপছন্দ করতেন ┆ ২৩৮
হদ প্রয়োগের ক্ষেত্রে সুপারিশ গ্রহণ করতেন না ┆ ২৩৯
হদ প্রয়োগে অপরাধীর দুর্বলতা বিবেচনা করতেন ┆ ২৪১
না বুঝে গুনাহ করলে শাস্তি দিতেন না ┆ ২৪২
গুনাহের উপকরণ নিজ হাতে দূর করতেন ┆ ২৪৩
গুনাহের কদর্যতা বোঝাতে মুখ ফিরিয়ে নিতেন ┆ ২৪৫
গুনাহগারের নাম সবার সামনে স্পষ্ট করে বলতেন না ┆ ২৪৫
কখনো রাগান্বিত হতেন এবং কঠোর নিন্দা করতেন ┆ ২৪৭
গুনাহগারের জানাজায় শরিক না হয়ে উম্মতকে সতর্ক করেছেন ┆ ২৪৭

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : মুনাফিকদের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ –২৫১

মুনাফিকদের কতিপয় নিদর্শন ¦ ২৫২
ইবনে সালুলের ধোঁকাবাজি ও প্রতারণা ¦ ২৬৪
মুনাফিকরা ইহুদিদের সাথে মিলে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করত ¦ ২৬৬
উহুদ যুদ্ধে মুনাফিকরা প্রতারণা করে পথ থেকে ফিরে এল ¦ ২৬৯
রাসুলুল্লাহ ﷺ দ্বীনের স্বার্থে মুনাফিকদের হত্যা করেননি ¦ ২৭০
মুনাফিকদের ওপর ইসলামের প্রকাশ্য হুকুমগুলো প্রয়োগ করতেন ¦ ২৭৪
ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করতে তাদের ওজর ও শপথ গ্রহণ করতেন ¦ ২৭৬
তাদের উদ্দেশ্য করে সুরা মুনাফিকুন তিলাওয়াত করতেন ¦ ২৭৯
একদল মুনাফিক তাবুক যুদ্ধে না যাওয়ার অনুমতি চাইল ¦ ২৮২
তাবুক থেকে ফেরার পথে রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে ব্যর্থ হত্যাচেষ্টা ¦ ২৮৫
মুনাফিকদের ভীতি প্রদর্শন করতেন ¦ ২৮৭
বারোজন মুনাফিকের নাম হুজাইফা ؓ-কে জানিয়েছিলেন ¦ ২৮৯
তাবুক যুদ্ধে মুমিনদের নিয়ে মুনাফিকদের ঠাট্টা-বিদ্রুপ ¦ ২৯১
মুনাফিকদের বিরুদ্ধে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর রাজনৈতিক পদক্ষেপ ¦ ২৯৪
মুনাফিক সরদার আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের মৃত্যু ¦ ৩০১
জুলাস বিন সুয়াইদ ؓ নিফাক থেকে তাওবা করেছিলেন ¦ ৩০৪
মুনাফিকদের দেওয়া কষ্টে ধৈর্যধারণ করতেন ¦ ৩০৬
বৈশিষ্ট্য বর্ণনার সময় কোনো মুনাফিকের নাম নিতেন না ¦ ৩০৭
অনেক মুনাফিককে সাহাবিরা বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে চিনতেন ¦ ৩০৮
মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য ¦ ৩০৯
রাসুলুল্লাহ ﷺ মুনাফিকদেরকে মুমিনদের কষ্ট দিতে নিষেধ করতেন ¦ ৩১৩
মুনাফিক কর্তৃক সাহাবিদের কষ্টপ্রদানের কিছু খণ্ডচিত্র ¦ ৩১৪
কখনো নির্দিষ্টভাবে কারও নিফাকি ফাঁস করে দিতেন ¦ ৩১৫
কখনো মুনাফিকদের কাউকে স্পষ্ট চিনিয়ে দিতেন ¦ ৩১৭
মুনাফিকদের সম্মান করতে নিষেধ করতেন ¦ ৩১৮
কোনো মুনাফিককে ব্যাপক কোনো নেতৃত্ব ও দায়িত্ব দিতেন না ¦ ৩১৮
হালের মুনাফিকরা আরও ভয়ংকর ও বেশি ফাসাদ সৃষ্টিকারী ¦ ৩১৯

পঞ্চম অধ্যায় : সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণবিধি

প্রথম পরিচ্ছেদ : সাধারণ নারীদের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ - ৩২৫

নারীদের প্রতি উত্তম আচরণ করার নির্দেশ দিতেন ⁞ ৩২৫
নারীদেরকে পুরুষদের অর্ধাংশ গণ্য করতেন ⁞ ৩২৬
পুরুষদের মতো নারীদেরও বাইআত করাতেন ⁞ ৩২৭
তিনি মুহাজির মুমিন নারীদের পরীক্ষা নিতেন ⁞ ৩৩০
মহিলাদের সাথে কোমল আচরণ করতেন ⁞ ৩৩০
বিশেষ গুণের কারণে কুরাইশ-নারীদের প্রশংসা করতেন ⁞ ৩৩২
নারীদের তালিমের প্রতি গুরুত্বারোপ করতেন ⁞ ৩৩৩
নারীদের উপদেশ দেওয়ার প্রতি বেশ আগ্রহী ছিলেন ⁞ ৩৩৫
কখনো অল্প সাদাকায় অধিক বারাকাহ পাওয়া যায় ⁞ ৩৩৭
সাদাকার প্রতি মহিলাদের অনেক বেশি উৎসাহিত করতেন ⁞ ৩৩৭
নারীরাই সবচেয়ে বেশি সাদাকা করতেন ⁞ ৩৩৯
তাদের বেশি বেশি জিকির করতে উদ্বুদ্ধ করতেন ⁞ ৩৩৯
তাদের উপকারী দোয়া শেখাতেন ⁞ ৩৪১
বিভিন্ন উৎসব ও নেকির মজলিসে তাদের উপস্থিত হতে উৎসাহ দিতেন ⁞ ৩৪২
নারী সাহাবিগণ জুমআয় অংশগ্রহণ করতেন ⁞ ৩৪৩
নারী সাহাবিগণ তাঁর সাথে জামাআতে
ফরজ সালাতসমূহ আদায় করতেন ⁞ ৩৪৪
নারীদের মসজিদে আসতে বারণ করতে নিষেধ করতেন ⁞ ৩৪৪
বাইরে যাওয়ার সময় সুগন্ধি ব্যবহার করতে নিষেধ করতেন ⁞ ৩৪৫
নারীদের জন্য মসজিদে না গিয়ে বাড়িতে সালাত আদায় করা উত্তম ⁞ ৩৪৬
নারী সাহাবিদের খোঁজখবর নিতেন ⁞ ৩৪৬
মসজিদ থেকে নারীদের সবার আগে বের হওয়ার সুযোগ করে দিতেন ⁞ ৩৪৮
নারীদের জন্য শেষ দিকের কাতার নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন ⁞ ৩৪৯
নারীদের আসা-যাওয়ার জন্য আলাদা দরোজা করে দিয়েছিলেন ⁞ ৩৪৯
রাস্তায় নারী-পুরুষের সংমিশ্রণকে নিষেধ করতেন ⁞ ৩৫০

নারীদের হাতে মেহেদি লাগাতে বলতেন ⁞ ৩৫০
কোনো শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনলে নামাজ সংক্ষিপ্ত করতেন ⁞ ৩৫১
ঝাড়ুদার নারীর জানাজা পড়তে না পেরে আফসোস করেছিলেন ⁞ ৩৫২
কোনো নারীর মর্যাদায় আঘাত এলে তাদের অন্তর প্রশান্ত করতেন ⁞ ৩৫৩
নারীদের সাথে তাঁর আচরণের মূল কাঠামো ছিল ধৈর্য ও স্নেহ ⁞ ৩৫৫
বিধবাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন ⁞ ৩৫৭
বিধবাদের সাহায্য করার ফজিলত বলতেন ⁞ ৩৫৮
নারীদের প্রয়োজন দ্রুত মিটিয়ে দিতেন ⁞ ৩৫৮
নারীদের প্রতি সদাচরণ করতেন ⁞ ৩৬০
স্ত্রীর বান্ধবীদের সম্মান করতেন ⁞ ৩৬০
মৃত সাহাবির পরিবারের সঙ্গে সদাচরণ করতেন ⁞ ৩৬৫
স্বামীদের সংশোধন করতেন ⁞ ৩৬৬
নারীরা কোনো উপকার করলে তার যথাযথ প্রতিদান দিতেন ⁞ ৩৬৭
নম্রতার সাথে নারীদের ভুল সংশোধন করে দিতেন ⁞ ৩৭২
মহিলাদের প্রহার করতে নিষেধ করেছেন ⁞ ৩৭৪
তাওবাকারী নারীর সঙ্গে পূর্বের মতো সদাচার করার নির্দেশ দিতেন ⁞ ৩৭৪
কোনো নারী হাদিয়া পাঠালে তা গ্রহণ করতেন ⁞ ৩৭৬
কোনো নারী খানার দাওয়াত করলে গ্রহণ করতেন ⁞ ৩৭৮
অসুস্থ নারীদের দেখতে যেতেন ⁞ ৩৭৯
নারীদের কেউ দোয়া চাইলে দোয়া করতেন ⁞ ৩৮০
কোনো কোনো নারীর নাম পরিবর্তন করে অন্য নাম রাখতেন ⁞ ৩৮২
পুরুষ সাহাবিদের নামও তিনি পরিবর্তন করতেন ⁞ ৩৮৩
বৃদ্ধা নারীর সাথেও কখনো কৌতুক করতেন ⁞ ৩৮৪
স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন রক্ষা করার জন্য স্ত্রীর নিকট সুপারিশ করতেন ⁞ ৩৮৫
নারীদেরকে বিবাহের ব্যাপারে পরামর্শ দিতেন ⁞ ৩৮৬
সাহাবিদের জন্য পুণ্যবতী নারীদের কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠাতেন ⁞ ৩৮৭
নারীর সম্মতি ছাড়া কাউকে বিয়ে দিতেন না ⁞ ৩৮৮
পিতা মেয়ের অমতে বিয়ে দিলে সে বিয়ে নাকচ করে দিতেন ⁞ ৩৮৯
নারীদের অভিযোগের সমাধান করে দিতেন ⁞ ৩৯০
নারীদের যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি দিতেন ⁞ ৩৯৩

যুদ্ধের ময়দানে নারীদের হত্যা করতে নিষেধ করতেন ┇ ৩৯৫
নিজ স্ত্রীদের নারী জাতির আদর্শ হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন ┇ ৩৯৫
শেষ কথা ┇ ৩৯৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বয়স্কদের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ –৩৯৮

নেক আমলের অধিকারী বৃদ্ধকে উত্তম মানুষ গণ্য করতেন ┇ ৪০০
উম্মতের প্রতি বৃদ্ধদের সম্মান করার নির্দেশ দিতেন ┇ ৪০০
সাহাবিগণ যথাযথভাবে বয়স্কদের অধিকার আদায় করতেন ┇ ৪০২
দুর্বলতার কথা বিবেচনা করে তাদের ডেকে পাঠাতেন না ┇ ৪০৫
তাদের উত্তম পদ্ধতিতে অভ্যর্থনা জানাতেন ┇ ৪০৬
তাদের সাথে হাস্যরস করতেন ┇ ৪০৬
বৃদ্ধদের আল্লাহর রহমতের আশা দিতেন ┇ ৪০৭
যুদ্ধে বৃদ্ধদের হত্যা করতে নিষেধ করতেন ┇ ৪০৭
বিভিন্ন কাজে বয়স্কদের প্রাধান্য দিতেন ┇ ৪০৮
তাদের জন্য শরিয়তের অনেক বিধান শিথিল করে দিতেন ┇ ৪১১
বৃদ্ধদেরকে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন ┇ ৪১৩
দুনিয়াসক্তি ও সম্পদ জমা করা থেকে তাদের সতর্ক করতেন ┇ ৪১৪
বৃদ্ধদের গুনাহকে বেশি মারাত্মক সাব্যস্ত করতেন ┇ ৪১৬
বার্ধক্যের আলামত গোপন করতে নিষেধ করতেন ┇ ৪১৬
সাদা চুল-দাড়ি রাঙাতে উৎসাহিত করতেন ┇ ৪১৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ছোটদের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ – ৪১৯

শিশুর প্রতি দয়া ও স্নেহ পোষণ করতেন ┇ ৪১৯
শিশুদের যত্নের ব্যাপারে বিভিন্ন নির্দেশনা দিতেন ┇ ৪১৯
শিশুদের জন্য সুন্দর নাম রাখতেন ┇ ৪২০
শিশুদের কোলে নিয়ে আদর করতেন ┇ ৪২২
শিশুদের সাথে খেলাধুলা ও হাসিকৌতুক করতেন ┇ ৪২৪
সদ্য দুধ ছাড়ানো শিশুর সাথেও হাস্যরস করতেন ┇ ৪২৪
আনাস رضي الله عنه-এর সাথেও হাস্যরস করে কথা বলতেন ┇ ৪২৫

শিশুদের মাঝে প্রতিযোগিতা দিতেন ⁞ ৪২৬
পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের সালাম দিতেন ⁞ ৪২৬
ছোটদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন ⁞ ৪২৭
শিশুদের গালে হাত বুলিয়ে তাদের আদর করতেন ⁞ ৪২৭
আদর করে শিশুদের চুমু খেতেন ⁞ ৪২৮
শিশুদের উপহার দিতেন ⁞ ৪২৮
ইলম শেখানো ও সুন্দর প্রতিপালনের প্রতি গুরুত্ব দিতেন ⁞ ৪২৯
তাদেরকে কুরআন, ইমান ও তাওহিদ শেখাতেন ⁞ ৪৩০
উত্তম আচরণের মাধ্যমে শিশুদের গড়ে তোলা নববি শিক্ষা ⁞ ৪৩০
শিশুদের খানাপিনার আদব শেখাতেন ⁞ ৪৩১
তাদের কেউ ভুল করলে নরম ভাষায় শুধরে দিতেন ⁞ ৪৩১
তাদের সঙ্গে স্নেহভরা বাক্যে কথা বলতেন ⁞ ৪৩২
দায়িত্ব গ্রহণের জন্য শিশুদের প্রস্তুত করতেন ⁞ ৪৩২
শিশুদের ব্যক্তিত্ব গঠন করতেন ⁞ ৪৩৪
শিশুদের সাথে সর্বদা সত্য বলার ওপর গুরুত্বারোপ করতেন ⁞ ৪৩৫

ষষ্ঠ অধ্যায় : মানুষ ভিন্ন অন্যান্য সৃষ্টির সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণবিধি

প্রথম পরিচ্ছেদ : জিনদের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ -৪৩৯

অনেক জিন তাঁর দাওয়াতে সাড়া দিয়েছে ⁞ ৪৩৯
রাসুলুল্লাহ ﷺ জিনদের কুরআন পড়ে শুনিয়েছেন ⁞ ৪৪১
তাদের মনোযোগ দিয়ে কুরআন শোনার প্রশংসা করতেন ⁞ ৪৪২
মুমিন জিনদের খাবারের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করতেন ⁞ ৪৪২
মুমিন জিনদের কষ্ট দেওয়া থেকে সাবধান করতেন ⁞ ৪৪৩
শয়তানের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতেন ⁞ ৪৪৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : পশুপাখির সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ -৪৪৫
নিজের পালিত জন্তুদের নাম রাখতেন ⁞ ৪৪৬
তিনি ঘোড়া ভালোবাসতেন ⁞ ৪৪৯
শিকাল ঘোড়া অপছন্দ করতেন তিনি ⁞ ৪৫০
বিড়ালকে খাওয়াতেন, পান করাতেন এবং আদর করতেন ⁞ ৪৫১
প্রাণীদের কষ্ট দিতে নিষেধ করতেন ⁞ ৪৫২
বাহন-জন্তুর প্রতি নম্রতা অবলম্বনের নির্দেশ দিতেন ⁞ ৪৫৪
জন্তুকে কষ্ট দেওয়া জাহান্নামে প্রবেশের কারণ ⁞ ৪৫৫
পশুপাখির প্রতি সদয় হওয়া জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম ⁞ ৪৫৬
জীবজন্তুকে খাওয়ালে কল্যাণ রয়েছে ⁞ ৪৫৭
মা পাখি ও তার ছানার মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাতে নিষেধ করতেন ⁞ ৪৫৭
তির বা অন্য কিছু দিয়ে গৃহপালিত জন্তু মারতে নিষেধ করেছেন ⁞ ৪৫৮
পশুর মুখে চিহ্ন আঁকতে এবং প্রহার করতে নিষেধ করতেন ⁞ ৪৬০
জীবজন্তুর অঙ্গ বিকৃতি ঘটাতে নিষেধ করতেন ⁞ ৪৬১
বিনা প্রয়োজনে পশু খাসি করতে নিষেধ করতেন ⁞ ৪৬১
নিরীহ জীবজন্তু হত্যা করতে নিষেধ করতেন ⁞ ৪৬২
ক্ষতিকর জীবজন্তু হত্যার আদেশ দিতেন ⁞ ৪৬২
খেলাচ্ছলে অনর্থক প্রাণী হত্যা করতে নিষেধ করেছেন ⁞ ৪৬৪
পশুপাখির প্রতি সদয় হতে উৎসাহিত করেছেন ⁞ ৪৬৪
পশুপাখিকে গালি দিতে নিষেধ করেছেন ⁞ ৪৬৫
দুগ্ধবতী ছাগল জবাই করতে অনুৎসাহিত করতেন ⁞ ৪৬৬
জবাইয়ের সময় পশুর প্রতি সদয় হতে আদেশ করতেন ⁞ ৪৬৬
গাধা ও ঘোড়ার মিলন ঘটাতে নিষেধ করতেন ⁞ ৪৬৭
জীবজন্তু ও পশুপাখি নবুওয়াতের সাক্ষ্য দিয়েছে ⁞ ৪৬৮
রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ভালোবাসার কারণে
সাফিনাকে সাহায্য করেছিল একটি সিংহ ⁞ ৪৬৯
শেষ কথা ⁞ ৪৭১

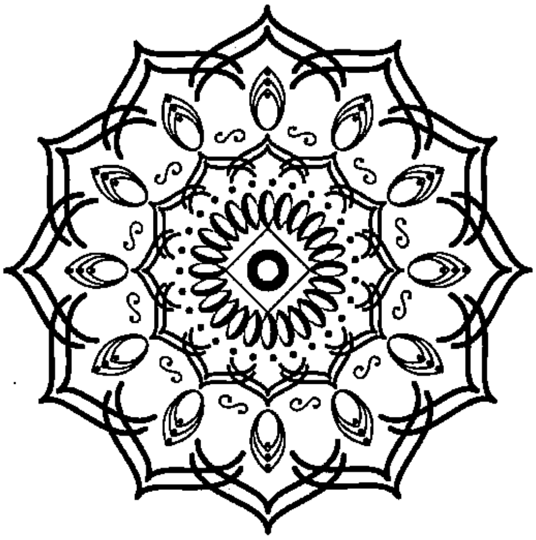

চতুর্থ অধ্যায়

দাওয়াতের আওতাভুক্ত বিশেষ বিশেষ শ্রেণির মানুষের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণবিধি

প্রথম পরিচ্ছেদ

নওমুসলিমদের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ

রাসুলুল্লাহ ﷺ মানুষের হিদায়াতের প্রতি চূড়ান্ত পর্যায়ের আগ্রহী ছিলেন। এ জন্য আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে সম্বোধন করে বললেন :

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

> 'তারা ইমান আনছে না বলে মনের দুঃখে আপনি যেন আত্মহনন করতে চান।'[১]

অন্য আয়াতে বলেন :

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا

> 'তারা এই বাণী (কুরআন) বিশ্বাস না করলে দুঃখে আপনি হয়তো তাদের পেছনে নিজের জীবন শেষ করে দেবেন।'[২]

ইমাম তাবারি ﷺ বলেন, 'আল্লাহ তাআলার কালামের মর্ম হলো, হে মুহাম্মাদ, আপনার জাতি আল্লাহর প্রতি ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে আপনাকে বলছে—(لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَنْبُوعًا) "আমরা তোমার কথা বিশ্বাস করব না, যতক্ষণ না তুমি আমাদের জন্য ভূমি থেকে একটি ঝরনা প্রবাহিত করবে।" আর আমি যে কিতাব আপনার ওপর নাজিল করেছি, তার প্রতি তারা ইমান আনছে না এবং এটি যে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে, তার সত্যায়নও করছে না। তারা আপনার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, আপনাকে

---

১. সুরা আশ-শুআরা, ২৬ : ৩।

২. সুরা আল-কাহফ, ১৮ : ৬।

এড়িয়ে চলছে এবং আপনার প্রতি ইমান আনতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে—এই দুঃখ ও মর্মবেদনায় আপনি হয়তো নিজের জীবনকে শেষ করে দেবেন।'[৩]

মানুষের হিদায়াতের প্রতি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আগ্রহ ও বাসনার কথা বর্ণনা করে আল্লাহ তাআলা বলেন :

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

'তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসুল। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তার পক্ষে দুঃসহ। তিনি তোমাদের (হিদায়াতের) প্রতি আগ্রহী এবং মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়।'[৪]

'তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তার পক্ষে দুঃসহ'—অর্থাৎ তোমরা দুঃখ পেলে তিনিও দুঃখ পান।

(তিনি তোমাদের প্রতি আগ্রহী।) ফলে তোমাদের জন্য মঙ্গল কামনা করেন এবং তোমাদের নিকট কল্যাণ পৌঁছাতে চেষ্টা করেন। তোমাদেরকে ইমানের দিকে পথনির্দেশ করতে খুব আগ্রহবোধ করেন। তোমাদের অনিষ্ট চান না এবং সব ধরনের অমঙ্গল থেকে তোমাদের দূরে রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন।

'মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়'—অর্থাৎ মুমিনদের প্রতি তাঁর মায়া-মমতা তাদের পিতামাতার চেয়ে অনেক গুণ বেশি।[৫]

মানুষকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আগ্রহ ও ঐকান্তিকতা কী পর্যায়ের ছিল, তার দৃষ্টান্ত স্বয়ং তিনিই আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন :

إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُّ الَّتِي تَقَعُ فِي النَّارِ يَقَعْنَ فِيهَا،

৩. তাফসিরুত তাবারি : ১৫/১৯৪।
৪. সুরা আত-তাওবা, ৯ : ১২৮।
৫. তাফসিরুস সাদি : ১/৩৫৬।

فَجَعَلَ يَنْزِعُهُنَّ وَيَغْلِبْنَهُ فَيَقْتَحِمْنَ فِيهَا، فَأَنَا آخُذُ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، وَهُمْ يَقْتَحِمُونَ فِيهَا

'আমার ও লোকদের দৃষ্টান্ত এমন ব্যক্তির ন্যায়, যে আগুন জ্বালাল। অতঃপর যখন আগুন চতুর্দিক আলোকিত করল, তখন পতঙ্গ ও আগুনে পতিত হয় যেসব প্রাণী সেগুলো তাতে পড়তে লাগল। তখন লোকটি সেগুলোকে টেনে ধরল। কিন্তু তারা জোর-জবরদস্তি করে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকল। তদ্রূপ আমিও তোমাদের কোমর ধরে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করি; অথচ তারা তাতেই পতিত হচ্ছে।'[৬]

ইবনে হাজার ﷺ বলেন, 'এই হাদিসে উম্মতের নাজাতের প্রতি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর দরদ ও প্রবল আগ্রহের কথা ফুটে উঠেছে। যেমনটি আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন :

حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

'তিনি তোমাদের (হিদায়াতের) প্রতি আগ্রহী এবং মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়।'[৭]

উম্মাহর জন্য ক্রন্দন করতেন

আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস ﷺ থেকে বর্ণিত, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ নিম্নোক্ত দুটি আয়াত তিলাওয়াত করলেন :

رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"হে আমার পালনকর্তা, এরা অনেক মানুষকে বিপথগামী করেছে। অতএব, যে আমার অনুসরণ করে, সে আমার দলভুক্ত; আর কেউ আমার অবাধ্যতা করলে নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৮]

---

৬. সহিহুল বুখারি : ৬৪৮৩, সহিহু মুসলিম : ২২৮৪।
৭. ফাতহুল বারি : ১১/৩১৮।
৮. সুরা ইবরাহিম, ১৪ : ৩৬।

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

"যদি আপনি তাদের শাস্তি দেন, তবে তো তারা আপনার বান্দা; আর আপনি তাদের ক্ষমা করলে আপনি হলেন পরাক্রান্ত, মহাবিজ্ঞ।"[৯]

অতঃপর দুই হাত উত্তোলন করে কেঁদে কেঁদে বললেন, "ইয়া আল্লাহ, আমার উম্মত, আমার উম্মত!" তখন আল্লাহ তাআলা জিবরাইল ﷺ-কে বললেন, "মুহাম্মাদের কাছে যাও। তোমার রব সবকিছু জানেন, তবুও তাঁকে জিজ্ঞেস করো, তাঁর কান্নার কারণ কী?" অতঃপর জিবরাইল ﷺ এসে তাঁর কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁকে কারণ জানালেন। তখন আল্লাহ তাআলা বললেন, "হে জিবরাইল, মুহাম্মাদের কাছে গিয়ে বলো, আমি (আল্লাহ) অচিরেই তোমার উম্মতের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাব এবং তোমাকে কষ্ট দেবো না।"'[১০]

কারও ইসলাম গ্রহণের সংবাদে আনন্দিত হতেন

আদি বিন হাতিম ﷺ-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে, 'যখন রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে দেখলেন, তখন আদুল গায়ে তাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বাইআত করালেন।'[১১]

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর বিশুদ্ধ সিরাত ও হাদিস নিয়ে কেউ গবেষণা করলে সে জানতে পারবে, নওমুসলিমদের প্রতি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর দিকনির্দেশনা কত পূর্ণাঙ্গ ছিল!

এখানে আমরা নওমুসলিমদের সাথে তাঁর উন্নত আচরণের কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরব, যেন আমরা وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ('আমি তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি।'[১২]) আয়াতটির কিছু বাস্তব প্রমাণ প্রত্যক্ষ করতে পারি।

---

৯. সুরা আল-মায়িদা, ৫ : ১১৮।

১০. সহিহু মুসলিম : ২০২।

১১. মুয়াত্তা মালিক : ১১৫৬, মুসান্নাফু আব্দির রাজ্জাক : ১২৬৪৬।

১২. সুরা আল-আম্বিয়া, ২১ : ১০৭

ভালো ও যোগ্য মানুষদের হিদায়াতের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করতেন

আবুল হাসান বিন বাত্তাল ﷺ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ চাইতেন, মানুষ ইসলাম গ্রহণ করুক। আর যাদের ইসলাম গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা করতেন, তাদের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করতেন। ফলে তিনি যাদের জন্য দোয়া করেছেন, তাদের অনেকেরই ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন হয়েছে।'

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ দোয়া করলেন :

> اللهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلَامَ بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ بِأَبِي جَهْلٍ أَوْ بِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ
>
> 'হে আল্লাহ, আবু জাহেল ও উমর বিন খাত্তাব—এ দুজনের মধ্যে যে আপনার অধিক প্রিয়, তার মাধ্যমে ইসলামকে শক্তিশালী করুন।'

বর্ণনাকারী বলেন, 'তাদের দুজনের মধ্যে আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় ছিলেন উমর বিন খাত্তাব ﷺ।'[১৩]

প্রথম প্রথম তিনি এভাবে দোয়া করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে শুধু উমর ﷺ-এর জন্য দোয়া করেছেন, যেমনটি আয়িশা ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ দোয়া করলেন :

> اللهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ خَاصَّةً
>
> 'হে আল্লাহ, বিশেষভাবে উমর বিন খাত্তাবের মাধ্যমে ইসলামকে শক্তিশালী করুন।'[১৪]

অবশেষে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর দোয়ার বরকতে উমর ﷺ ইসলাম গ্রহণ করেন। অথচ অধিকাংশ মানুষ উমর ﷺ-এর ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে নিরাশ ছিলেন। এমনকি একজন তো বলেই দিয়েছিলেন, 'খাত্তাবের গাধা ইসলাম গ্রহণ করলেও করতে পারে, কিন্তু উমরের ইসলাম গ্রহণের কোনোই সম্ভাবনা নেই।'[১৫]

---

১৩. সুনানুত তিরমিজি : ৩৬৮১।
১৪. সহিহু ইবনি হিব্বান : ৬৮৮২।
১৫. সিরাতু ইবনি হিশাম : ১/২৯৫।

তাই বলা যায়, রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর দোয়াই উমর ﷺ-এর ইসলাম গ্রহণের মূল প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে।

আবু হুরাইরা ﷺ-এর মায়ের জন্য দোয়া করলেন

আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, 'আমার মা মুশরিক ছিলেন। আমি তাকে প্রতিনিয়ত ইসলামের দাওয়াত দিতাম। একদিন তাকে দাওয়াত দিতে গেলে তিনি আমাকে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যাপারে অপছন্দনীয় কিছু কথা বলে ফেললেন। তখন আমি কেঁদে কেঁদে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসলাম। বললাম, "ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি প্রতিদিন আমার মাকে ইসলামের দাওয়াত দিই, কিন্তু তিনি অস্বীকার করেন। আজও যথারীতি তাকে দাওয়াত দিতে গেলে তিনি আপনার ব্যাপারে অসংলগ্ন কথা বলেছেন। তাই আপনি দোয়া করুন, যেন আল্লাহ তাআলা আবু হুরাইরার মাকে হিদায়াত দান করেন।"

তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ দোয়া করলেন :

اللَّهُمَّ اهْدِ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ

"হে আল্লাহ, আবু হুরাইরার মাকে হিদায়াত দান করুন।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ দোয়া করায় আমি আনন্দচিত্তে বাড়ির উদ্দেশে বের হলাম। বাড়ির দরোজার নিকট পৌঁছে দেখি, তা বন্ধ। আমার মা আমার পায়ের শব্দ শুনতে পেয়ে বললেন, "আবু হুরাইরা, তুমি ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকো।" আমি পানির শব্দ শুনতে পেলাম। তিনি গোসল করে দ্রুত কাপড়-চোপড় ও ওড়না পরিধান করে দরোজা খুলে দিলেন। তারপর বললেন, "হে আবু হুরাইরা, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসুল।"

তখন আমি খুশিতে কাঁদতে কাঁদতে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ফিরে এলাম। বললাম, "ইয়া রাসুলাল্লাহ, সুসংবাদ গ্রহণ করুন! আল্লাহ আপনার দোয়া কবুল করে নিয়েছেন এবং আবু হুরাইরার মাকে হিদায়াত দান করেছেন।" তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর প্রশংসা করলেন ও তাঁর গুণকীর্তন করে বললেন, "ভালো হয়েছে।"

আমি বললাম, “ইয়া রাসুলাল্লাহ, আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, যেন আমি ও আমার মা মুমিনদের কাছে প্রিয় হয়ে উঠি এবং আমাদের কাছে তারাও প্রিয় হয়ে ওঠে।” তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ দোয়া করলেন :

اللهُمَّ حَبِّبْ عُبَيْدَكَ هَذَا - يَعْنِي أَبَا هُرَيْرَةَ - وَأُمَّهُ إِلَى عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ، وَحَبِّبْ إِلَيْهِمِ الْمُؤْمِنِينَ

> “হে আল্লাহ, আপনার এই ছোট বান্দা আবু হুরাইরা ও তার মাকে আপনার মুমিন বান্দাদের নিকট প্রিয় করে তুলুন এবং তাদের নিকট মুমিনদের প্রিয় করে তুলুন।”

এরপর থেকে এমন কোনো মুমিন সৃষ্টি হয়নি, যে আমার ব্যাপারে শোনার পর কিংবা আমাকে দেখার পর আমাকে ভালোবাসেনি।’[১৬]

দাওস গোত্রের হিদায়াতের জন্য দোয়া করলেন

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘তুফাইল বিন আমর ﷺ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, “দাওস গোত্র নষ্ট হয়ে গেছে। তারা পাপী, তারা অস্বীকারকারী। অতএব, আপনি তাদের জন্য বদদোয়া করুন।”

তখন লোকজন ধারণা করতে শুরু করলেন, এই বুঝি রাসুলুল্লাহ ﷺ তাদের জন্য বদদোয়া করতে যাচ্ছেন। কিন্তু তিনি দোয়ায় বললেন :

اللهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَأْتِ بِهِمْ

> “হে আল্লাহ, দাওস গোত্রকে হিদায়াত দান করুন এবং তাদের (হকের পথে) নিয়ে আসুন।”’[১৭]

ইমাম বুখারি ﷺ এই হাদিসের অধ্যায়ের নাম রেখেছেন, ‘আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে মুশরিকদের জন্য হিদায়াতের দোয়া’-সম্পর্কিত অধ্যায়।

---

১৬. সহিহু মুসলিম : ২৪৯১।

১৭. সহিহুল বুখারি : ২৯৩৭, সহিহু মুসলিম : ২৫২৪।

ইবনে হাজার ﵀ বলেন, '"মুশরিকদের আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে" কথাটি ইমাম বুখারি ﵀-এর পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর বহন করে। এর মাধ্যমে তিনি দুই ধরনের দোয়ার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করেছেন। কারণ, রাসুলুল্লাহ ﷺ কখনো মুশরিকদের জন্য বদদোয়া করতেন, আবার কখনো-বা তাদের জন্য উপকারী দোয়াও করতেন। যখন তাদের ঔদ্ধত্য ও ধৃষ্টতা খুব বৃদ্ধি পেত, তখন তাদের জন্য বদদোয়া করতেন। আর যখন তাদের অনিষ্টতা ও শত্রুতা থেকে নিরাপদ থাকা যেত এবং তাদেরকে হকের পথে আকৃষ্ট করার আশা থাকত, তখন তাদের জন্য কল্যাণের দোয়া করতেন। যেমনিভাবে দাওস গোত্রের জন্য তিনি কল্যাণের দোয়া করেছেন।'[১৮]

মানুষের ইসলাম গ্রহণে আনন্দিত হয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতেন

আনাস ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একটি ইহুদি ছেলে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সেবা করত। একদিন সে অসুস্থ হয়ে পড়ল। রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে দেখতে গেলেন। তিনি তার শিয়রে বসে বললেন, "মুসলমান হয়ে যাও।" ছেলেটি তার পাশে থাকা পিতার দিকে তাকাল। পিতা বলল, "আবুল কাসিমের কথা মেনে নাও।" তখন সে ইসলাম গ্রহণ করল। অতঃপর রাসুলুল্লাহ ﷺ ওখান থেকে এই বলতে বলতে বের হলেন :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ بِي مِنَ النَّارِ

> "সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি আমার মাধ্যমে তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়েছেন।"'[১৯]

আর ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, আদি বিন হাতিম ﵁ ও ইকরামা বিন আবু জাহেল ﵁ ইসলাম গ্রহণ করার কারণে রাসুলুল্লাহ ﷺ আনন্দিত হয়েছিলেন।

---

১৮. ফাতহুল বারি : ৬/১০৮।

১৯. সহিহুল বুখারি : ১৩৫৬, সুনানু আবি দাউদ : ৩০৯৫।

ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে মুশরিকের সাথে ঘনিষ্ঠতা করতেন

হুয়াইতিব বিন আব্দুল উজ্জা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'মক্কা-বিজয়ের পর রাসুলুল্লাহ ﷺ যখন নগরীতে প্রবেশ করলেন, তখন আমি প্রচণ্ড ভয় পেলাম। তাই আমি বাড়ি থেকে বের হয়ে গেলাম এবং পরিবারের সদস্যদের আলাদা আলাদা করে বিভিন্ন নিরাপদ জায়গায় রেখে আসলাম। তারপর আমি আওফের বাড়িতে গেলাম। সেখানে আবু জার গিফারি ﷺ-এর সামনে পড়লাম। তাঁর সাথে আমার বন্ধুত্ব ছিল ঠিকই, কিন্তু এখন আর তা নেই। তাঁকে দেখতেই আমি পালাতে উদ্যত হলাম। তিনি বললেন, "হে আবু মুহাম্মাদ।" আমি বললাম, "জি, বলুন।" তিনি বললেন, "কী হলো তোমার?" আমি বললাম, "ভয় পাচ্ছি।" তিনি বললেন, "তোমার ভয় পেতে হবে না, তুমি আল্লাহর নিরাপত্তায় নিরাপদ।" তখন আমি তাঁর কাছে ফিরে গিয়ে তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, "বাড়িতে ফিরে যাও।" আমি বললাম, "বাড়িতে যাওয়ার তো উপায় নেই। আল্লাহর কসম, আমার তো মনে হচ্ছে, বাড়িতে যাওয়ার পথেই আমি (মুসলমান সৈন্যদের হাতে) মারা পড়ব অথবা তারা আমার বাড়িতে ঢুকে আমাকে মেরে ফেলবে। তা ছাড়া আমার পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন জায়গায় লুকিয়ে আছে।" তিনি বললেন, "তাদের এক জায়গায় একত্র করো; আমি গিয়ে তোমাকে তোমার বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসব।"

তিনি আমার সাথে চললেন আর ঘোষণা করতে লাগলেন, হুয়াইতিব আমার নিরাপত্তায় আছে, তার ওপর যেন আক্রমণ করা না হয়। তিনি বলেন, "এরপর আমার শঙ্কা কেটে গেল এবং আমি আমার পরিবারের সদস্যদের তাদের নিজ নিজ বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে আসলাম।"

অতঃপর আবু জার ﷺ আমার কাছে এসে বললেন, "হে আবু মুহাম্মাদ, আর কতদিন এভাবে থাকবে? পুরো দেশ তো চষে বেড়ালে এবং অনেক কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হলে! এখানো অনেক কল্যাণ বাকি আছে, তাই বলছিলাম কি, রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গিয়ে ইসলাম কবুল করে নাও। এতে তুমি সম্পূর্ণ নিরাপদ হয়ে যাবে। আর রাসুলুল্লাহ ﷺ হলেন সর্বাধিক সদাচারী, সর্বাধিক সম্পর্ক রক্ষাকারী ও সর্বাধিক সহনশীল ব্যক্তি। তাঁর ভদ্রতা ও সম্মানবোধের

কারণে তুমি তাঁর নিকট ভদ্রজনোচিত আচরণ ও সম্মান পাবে।" আমি বললাম, "ঠিক আছে, আমাকে নিয়ে চলুন। আমি আপনার সাথে যাব।"

তখন আমি তার সাথে বের হয়ে বাতহা নামক জায়গায় রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মিলিত হলাম। তাঁর নিকট আবু বকর ও উমর ﷺ ছিলেন। আমি তাঁকে সালাম দিলে তিনি সালামের উত্তর দিলেন। তারপর আমি বললাম, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই এবং আপনি আল্লাহর রাসুল।" তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি তোমাকে হিদায়াত দান করেছেন।"'

তিনি বলেন, 'আমি ইসলাম গ্রহণ করায় রাসুলুল্লাহ ﷺ আনন্দিত হলেন। অতঃপর আমি তাঁর সাথে হুনাইন ও তায়িফের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। তিনি হুনাইন যুদ্ধের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে আমাকে একশটি উট দান করেছেন।'[২০]

ইসলাম গ্রহণের পর গোসল করার আদেশ দিতেন

কাইস বিন আসিম ﷺ থেকে বর্ণিত যে, 'তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে পানি ও বরই পাতা দিয়ে গোসল করতে বললেন।'[২১]

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, 'সুমামা বিন উসাল ﷺ ইসলাম গ্রহণ করার পর রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন :

اذْهَبُوا بِهِ إِلَى حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ، فَمُرُوهُ أَنْ يَغْتَسِلَ

> "তোমরা একে অমুক গোত্রের বাগানে নিয়ে যাও, তারপর তাকে গোসল করতে বলো।"'[২২]

উপরিউক্ত হাদিসসমূহ থেকে ইসলাম গ্রহণের পর গোসল করা প্রমাণিত হয়। কতিপয় উলামায়ে কিরাম তা ওয়াজিব বলেছেন, কিন্তু অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম মুসতাহাব হওয়ার মত ব্যক্ত করেছেন।

---

২০. মুসতাদরাকুল হাকিম : ৬১৩০।

২১. সুনানু আবি দাউদ : ৩৫৫, সুনানুত তিরমিজি : ৫৫০।

২২. মুসনাদু আহমাদ : ৭৯৭৭।

তিরমিজি ﷺ বলেন, 'এই হাদিসের ওপর আমল করা সম্পর্কে উলামায়ে কিরাম বলেন, "ইসলাম গ্রহণের পর গোসল করা ও কাপড়-চোপড় ধৌত করা মুসতাহাব।"'[২৩]

জাহিলিয়াতের নোংরামি পরিত্যাগের নির্দেশ দিতেন

আবু মালিক আশজায়ি ﷺ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'কোনো ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে রাসুলুল্লাহ ﷺ প্রথমে তাকে সালাত শেখাতেন। অতঃপর এই কালিমাসমূহের মাধ্যমে দোয়া করার নির্দেশ দিতেন :

اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي

> "হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করুন, আমার প্রতি রহম করুন, আমাকে হিদায়াত দান করুন, আমাকে নিরাপদ রাখুন এবং আমাকে রিজিক দান করুন।"'[২৪]

উসাইম বিন কুলাইব ﷺ তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, 'তিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গিয়ে বললেন, "আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি।" তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন :

أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ

> "তুমি কুফর অবস্থার চুল ফেলে দাও এবং খতনা করো।"'[২৫]

ইসলাম গ্রহণকে সবকিছুর ওপর প্রাধান্য দিতেন

বারা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট যুদ্ধের পোশাকে সজ্জিত এক ব্যক্তি এসে বলল, "ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি যুদ্ধ করব, না ইসলাম গ্রহণ করব?" তিনি বললেন, "প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করো, তারপর

---

২৩. সুনানুত তিরমিজি : ২/৫০২, তুহফাতুল আহওয়াজি : ২/১৪০।

২৪. সহিহু মুসলিম : ২৬৯৭।

২৫. সুনানু আবি দাউদ : ৩৫৬।

যুদ্ধ করো।" অতঃপর লোকটি ইসলাম গ্রহণ করে জিহাদে শরিক হলো এবং নিহত হলো। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ (তার সম্পর্কে) বললেন, "আমল কম করেছে, কিন্তু প্রতিদান বেশি পেয়েছে।"'[২৬]

এই হাদিস থেকে বোঝা যায়, অনেক সময় আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ও করুণার কারণে অল্প আমলেও অনেক বড় প্রতিদান পাওয়া যায়।[২৭]

বর্ণিত আছে যে, লোকটি ছিলেন আমর বিন সাবিত বিন ওয়াকশ ﷺ।

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, 'তিনি বললেন, "আমাকে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলো, যিনি কখনো সালাত না পড়া সত্ত্বেও জান্নাতবাসী হয়েছেন।" লোকজন চিনতে না পেরে তাঁর কাছে জানতে চাইল, "কে তিনি?" তিনি বললেন, "উসাইরিম বিন আব্দুল আশহাল আমর বিন সাবিত বিন ওয়াকশ ﷺ।"'

হুসাইন ﷺ বলেন, 'আমি মাহমুদ বিন লাবিদ ﷺ-কে প্রশ্ন করলাম, "উসাইরিমের ব্যাপারটি আসলে কী ছিল?" বললেন, "তিনি প্রথমে ইসলামকে অস্বীকার করতেন, কিন্তু উহুদের সময় রাসুলুল্লাহ ﷺ যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লে তার কাছে ইসলাম স্পষ্ট হয়ে যায়। তখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন। তারপর তরবারি নিয়ে রওনা হয়ে লোকজনের সাথে মিলিত হলেন। অতঃপর মানুষের ভিড়ে ঢুকে পড়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন। যুদ্ধের একপর্যায়ে তিনি আঘাতপ্রাপ্ত হলেন।

তারপর বনি আব্দুল আশহালের লোকেরা যখন তাদের গোত্রের নিহত লোকদের খুঁজছিল, তখন তাকে দেখতে পেয়ে বলল, "হায় আল্লাহ, এ তো দেখি উসাইরিম! সে তো আমাদের সাথে আসেনি। আমরা তাকে (কাফির অবস্থায়) ছেড়ে এসেছিলাম। কারণ, সে ইসলাম অস্বীকার করত।"

তারা তার আসার কারণ জানতে চেয়ে বলল, "হে আমর, তোমাকে এখানে কীসে নিয়ে এসেছে? জাতীয়তাবোধ না ইসলামের প্রতি আগ্রহ?" তিনি জানালেন, "বরং ইসলামের প্রতি আগ্রহবোধই আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে।

---

২৬. সহিহুল বুখারি : ২৮০৮।
২৭. ফাতহুল বারি : ৬/২৫।

আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ইমান এনেছি। মুসলমান হওয়ার পর আমি তরবারি নিয়ে সকালেই রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে রওনা হয়েছি। তারপর যুদ্ধ করেছি এবং আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছি।"

এর কিছুক্ষণ পর তাদের হাতেই তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে তার ব্যাপারে জানানো হলে তিনি বললেন, "সে জান্নাতি।"'[২৮]

নওমুসলিমদের সঙ্গে দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার জন্য লোক প্রেরণ করতেন

আনাস ؓ থেকে বর্ণিত, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট রাল, জাকওয়ান, উসাইয়া ও বনু লিহইয়ান গোত্রের লোকজন আগমন করল। তারা ধারণা দিল যে, তারা মুসলমান হয়ে গিয়েছে এবং তাদের গোত্রের লোকদের (শিক্ষা-দীক্ষার) জন্য রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে সাহায্য চাইল। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ সত্তরজন আনসারি সাহাবি পাঠিয়ে তাদের সাহায্য করলেন।'

আনাস ؓ বলেন, 'আমরা তাদের "কারি" নামে চিনতাম। তারা দিনের বেলায় কাঠ সংগ্রহ করে জীবিকা উপার্জন করতেন এবং রাতে সালাত পড়তেন।'[২৯]

মুহাল্লাব ؒ বলেন, 'এ ঘটনা থেকেই একটি কর্মপদ্ধতি জারি হয়ে গেল যে, সীমান্ত অঞ্চলের লোকদের সার্বিক সাহায্য-সহযোগিতা তাঁর (কেন্দ্রের) পক্ষ থেকে যাবে। পরবর্তী সময়ের খলিফাদের মাঝেও এই কর্মপদ্ধতি বিস্তার লাভ করে।'[৩০]

নওমুসলিমদের অপছন্দনীয় বিভিন্ন বিষয় এড়িয়ে যেতেন

সদ্য ইসলাম গ্রহণ করা লোকদের ইসলামের ওপর অটল রাখতে রাসুলুল্লাহ ﷺ তাদের অপছন্দনীয় ও সংশয় সৃষ্টিকারী বিভিন্ন বিষয় এড়িয়ে যেতেন।

আয়িশা ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম, "হাতিমের দেয়াল কি বাইতুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত?" তিনি বললেন, "হাঁ।"

---

২৮. মুসনাদু আহমাদ : ২৩১২৩।

২৯. সহিহুল বুখারি : ৩০৬৪, সহিহু মুসলিম : ৬৭৭।

৩০. ইবনে বাত্তাল ؒ কৃত শারহু সহিহিল বুখারি : ৯/২৯০।

আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, "তবে তারা কেন এটাকে বাইতুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত করেনি?" তিনি বললেন, "তোমার সম্প্রদায়ের নিকট পর্যাপ্ত অর্থ ছিল না।" আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, "এর দরোজা উঁচুতে স্থাপিত হওয়ার কারণ কী?" তিনি বললেন :

> فَعَلَ ذَاكِ قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاءُوا، وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاءُوا، وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ، أَنْ أُدْخِلَ الجَدْرَ فِي البَيْتِ، وَأَنْ أُلْصِقْ بَابَهُ فِي الأَرْضِ
>
> "তাও তোমার সম্প্রদায়ের কাণ্ড; যাতে তারা যাকে ইচ্ছা তাতে প্রবেশাধিকার পায় এবং যাকে ইচ্ছা প্রবেশ করতে না দেয়। তোমার কওমের জাহিলিয়াত পরিত্যাগের যুগ নিকটতম না হলে এবং আমার যদি এই আশঙ্কা না হতো যে, তাদের অন্তর পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে, তা হলে আমি অবশ্যই (হাতিমের) দেয়াল বাইতুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত করা এবং কাবার দরোজা জমিনের সমতলে স্থাপন করার বিষয়ে বিবেচনা করতাম।""[৩১]

নবিজি ﷺ-এর সন্দেহ অমূলক ছিল না। কাবা ভেঙে ফেললে বাস্তবেই অনেক মানুষ তাঁকে খারাপ ভাবত। আর এ সুযোগে শয়তান তাদের অন্তরে প্রবিষ্ট ইসলাম বের করে ফেলার জন্য কুমন্ত্রণা দিত।

আর রাসুলুল্লাহ ﷺ লোকদের অন্তরসমূহকে ইসলামের ওপর অটল রাখতে চাইতেন এবং ইসলামের প্রতি তাদের চিত্ত আকর্ষিত রাখার চেষ্টা করতেন। এ জন্য তিনি কাবাঘর ভেঙে তাদের অন্তরে ইসলামের প্রতি বিরূপ মনোভাব আসার সুযোগ দেননি।

তাই তিনি কাবাঘর পূর্ণরূপে নির্মাণ না করে লোকদেরকে হাতিমসহ পুরো কাবা তাওয়াফ করতে নির্দেশ দেন। এতে মানুষের মনও ঠিক থাকল আর দ্বীনের বিধান পালনেও কোনো অসুবিধা হয়নি। কেননা, কাবাঘরকে পূর্ণরূপে নির্মাণ করা ফরজ নয় এবং শরিয়তের কোনো রোকনও তার ওপর নির্ভরশীল

৩১. সহিহুল বুখারি : ৭২৪৩।

নয়। ওয়াজিব হলো পুরো কাবাঘর তাওয়াফ করা, যা কাবাঘরকে বর্তমান অবস্থায় বাকি রাখলেও সম্ভব।[৩২]

▶ **হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয় :**

- লোকজন বুঝতে না পারার আশঙ্কা থাকলে অনেক ঐচ্ছিক বিষয় বাদ দেওয়ার অবকাশ আছে।
- শাসক বা দায়িত্বশীল এমন বিষয় থেকে বিরত থাকবে, যে বিষয় মানুষকে বিদ্রোহের পথে নিয়ে যাবে অথবা তাদের দ্বীনি বা দুনিয়াবি কোনো ক্ষতি সাধন করবে।
- কোনো ওয়াজিব লঙ্ঘিত হয় না, এমন বিষয়ের মাধ্যমে মানুষের অন্তরসমূহ আকর্ষিত রাখা ভালো।
- অকল্যাণ বিতাড়ন ও কল্যাণ আনয়ন—এ দুই বিষয়ের মধ্যে যেটি গুরুত্বপূর্ণ তাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। উভয় বিষয় একসাথে সামনে আসলে অকল্যাণের বিতাড়ন আগে করতে হবে। তবে অকল্যাণ তেমন গুরুতর না হলে প্রথমে কল্যাণ আনয়ন করা মুসতাহাব।
- বিভিন্ন সাধারণ বিষয় নিয়ে স্ত্রীর সাথে কথা বলা।
- রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশাবলি পালনের প্রতি সাহাবায়ে কিরামের প্রবল আগ্রহ।

ফায়দা : ইবনে কাসির ﵀ বলেন, 'অতঃপর আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর ﵁ তাঁর খালা উম্মুল মুমিনিন আয়িশা ﵂ রাসুলুল্লাহ ﷺ থেকে যেভাবে বর্ণনা করেছেন, সে ভিত্তির ওপর কাবা নির্মাণ করেন। আল্লাহ তাঁকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

অতঃপর ৭৩ হিজরিতে যখন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তাঁকে পরাজিত করেন, তখন তিনি উত্তর পার্শ্বের দেয়াল ভেঙে দেন এবং পাথরকে বাইরে নিয়ে আসেন; যেমনটি প্রথমে ছিল। আর ভগ্ন কঙ্করগুলো কাবার অভ্যন্তরে সাজিয়ে রেখে দরোজাকে উঁচু করে দেন এবং পশ্চিমের দরোজা বন্ধ করে দেন।

---

৩২. আল-মুনতাকা শারহুল মুয়াত্তা : ২/২৮২।

এখনো তার আলামত বিদ্যমান আছে। তিনি এমনটি করেছিলেন আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের নির্দেশে। তখন তার নিকট এ সম্পর্কিত হাদিস পৌঁছায়নি। যখন তার নিকট হাদিস পৌঁছাল, তখন তিনি বললেন, যা হওয়ার হয়ে গেছে। এখন এটাকে এভাবে রেখে দেওয়াই ভালো মনে করছি।

এরপরে ইবনে মানসুর আল-মাহদি আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর ﷺ-এর ভিত্তি অনুযায়ী কাবাঘর নির্মাণ করতে চাইলে ইমাম মালিক বিন আনাস ﷺ তা না করার পরামর্শ দিলেন। তিনি বললেন, "আমার ভালো মনে হচ্ছে না যে, রাজা-বাদশারা এটাকে একটা খেলা বানিয়ে নেবে। তারা নিজ নিজ মতানুসারে কাবা নির্মাণ করতে থাকবে। কেউ আব্দুল্লাহ বিন জুবাইরের মত গ্রহণ করবে, কেউ আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের মত গ্রহণ করবে, আরেকজন এসে অন্য মত গ্রহণ করবে। এভাবে বিষয়টি একটি খেলায় পরিণত হবে। আল্লাহই ভালো জানেন।"'[৩৩]

জাবির বিন আব্দুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, 'আব্দুল্লাহ বিন উবাই বলল, "আল্লাহর কসম, আমরা মদিনায় ফিরে গেলে সেখান থেকে সবল লোকেরা অবশ্যই দুর্বল লোকদের বের করে দেবে!"

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কানে এ কথা পৌঁছালে উমর ﷺ দাঁড়িয়ে বললেন, "আমাকে অনুমতি দিন, আমি এ মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেবো।"

তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন :

دَعْهُ، لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ

"বাদ দাও, মানুষ যেন বলার সুযোগ না পায় যে, মুহাম্মাদ নিজ সাথিদের হত্যা করে।"'[৩৪]

জাবির বিন আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন, 'হুনাইন থেকে ফেরার পথে "জিইরানা" নামক স্থানে এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসলো। তখন বিলাল

---

৩৩. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৮/২৭৫।

৩৪. সহিহুল বুখারি : ৪৯০৫, সহিহু মুসলিম : ২৫৮৪।

ﷺ-এর কাপড়ে রুপা ছিল, সেখান থেকে নিয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ লোকদের দান করছিলেন। লোকটি বলল, "হে মুহাম্মাদ, ইনসাফ করুন।" তখন তিনি বললেন :

وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ؟ لَقَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ

"তোমার অমঙ্গল হোক! আমি ইনসাফ না করলে আর কে করবে? আমি যদি ইনসাফ না করতাম, তবে তুমি ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হতে!"

উমর বিন খাত্তাব ﷺ বললেন, "ইয়া রাসুলাল্লাহ, এই মুনাফিককে হত্যা করার অনুমতি দিন আমাকে।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন :

مَعَاذَ اللهِ، أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنِّي أَقْتُلُ أَصْحَابِي

"আল্লাহর পানাহ! তখন মানুষ বলতে শুরু করবে যে, আমি নিজ সাথিদের হত্যা করি।""[৩৫]

এই হাদিসে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ধৈর্য ও সহনশীলতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

এ ছাড়াও এ হাদিস প্রমাণ করে, বড় ক্ষতি ও ফিতনার আশঙ্কা থাকলে ছোট ছোট সমস্যায় ছাড় যাওয়াই শ্রেয়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ মানুষের মন তাঁর প্রতি আকৃষ্ট রাখতে চেষ্টা করতেন এবং বেদুইন ও মুনাফিকদের অশুভ ও অসংলগ্ন আচরণের ওপর ধৈর্যধারণ করতেন। যাতে মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং ইসলামের দাওয়াত পূর্ণতা লাভ করে। নওমুসলিমদের অন্তরে ইমান পোক্ত হয় এবং অন্যরা ইসলামের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে। এর জন্য তিনি অনেক মাল-সম্পদও দান করতেন।

---

৩৫. সহিহুল বুখারি : ৩১৩৮, সহিহু মুসলিম : ১০৬৩।

এই কারণে তিনি মুনাফিকদের মারতেন না। এটি ছাড়াও মুনাফিকদের না মারার আরেকটি কারণ হলো, তারা মুখে মুসলমান হওয়ার দাবি করত। তাই প্রকাশ্য বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে তাদের ক্ষমা করে দেওয়া হতো এবং তাদের গোপন অবস্থার হিসাব-নিকাশ আল্লাহর কাছে সোপর্দ করা হতো। এ ছাড়াও তাদের রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবিদের মধ্যে গণ্য করা হতো এবং তারা পার্থিব স্বার্থ হাসিলের লক্ষ্যে বা জাতীয়তার চেতনায় তাড়িত হয়ে, অথবা দম্ভ ও অহমিকা প্রকাশ করার জন্য তাঁর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করত।

কাজি ইয়াজ ﵀ বলেন, 'উলামায়ে কিরামের মাঝে এ বিষয়ে মতানৈক্য আছে যে, মুনাফিকদের ক্ষমা করে দেওয়া ও তাদের সাথে যুদ্ধ এড়িয়ে যাওয়ার বিধানটি এখনো বহাল আছে, নাকি ইসলাম বিজয়ী হওয়ার পর এবং আয়াত : جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ ("কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন।"[৩৬]) নাজিল হওয়ার পর রহিত হয়ে গিয়েছে?'

কেউ কেউ বলেন, "তাদের তখন ক্ষমা করে দেওয়া হতো, যখন তাদের মুনাফিকি প্রকাশ না পেত। যখন তা প্রকাশ পেত, তখন তাদের হত্যা করা হতো।"'[৩৭]

মুনাফিক বলা হয় ওই ব্যক্তিকে, যার কুফর ও নিফাক গোপন থাকে। তাই দুনিয়াবি বিষয়ে তার সাথে কাফিরদের মতো ব্যবহার করা হয় না; বরং মুসলমানদের মতো ব্যবহার করা হয়। কারণ, ইসলামের ঘোষণা দিয়ে সে নিজের জানমালের নিরাপত্তা লাভ করে নিয়েছে। এটাই সেই ঢাল, যার সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজিদে আলোচনা করেছেন :

اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

'তারা তাদের শপথসমূহকে ঢালরূপে ব্যবহার করে। অতঃপর তারা আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করে। তারা যা করছে, তা খুবই মন্দ।'[৩৮]

---

৩৬. সুরা আত-তাওবা, ৯ : ৭৩

৩৭. ইমাম নববি ﵀ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ১৬/১৩৯।

৩৮. সুরা আল-মুনাফিকুন, ৬৩ : ২।

ইমাম শাফিয়ি ﷺ বলেন, 'অর্থাৎ তারা মৃত্যুদণ্ড থেকে বাঁচার ইমানকে ঢালরূপে ব্যবহার করে। তাই তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হতো না এবং তাদের প্রকাশ্য ইসলামের কারণে তাদের ওপর মুমিনদের বিধিবিধান প্রয়োগ করা হতো।

কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের গোপন অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবগত আছেন বিধায় তিনি তাদের জন্য জাহান্নামের সর্বনিকৃষ্ট স্তরকে আবশ্যক করে রেখেছেন।'[৩৯]

ইবনে কাসির ﷺ বলেন, 'এ জন্যই জাহহাক বিন মুজাহিম ﷺ এ আয়াতকে اتَّخَذُوا إِيْمَانَهُمْ جُنَّةً (তারা তাদের ইমানকে ঢালরূপে ব্যবহার করে) এভাবে পড়তেন। অর্থাৎ তারা নিজেদের বাহ্যিক ইমানকে মৃত্যুদণ্ড থেকে বাঁচার উপায় হিসেবে অবলম্বন করে। তবে অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম এখানে إِيْمَان -এর স্থলে أَيْمَان (يَمِيْن-এর বহুবচন, অর্থ : শপথ) পড়েন।'[৪০]

এ জন্যই মুনাফিকদের ওপর তাদের কঠিন কুফরি সত্ত্বেও মুরতাদদের বিধান প্রয়োগ করা হয় না। বরং দুনিয়াতে তাদের ওপর মুসলমানদের বিধান প্রয়োগ করা হয়।

আবু সাইদ খুদরি ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'একদা আমরা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। তখন তিনি কিছু একটা বণ্টন করছিলেন। এ সময় তাঁর কাছে জুল খুয়াইসিরা নামক বনু তামিমের এক লোক এসে বলল, "ইয়া রাসুলাল্লাহ, ইনসাফ করুন।" তিনি বললেন :

وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ؟ لَقَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ

"তোমার অমঙ্গল হোক! আমি ইনসাফ না করলে আর কে করবে? আমি যদি ইনসাফ না করতাম, তবে তুমি ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হতে!"

---

৩৯. আহকামুল কুরআন : ১/২৯৯-৩০০।

৪০. তাফসিরু ইবনি কাসির : ৮/১৫০।

তখন উমর ﷺ বললেন, "ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমাকে এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেওয়ার অনুমতি দিন।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন :

دَعْهُ، فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ

"বাদ দাও, তার এমন কিছু সঙ্গী আছে, যাদের সালাতের সামনে তোমাদের যে কেউ নিজের সালাতকে তুচ্ছ মনে করবে এবং তাদের রোজার সামনে নিজের রোজাকে নিম্নমানের মনে করবে। তারা কুরআন পাঠ করে, কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালি অতিক্রম করে না। তারা দ্বীন থেকে এমনভাবে (দ্রুত) বেরিয়ে যাবে, যেভাবে ধনুক থেকে তির বের হয়ে যায়।""[৪১]

সহিহাইনের অপর এক বর্ণনায় এসেছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন :

إِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أَنْقُبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ وَلَا أَشُقَّ بُطُونَهُمْ

'আমাকে মানুষের হৃদয় ছিদ্র করে এবং পেট বিদীর্ণ করে (ইমানের উপস্থিতি) দেখার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়নি।'[৪২]

আরেক বর্ণনায় এসেছে :

مَعَاذَ اللهِ، أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنِّي أَقْتُلُ أَصْحَابِي

'আল্লাহর পানাহ! তখন মানুষ বলতে শুরু করবে যে, আমি নিজ সাথিদের হত্যা করি।'[৪৩]

---

৪১. সহিহুল বুখারি : ৩৬১০, সহিহু মুসলিম : ১০৬৪।

৪২. সহিহুল বুখারি : ৪৩৫১, সহিহু মুসলিম : ১০৬৪।

৪৩. সহিহু মুসলিম : ১০৬৩।

হাফিজ ইবনে হাজার ﵀ বললেন, 'হাদিস থেকে বাহ্যিকভাবে বোঝা যায় যে, তাকে হত্যা না করার কারণ হলো, তার উল্লেখিত গুণাবলির সঙ্গী-সাথি রয়েছে। কিন্তু সে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে যে ধৃষ্টতা ও ঔদ্ধত্য দেখিয়েছে, তার ফলে তাকে হত্যা করতে কোনো বাধা ছিল না। তবুও তাকে হত্যা না করার কারণ হলো, তিনি তাদের চিত্ত আকর্ষণ করতে চেয়েছেন; যেমনটি ইমাম বুখারি ﵀ বুঝেছেন। অর্থাৎ যেহেতু তারা ইসলাম প্রকাশ করার পাশাপাশি অধিকহারে ইবাদতও করে, তাই তাদের হত্যার অনুমতি দেওয়া হলে অন্যান্য মানুষ ইসলাম গ্রহণ করতে দ্বিধা করবে।'[৪৪]

নওমুসলিমদের আর্থিক সাহায্য প্রদান করতেন

আনাস বিন মালিক ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'কেউ ইসলাম কবুল করার কথা বলে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে কিছু চাইলে তিনি অবশ্যই দান করতেন। তো এক ব্যক্তি তাঁর কাছে (ইসলাম গ্রহণ করার কথা বলে কিছু চাইতে) আসলে তিনি তাকে এত অধিক ছাগল দিলেন যে, সেগুলো দ্বারা দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থান ভরে যাবে। সে তার কওমের নিকট ফিরে গিয়ে বলল, "হে আমার গোত্র, তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো। মুহাম্মাদ এত বেশি দান করেন যে, তাঁর অভাবের কোনো ভয় নেই।"' আনাস ﵁ বলেন, 'কোনো মানুষ প্রথম প্রথম টাকা-পয়সা পাওয়ার উদ্দেশ্যে ইসলাম কবুল করলেও কিছুদিন পর ইসলামই তার কাছে দুনিয়া ও দুনিয়ার সকল বস্তু থেকে প্রিয় হয়ে উঠত।'[৪৫]

অর্থাৎ প্রথম প্রথম পার্থিব স্বার্থ অর্জনের জন্য ইসলাম প্রকাশ করলেও কিছুদিন যেতে না যেতেই রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর বরকত ও ইসলামের নুর তার অন্তরে ইমানের মূলতত্ত্ব ফুটিয়ে তুলত। তার অন্তরে ইমান দৃঢ়ভাবে বসে যেত। ফলে ইসলাম তার কাছে দুনিয়া ও দুনিয়ার সকল বস্তু থেকে প্রিয় হয়ে উঠত।[৪৬]

অনুরূপভাবে তিনি ইসলাম গ্রহণ করতে দ্বিধাদ্বন্দ্বে থাকা ও দুর্বল ইমানের মুসলমানদের অর্থ-সম্পদ দান করতেন। যেমন তিনি ইরশাদ করেন :

---

৪৪. ফাতহুল বারি : ১২/২৯৩।

৪৫. সহিহু মুসলিম : ২৩১২।

৪৬. ইমাম নববি ﵀ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ৮/২১।

إِنِّي أُعْطِي قُرَيْشًا أَتَأَلَّفُهُمْ، لِأَنَّهُمْ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ

'আমি কুরাইশদেরকে তাদের মন জয় করার জন্য দান করে থাকি। কারণ, তারা সদ্য জাহিলিয়াত পরিত্যাগ করেছে।'[৪৭]

নিপীড়িত হওয়ার আশঙ্কায় ইসলাম গোপন রাখার পরামর্শ দিতেন

আবু জার ﵁ বলেন, 'আমি গিফার গোত্রের একজন মানুষ। আমরা জানতে পেলাম, মক্কায় এক ব্যক্তি আত্মপ্রকাশ করে নিজেকে নবি বলে দাবি করছেন। আমি আমার ভাইকে বললাম, "তুমি মক্কায় গিয়ে ওই ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ ও আলোচনা করে বিস্তারিত খোঁজখবর নিয়ে এসো।" সে রওনা হয়ে গেল এবং মক্কার ওই লোকটির সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা করে ফিরে আসলে আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কী খবর নিয়ে এলে?" সে বলল, "আল্লাহর কসম, আমি একজন মহান ব্যক্তিকে দেখেছি, যিনি সৎ কাজের আদেশ করেন এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধ করেন।" আমি বললাম, "তোমার খবরে আমি সন্তুষ্ট হতে পারলাম না।"

অতঃপর আমি একটি ছড়ি ও এক পাত্র খাবার নিয়ে মক্কার দিকে রওনা হলাম। মক্কায় পৌঁছে আমার অবস্থা দাঁড়াল এমন যে, তিনি আমার পরিচিত নন, কারও নিকট জিজ্ঞেস করাও আমি সমীচীন মনে করছিলাম না। তাই আমি জমজমের পানি পান করে মসজিদে থাকতে লাগলাম। একদিন সন্ধ্যাবেলা আলি ﵁ আমার নিকট দিয়ে গমনকালে আমার প্রতি ইশারা করে বললেন, "মনে হয় লোকটি বিদেশি।" আমি বললাম, "হাঁ।" তিনি বললেন, "আমার সঙ্গে আমার বাড়িতে চলো।" পথে তিনি আমাকে কোনোকিছু জিজ্ঞেস করেননি। আর আমিও ইচ্ছা করে কোনোকিছু বলিনি। তাঁর বাড়িতে রাত্রিযাপন করে ভোরবেলায় আবার মসজিদে গেলাম, যাতে ওই ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে পারি। কিন্তু ওখানে এমন কোনো লোক ছিল না, যে ওই ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু বলবে। ওই দিনও আলি ﵁ আমার নিকট দিয়ে চলার সময় বললেন, "এখনো কি লোকটি তার গন্তব্যস্থল ঠিক করতে পারেনি?" আমি বললাম, "না।" তিনি বললেন, "আমার সঙ্গে চলো।" পথিমধ্যে তিনি

---

৪৭. সহিহুল বুখারি : ৩১৪৬, সহিহু মুসলিম : ১০৫৯।

আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "বলো, তোমার ব্যাপার কী? কেন এ শহরে এসেছ?" আমি বললাম, "যদি আপনি আমার বিষয়টি গোপন রাখার আশ্বাস দেন, তাহলে তা আপনাকে বলতে পারি।" তিনি বললেন, "নিশ্চয়ই আমি গোপন করব।" আমি বললাম, "আমরা জানতে পেরেছি, এখানে এমন এক লোকের আবির্ভাব হয়েছে, যিনি নিজেকে নবি বলে দাবি করেন। আমি তাঁর সঙ্গে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা করার জন্য আমার ভাইকে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু সে ফেরত গিয়ে আমাকে সন্তোষজনক কোনোকিছু বলতে পারেনি। তাই নিজে দেখা করার ইচ্ছা নিয়ে এখানে আগমন করেছি।" আলি ﵁ বললেন, "তুমি সঠিক পথপ্রদর্শক পেয়েছ। আমি এখনই তাঁর কাছে উপস্থিত হওয়ার জন্য রওনা হয়েছি। তুমি আমাকে অনুসরণ করো এবং আমি যে গৃহে প্রবেশ করব, তুমিও সে গৃহে প্রবেশ করবে। রাস্তায় যদি তোমার জন্য বিপদজনক কোনো লোক দেখতে পাই, তবে আমি জুতো ঠিক করার অজুহাতে দেয়ালের পার্শ্বে সরে দাঁড়াব, যেন আমি জুতো ঠিক করছি। কিন্তু তুমি চলতেই থাকবে।"

আলি ﵁ পথ চলতে শুরু করলেন। আমিও তাঁর অনুসরণ করে চলতে লাগলাম। তিনি নবিজি ﷺ-এর নিকট প্রবেশ করলে আমিও তাঁর সঙ্গে ঢুকে পড়লাম। আমি বললাম, "আমার নিকট ইসলাম পেশ করুন।" তিনি পেশ করলেন। আর আমি মুসলিম হয়ে গেলাম। নবিজি ﷺ বললেন :

يَا أَبَا ذَرٍّ، اكْتُمْ هَذَا الأَمْرَ، وَارْجِعْ إِلَى بَلَدِكَ، فَإِذَا بَلَغَكَ ظُهُورُنَا فَأَقْبِلْ

"হে আবু জার, এখনকার মতো তোমার ইসলাম গ্রহণ গোপন রেখে তোমার দেশে চলে যাও। যখন আমাদের বিজয়ের খবর জানতে পাবে, তখন এসো।"

আমি বললাম, "যে আল্লাহ, আপনাকে সত্য দ্বীনসহ পাঠিয়েছেন—তাঁর শপথ, আমি কাফির-মুশরিকদের সামনে উচ্চকণ্ঠে তাওহিদের বাণী ঘোষণা করব।"'

বর্ণনাকারী বলেন, 'এই কথা বলে তিনি মসজিদে হারামে গমন করলেন। সেখানে কুরাইশের লোকজন উপস্থিত ছিল। তিনি বললেন, "হে কুরাইশগণ, আমি নিশ্চিতভাবে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং

আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসুল।” এতদশ্রবণে কুরাইশ লোকেরা বলে উঠল, “ধর এই ধর্মত্যাগী লোকটিকে!”

তারা আমার দিকে এগিয়ে আসলো এবং হত্যার উদ্দেশ্যে আমাকে নির্মমভাবে প্রহার করতে লাগল। তখন আব্বাস ﷺ আমার নিকট পৌঁছে আমাকে ঘিরে রাখলেন। অতঃপর তিনি কুরাইশদের উদ্দেশ্য করে বললেন, “তোমাদের বিপদ অবশ্যম্ভাবী। তোমরা গিফার বংশের জনৈক ব্যক্তিকে হত্যা করতে উদ্যোগী হয়েছ; অথচ তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের কাফেলাকে গিফার গোত্রের নিকট দিয়ে যাতায়াত করতে হয়।”

এ কথা শুনে তারা সরে পড়ল। পরদিন ভোরবেলা কাবাগৃহে উপস্থিত হয়ে গতদিনের মতোই আমি আমার ইসলাম গ্রহণের পূর্ণ ঘোষণা দিলাম। কুরাইশগণ বলে উঠল, “ধর এই ধর্মত্যাগী লোকটিকে!” এ বলে গতদিনের মতো আজও তারা নির্মমভাবে আমাকে মারধর করতে লাগল। সেদিনও আব্বাস ﷺ এসে আমাকে রক্ষা করলেন এবং কুরাইশদের উদ্দেশ্য করে প্রথম দিনের মতো বক্তব্য রাখলেন।’[৪৮]

আমর বিন আবাসাকে ইসলাম গোপন রাখার পরামর্শ দিয়েছেন

আমর বিন আবাসা সুলামি ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আমি প্রাক-ইসলাম যুগে সকল মানুষকে পথভ্রষ্ট বলে ধারণা করতাম। তারা কোনো ধর্মের ওপর ছিল না। তারা সবাই মূর্তিপূজা করত। তখন আমি মক্কায় এমন এক ব্যক্তির কথা শুনলাম, যিনি বিভিন্ন সংবাদ বর্ণনা করেন। আমি বাহনের ওপর আরোহণ করে তাঁর নিকট এলাম এবং জানতে পারলাম যে, তিনি জনসমাবেশ থেকে নিজেকে দূরে রাখেন। তাঁর কওম তাঁর ওপর নির্যাতন করে। আমি কৌশলে মক্কায় তাঁর নিকট পৌঁছালাম এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, “আপনার পরিচয় কী?”

তিনি বললেন, “আমি নবি।” আমি বললাম, “নবি কী?” তিনি বললেন, “আল্লাহ আমাকে প্রেরণ করেছেন।” আমি জিজ্ঞেস করলাম, “আল্লাহ

---

৪৮. সহিহুল বুখারি : ৩৫২২, সহিহু মুসলিম : ২৪৭৩।

আপনাকে কী দিয়ে প্রেরণ করেছেন?" তিনি বললেন, "আমাকে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করতে, দেব-দেবী ও মূর্তি ভেঙে ফেলতে, আল্লাহর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করতে এবং শিরক বিলুপ্ত করতে প্রেরণ করেছেন।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "এ ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কারা আছে?" তিনি বললেন, "স্বাধীন ও কৃতদাস উভয় শ্রেণির লোক। তখন মুমিনদের মধ্যে তাঁর কাছে আবু বকর ﷺ ও বিলাল ﷺ ছিলেন।" আমি বললাম, "আমিও আপনার অনুসারী হতে চাই।" তিনি বললেন :

> إِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ يَوْمَكَ هَذَا، أَلَا تَرَى حَالِي وَحَالَ النَّاسِ، وَلَكِنِ ارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ فَإِذَا سَمِعْتَ بِي قَدْ ظَهَرْتُ فَأْتِنِي

> "বর্তমান পরিস্থিতিতে তুমি তা পারবে না। তুমি তো আমার ও লোকজনের অবস্থা দেখতেই পাচ্ছ। তুমি বরং পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে যাও। যখন আমি বিজয় লাভ করেছি বলে শুনতে পাবে, তখন আমার কাছে এসো।"

আমি পরিবারের কাছে চলে গেলাম। ইতিমধ্যে রাসুলুল্লাহ ﷺ হিজরত করে মদিনায় গমন করলেন। তখন আমি পরিবারের সাথে অবস্থান করছিলাম। রাসুলুল্লাহ ﷺ মদিনায় গমন করার পর থেকে আমি সর্বদা এ বিষয়ে খোঁজখবর নিতে লাগলাম এবং মানুষজনের কাছে খবর নিতে লাগলাম। সে সময় একদল মদিনাবাসী আমার কাছে আসলো।

তাদের জিজ্ঞেস করলাম, "যে ব্যক্তি মদিনায় আগমন করেছেন, তিনি কী করছেন, তাঁর অবস্থা কী?" তারা জানাল যে, "লোকজন অতি দ্রুত তাঁর অনুসারী হচ্ছে; অথচ তাঁর কওম তাঁকে হত্যা করতে চেয়েছিল, কিন্তু তারা সফল হয়নি।"

এ কথা শোনার পর আমি মদিনায় গেলাম এবং তাঁর কাছে উপস্থিত হলাম। তাঁকে বললাম, "ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমাকে চিনতে পেরেছেন?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ, তুমি সেই ব্যক্তি, যে আমার সাথে মক্কায় সাক্ষাৎ করেছিলে।"

আমি বললাম, "জি, আমি সেই ব্যক্তি।" আমি আবার বললাম, "হে আল্লাহর নবি, আল্লাহ তাআলা আপনাকে যা কিছু শিখিয়েছেন আর যা কিছু আমি জানি না, তা আমাকে শিক্ষা দিন। আর আমাকে সালাত সম্পর্কে বলুন!"

তিনি বললেন, "তুমি ফজরের সালাত আদায় করবে। এরপর সূর্য উদিত হয়ে পরিষ্কারভাবে ওপরে না ওঠা পর্যন্ত তুমি সালাত থেকে বিরত থাকবে। কেননা, সূর্য যখন উদিত হয়, তখন সেটা উদিত হয় শয়তানের দুই শিংয়ের মাঝখান দিয়ে। সে সময়ে কাফিররা তাকে সিজদা করে। এরপর সালাত আদায় করতে পারবে তিরের ছায়া তার সমান না হওয়া পর্যন্ত। কারণ, সে সময় সালাতে ফেরেশতাগণ উপস্থিত থাকেন। এরপর সালাত থেকে বিরত থাকবে। কেননা, এ সময়ে জাহান্নামকে উত্তপ্ত করা হয়। এরপর যখন ছায়ায় পরিবর্তন শুরু হয়, তখন আসর পর্যন্ত সালাত পড়তে পারবে। কারণ, ফেরেশতাগণ তখন সালাতে উপস্থিত থাকেন। তারপর সালাত হতে বিরত থাকবে সূর্য অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত। কেননা, সূর্য শয়তানের দুই শিংয়ের মধ্য দিয়ে অস্ত যায়। সে সময় কাফিররা তাকে সিজদা করে।

তিনি বলেন, আমি বললাম, "ইয়া রাসুলাল্লাহ, অজু সম্পর্কে বলুন।" তিনি বললেন, "তোমাদের কোনো ব্যক্তির কাছে যখন অজুর পানি পেশ করা হয়, এরপর সে কুলি করে, নাকে পানি দেয় এবং তা পরিষ্কার করে, তখন তার মুখমণ্ডলের মুখ-গহ্বর ও নাকের সকল গুনাহ ঝরে যায়। তারপর যখন সে আল্লাহ তাআলার নির্দেশ অনুসারে মুখমণ্ডল ধৌত করে, তখন মুখমণ্ডলের চারিদিক থেকে সকল গুনাহ পানির সাথে ঝরে যায়। এরপর যখন দুই হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করে, তখন তার উভয় হাতের গুনাহসমূহ আঙুল বেয়ে পানির সাথে ঝরে পড়ে। এরপর উভয় পা গোড়ালি পর্যন্ত ধৌত করলে উভয় পায়ের গুনাহগুলো পায়ের আঙুল বেয়ে পানির সাথে ঝরে পড়ে। এরপর যদি সে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে, আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে এবং আল্লাহর জন্য মন খুলে যথাযথভাবে সালাত আদায় করে, তাহলে সে ওই দিনের মতো সম্পূর্ণ গুনাহমুক্ত হয়ে যাবে, যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিল।'[৪৯]

---

৪৯. সহিহ মুসলিম : ৮৩২।

পূর্বের সকল অপরাধ মাফ হওয়ার সুসংবাদ দিতেন

হাবিব বিন আবু আওস বলেন, 'আমর বিন আস ﵁ আমাকে নিজ মুখে বলেছেন যে, আমরা আহজাবের যুদ্ধে পরিখার নিকট থেকে যখন ফিরে আসছিলাম, তখন আমার মান-সম্মান বোঝে এবং আমার কথা শোনে—এমন কতিপয় কুরাইশ লোককে এক জায়গায় একত্র করলাম। তাদের বললাম, "তোমরা অবশ্যই জানো যে, আমরা মুহাম্মাদকে উত্তরোত্তর উন্নতি করতে দেখতে পাচ্ছি, যা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। তাই এই মুহূর্তে আমি একটা বিষয় ভাবছি, সে সম্পর্কে তোমাদের অভিমত জানতে চাই।"

তারা বলল, "আপনি কী ভাবছেন?"

বললাম, "আমি নাজ্জাশির সাথে মিলিত হয়ে তার পাশে থাকার কথা ভাবছি। কারণ, মুহাম্মাদ যদি আমাদের কওমের ওপর বিজয়ী হয়, তখন আমরা নাজ্জাশির কাছে থাকব। তখন নাজ্জাশির অধীনে থাকায় মুহাম্মাদের অধীনস্থ হওয়া থেকে বেঁচে যেতে পারব। আর যদি আমাদের কওম বিজয়ী হয়, তখন যেহেতু আমরা তাদের পরিচিত মানুষ, তাই তারা আমাদের সাথে ভালো আচরণই করবে।"

তারা বলল, "এ তো খুব সুন্দর অভিমত!"

তখন তাদের বললাম, "তাহলে তোমরা নাজ্জাশিকে দেওয়ার জন্য হাদিয়া সংগ্রহ করো। আমাদের ভূমি থেকে তার জন্য সবচেয়ে প্রিয় হাদিয়া হবে প্রক্রিয়াজাত চামড়া।" অতঃপর আমরা তার জন্য অনেক প্রক্রিয়াজাত চামড়া সংগ্রহ করলাম। তারপর বের হয়ে একসময় তার কাছে চলে গেলাম। আমরা রাজকক্ষে প্রবেশ করব—এমন সময় আমর বিন উমাইয়া দামরি ﵁ আসলেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে জাফর ﵁ ও তার সাথিদের বিষয়ে কথা বলতে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি নাজ্জাশির দরবারে প্রবেশ করে কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে আসলেন।

তখন আমি আমার সঙ্গীদের বললাম, "এ হচ্ছে আমর বিন উমাইয়া দামরি। আমি যখন নাজ্জাশির দরবারে প্রবেশ করব, তখন একে আমার কাছে সোপর্দ

করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করব। তিনি তাকে আমার হাতে তুলে দিলে আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেবো। যদি আমি তা করতে পারি, তখন কুরাইশরা দেখতে পাবে যে, আমি মুহাম্মাদের দূতকে হত্যা করে তাদের দায়িত্ব আদায় করে দিয়েছি।"

অতঃপর আমি তার দরবারে প্রবেশ করলাম এবং তাকে সিজদা করলাম, যা আমি আগে থেকে করতাম। তিনি বললেন, "স্বাগতম হে বন্ধু, তোমার দেশ থেকে আমার জন্য কোনো হাদিয়া এনেছ?"

আমি বললাম, "জি, জাহাঁপনা। আপনার জন্য অনেক চামড়া এনেছি।"

অতঃপর সেগুলো তার সামনে পেশ করা হলে তিনি খুব পছন্দ করলেন।

অতঃপর আমি বললাম, "জাহাঁপনা, আমি দেখলাম যে, আপনার এখান থেকে এক ব্যক্তি বের হয়েছে। সে আমাদের শত্রুর দূত। সুতরাং তাকে আমার হাতে তুলে দিন, যেন আমি তাকে হত্যা করতে পারি। কারণ, সে আমাদের অনেক মর্যাদাবান ও ভালো মানুষদের ওপর আঘাত করেছে।"

আমার কথা শুনে তিনি খুব রাগান্বিত হয়ে গেলেন। তারপর তার হাত লম্বা করে নাকের ওপর সজোরে একটা আঘাত করলেন। আমার মনে হলো, তিনি বুঝি নাকটি ভেঙেই ফেলেছেন। ওই সময় আমার জন্য যদি জমিন বিদীর্ণ হয়ে যেত, তখন আমি লজ্জায় মাটির ভেতর ঢুকে যেতাম।

আমি বললাম, "জাহাঁপনা, আপনার কাছে ওই লোককে আমার হাতে তুলে দেওয়ার অনুরোধ করাটা বোধহয় আপনার অপছন্দ হয়েছে?"

তিনি বললেন, "তুমি কি এমন ব্যক্তির দূতকে হত্যা করতে চাচ্ছ, যার কাছে সেই মহান ফেরেশতা আগমন করেন, যিনি মুসা ﷺ-এর নিকট আগমন করতেন?"

আমি বললাম, "জাহাঁপনা, তিনি কি এমনই?"

তিনি বললেন, "আফসোস তোমার জন্য, হে আমর! আমার কথা মেনে নাও এবং তাঁর অনুসারী হয়ে যাও। আল্লাহর কসম, তিনি সত্যের ওপর আছেন এবং আল্লাহ তাআলা তাঁকে বিরোধীদের ওপর এমনভাবে বিজয়ী করবেন, যেভাবে মুসা ﷺ-কে ফিরআওন ও তার সৈন্যদলের ওপর বিজয়ী করেছিলেন।"

আমি বললাম, "তাহলে আমাকে ইসলামের ওপর বাইআত করান।"

তিনি সম্মত হলেন এবং তার হাত প্রসারিত করে আমাকে ইসলামের ওপর বাইআত করিয়ে নিলেন। অতঃপর আমি পরিবর্তিত সিদ্ধান্ত নিয়ে আমার সঙ্গীদের কাছে গেলাম, কিন্তু ইসলামের কথা তাদের থেকে গোপন রাখলাম।

অতঃপর মুসলমান হওয়ার জন্য রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম। পথে খালিদ বিন ওয়ালিদের সাথে দেখা হলো। সময়টি ছিল মক্কা-বিজয়ের পূর্বে। তিনি মক্কা থেকে কোথাও যাচ্ছিলেন। আমি বললাম, "কোথায় যাচ্ছেন, হে আবু সুলাইমান?" তিনি বললেন, "আল্লাহর কসম, আমার কাছে সত্য প্রকাশিত হয়েছে। ওই লোকটি (মুহাম্মাদ ﷺ) নবি। তাই আমি ইসলাম গ্রহণ করতে যাচ্ছি। তো আপনি কোথায় যাচ্ছেন?"

আমি বললাম, "আল্লাহর কসম, আমিও ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যেই এসেছি।"

অতঃপর আমরা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গেলাম। প্রথমে খালিদ ﷺ গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং বাইআত হলেন। অতঃপর আমি কাছে গেলাম। রাসুলুল্লাহ ﷺ আমার দিকে হাত প্রসারিত করলেন।

তখন আমি বললাম, "ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি এই শর্তে আপনার হাতে বাইআত হব যে, আপনি আমার পূর্বের সকল অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন :

يَا عَمْرُو، بَايِعْ، فَإِنَّ الْإِسْلَامَ يَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهُ، وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهَا

"আমর, বাইআত হয়ে যাও। কারণ, ইসলাম তার পূর্বের সকল গুনাহ মিটিয়ে দেয় এবং হিজরত তার পূর্বের সকল গুনাহ মুছে দেয়।"

তারপর বাইআত হয়ে সেখান থেকে চলে আসলাম।'

আমর ﵁ বলেন, 'আল্লাহর কসম, আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে সবচেয়ে বেশি লজ্জা পেতাম। লজ্জার কারণে তাঁর দিকে কখনো পূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে তাকাইনি এবং তাঁর কাছে কখনো নিজের মনের ইচ্ছা নিয়ে গমন করিনি।' এমন অবস্থাতেই তিনি আল্লাহর সাথে মিলিত হয়েছেন।[৫০]

জাহিলি যুগের ভালো কর্মের প্রতিদান লাভের সুসংবাদ দিতেন

উরওয়া বিন জুবাইর ﵀ থেকে বর্ণিত, 'হাকিম বিন হিজাম ﵁ জাহিলি যুগে একশ গোলাম আজাদ করেছিলেন এবং মানুষ সওয়ার হওয়ার জন্য একশটি উট দান করেছিলেন। যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখনও সওয়ারির জন্য একশটি উট দান করলেন এবং একশ গোলাম আজাদ করলেন।

তিনি (হাকিম বিন হিজাম ﵁) বললেন, "আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম; আপনার কি মনে হয়, আমি জাহিলি যুগে যা ভালো কর্ম করেছি, তা নেক আমল হিসেবে গণ্য হবে?"

তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন :

أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ

"পূর্বের ভালো কর্মগুলোর ওপর তুমি মুসলমান হয়েছ (অর্থাৎ সেগুলো এখনো বহাল আছে)।"'[৫১]

ইবনে রজব ﵀ বলেন, 'এই হাদিস প্রমাণ করে, কাফির থাকা অবস্থায় যেসব ভালো কর্ম করা হয়, মুসলমান হলে তার সাওয়াব দান করা হয়।'[৫২]

---

৫০. মুসনাদু আহমাদ : ১৭৩২৩।

৫১. সহিহুল বুখারি : ১৪৪৬, সহিহু মুসলিম : ১২১।

৫২. জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম : ১৪/১৩।

ইমাম নববি ﷺ বলেন, ‘ইবনে বাত্তাল ﷺ-সহ আরও অনেক বিজ্ঞ উলামায়ে কিরামের মতে হাদিস থেকে তার বাহ্যিক অর্থই উদ্দেশ্য। তা হলো—কাফির যখন ইসলাম গ্রহণ করে এবং মুসলমান অবস্থায় মারা যায়, তখন কুফর অবস্থায় যেসব ভালো কর্ম করেছিল, তার ওপর সাওয়াব প্রদান করা হবে। কিন্তু ফকিহগণ যে বলেছেন, “কাফিরের ইবাদত সহিহ নয়। যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে, তখন কুফর অবস্থার ইবাদতগুলো গণ্য করা হবে না”—তাদের এ কথার উদ্দেশ্য হলো, দুনিয়াবি বিধান অনুসারে সেগুলো ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে না। আখিরাতে সাওয়াব না পাওয়ার কথা তারা বলেননি।’[৫৩]

তাওহিদ-সংক্রান্ত বিষয়ে কঠোরতা আরোপ করতেন

সাকিফ গোত্রের প্রতিনিধিদল মদিনায় রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আগমন করল। তাদের মধ্যে তাদের সরদার কিনানা বিন আবদি ইয়ালিল ছিলেন। প্রতিনিধিদলের মধ্যে সবচেয়ে ছোটজন ছিলেন উসমান বিন আবুল আস বিন বিশর। মুসলমানদের মক্কা-বিজয় ও আরবের প্রায় সকল লোক ইসলাম গ্রহণ করে ফেলায় তারা সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল।

প্রতিনিধিদল মদিনায় কিছুদিন অবস্থান করে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে দফায় দফায় সাক্ষাৎ করল। প্রতিবারেই তিনি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন। তখন ইবনে আবদি ইয়ালিল বললেন, ‘আমরা আমাদের পরিবার ও কওমের নিকট ফিরে যাওয়া পর্যন্ত আপনি কি আমাদের বিচার মীমাংসাকারী হবেন?’ রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, ‘হাঁ, তোমরা যদি ইসলামের স্বীকারোক্তি দাও, তবে আমি তোমাদের বিচার মীমাংসা করব। অন্যথায় আমাদের ও তোমাদের মাঝে কোনো বিচার মীমাংসা ও সন্ধির চুক্তি হবে না।’

ইবনে আবদি ইয়ালিল বললেন, ‘ব্যভিচার সম্পর্কে আপনার অভিমত কী? কারণ, আমরা এমন এক সম্প্রদায়, যাদের অধিকাংশ সময় প্রবাসে কাটাতে হয়। আর আমরা নারীসঙ্গ থেকে দূরেও থাকতে পারি না। তাই আমাদের ব্যভিচার করার প্রয়োজন পড়ে।’

---

৫৩. ইমাম নববি ﷺ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ২/১৪২।

তিনি বললেন, 'ব্যভিচার হারাম, মুসলমানদের জন্য আল্লাহ তা হারাম করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন :

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"আর ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ।"'[৫৪]

ইবনে আবদি ইয়ালিল বলল, 'সুদ সম্পর্কে আপনার রায় কী?'

তিনি বললেন, 'সুদ হারাম।'

ইবনে আবদি ইয়ালিল বলল, 'কিন্তু আমাদের সকল সম্পদ তো সুদ?'

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তোমরা শুধু মূলধনই গ্রহণ করতে পারবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

'হে ইমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে, তা পরিত্যাগ করো, যদি তোমরা ইমানদার হয়ে থাকো।"'[৫৫]

ইবনে আবদি ইয়ালিল বলল, 'আর মদ সম্পর্কে আপনার অভিমত কী?'

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'মদ আল্লাহ তাআলা হারাম করেছেন। অতঃপর তিলাওয়াত করলেন :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

---

৫৪. সুরা আল-ইসরা, ১৭ : ৩২।

৫৫. সুরা আল-বাকারা, ২ : ২৭৮।

"হে মুমিনগণ, এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্যনির্ধারক শরসমূহ—এসব শয়তানের অপবিত্র কার্য বৈ কিছু নয়। অতএব এগুলো থেকে বেঁচে থাকো, যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও।"'[৫৬]

অতঃপর প্রতিনিধিদল উঠে গেল এবং একে অপরের সাথে একাকী কথা বলল। তারপর ইবনে আবদি ইয়ালিল বলল, 'তোমাদের জন্য আফসোস! এই তিনটি বস্তু হারাম হওয়ার কারণে আমরা (ইসলাম গ্রহণ না করে) আমাদের কওমের নিকট ফিরে যাচ্ছি। আল্লাহর কসম, সাকিফ গোত্রের লোকেরা মদ্যপান ও জিনা না করে কখনো থাকতে পারবে না।'

তখন সুফইয়ান বিন আব্দুল্লাহ বলল, 'হে মানুষ, আল্লাহ যদি সাকিফের সাথে কল্যাণের ইচ্ছা করেন, তখন তারা অবশ্যই এগুলো থেকে বিরত থাকতে পারবে। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে যাদের তুমি দেখতে পাচ্ছ, তারাও এসবে আসক্ত ছিলেন, কিন্তু তারা সবর করেছেন এবং উক্ত পাপকর্মগুলো ছেড়ে দিয়েছেন। তা ছাড়া আমরা ভয় পাচ্ছি যে, এই ব্যক্তি (রাসুলুল্লাহ ﷺ) একদিন বিজয়ী বেশে পৃথিবী চষে বেড়াবেন। আমরা তখন পৃথিবীর এক কোনায় দুর্গের অভ্যন্তরে পড়ে থাকব। আমাদের চারপাশে ইসলামের জয়জয়কার চলবে। আল্লাহর কসম, এভাবে যদি আমরা একমাসও থাকি, তাহলে ক্ষুধার কারণে অবশ্যই মরে যাব। তাই আমার মতে, ইসলাম গ্রহণ করে ফেলাই আমাদের জন্য ভালো। নতুবা আমাদের পরিণতিও মক্কার মতো হবে (অর্থাৎ মক্কার মতো আমাদের অঞ্চলও মুসলমানদের করায়ত্তে চলে আসবে)।'

(তারা যতদিন ছিল) রাসুলুল্লাহ ﷺ তাদের জন্য খাবার পাঠাতেন। তারা সেখান থেকে কিছুই খেত না, যতক্ষণ না রাসুলুল্লাহ ﷺ তা থেকে আহার করতেন। এভাবে একদিন তারা মুসলমান হয়ে গেল।

তারা বলল, 'আমাদের দেবী সম্পর্কে আপনার অভিমত কী?'

তিনি বললেন, 'তাকে ভেঙে ফেলতে হবে।'

---

৫৬. সুরা আল-মায়িদা, ৫ : ৯০।

তারা বলল, 'তা কী করে সম্ভব? যদি দেবী জানতে পারে যে, আমরা তাকে ভেঙে ফেলতে চাই, তখন তো সে আমাদের পরিবারের লোকদের মেরে ফেলবে।'

উমর বিন খাত্তাব ﷺ বললেন, 'আফসোস তোমার জন্য, হে ইবনে আবদি ইয়ালিল! দেবী তো নিছক একটি পাথর। সে তো জানে না, কে তার পূজা করে, আর কে করে না।'

ইবনে আবদি ইয়ালিল বলল, 'হে উমর, আমরা তোমার কাছে আসিনি।'

অতঃপর তারা মুসলমান হয়ে গেল এবং তাদের সাথে সন্ধিচুক্তি চূড়ান্ত হলো। সন্ধিচুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার পর তারা রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে তিন বছর পর্যন্ত দেবী না ভাঙার অনুরোধ করল।

রাসুলুল্লাহ ﷺ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন। তারা বলল, 'তাহলে দুই বছর পর্যন্ত না ভাঙা হোক।' তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন। তারা এক বছর রাখার অনুরোধ করল। তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন। তারা বলল, 'তাহলে অন্তত একমাস।' তিনি প্রত্যাখ্যান করে জানিয়ে দিলেন যে, 'এক মুহূর্তও রাখা যাবে না।'

দেবীমূর্তি অক্ষুণ্ন রাখার অনুরোধ তারা এ জন্য করল যে, তা ভেঙে ফেললে তাদের নারী, শিশু ও অবুঝ লোকেরা না বুঝে তুলকালাম কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলার ভয় ছিল। এ ছাড়াও মূর্তি ভেঙে তাদের কওমকে ভীতসন্ত্রস্ত করতে চাইছিল না তারা। তাই তারা মূতিভাঙার দায়িত্ব থেকে তাদের অব্যাহতি দেওয়ার অনুরোধ করল।

তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ জানালেন, 'মূর্তি ভাঙার জন্য আমি লোক পাঠাব, তোমাদের চিন্তা করতে হবে না।'

এ সিদ্ধান্তের ওপর তারা স্বাক্ষর করল এবং রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতিনিধিদেরকে তাদের ওখানে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করল।

তারপর যখন তারা নিজেদের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গেল, তখন লোকেরা তাদের সাথে সাক্ষাৎ করল এবং রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে চুক্তির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করল।

তখন তারা আফসোস প্রকাশ করে জানাল যে, তারা খুব কঠোর হৃদয়ের একজন ব্যক্তির নিকট থেকে এসেছে, যিনি তলোয়ারের জোরে বিজয় অর্জন করে চলেছেন এবং নিজের ইচ্ছেমতো বিচার ফয়সালা করেন। গোটা আরবকে তিনি বশীভূত করে রেখেছেন এবং তাদের জন্য সুদ, ব্যভিচার ও মদ হারাম করেছেন এবং দেবীমূর্তি ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন।

এতে সাকিফ গোত্রের লোকজন বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ল এবং বলল, 'আমরা কখনো তা মেনে নেব না।'

বর্ণনাকারী বলেন, 'তারপর তারা অস্ত্রপাতি জোগাড় করে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিল। এভাবে একদিন অথবা তিনদিন থাকার পর আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করলেন। তখন তারা তাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে বলল, "তাঁর কাছে আবার যাও এবং তাঁর প্রণীত শর্তের ওপর সন্ধি করে এসো।"

প্রতিনিধিদল বলল, "আমরা তা করে এসেছি এবং তাঁকে আমরা সর্বাধিক আল্লাহভীরু, সর্বাধিক অঙ্গীকার রক্ষাকারী, সর্বাধিক দয়ালু ও সবচেয়ে সত্যবাদী লোক পেয়েছি। আমরা যে তাঁর নিকট গমন করেছি এবং তিনি আমাদের ব্যাপারে যে ফয়সালা করেছেন, তাতে আমাদের ও তোমাদের জন্য বরকত রয়েছে।"

তারা বলল, "এ কথা আগে বলোনি কেন?"

প্রতিনিধিদল বলল, "আমরা চেয়েছিলাম, আল্লাহ তাআলা যেন তোমাদের অন্তর থেকে শয়তানি অহমিকা সমূলে উপড়ে ফেলেন।"

তখন তারা সবাই মুসলমান হয়ে গেল। এর কিছুদিন পর রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর প্রেরিত দলটি তাদের নিকট পৌঁছাল। এটার নেতৃত্বে ছিলেন খালিদ বিন ওয়ালিদ ؓ। তাদের মধ্যে মুগিরা বিন শুবা ؓ-ও ছিলেন।

সাকিফের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা তাদের চারপাশে জড়ো হলো। এমনকি নববধূরাও বাসর ঘর ও কনের আসর থেকে বেরিয়ে আসলো। সাকিফের অধিকাংশ লোকের ধারণা ছিল, দেবীমূর্তি ভাঙা কস্মিনকালেও সম্ভব নয় এবং অবশ্যই সে আঘাতকারীদের প্রতিহত করবে।

মুগিরা বিন শুবা ﷺ দাঁড়িয়ে কুড়াল হাতে নিলেন এবং সঙ্গীদের বললেন, "আল্লাহর কসম, আজকে আমি সাকিফের কাণ্ড দেখিয়ে তোমাদের হাসাব।"

তারপর কুড়াল দিয়ে আঘাত করলেন, তারপর লাথি মেরে মূর্তি ভূপাতিত করলেন।

তা দেখে দলের লোকেরা আনন্দধ্বনি দিয়ে উঠল এবং উপহাস করে বলল, "হায় হায়! মুগিরা তো ধ্বংস হয়ে গেছে, দেবীমা তাকে হত্যা করে দিয়েছেন!"

তারপর তাদের বললেন, "মূর্তি ভাঙার কাজে শরিক হতে চাইলে কাছে আসো।"

অতঃপর মুগিরা ﷺ দাঁড়িয়ে বললেন, "হে সাকিফ, আরবের লোকেরা বলত, আরবের সবচেয়ে বুদ্ধিমান লোক হলো সাকিফের লোক। কিন্তু তোমরা তো দেখছি, আরবের সবচেয়ে নির্বোধ লোক। আফসোস তোমাদের জন্য এবং তোমাদের লাত-উজ্জা ও দেবীমার জন্য! এগুলো নিছক পাথর বৈ কিছু নয়। কে তাদের ইবাদত করে আর কে করে না—সে সম্পর্কে তারা কিছুই জানে না।"

অতঃপর তিনি দেবীঘরের দরোজায় আঘাত করে তা ভেঙে ফেললেন। তারপর তিনি দেয়ালের ওপর আরোহণ করলেন। তার পাশাপাশি অন্যরাও উঠল। সবাই মিলে মন্দিরটাকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিল।

মন্দিরের রক্ষী বলল, "তোমরা যদি দেবীমূর্তির ভিত্তি উপড়ে ফেলতে চাও, তবে তার অভিশাপে তোমরা বিধ্বস্ত হয়ে যাবে।"

তা শুনে মুগিরা ﷺ খালিদ ﷺ-কে বললেন, "আমাকে ভিত্তি উপড়ে ফেলার অনুমতি প্রদান করুন।"

অতঃপর তাঁরা তার ভিত্তি উপড়ে ফেলে নিচ থেকে মাটি বের করে আনলেন এবং ভিত্তিপ্রস্তর ও পানি এক করে দিলেন। তা দেখে সাকিফের লোকজন নির্বাক হয়ে গেল।

অতঃপর তাঁরা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ফিরে আসলেন। তিনি সেদিনই মূর্তি থেকে সংগৃহীত মালামাল তাদের মাঝে বণ্টন করে দিলেন এবং দ্বীনকে সম্মানিত করা ও রাসুল ﷺ-কে সাহায্য করার জন্য আল্লাহর প্রশংসা করলেন।'[৫৭]

দাওয়াতের স্বার্থে বিভিন্ন ওয়াজিব বিধানে অবকাশ দিতেন

ইসলামের প্রতি তাদের আকৃষ্ট করার জন্য কখনো কখনো ইসলামের বিভিন্ন বিধান ছেড়ে দেওয়ার সুযোগ দিতেন। বিভিন্ন বিধান ছেড়ে দেওয়ার শর্তেও তাদের ইসলাম মেনে নিতেন। এরপর যখন তারা পূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করত, তখন তারা আস্তে আস্তে ইসলামের সকল বিধিনিষেধ মানতে শুরু করত।[৫৮]

ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি জাবির ﷺ-কে সাকিফ গোত্রের বাইআত হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, "তারা রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে জাকাত না দেওয়া ও জিহাদ না করার শর্ত দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তিনি এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন :

سَيَتَصَدَّقُونَ وَيُجَاهِدُونَ إِذَا أَسْلَمُوا

> "যখন তারা মুসলমান হয়ে যাবে, তখন অচিরেই তারা জাকাত দিতে এবং জিহাদ করতে শুরু করবে।"'[৫৯]

ইমাম আহমাদ ﷺ বলেন, 'অনৈতিক শর্ত দিয়ে ইসলাম কবুল করলে তা শুদ্ধ হবে। তবে ইসলাম গ্রহণের পর ইসলামের সকল বিধানাবলি তার জন্য আবশ্যকীয় হবে।'[৬০]

---

৫৭. বাইহাকি কৃত দালায়িলুন নুবুওয়াহ : ৫/৩৮৬, জাদুল মাআদ : ৩/৫২১, ইবনে কাসির কৃত আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা : ৪/৬২।
৫৮. ইবনে রজব কৃত ফাতহুল বারি : ৪/১২।
৫৯. সুনানু আবি দাউদ : ৩০২৫।
৬০. জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম : ১/২২৯।

আনাস বিন মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে বললেন, "ইসলাম গ্রহণ করো।" লোকটি বলল, "ইসলাম আমার অপছন্দ।" তিনি বললেন, "অপছন্দ হলেও ইসলাম গ্রহণ করো।"'[৬১]

নাসর বিন আসিম ﷺ এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন, 'তিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এই শর্তে ইসলাম গ্রহণ করলেন যে, তিনি মাত্র দুই ওয়াক্ত সালাত পড়বেন। আর রাসুলুল্লাহ ﷺ তার শর্ত মেনে নিয়ে তাকে ইসলামে দীক্ষিত করলেন।'[৬২]

তাদেরকে ক্রমান্বয়ে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য বিভিন্ন আবশ্যকীয় বিধান পালন না করার শর্ত দেওয়া সত্ত্বেও রাসুলুল্লাহ ﷺ তাদের ইসলাম মেনে নিয়েছেন।

কারণ, কোনো কোনো কাফির প্রথমে ইসলামের মূলতত্ত্ব বুঝতে সক্ষম হতো না অথবা ইসলামের বিভিন্ন বিধান তার কাছে কঠিন মনে হতো। তাই প্রথমে সে ইসলামকে যতটুকু মানতে রাজি, ততটুকুর ওপরই তার ইসলাম মেনে নেওয়া হতো। অতঃপর ক্রমান্বয়ে তাকে ইসলামের অন্যান্য বিধান পালনের নির্দেশ দেওয়া হতো।

তা ছাড়া তার পক্ষ থেকে এ আশা করা যেত যে, ইসলাম গ্রহণের পর যখন তার অন্তরে ইমান ভালোভাবে বদ্ধমূল হয়ে যাবে, তখন সে ইসলামের অন্যান্য বিধান পালন করতে শুরু করবে। যেমন, সাকিফ গোত্রের ব্যাপারে তিনি বলেছিলেন :

سَيَتَصَدَّقُونَ وَيُجَاهِدُونَ إِذَا أَسْلَمُوا

'যখন তারা মুসলমান হয়ে যাবে, তখন অচিরেই তারা জাকাত দিতে এবং জিহাদ করতে শুরু করবে।'[৬৩]

---

৬১. মুসনাদু আহমাদ : ১১৬৫০।

৬২. মুসনাদু আহমাদ : ১৭৭৬।

৬৩. সুনানু আবি দাউদ : ৩০২৫।

মাজদুদ্দিন ইবনে তাইমিয়া ﷺ এই হাদিসের জন্য অধ্যায় নির্ধারণ করেছেন, 'অনৈতিক শর্ত দেওয়া সত্ত্বেও ইসলাম সহিহ্ হওয়া সম্পর্কিত অধ্যায়'।[৬৪]

শাওকানি ﷺ বলেন, 'এ হাদিসগুলো প্রমাণ করে, কোনো কাফির যদি ইসলাম গ্রহণ করার জন্য কোনো অনৈতিক শর্ত দেয়, তবুও তাকে ইসলামের ওপর বাইআত করা ও তার ইসলাম মেনে নেওয়া বৈধ। অনুরূপভাবে কেউ যদি ইসলামকে অপছন্দ করা সত্ত্বেও ইসলাম গ্রহণ করে, তার ইসলাম সহিহ বলে বিবেচিত হবে।'[৬৫]

স্পষ্ট কুফরির চেয়ে সেই ত্রুটিযুক্ত ইসলাম উত্তম, যা পরবর্তী সময়ে পূর্ণাঙ্গ ইসলামের রূপ পরিগ্রহ করে।

হাফিজ ইবনে রজব ﷺ বলেন, 'এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে কেউ ইসলাম গ্রহণ করতে আসলে তিনি সাক্ষ্যদ্বয় (আল্লাহই একমাত্র মাবুদ হওয়ার সাক্ষ্য এবং তিনি আল্লাহর রাসুল হওয়ার সাক্ষ্য) নেওয়ার ওপরই ক্ষান্ত করতেন। এতটুকুতেই তার জীবন নিরাপদ হয়ে যেত এবং তাকে মুসলমান মনে করা হতো।

কেউ ইসলাম গ্রহণ করতে এলে তাকে সালাত, জাকাত ইত্যাদি আদায় করার শর্ত দিতেন না। উল্টো তাঁর থেকে বর্ণিত আছে যে, 'তিনি এমন কওমের ইসলাম মেনে নিয়েছিলেন, যারা জাকাত না দেওয়ার শর্তে মুসলমান হয়েছিল।'[৬৬]

বি. দ্র. : এখানে যা বলা হয়েছে, তা ইসলাম গ্রহণে ইচ্ছুক কাফিরের জন্য প্রযোজ্য। সুতরাং কোনো মুসলমান যদি বলে, 'আমি এই হাদিস অনুযায়ী কেবল দুই ওয়াক্ত সালাত পড়ি'—তার ইসলাম গ্রহণযোগ্য হবে না।

---

৬৪. আল-মুনতাকা শারহুল মুয়াত্তা : ২/৪১৬৪।

৬৫. নাইলুল আওতার : ৮/৬।

৬৬. জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম : ১/২২৮।

মানার যোগ্যতা বেশি দেখলে কোনো বিধানে ছাড় দিতেন না

ইবনে খাসাসিয়া ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আমি বাইআত হওয়ার জন্য গেলাম। তিনি আমার ওপর আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো মাবুদ না হওয়ার সাক্ষ্যপ্রদান, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসুল হওয়ার সাক্ষ্যপ্রদান, সালাত কায়িম করা, জাকাত আদায় করা, হজ আদায় করা, রমাজানের রোজা রাখা এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার শর্ত আরোপ করলেন।

আমি বললাম, "ইয়া রাসুলাল্লাহ, জিহাদ ও জাকাত—এ দুটি আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, মানুষ মনে করে যে, জিহাদ থেকে যে পালিয়ে যায়, তার ওপর আল্লাহর ক্রোধ আপতিত হয়। তাই আমি ভয় পাচ্ছি যে, জিহাদে অংশগ্রহণ করলে আমার ভীতি ও মৃত্যুভয় আমাকে পালিয়ে আসতে বাধ্য করবে। আর জাকাত এ জন্য দিতে পারব না যে, আমার কাছে একটি ছাগল ও দশটি উট রয়েছে, যেগুলো আমার পরিবারের দুধের চাহিদা মেটাতে ও সওয়ারির কাজে ব্যবহৃত হয়।"

তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁর হাত গুটিয়ে নিলেন। অতঃপর হাত নাড়তে নাড়তে বললেন, "জিহাদ না করলে এবং জাকাত না দিলে জান্নাতে যাবে কীভাবে?" তখন আমি বাইআত হতে সম্মত হলাম এবং উল্লেখিত সকল বিষয়ের ব্যাপারে অঙ্গীকারবদ্ধ হলাম।'[৬৭]

ইবনে আসির ﷺ বলেন, 'বাশির বিন খাসাসিয়া ﷺ-এর হাদিস থেকে বোঝা যায়, রাসুলুল্লাহ ﷺ তার সামনে ইসলামের সকল বিধান উপস্থাপন করেছিলেন। এর কারণ হলো, সাকিফের লোকদের থেকে যে আশঙ্কা ছিল, তার পক্ষ থেকে সেটা ছিল না। তার ব্যাপারে জানা ছিল যে, তাকে একটু জোর খাটিয়ে বললে তিনি মেনে নেবেন। তাই তাকে কোনো বিধানের ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয়নি। কিন্তু সাকিফ গোত্রের লোকেরা সংখ্যায় বেশি হওয়ার কারণে তাৎক্ষণিক সকল বিষয় কবুল না করার আশঙ্কা ছিল। তাই তাদের ক্রমান্বয়ে ধীরে ধীরে পূর্ণাঙ্গ ইসলামে অন্তর্ভুক্ত করার পন্থা অবলম্বন করেছিলেন।'[৬৮]

---

৬৭. মুসনাদু আহমাদ : ২১৪৪৫।

৬৮. আন-নিহায়া ফি গারিবিল আসর : ৩/৪৭৬।

সাহাবিদেরকে নওমুসলিমদের শিক্ষা দেওয়ার প্রতি উৎসাহ দিতেন

উরওয়া ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'বদর যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মুশরিকরা যখন মক্কায় ফিরে গেল, তখন উমাইর বিন ওয়াহাব হাতিমে কাবায় সাফওয়ান বিন উমাইয়ার সাথে মিলিত হলো।

সাফওয়ান বলল, "বদরে মার খাওয়ার পর জীবনটাই দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে।"

উমাইর বলল, "আসলেই, এরপর থেকে জীবনে কল্যাণের কোনো অস্তিত্বই নেই। আমার ওপর যদি ঋণের বোঝা না থাকত, যা আদায় করার সামর্থ্য আপাতত নেই এবং আমার তত্ত্বাবধানে যদি আমার পরিবার-পরিজন না থাকত, যাদের ভরণপোষণের জন্য কিছুই আমার হাতে নেই—তাহলে আমি মুহাম্মাদের কাছে গিয়ে তার মুখোমুখি হওয়ার সাথে সাথে তাকে অবশ্যই হত্যা করে দিতাম। কারণ, তার কাছে যাওয়ার ভালো একটা সুযোগ আমার আছে। তা হচ্ছে, আমি সেখানে গিয়ে বলতে পারব, আমার বন্দী ছেলেটার ব্যাপারে কথা বলতে এসেছি।"

তার কথা শুনে সাফওয়ান খুশি হলো এবং বলল, "তোমার ঋণ পরিশোধ করা ও পরিবার-পরিজনের ভরণপোষণের দায়িত্ব আমার ওপর ছেড়ে দাও।"

তারপর সাফওয়ান তার জন্য বাহনের ব্যবস্থা করল এবং তাকে একটি ধারালো বিষ মেশানো তরবারি দিল।

উমাইর সাফওয়ানকে বলল, "আমাকে কয়েক রাত লুকিয়ে রাখো।"

এরপর উমাইর মদিনার উদ্দেশে রওনা হয়ে একসময় মদিনায় পৌঁছে গেল। মসজিদের দরোজার সামনে বাহন থেকে নেমে সেখানে বাহনটি বেঁধে রাখল এবং রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে আনা তলোয়ারটি হাতে নিল।

তখন উমর ﷺ-এর দৃষ্টি তার ওপর পতিত হলো। তিনি তখন কয়েকজন আনসারি সাহাবির সাথে বদর যুদ্ধের ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন এবং আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করছিলেন।

উমর ﷺ উমাইরকে দেখার সাথে সাথে ঘাবড়ে গেলেন এবং বললেন, "তোমাদের কাছে কুকুর এসেছে। লোকটি তো আল্লাহর শত্রু।"

তখন উমর ﷺ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়ে বললেন, "ইয়া রাসুলাল্লাহ, উমাইর বিন ওয়াহাব অস্ত্র নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করেছে। সে পাপী ও গাদ্দার। তাকে নিরাপদ মনে হচ্ছে না।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তাকে আমার এখানে নিয়ে আসো।"

উমর ﷺ উমাইরকে নিয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ঘরে প্রবেশ করলেন। এদিকে তিনি তাঁর সঙ্গীদেরও রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ওখানে প্রবেশ করার নির্দেশ দিলেন। তারা সবাই উমাইরের চারপাশে সতর্ক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

উমর বিন খাত্তাব ﷺ ও উমাইর বিন ওয়াহাব রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেলেন। উমর ﷺ তাঁর তরবারিটাও সাথে নিলেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ উমর ﷺ-কে বললেন, "তার থেকে সরে দাঁড়াও।"

অতঃপর উমাইর রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে গিয়ে "শুভ সকাল" বলে অভিবাদন জানাল। এটা ছিল জাহিলি যুগের অভিবাদন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "আল্লাহ তাআলা তোমাদের অভিবাদনের চেয়ে সম্মানজনক অভিবাদন "সালাম" দান করে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।"

উমাইর বলল, "আপনার প্রবর্তিত ধর্ম তো নতুন।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "আল্লাহ তাআলা আমাদের অনুত্তম পুরাতনের বদলে উত্তম নতুন দান করেছেন। সে যা-ই হোক, তুমি কেন এসেছ বলো।"

উমাইর বলল, "আপনাদের এখানে আমার এক ছেলে বন্দী হয়ে আছে, তার ব্যাপারে আলোচনা করতে এসেছি। আমাকে তার কাছে নিয়ে চলুন। হাজার হলেও আপনারা তো আমাদেরই আত্মীয়।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "সাথে তলোয়ার এনেছ কেন?"

উমাইর বলল, “এটি বেকার তলোয়ার, আমাদের কোনো কাজেই আসে না এই তলোয়ার।”

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, “সত্য করে বলো, এখানে কেন এসেছ?”

উমাইর বলল, “আমার বন্দী ছেলে সম্পর্কে কথা বলতে এসেছি।”

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, “তাহলে হাতিমে কাবায় সাফওয়ান বিন উমাইয়া জামহিকে কী শর্ত দিয়ে এসেছ?”

এ কথা শুনে উমাইর ঘাবড়ে গেল। সে বলল, “আমি তাকে কী শর্ত দিয়ে এসেছি?”

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, “তুমি তাকে কথা দিয়ে এসেছ যে, তুমি আমাকে হত্যা করবে এবং তার বিনিময়ে সে তোমার পরিবারের ভরণপোষণ ও তোমার ঋণ আদায়ের দায়িত্ব নেবে। কিন্তু আল্লাহ তোমার উদ্দেশ্য পূরণের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে আছেন।”

তখন উমাইর বললেন, “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর রাসুল এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি ওহি ও আপনার কাছে আসমান থেকে যা অবতীর্ণ হয়, তা অস্বীকার করতাম। কিন্তু হাতিমের মধ্যে সাফওয়ান ও আমার মাঝে যে বাক্যালাপ হয়েছে, তা আমি ও সে ছাড়া কেউই জানে না। তাহলে নিশ্চয় আল্লাহই আপনাকে সে সম্পর্কে অবহিত করেছেন। তাই আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ﷺ-এর প্রতি ইমান আনলাম এবং সাথে সাথে সেই আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি, যিনি আমাকে এই জায়গায় নিয়ে এসেছেন।”

আল্লাহ তাআলা তাকে হিদায়াত দান করেছেন দেখে মুসলমানরা আনন্দিত হলো।

উমর বিন খাত্তাব رضي الله عنه বললেন, “সে যখন এখানে এসেছিল, তখন তার চেয়ে শুকর আমার কাছে প্রিয় ছিল। কিন্তু এখন সে আমার কাছে আমার কতেক সন্তানের চেয়েও অধিক প্রিয়।”

তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "এখানে বসো, আমরা তোমার প্রতি সহমর্মিতা জ্ঞাপন করব।"

তিনি আরও বললেন, "তোমাদের ভাইকে কুরআন শিক্ষা দাও।"

তার বন্দী ছেলেকেও মুক্ত করে দেওয়া হলো। তিনি বললেন, "ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি নিজের সবটুকু চেষ্টা ব্যয় করে আল্লাহর নুরকে নেভাতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমাকে এই জায়গায় নিয়ে এসেছেন। তাই তাঁর প্রশংসা জ্ঞাপন করছি। আর আপনি আমাকে অনুমতি দিন; যেন আমি কুরাইশদের সাথে মিলিত হয়ে তাদেরকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিতে পারি। আশা করছি, আল্লাহ তাআলা তাদের হিদায়াত দান করবেন এবং ধ্বংস থেকে তাদের মুক্তি দান করবেন।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে অনুমতি দিলেন এবং তিনি মক্কায় চলে গেলেন।

ওদিকে সাফওয়ান মজলিসে মজলিসে বলে বেড়াচ্ছিল, এমন এক বিজয়ের সুসংবাদ শোনো, যা বদরের গ্লানি ভুলিয়ে দেবে। আর মদিনা থেকে আসা প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে জানতে চাইত, ওখানে কি কোনো ঘটনা ঘটেছে? উমাইর তাকে যে আশ্বাস দিয়ে গিয়েছিলেন, তার আশায় সে এমন করছিল।

একদিন মদিনার এক লোক আসলে সাফওয়ান তার কাছে ঘটনা সম্পর্কে জানতে চাইল। লোকটি জানাল, "উমাইর ইসলাম গ্রহণ করেছেন।" তখন মুশরিকরা তার সাথে সাক্ষাৎ করে বলল, "শেষ পর্যন্ত উমাইরও ধর্মত্যাগী হয়ে গেল।"

সাফওয়ান বলল, "আমি নিজের ওপর আবশ্যক করে নিলাম যে, তার কোনোই উপকার করব না এবং কখনো তার সাথে কথা বলব না।"

এরপর উমাইর ﷺ তাদের নিকট এসে পৌঁছালেন এবং তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তার দাওয়াতে অনেক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করল।'[৬৯]

---

৬৯. আল-মুজামুল কাবির লিত তাবারানি : ১৩৫৮৬, দালায়িলুন নুবুওয়াহ : ১০০৯।

নিজ সম্প্রদায়ের নিকট গিয়ে দ্বীনের শিক্ষা প্রচারের নির্দেশ দিতেন

মালিক বিন হুয়াইরিস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা কজন যুবক রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসলাম। তারপর তাঁর কাছে প্রায় বিশ দিন অবস্থান করলাম। তিনি ছিলেন দয়া ও বিনম্রতার মূর্তপ্রতীক। তিনি বুঝতে পারলেন যে, আমরা পরিবারের লোকদের কাছে পেতে ব্যাকুল হয়ে উঠেছি। তখন পরিবারের লোকদের সাথে আমাদের মিলিত হওয়ার আগ্রহ দেখতে পেয়ে তিনি আমাদের কাছে জানতে চাইলেন, আমাদের পরিবারে আর কে কে আছে? আমরা তাঁকে জানালাম। তখন তিনি বললেন :

لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَى بِلَادِكُمْ، فَعَلَّمْتُمُوهُمْ مُرُوهُمْ، فَلْيُصَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، وَصَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ

"যখন নিজ দেশে ফিরে যাবে, তখন তোমরা লোকদেরকে দ্বীন শেখাবে, তাদের নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট সালাত আদায় করতে বলবে। আর যখন সালাতের সময় হবে, তখন তোমাদের একজন আজান দেবে এবং তোমাদের মধ্যে যে সবার বড়, সে সালাত পড়াবে।'[৭০]

ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক বিষয় ত্যাগ করার নির্দেশ দিতেন

ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত, 'গাইলান বিন সালামা সাকাফি ﷺ যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখন তার দশজন স্ত্রী ছিল, যাদের তিনি জাহিলি যুগে বিয়ে করেছিলেন। তার স্ত্রীরাও তার সাথে মুসলমান হলেন। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন :

اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

"এদের থেকে যেকোনো চারজনকে বেছে নাও।"

এরপর উমর ﷺ-এর শাসনামলে তিনি তার (সকল) স্ত্রীদের তালাক দিয়ে তার সম্পদ সন্তানদের মাঝে বণ্টন করে দিলেন। এ খবর উমর ﷺ-এর কাছে

৭০. সহিহুল বুখারি : ৬৩১, সহিহু মুসলিম : ৬৭৪।

গিয়ে পৌঁছালে তিনি বললেন, "আমার মনে হচ্ছে, শয়তান তোমার মৃত্যু-সম্পর্কিত আলোচনা আড়ি পেতে শুনে নিয়েছে। তাই সে তোমার মনে এমন কাজ করতে প্ররোচনা দিয়েছে। সম্ভবত তুমি বেশিদিন বাঁচবে না।

তাই তোমাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, তুমি স্ত্রীদের কাছে ফিরে যাও এবং সন্তানদের থেকে সম্পদ ফিরিয়ে নাও, যাতে তোমার স্ত্রীরা তোমার সম্পদ থেকে মিরাস পায়। অন্যথায় আমি তোমার কবরে প্রস্তারাঘাত করার নির্দেশ দেবো, যেভাবে আবু রিগালের কবরে প্রস্তারাঘাত করা হয়েছিল।"'[৭১]

আবু রিগাল হলো, কওমে সামুদের একজন ব্যক্তি, যে তাদের ওপর আজাব আসার সময় হারামের সীমার ভেতর ছিল। ফলে তখন সে বেঁচে গিয়েছিল। কিন্তু যখনই সে হারামের সীমা থেকে বের হলো, তখনই তার কাছে সেই বিপদ এসে পৌঁছাল, যেটি তার কওমের ওপর এসেছিল এবং সেখানেই (মক্কাতেই) সে মারা যায় এবং সেখানে তাকে দাফন করা হয়।[৭২]

জাহহাক বিন ফিরুজ ﷺ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, 'আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বললাম, "আমি মুসলমান হয়েছি এবং আমার দুজন স্ত্রী আছে, যারা পরস্পর বোন।" রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তাদের একজনকে তালাক দিয়ে দাও।"'[৭৩]

চুল-দাড়ি ধবধবে সাদা হলে খেজাব লাগানোর নির্দেশ দিতেন

জাবির বিন আব্দুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'মক্কা-বিজয়ের দিন আবু কুহাফাকে আনা হলো। তখন তার চুল-দাড়ি কাশফুলের মতো ধবধবে সাদা ছিল। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দিলেন :

غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ، وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ

"কোনোকিছুর দ্বারা তার চুল-দাড়ির শুভ্রতাকে পরিবর্তন করে দাও। তবে কালো রং ব্যবহার কোরো না।"'[৭৪]

---

৭১. মুসনাদু আহমাদ : ৪৬১৭, সুনানুত তিরমিজি : ১১২৮, সুনানু ইবনি মাজাহ : ১৯৫৩।
৭২. তুহফাতুল আহওয়াজি : ৪/২৩৪।
৭৩. সুনানু আবি দাউদ : ২২৪৩, সুনানুত তিরমিজি : ১১২৯, সুনানু ইবনি মাজাহ : ১৯৫১।
৭৪. সহিহু মুসলিম : ২১০২।

ইসলামপূর্ব যুগের ভালো কাজের মানত পূরণ করার নির্দেশ দিতেন

ইবনে উমর ﵄ থেকে বর্ণিত আছে যে, 'উমর ﵁ রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন, "ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি জাহিলি যুগে মানত করেছিলাম যে, মসজিদে হারামে এক রাতের জন্য ইতিকাফ করব। রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন :

فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ

"তোমার মানত পূরণ করো।"'[৭৫]

ইবনে হাজার ﵀ বলেন, 'এ হাদিস থেকে বোঝা যায়, ইবাদতের মানত করলে তা আদায় করা ওয়াজিব। এমনকি ইসলামের পূর্বে মানত করলেও তা আদায় করতে হবে।'[৭৬]

সুমামা বিন উসাল ﵁ যখন ইসলাম গ্রহণ করার পর রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন, 'আপনার অশ্বারোহী সৈন্যরা যখন আমাকে ধরে এনেছে, তখন আমি উমরার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলাম। এখন আমার (উমরা করা না-করা) সম্পর্কে আপনার অভিমত কী?'

তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে (ইসলাম গ্রহণ করার কারণে বড় কল্যাণ অর্জন করার এবং সকল গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাওয়ার) সুসংবাদ দিলেন এবং উমরা করার নির্দেশ দিলেন।

অতঃপর তিনি মক্কায় গেলে এক ব্যক্তি তাকে বলল, 'তুমি কি ধর্মত্যাগী হয়ে গেছ?' তিনি বললেন, 'না, কিন্তু আমি আল্লাহর রাসুল মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাথে মুসলমান হয়ে গেছি।'[৭৭]

হাফিজ ইবনে হাজার ﵀ বলেন, 'এ হাদিস প্রমাণ করে যে, কোনো কাফির যদি কোনো ভালো কাজ করার ইচ্ছা করার পর মুসলমান হয়ে যায়, তখন তার জন্য শরিয়তের নির্দেশ হলো, সে ওই ভালো কর্মটি সম্পাদন করবে।'[৭৮]

---

৭৫. সহিহুল বুখারি : ২০৩৫, সহিহু মুসলিম : ১৬৫৬।

৭৬. ফাতহুল বারি : ১১/৫৮২।

৭৭. সহিহুল বুখারি : ৪৩৭২, সহিহু মুসলিম : ১৭৬৪।

৭৮. ফাতহুল বারি : ৮/৮৮।

রাসুলুল্লাহ ﷺ সুমামা ؓ-কে মুসতাহাব হিসেবে উমরা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কারণ, উমরা করা এমনিতেই একটি মুসতাহাব আমল। বিশেষ করে এই ভদ্র, অনুগত নওমুসলিমের জন্য তো এটা ওয়াজিব হওয়ার প্রশ্নই আসতে পারে না।

তবুও তিনি মক্কাবাসীদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে উমরা করতে গেলেন। তাওয়াফ ও সায়ি করার পর ইসলাম গ্রহণ করার কথা প্রকাশ করলেন এবং মক্কাবাসীদের মনঃকষ্টকে আরও বাড়িয়ে দিলেন।[৭৯]

কাফিরদের দূত ইসলাম গ্রহণে আগ্রহী হলেও তাকে আটকে রাখতেন না

কিবতি বংশদ্ভূত আবু রাফি ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'কুরাইশরা আমাকে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট তাদের দূত হিসেবে প্রেরণ করল। যখন আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে দেখলাম, তখন আমার অন্তরে ইসলাম প্রবেশ করল। তখন আমি তাঁকে বললাম, "ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি তাদের নিকট আর ফিরে যাব না।"

তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন :

> إِنِّي لَا أَخِيسُ بِالْعَهْدِ وَلَا أَحْبِسُ الْبُرُدَ، وَلَكِنِ ارْجِعْ فَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِكَ الَّذِي فِي نَفْسِكَ الْآنَ فَارْجِعْ
>
> "আমি চুক্তি লঙ্ঘন করি না এবং দূতকে আটকে রাখি না। তাই তুমি এখন ফিরে যাও, অতঃপর এখন তোমার অন্তরে যা আছে, তা যদি সেখানে যাওয়ার পরেও থাকে, তাহলে আবার ফিরে এসো।"

তিনি বললেন, "তখন আমি চলে গেলাম। তারপর রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করলাম।"'[৮০]

এই হাদিস প্রমাণ করে, মুসলমান হোক বা কাফির; যে কারও সাথেই চুক্তি করুক—তা লঙ্ঘন করা যাবে না।[৮১]

---

৭৯. ইমাম নববি ؒ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ১২/৮৯।
৮০. সুনানু আবি দাউদ : ২৭৫৭।
৮১. আওনুল মাবুদ : ৬/২০৩।

আল্লামা তিবি ﵀ বলেন, 'এখানে চুক্তি বলতে যুগ যুগ ধরে চলে আসা একটি অলিখিত বিধান উদ্দেশ্য। আর তা হলো, দূতদের সাথে কোনো ধরনের অসংলগ্ন আচরণ করা যাবে না। কেননা, দূত প্রেরণের মধ্যে অনেক উপকারিতা নিহিত থাকে। যদি মানুষ দূতদের আটকে রাখে এবং তাদের সাথে অন্যায় আচরণ করে, তখন উভয় পক্ষ অনেক কল্যাণ থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে। তা ছাড়া এতে অনেক ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি হওয়ার সমূহ সম্ভাবনাও রয়েছে, যাতে কোনো বুদ্ধিমান সহজে জড়াতে চায় না।'[৮২]

ইবনুল কাইয়িম ﵀ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নীতি ছিল, তাঁর কাছে কোনো দূত আসার পর ইসলাম গ্রহণ করে ফেললে এবং স্বজাতির কাছে ফিরে যেতে অস্বীকার করলে, রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে এভাবে থেকে যাওয়ার অনুমতি দিতেন না; বরং তাকে যথারীতি তার কওমের কাছে পাঠিয়ে দিতেন।'

আবু দাউদ ﵀ বলেন, 'এ নীতি ততদিন পর্যন্ত ছিল, যতদিন রাসুলুল্লাহ ﷺ কাফিরদের সাথে এই চুক্তির অধীনে ছিলেন যে, তাদের থেকে কেউ আসলে—এমনকি মুসলমান হয়ে আসলেও—তিনি তাকে ফিরিয়ে দেবেন। এখন ওই চুক্তি ভেঙে গেছে বিধায় ওই নীতিও আর বাকি নেই।'[৮৩]

---

৮২. ফাইজুল কাদির : ৩/২৫।

৮৩. জাদুল মাআদ : ৩/১২৬।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রশ্নকারীদের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ

নিঃসন্দেহে ইসলামে ফতোয়ার অবস্থান অনেক উচ্চ। কারণ, এর মাধ্যমেই দ্বীন সংরক্ষিত হয়। এর মাধ্যমেই আদর্শ সুরক্ষিত থাকে। এর মাধ্যমেই আল্লাহর সীমাগুলো যথাযথভাবে রক্ষিত থাকে।

চিন্তা করে দেখি, একজন রাজার স্বাক্ষরের মর্যাদা তার রাজ্যে কেমন হয়ে থাকে? তার স্বাক্ষরের মর্যাদা এমন থাকে যে, তা অস্বীকার করা যায় না। তার সম্মান এড়িয়ে যাওয়া দুষ্কর। প্রকৃতপক্ষে একজন রাজার স্বাক্ষর থাকে মর্যাদার উচ্চ জায়গাতে। একজন রাজার সামান্য স্বাক্ষরের যদি এমন মূল্য হয়ে থাকে, তবে চিন্তা করে দেখুন, রাজাধিরাজ ও আসমান-জমিনের রব মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া স্বাক্ষরের মর্যাদা কতটুকু হতে পারে?!

আল্লাহর পক্ষ থেকে স্বাক্ষর করার কাজ যিনি সম্পন্ন করবেন, তাকে সে জন্য অবশ্যই প্রস্তুতি নিতে হবে। তার জন্য নিজেকে তৈরি করতে হবে। সে যে অত্যন্ত মর্যাদাবান এক অবস্থানে আসীন হয়েছে, সে অবস্থানের মর্যাদা তাকে বুঝতে হবে।

এ মহান অবস্থানটিতে প্রথম যিনি অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তিনি হলেন রাসুলদের নেতা, মুত্তাকিদের ইমাম, শেষ নবি, আল্লাহর বান্দা ও রাসুল, ওহির সংরক্ষক, মানুষ ও রবের মধ্যকার বার্তাবাহক মুহাম্মাদ ﷺ। তিনি সুস্পষ্ট ওহির ওপর নির্ভর করে ফতোয়া দিতেন, মানুষের জিজ্ঞাসার জবাব দিতেন।[৮৪]

যারা দ্বীনের ফিকহ শিখতে চায় বা যে সকল তালিবুল ইলম ফতোয়া ও আহকাম বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করতে চায়—বলে দিতে হবে না যে,

---

৮৪. ইলামুল মুয়াক্কিয়িন : ১/১৯।

তাদের জন্য প্রশ্নকারী ও ফতোয়া জানতে চাওয়া ব্যক্তিদের সাথে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচার-আচরণ কেমন ছিল, তা জানা অপরিহার্য।

আমরা হয়তো এমন অনেকের কথাই জানি, যারা ফতোয়া দেয়, কিন্তু জিজ্ঞেসকারীর দিকে খেয়াল পর্যন্ত করে না। আবার অনেকে না জানলেও তৎক্ষণাৎ কিছু একটা বলে ফেলে; চাই সেটা সঠিক হোক বা ভুল। ফতোয়া দেওয়া ও কারও প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের আদর্শ তিনিই, যিনি অন্য সব ক্ষেত্রেও আমাদের আদর্শ। তিনি হলেন মুহাম্মাদ ﷺ। তাহলে এবার দেখা যাক, এ ক্ষেত্রটিতে কেমন ছিলেন তিনি।

বলা বাহুল্য, তাঁর জিজ্ঞাসার জবাব দেওয়া ও ফতোয়া দেওয়ার ঘটনা অগণিত। কারণ, তিনিই তো বিপদের সময়ে উম্মাহর আশ্রয় এবং দুর্যোগে আল্লাহ-প্রদত্ত সহায়।

এ জন্যই আমরা যখন কুরআনের মাঝে দেখি, তখন রাসুল ﷺ-এর প্রতি সাহাবিদের জিজ্ঞাসার অনেক নজির দেখতে পাই। আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ

'তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করছে, তারা কীরূপে ব্যয় করবে।'[৮৫]

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ

'তারা আপনাকে নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছে।'[৮৬]

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ

'তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে।'[৮৭]

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ

---

৮৫. সুরা আল-বাকারা, ২ : ২১৫।
৮৬. সুরা আল-বাকারা, ২ : ২১৭।
৮৭. সুরা আল-বাকারা, ২ : ২১৯।

'আর তারা আপনাকে এতিমদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছে।'[৮৮]

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ

'আর তারা আপনাকে (স্ত্রীলোকদের) ঋতু সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছে।'[৮৯]

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ

'লোকেরা আপনার কাছে নারীদের সম্বন্ধে বিধান জানতে চাচ্ছে।'[৯০]

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ

'মানুষ আপনার নিকট কালালার ব্যাপারে ফতোয়া জানতে চায়।'[৯১]

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ

'তারা আপনার কাছে গনিমতের বিধান জানতে চায়।'[৯২]

وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَيْنِ

'তারা আপনাকে জুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে।'[৯৩]

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ

'তারা আপনাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে।'[৯৪]

আসলে মানুষের জানার ইচ্ছে কম নয়। জানার প্রয়োজনও অনেক। জানার বিষয়গুলোও অনেক। তাই তো রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে দিনে হাজারো জিজ্ঞাসা আসত এবং আসত অসংখ্য জিজ্ঞাসু। রাসুলুল্লাহ ﷺ-ও তাদের

---

৮৮. সুরা আল-বাকারা, ২ : ২২০।
৮৯. সুরা আল-বাকারা, ২ : ২২২।
৯০. সুরা আন-নিসা, ৪ : ১২৭।
৯১. সুরা আন-নিসা, ৪ : ১৭৬।
৯২. সুরা আল-আনফাল, ৮ : ১।
৯৩. সুরা আল-কাহফ, ১৮ : ৮৩।
৯৪. সুরা আল-আরাফ, ৭ : ১৮৭।

প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতেন, তাদের ফতোয়া দিতেন। মানুষের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ও তাদের ফতোয়া দেওয়ার ক্ষেত্রে কেমন ছিল রাসুল ﷺ-এর নীতি? এ বিষয়টিতে মানুষের সাথে কেমন ছিল তাঁর আচরণ? কেমন ছিলেন তিনি?

প্রশ্নকর্তার অবস্থা ও স্তরের প্রতি লক্ষ রেখে ফতোয়া দিতেন

ইবনে মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জানতে চাইলাম, "কোন আমলটি উত্তম?" তিনি বললেন, "সময়মতো সালাত আদায় করা।" আমি বললাম, "এরপর কোনটি?" তিনি বললেন, "মাতাপিতার প্রতি সদাচরণ করা।" আমি বললাম, "এরপর কোনটি?" তিনি বললেন, "আল্লাহর পথে জিহাদ করা।"'[৯৫]

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জানতে চাইলেন, "কোন আমল সর্বোত্তম?" তিনি উত্তর দিলেন, "আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ইমান আনা।" তিনি বললেন, "এরপর কোনটি?" রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।" বলা হলো, "এরপর কোনটি?" উত্তর দিলেন, "মাকবুল হজ।"'[৯৬]

আবু উমামা ﷺ থেকে বর্ণিত, 'তিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জানতে চাইলেন, "কোন আমলটি উত্তম?" তিনি উত্তর দিলেন, "তোমার কর্তব্য হচ্ছে সাওম আদায় করা। কেননা, এর সমতুল্য কোনো কিছু নেই।"'[৯৭]

আবার যখন জানতে চাওয়া হলো, 'কোন আমলটি আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়?' রাসুলুল্লাহ ﷺ উত্তর দিলেন, 'সর্বদা করা হয় এমন আমল; যদিও তা পরিমাণে কম হয়।'[৯৮]

অনুরূপভাবে যখন জানতে চাওয়া হলো, 'কোন মুসলিম উত্তম?' উত্তর দিলেন, 'যার জিহ্বা ও হাত থেকে অন্য মুসলিমরা নিরাপদ থাকে।'[৯৯]

---

৯৫. সহিহুল বুখারি : ২৭৮৭, সহিহু মুসলিম : ৮৫।

৯৬. সহিহুল বুখারি : ২৬, সহিহু মুসলিম : ৮৩।

৯৭. সুনানুন নাসায়ি : ২২২০।

৯৮. সহিহু মুসলিম : ৭৮২।

৯৯. সহিহুল বুখারি : ১১, সহিহু মুসলিম : ৪২।

জানতে চাওয়া হলো, 'কোন ইসলাম উত্তম?' রাসুলুল্লাহ ﷺ জবাব দিলেন, 'খাবার খাওয়ানো এবং পরিচিত ও অপরিচিত—সবাইকে সালাম দেওয়া।'[১০০]

রাসুলুল্লাহ ﷺ একই প্রশ্নের ভিন্ন ভিন্ন জবাব দিলেন। এর কারণ কী?

ইবনে হাজার ؒ বলেন, 'উলামায়ে কিরাম এই প্রশ্নের যে সকল উত্তর দিয়েছেন, তার সারসংক্ষেপ হলো :

- সকল প্রশ্নকারীর অবস্থা এক রকমের হয় না। তাই তাদের একই প্রশ্নের উত্তরে রাসুলুল্লাহ ﷺ ভিন্ন ভিন্ন উত্তর দিয়েছেন। তিনি জানতেন, কোন মানুষ কীসের মুখাপেক্ষী বা তার প্রয়োজন কী অথবা তার কোন ইবাদতে অনীহা আছে, কোন ইবাদতে আগ্রহ আছে কিংবা সে কোন ইবাদতের উপযুক্ত—এসব দিক বিবেচনায় রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর উত্তরও ভিন্ন হতো।
- অথবা একই প্রশ্নের ভিন্ন ভিন্ন উত্তরের কারণ হচ্ছে, সময় বিবেচনা। সময় বিবেচনায় যে আমলটি উত্তম হতো, তিনি সে আমলের নির্দেশনা দিতেন। যেমন : ইসলামের প্রথম যুগে ইসলাম অপ্রতিষ্ঠিত ছিল। মুসলিমগণ শক্তিশালী ছিল না; ছিল দুর্বল। তাই সে সময় জিহাদই ছিল সর্বোত্তম আমল। সে জন্য রাসুলুল্লাহ ﷺ সে সময় 'উত্তম আমল কোনটি?' প্রশ্নের জবাবে জিহাদের কথা বলতেন। এমনিভাবে অনেক নস থেকে বোঝা যায় যে, সাদাকা থেকে সালাত উত্তম। আবার বিপদাপন্নের সহযোগিতার সময় সালাতের চেয়েও সাদাকা উত্তম হয়ে যায়।'[১০১]

'কোন জিহাদ উত্তম'—প্রশ্নের জবাবে বিবিধ উত্তর

* আব্দুল্লাহ বিন হাবশি ؓ থেকে বর্ণিত, 'একবার রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জানতে চাওয়া হলো, "কোন জিহাদ উত্তম?" তিনি জবাব দিলেন, "মুশরিকদের বিরুদ্ধে মাল ও জান দিয়ে যে জিহাদ করে, তার জিহাদ উত্তম।"'[১০২]

---

১০০. সহিহুল বুখারি : ২৮, সহিহু মুসলিম : ৩৯।

১০১. ফাতহুল বারি : ২/৯।

১০২. সুনানু আবি দাউদ : ১৪৪৯, সুনানুন নাসায়ি : ২৪৭৯।

* আয়িশা ﷺ থেকে বর্ণিত, 'তিনি জানতে চাইলেন, "হে আল্লাহর রাসুল, আমরা দেখছি, জিহাদই সবচেয়ে উত্তম আমল। তাহলে কি আমরা (মহিলারা) জিহাদ করব না?" রাসুলুল্লাহ ﷺ উত্তর দিলেন, "না। (তোমাদের জন্য) উত্তম জিহাদ হচ্ছে মাকবুল হজ।"'[১০৩]

* অন্য বর্ণনায়, 'নারীদের জিহাদে হত্যার বিষয় নেই। তাই তাদের জিহাদ হচ্ছে, হজ ও উমরা।'[১০৪]

* তারিক বিন শিহাব ﷺ থেকে বর্ণিত, 'এক ব্যক্তি ঘোড়ার পা-দানিতে পা দিয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন, "কোন জিহাদ উত্তম?" রাসুলুল্লাহ ﷺ উত্তর দিলেন, "জালিম বাদশার সামনে সত্য কথা বলা।"'[১০৫]

'কোন আমল জান্নাতে প্রবেশ করায়'—প্রশ্নের বিবিধ উত্তর

* আবু আইয়ুব আনসারি ﷺ থেকে বর্ণিত, 'এক লোক নবিজি ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন, "আমাকে এমন একটি আমল বলুন, যে আমলটি আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।" উপস্থিত সাহাবিগণ বললেন, "তার কী হলো? তার কী হলো?" নবিজি ﷺ বললেন :

> أَرَبٌ مَا لَهُ، تَعْبُدُ اللهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ
>
> "তার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, তাই সে জানতে চাইছে। তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করবে না। সালাত কায়িম করবে। জাকাত প্রদান করবে। আত্মীয়তার সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখবে।"'[১০৬]

* মুআজ বিন জাবাল ﷺ বলেন, 'এক সফরে আমি নবিজি ﷺ-এর সাথে ছিলাম। একদিন তাঁর নিকটবর্তী হয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, "হে আল্লাহর

---

১০৩. সহিহুল বুখারি : ১৫২০।

১০৪. সুনানু ইবনি মাজাহ : ২৯০১, মুসনাদু আহমাদ : ২৪৭৯৪।

১০৫. সুনানুন নাসায়ি : ৪২০৯।

১০৬. সহিহুল বুখারি : ১৩৯৬, সহিহু মুসলিম : ১৩।

রাসুল, আমাকে এমন আমল সম্পর্কে বলুন, যে আমল আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে এবং জাহান্নাম থেকে নিরাপদ রাখবে। নবিজি ﷺ বললেন :

لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ عَظِيمٍ، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللهُ عَلَيْهِ، تَعْبُدُ اللهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ

"তুমি কঠিন একটি বিষয় সম্পর্কে জানতে চাইলে। তবে আল্লাহ যার জন্য সহজ করেন, তার জন্য বিষয়টি সহজই। তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে। তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করবে না। সালাত কায়িম করবে। জাকাত আদায় করবে। রমাজানে রোজা রাখবে। বাইতুল্লাহর হজ করবে।"

এতটুকু বলে রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন :

أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ: الصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ

"আমি কি তোমাকে কল্যাণের দরোজাসমূহের সংবাদ দেবো না? (জেনে রেখো,) রোজা হলো, ঢালস্বরূপ। সাদাকা পাপ মুছে দেয়, যেভাবে পানি আগুন নিভিয়ে দেয়। আর মধ্যরাতের (তাহাজ্জুদের) সালাত।"

এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ তিলাওয়াত করলেন :

تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ - فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"তারা শয্যা ত্যাগ করে তাদের রবকে ডাকে আশা ও ভয় নিয়ে এবং আমি তাদের যে রিজিক দান করেছি, তা হতে তারা ব্যয়

করে। কেউই জানে না, তাদের জন্য নয়নজুড়ানো কী প্রতিদান লুক্কায়িত রয়েছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কারস্বরূপ!"[১০৭]

মুআজ ﷺ বলেন, এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ আরও বললেন, "আমি কি তোমাকে এ সকল বিষয়ের প্রধান বিষয়টি ও এসবের চূড়া সম্পর্কে জানাব না?" আমি বললাম, "অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসুল।" তিনি বললেন :

رَأْسُ الأَمْرِ الإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الجِهَادُ

"সকল কিছুর মূল হচ্ছে ইসলাম। সালাত তার খুঁটি। আর তার চূড়া হলো জিহাদ।"

এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "আমি তোমাকে এসবের অপরিহার্য বিষয়টি সম্পর্কে জানাব না?" আমি বললাম, "অবশ্যই, হে আল্লাহর নবি।" তিনি নিজের জিহ্বা ধরে বললেন, "তোমার জন্য এটি নিয়ন্ত্রণ করাই যথেষ্ট।" আমি বললাম, "হে আল্লাহর নবি, আমরা যে সকল কথা বলি, এর কারণে কি আমাদের পাকড়াও করা হবে?" রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন :

ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ

"তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক, হে মুআজ! মানুষকে তার জিহ্বার কারণেই অধোমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।"'[১০৮]

* আবু জার ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি জানতে চাইলাম, হে আল্লাহর রাসুল, কোন আমলটি উত্তম?'[১০৯] তিনি বললেন :

الإِيمَانُ بِاللهِ وَالجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ

'আল্লাহর প্রতি ইমান আনা এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।'

---

১০৭. সুরা আস-সাজদা, ৩২ : ১৬-১৭।

১০৮. সুনানুত তিরমিজি : ২৬১৬, সুনানু ইবনি মাজাহ : ৩৯৭৩।

১০৯. সহিহু ইবনি হিব্বান (৩৭৪)-এর এক বর্ণনায় আছে, আবু জার ﷺ বলেন, 'আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলুন, যা করলে একজন মুমিন জান্নাতে প্রবেশ করবে।'

আমি বললাম, 'কোন দাস উত্তম?' তিনি বললেন :

أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا وَأَكْثَرُهَا ثَمَنًا

'যে তার মনিবের কাছে সবচেয়ে বেশি উৎকৃষ্ট। যার দাম সবচেয়ে বেশি।'

আমি বললাম, 'যদি আমি আমল করতে না পারি, তাহলে?' তিনি বললেন :

تُعِينُ صَانِعًا أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ

'তাহলে তুমি আমলকারী কাউকে সাহায্য করবে অথবা অক্ষমের কাজে সাহায্য করবে।'

আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসুল, যদি আমি কোনো কাজে দুর্বল প্রমাণিত হই, তাহলে?' তিনি বললেন :

تَكُفُّ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ

'তোমার অনিষ্টতা থেকে অন্য মানুষদের রক্ষা করবে। কারণ, এটিও এক ধরনের সাদাকা।'[১১০]

* আবু শুরাইহ ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমাকে এমন কিছু জানান, যা আমার জন্য জান্নাত অবধারিত করবে।' রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন :

طِيبُ الْكَلَامِ وَبَذْلُ السَّلَامِ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ

'উত্তম কথা, সালাম দেওয়া ও খাবার খাওয়ানো।'[১১১]

* আবু বারজা আসলামি ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বললাম, "হে আল্লাহর রাসুল, আমাকে এমন একটি আমল শিখিয়ে দিন, যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।" রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন :

---

১১০. সহিহুল বুখারি : ২৫১৮, সহিহু মুসলিম : ৮৪।

১১১. সহিহু ইবনি হিব্বান : ৫০৪।

أمِطِ الْأَذَى عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ فهو لك صدقة

“মানুষ চলাচলের রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেবে। এটিই তোমার জন্য সাদাকা হবে।”’[১১২]

ব্যক্তিভেদে একেক জনকে একেক রকম অসিয়ত করতেন

* আবু হুরাইরা ﵁ থেকে বর্ণিত, ‘এক সাহাবি নবিজি ﷺ-কে বললেন, “আমাকে অসিয়ত করুন।”

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, “রাগান্বিত হোয়ো না।” লোকটি একই অনুরোধ কয়েকবার করলে, রাসুলুল্লাহ ﷺ প্রতিবারে বললেন, “রাগান্বিত হোয়ো না।”’[১১৩]

* আবু হুরাইরা ﵁ থেকে বর্ণিত, ‘এক ব্যক্তি বললেন, “হে আল্লাহর রাসুল, আমি সফরে যাচ্ছি। আমাকে কিছু অসিয়ত করুন।”

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন :

عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ، وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ

“তুমি তাকওয়া অবলম্বন করবে। উঁচুতে ওঠার সময় আল্লাহু আকবার বলবে।”

লোকটি চলে গেলে রাসুলুল্লাহ ﷺ দোয়া করলেন :

اللهُمَّ اطْوِ لَهُ الأَرْضَ، وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ

“হে আল্লাহ, তার জন্য জমিন নমনীয় করে দিন। তার সফর সহজ করুন।”’[১১৪]

* সুলাইম বিন জাবির হুজাইমি ﵁ বলেন, ‘একবার আমি নবিজি ﷺ-এর কাছে গেলাম। তখন তিনি একটি ডোরাকাটা চাদর পরিহিত ছিলেন। আর

---

১১২. আল-আদাবুল মুফরাদ : ২২৮, মুসনাদু আহমাদ : ১৬২৯৬।

১১৩. সহিহুল বুখারি : ৬১১৬।

১১৪. সুনানুত তিরমিজি : ৩৪৪৫।

চাদরের পাড় রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর দু'পায়ের ওপর ছিল। আমি তাঁকে বললাম, "হে আল্লাহর রাসুল, আমাকে অসিয়ত করুন।" তিনি বললেন :

عَلَيْكَ بِاتِّقَاءِ اللهِ وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ الْمُسْتَقِي وَتُكَلِّمَ أَخَاكَ وَوَجْهُكَ إِلَيْهِ مُنْبَسِطٌ وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ وَلَا يُحِبُّهَا اللهُ وَإِنِ امْرُؤٌ عَيَّرَكَ بِشَيْءٍ يَعْلَمُهُ فِيكَ فَلَا تُعَيِّرْهُ بِشَيْءٍ تَعْلَمُهُ مِنْهُ دَعْهُ يَكُونُ وَبَالُهُ عَلَيْهِ وَأَجْرُهُ لَكَ وَلَا تَسُبَّنَّ شَيْئًا

"আল্লাহকে ভয় করো। কোনো ভালো কাজকে তুচ্ছজ্ঞান করবে না; যদিও তা তোমার পাত্র থেকে পানি-প্রত্যাশী ব্যক্তির পাত্রে পানি ঢেলে দেওয়া অথবা তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে কথা বলার মতো ছোট কোনো আমলই হোক। আর সাবধান! (পায়ের টাখনুর নিচে) লুঙ্গি ঝুলিয়ে রেখো না। কেননা, তা অহংকারের অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহ্ অহংকার পছন্দ করেন না। যদি কোনো ব্যক্তি তোমার সম্পর্কে জেনে তোমার কোনো দোষ বর্ণনা করে, তবুও তুমি তার সম্পর্কে জেনেও তার কোনো দোষ বর্ণনা করবে না। তাকে তার অবস্থায় ছেড়ে দাও। তার শাস্তি সে পাবে আর তোমার সাওয়াব তুমি পাবে। আর কোনো কিছুকেই গালি দেবে না।"'

সুলাইম ﷺ বলেন, 'এরপর থেকে আমি না কোনো মানুষকে গালি দিয়েছি, আর না কোনো পশুকে।'[১১৫]

প্রশ্নকারীর জন্য সবচেয়ে উত্তম ব্যবস্থা বাছাই করতেন

* আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, 'একবার রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর এক সাহাবি একটি উপত্যকা ধরে কোথাও যাচ্ছিলেন। উপত্যকাটিতে মিষ্টি পানির একটি ছোট ঝরনা ছিল। সাহাবির এ স্থানটি খুবই পছন্দ হলো। তিনি মনে মনে বললেন, মানুষজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এ উপত্যকায় আবাস গড়তে পারলে

১১৫. সহিহু ইবনি হিব্বান : ৫১১।

খুবই ভালো হতো! কিন্তু আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর অনুমতি ব্যতীত এমনটি করব না।

সাহাবি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসলেন। তাঁকে ব্যাপারটি খুলে বললেন। উত্তরে রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন :

> لَا تَفْعَلْ، فَإِنَّ مُقَامَ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ سَبْعِينَ عَامًا، أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَيُدْخِلَكُمُ الْجَنَّةَ، اغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ، مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ
>
> "এমন কোরো না। তোমাদের কারও আল্লাহর পথে জিহাদে থাকা বাড়িতে থেকে সত্তর বছর ইবাদত করার সমান। তোমরা কি চাও না, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দিন এবং তোমাদের জান্নাতে প্রবেশ করান? তাহলে তোমরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করো। যে ব্যক্তি দুবার উট দোহনের মধ্যবর্তী পরিমাণ সময় আল্লাহর রাস্তায় কিতালে কাটাবে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে।'"[১১৬]

* ইমরান বিন হুসাইন ﷺ থেকে বর্ণিত, 'তিনি বসে সালাত পড়া সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জানতে চাইলেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ উত্তর দিলেন :

> مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ
>
> "দাঁড়িয়ে পড়া উত্তম। বসে পড়লে অর্ধেক সাওয়াব। আর শুয়ে পড়লে বসে পড়া ব্যক্তির অর্ধেক সাওয়াব।'"[১১৭]

'দাঁড়িয়ে পড়া উত্তম' : বেশিরভাগ আলিম রাসুল ﷺ-এর এ হাদিসকে নফল সালাতের ক্ষেত্রে ধর্তব্য বলেছেন। কারণ, নফল সালাত দাঁড়িয়ে পড়া উত্তম। তবে বসে পড়াও জায়িজ। কিন্তু কারও ফরজ সালাত দাঁড়িয়ে পড়ার সামর্থ্য থাকলে তার জন্য ফরজ সালাত বসে পড়া জায়িজ নেই।[১১৮]

---

১১৬. সুনানুত তিরমিজি : ১৬৫০।
১১৭. সহিহুল বুখারি : ১১১৫।
১১৮. হাশিয়াতুস সিনদি আলা সুনানি ইবনি মাজাহ : ১/৩৭০।

* ইবনে উমর ﷺ বলেন, 'উমর বিন খাত্তাব ﷺ খাইবারে একটি জমিনের মালিক হন। এ ব্যাপারে নির্দেশনা চাইতে তিনি রাসুল ﷺ-এর কাছে এলেন। বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল, আমি খাইবারে একটি জমিন পেয়েছি। এর চেয়ে দামি কোনো সম্পদ আমি আর কখনো পাইনি। এ ব্যাপারে আপনার আদেশ কী?" রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন :

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

"যদি তুমি চাও, তবে জমিনটার মালিকানা রেখে দাও, আর তার ফল-ফসল সাদাকা করে দাও।"

এরপর উমর ﷺ জমিনটি এই শর্তের ওপর সাদাকা করে দিলেন যে, তা বিক্রয় করা যাবে না, দান করা যাবে না এবং তাতে কোনো উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে না। এটা দরিদ্র, আত্মীয়-স্বজন, দাস-দাসী, মুজাহিদ, মুসাফির ও মেহমানদের জন্য সাদাকা হিসেবে থাকবে। কেউ যদি সঠিক নিয়মে এখান থেকে খায় এবং কারও থেকে অর্থ গ্রহণ না করে কাউকে খাওয়ায়, তবে এতে কোনো অপরাধ হবে না।'[১১৯]

প্রশ্নকারীকে উপযুক্ত নির্দেশনা প্রদান করতেন

আবু সাইদ খুদরি ﷺ থেকে বর্ণিত, 'এক বেদুইন রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে হিজরত সম্পর্কে জানতে চাইল। রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমার ধ্বংস হোক! হিজরত বড়ই কঠিন! তোমার কি কোনো উট আছে?"

- জি, আছে।
- তুমি কি তার সাদাকা দাও?
- জি।
- তা থেকে কিছু দান করো?
- জি।
- তুমি কি ওলান পূর্ণ হওয়ার দিন দুধ দোহন করো?

১১৯. সহিহুল বুখারি : ২৭৩৭, সহিহ্ মুসলিম : ১৬৩৩।

- জি।
- তবে তুমি তোমার গ্রামে অবস্থান করে আল্লাহ নির্ধারিত ফরজগুলো আদায় করতে থাকো। আল্লাহ তোমার আমলের সাওয়াব নষ্ট করবেন না।"'[১২০]

হাদিসের ব্যাখ্যা

এ হাদিসে বেদুইন সাহাবির কথায় হিজরত শব্দটি এসেছে। যার অর্থ হচ্ছে, রাসুলের সাথে মদিনায় থাকার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিলেন এ সাহাবি। তিনি চেয়েছিলেন, পরিবার ও দেশ ছেড়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে থাকতে। কিন্তু রাসুলুল্লাহ ﷺ দেখলেন, হিজরত তার জন্য কষ্টকর হবে। তিনি আশঙ্কা করলেন, এ বেদুইন সাহাবির মাঝে হিজরত করে টিকে থাকার শক্তি নেই। হিজরতের হকও সে আদায় করতে পারবে না। একসময় সে আবার পেছনে হটে যাবে। যেহেতু হিজরত করা তার জন্য উপযুক্ত নয়, তাই রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'যে হিজরত সম্পর্কে তুমি জিজ্ঞেস করলে, তা বড় কঠিন! তুমি বরং তোমার দেশে থেকেই উত্তম আমল করো। তুমি যেখানেই থাকো। এ আমল তোমার কাজে আসবে। আল্লাহ তোমার সাওয়াব বিনষ্ট করবেন না।'[১২১]

উম্মতের জন্য অনুপকারী প্রশ্নের উত্তর দিতেন না

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাদের উদ্দেশে খুতবা দিলেন। বললেন, "হে মানুষসকল, তোমাদের ওপর আল্লাহ হজ ফরজ করেছেন। সুতরাং তোমরা হজ করো।" এক ব্যক্তি বললেন, "প্রতি বছর হজ করতে হবে, হে আল্লাহর রাসুল?" রাসুলুল্লাহ ﷺ চুপ হয়ে রইলেন। কিছু বললেন না। সে সাহাবি প্রশ্নটি তিনবার করলেন। কিন্তু রাসুলুল্লাহ ﷺ চুপ হয়ে থাকলেন। এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন :

لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ، ثُمَّ قَالَ: ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى

---

১২০. সহিহুল বুখারি : ১৪৫২, সহিহু মুসলিম : ১৮৬৫।

১২১. ইমাম নববি ﷺ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ১৩/০৯।

أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ

"যদি আমি হাঁ বলি, তবে প্রতি বছরই হজ করা ফরজ হয়ে যাবে; অথচ তোমাদের সে সক্ষমতা নেই। আমি তোমাদের জন্য যে বিষয়ে ছাড় দিই, তোমরা সে বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করবে না। তোমাদের পূর্ববর্তীরা ধ্বংস হয়ে গেছে অধিক প্রশ্নের কারণে এবং নবিদের সাথে তাদের বিরোধের কারণে। তাই যদি আমি তোমাদের কোনো কিছুর আদেশ দিই, তবে সাধ্যমতো তা পালন করো। আর যখন কোনো কিছু থেকে তোমাদের নিষেধ করি, তবে তা থেকে বিরত থাকো।"'[১২২]

অনর্থক প্রশ্নের প্রজ্ঞাপূর্ণ উত্তর দিতেন

'উসলুবুল হাকিম' বা 'প্রজ্ঞাপূর্ণ পদ্ধতিতে উত্তর' বলা হয়, প্রশ্নকর্তার প্রশ্নের জবাবের স্থলে অন্য কোনো প্রশ্নের উত্তর দিয়ে প্রশ্নকর্তাকে সতর্ক করে দেওয়া যে, এ বিষয়টি অধিক গুরুত্ববহ এবং এ বিষয়ে প্রশ্ন করা অগ্রগণ্য।[১২৩]

মানুষ অনেক সময় সঠিক প্রশ্নটি সঠিক সময়ে করতে জানে না। অনেকে আবার অধিক প্রয়োজনীয় বিষয়টি ছেড়ে প্রয়োজনহীন বিষয় জিজ্ঞেস করে বসে। দুটোই অনুচিত। এ ক্ষেত্রে প্রজ্ঞাময় উত্তর দেওয়ার মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ ﷺ সাহাবিদের সংশোধন করে দিতেন। দ্বীন ও দুনিয়ার জন্য অধিক উপকারী বিষয়ের অভিমুখী করতেন প্রশ্নকারীকে। সবচেয়ে গুরুত্ববহ বিষয়ের নির্দেশনা দিতেন তিনি।

এ ধরনেরই একটি প্রশ্ন সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ

'লোকেরা আপনাকে নতুন চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করছে।'[১২৪]

---

১২২. সহিহু মুসলিম : ১৩৩৭, সহিহুল বুখারি : ৭২৮৮।
১২৩. আল-ইদাহ ফি উলুমিল বালাগাহ : ২/১১০।
১২৪. সুরা আল-বাকারা, ২ : ১৮৯।

সাহাবিগণ চাঁদের পূর্ণিমা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। মাসের শুরু ও শেষের নতুন চাঁদ সম্পর্কে জানতে চাইলেন। কিন্তু এ প্রশ্নের মাঝে যেহেতু তেমন কোনো উপকার ছিল না, তাই আল্লাহ তাআলা উসলুবুল হাকিমের হিকমাহ অনুযায়ী তাদের প্রশ্নের উত্তর দিলেন :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

'লোকেরা আপনাকে নতুন চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করছে। বলুন, "তা মানুষের ও হজের জন্য সময় নির্ধারক।"'[১২৫]

এ আয়াতের ধারাবাহিকতা লক্ষ করলে আমরা একটি ব্যাপার বুঝতে পারি অনায়াসে। সেটি হচ্ছে, যে প্রশ্নটি করা হয়েছে, সে প্রশ্নটির উত্তর না দিয়ে তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে আয়াতে। কারণ, এ উত্তরটিই মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য বেশি উপকারী। আর সেটি হচ্ছে, চাঁদ সময়ভিত্তিক বিবিধ ইবাদত ও আমলের সময় নির্দেশ করে। যেমন : হজ, সাওম, তালাকের পর মহিলাদের ইদ্দত। যেহেতু এ ইলমটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ, তাই কৃত প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে এটিই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।[১২৬]

সাহাবিগণ যখন একটি কম গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন, জবাবে তার চেয়ে অধিক উপকারী বিষয়টি বলে তাদের উপকারহীন প্রশ্নটি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ

'তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করছে, "তারা কী দান করবে?" আপনি বলুন, "তোমরা ধনসম্পত্তি হতে যা ব্যয় করবে, তা পিতামাতা,

১২৫. সুরা আল-বাকারা, ২ : ১৮৯।

১২৬. আত-তাহরির ওয়াত তানবির : ১/৫৩৫।

আত্মীয়-স্বজন, এতিম, দরিদ্র ও মুসাফিরদের জন্য ব্যয় করবে। আর তোমরা যেসব সৎ কাজ করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা সম্যকরূপে অবগত।"'[১২৭]

'কোন বস্তুটি ব্যয় করবে' সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যয় করতে হবে, তা বলে দেওয়া হলো। কারণ, ব্যয়ের খাতই অধিক গুরুত্ববহ এখানে।[১২৮]

আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি ও রাসুলুল্লাহ ﷺ মসজিদ থেকে বের হচ্ছিলাম। তখন মসজিদের দরোজার ছাদের নিচে জনৈক বেদুইন এসে আমাদের সাথে মিলিত হলো। সে বলল, "হে আল্লাহ রাসুল, কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে?" রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমার ধ্বংস হোক! কিয়ামতের জন্য তুমি কী প্রস্তুতি নিয়েছ?"

তখন লোকটি যেন নম্র হয়ে গেল। বলল, "হে আল্লাহর রাসুল, কিয়ামতের জন্য অনেক বেশি সালাত আদায় বা অনেক রোজা রাখা কিংবা অনেক বেশি পরিমাণে সাদাকা করা—এমন কোনো আমল আমি করিনি, তবে আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে ভালোবাসি।" রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তবে তুমি যাকে ভালোবাসো, তার সাথেই তোমার কিয়ামত হবে।"'

আনাস ﷺ বলেন, 'তখন আমরা বললাম, "এই কথা কি আমাদের জন্যও?" রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "হ্যাঁ।" রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর এ কথায় সেদিন আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হই।'

এরপর আনাস ﷺ বলেন, 'আমি নবিজি ﷺ-কে ভালোবাসি। আবু বকর ও উমর ﷺ-কেও ভালোবাসি। আমি আশা করি, আমার ভালোবাসার ফলে আমার হাশর তাঁদের সাথেই হবে; যদিও আমি তাঁদের মতো আমল করতে পারিনি।'[১২৯]

---

১২৭. সুরা আল-বাকারা, ২ : ২১৫।

১২৮. ফাতহুল বারি : ৫/১৮৬।

১২৯. সহিহুল বুখারি : ৭১৫৩, সহিহু মুসলিম : ২৬৩৯।

আল্লামা তিবি ﷺ বলেন, 'সাহাবির প্রশ্নের জবাবে রাসুলুল্লাহ ﷺ প্রজ্ঞাময় উত্তর দিয়েছেন। উসলুবুল হাকিমের অনুসরণ করেছেন। সাহাবি জিজ্ঞেস করেছেন কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় জানতে। রাসুলুল্লাহ ﷺ উল্টো প্রশ্ন করলেন, "কিয়ামতের জন্য কী প্রস্তুতি নিলে তুমি?" অর্থাৎ তোমার কর্তব্য হচ্ছে, কিয়ামতের আগমনের আগেই প্রস্তুতি নেওয়া এবং কিয়ামতের দিন তোমার উপকারে আসে—এমন নেক আমলগুলো করে যাওয়া। তাই রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "কিয়ামতের জন্য কী প্রস্তুতি নিলে তুমি?"'[১৩০]

বারিদা ﷺ থেকে বর্ণিত, 'এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলেন। তাকে বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল, জান্নাতে কী ঘোড়া থাকবে?" রাসুলুল্লাহ ﷺ উত্তর দিলেন :

إِنِ اللهُ أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ، فَلَا تَشَاءُ أَنْ تُحْمَلَ فِيهَا عَلَى فَرَسٍ مِنْ يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ يَطِيرُ بِكَ فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْتَ إِلَّا فَعَلَتْ

"যদি আল্লাহ তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান, তখন যদি তুমি ইয়াকুত পাথরের তৈরি লাল ঘোড়ার পিঠে চড়ে জান্নাতের যেখানে ইচ্ছে যেতে চাও, তবে তা-ই পারবে।"

আরেকবার অন্য একজন লোক জানতে চাইলেন, "হে আল্লাহ রাসুল, জান্নাতে কী উট থাকবে?"

রাসুলুল্লাহ ﷺ পূর্বের প্রশ্নকারীকে যেভাবে উত্তর দিয়েছিলেন, শেষের এ প্রশ্নের জবাবে তেমন উত্তর দেননি। বরং তিনি বললেন :

إِنْ يُدْخِلْكَ اللهُ الْجَنَّةَ يَكُنْ لَكَ فِيهَا مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَذَّتْ عَيْنُكَ

"যদি আল্লাহ তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান, তবে তোমার জন্য সেখানে তোমার মন ও চোখজুড়ানো সকল কিছুই থাকবে।"'[১৩১]

---

১৩০. উমদাতুল কারি : ২২/১৯৬।
১৩১. সুনানুত তিরমিজি : ২৫৪৩।

কাজি ইয়াজ ﷺ বলেন, 'হাদিসের প্রথম অংশে লোকটি ঘোড়ার কথা জানতে চেয়েছেন। তার উত্তরে রাসুলুল্লাহ ﷺ যে কথাটা বলেছেন, তার মাঝে এ কথাটাও উহ্য আছে যে, যদি তুমি জান্নাতে প্রবেশ করো, তবে দুনিয়ার ঘোড়ার মতো কোনো ঘোড়াতে চড়ার আশা করো না। তাহলে তুমি কমই পাবে।

এ হাদিসের মর্মার্থ হচ্ছে, তোমার মন যা চাইবে, তা-ই পাবে তুমি জান্নাতে। এমনকি যদি এমন এমন গুণের ঘোড়া চাও, তবে তা-ই পাবে। তাহলে সে ঘোড়া তোমার জন্য ভালো হবে এবং দুনিয়ার ঘোড়ার প্রতি মুখাপেক্ষী থাকবে না।'

আল্লামা তিবি ﷺ বলেন, 'এ উত্তরটা উসলুবুল হাকিমের নিকটবর্তী। কারণ, লোকটি দুনিয়ার পরিচিত ঘোড়ার কথা উল্লেখ করেছে প্রশ্নে। কিন্তু রাসুলুল্লাহ ﷺ জান্নাতের উত্তম ঘোড়ার বর্ণনা দিলেন। যেন বলতে চাইলেন, তুমি যে ঘোড়ার কথা বলছ, তা বাদ দাও। কারণ, দুনিয়ার এ ঘোড়ার মুখাপেক্ষী নও তুমি। তোমার জন্য এর চেয়ে বহুগুণে উত্তম এই এই বৈশিষ্ট্যের ঘোড়া রয়েছে জান্নাতে।'[১৩২]

উত্তরের অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ও জানিয়ে দিতেন

কখনো দেখা গেছে একটি বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে, কিন্তু আরেকটি প্রশ্ন করার দরকার ছিল, সেটি করা হয়নি। এমন অবস্থা হলে রাসুলুল্লাহ ﷺ নিজেই সে বিষয়টি সাহাবিদের বলে দিতেন। যাতে সে বিষয়টিতে উপকার সর্বোচ্চ পর্যায়ে পাওয়া যায়। অথবা কখনো দেখা গেছে প্রশ্নকারীর জন্য প্রশ্নকৃত বিষয়টি জানা যেমন প্রয়োজন, সাথে অন্য বিষয়টিও জানা প্রয়োজন, তখন তিনি সে বিষয়টিও জানিয়ে দিতেন।

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একবার এক লোক রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জানতে চাইলেন, "হে আল্লাহর রাসুল, আমরা সমুদ্রে ভ্রমণ করি। নিজেদের সাথে সামান্য কিছু পানি নিয়ে যেতে পারি। এখন সমস্যা হচ্ছে, যদি সে পানি দিয়ে অজু করে ফেলি, তবে পান করার মতো পানি

---

১৩২. তুহফাতুল আহওয়াজি : ৭/২১৪।

থাকে না। আমরা কি সমুদ্রের পানি দিয়ে অজু করতে পারব?" রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন :

هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ

"সমুদ্রের পানি পবিত্র। আর সমুদ্রের মৃত (মাছ) হালাল।"'[১৩৩]

রাফিয়ি رحمه الله বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন, যে ব্যক্তি সমুদ্রের পানি দিয়ে অজু করার ব্যাপারে সন্দিহান, সে ব্যক্তি সমুদ্রের মাছ খাওয়ার ব্যাপারেও সন্দিহান হবে। অজু নিয়ে সে যেমন সমস্যায় পড়েছে, খাওয়া নিয়েও হয়তো সে সমস্যায় পড়বে। তাই অজুর মাসআলা বলার সাথে সাথে সমুদ্রের মাছ খাওয়ার বিষয়টিও তিনি জানিয়ে দিলেন।'[১৩৪]

ইবনে আরাবি رحمه الله বলেন, 'ফতোয়া দেওয়ার এটি অতিসুন্দর একটি পদ্ধতি। জিজ্ঞাসাকারী যেন পূর্ণ উপকৃত হতে পারে, সে জন্য প্রশ্নের আসল জবাবের সাথে প্রয়োজনীয় বিষয়টিও উল্লেখ করে দেওয়া উচিত। যাতে যে বিষয়ে এখনো জিজ্ঞেস করা হয়নি, সেটার ইলমও জিজ্ঞাসাকারী শিখে নিতে পারে। অনেক সময় এমন পদ্ধতিতে জিজ্ঞাসার জবাব দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে, যেমনটা এ ঘটনাটিতে ছিল। কারণ, যে ব্যক্তি সমুদ্রের পানির পবিত্রতার ব্যাপারে দ্বিধান্বিত থাকে, সে ব্যক্তি সমুদ্রের মাছ হালাল-হারাম হওয়ার ব্যাপারে সন্দিহান থাকার সম্ভাবনা তো বলাই বাহুল্য।'[১৩৫]

শ্রোতার বুঝতে কষ্ট হলে স্পষ্ট করে বলতেন

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ একদিন সাহাবিদের উদ্দেশে বললেন, "যার অন্তরে সরিষা পরিমাণ অহংকার আছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" এক সাহাবি জিজ্ঞেস করলেন, "মানুষ তো চায় যে, তার পরনের জামাটা সুন্দর হোক। তার জুতোটা সুন্দর হোক। (তাহলে সেটাও কি অহংকারের অন্তর্ভুক্ত?)"

---

১৩৩. সুনানু আবি দাউদ : ৮৩, সুনানুত তিরমিজি : ৬৯, সুনানুন নাসায়ি : ৩৩২।

১৩৪. তুহফাতুল আহওয়াজি : ১/১৮৮।

১৩৫. ফাইজুল কাদির : ৩/২১৫।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন :

إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ، وَغَمْطُ النَّاسِ

"নিশ্চয় আল্লাহ সুন্দর। তিনি সৌন্দর্য ভালোবাসেন। অহংকার হলো সত্যকে ঢেকে রাখা এবং মানুষকে হেয় প্রতিপন্ন করা।"[১৩৬]

'সত্যকে ঢেকে রাখা': অর্থাৎ অহংকারবশত সত্যের বিপক্ষে যাওয়া এবং সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা

'মানুষকে হেয় প্রতিপন্ন করা' : অর্থাৎ মানুষকে তুচ্ছ মনে করা।[১৩৭]

লক্ষ করুন, প্রথমত, প্রশ্নকারী সাহাবির উত্তরে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর 'না' বলাটাই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু রাসুলুল্লাহ ﷺ বিষয়টি পরিষ্কার করতে চাইলেন। তাই তিনি স্পষ্ট করে দিলেন যে, সুন্দর পোশাক ও জুতো পরার প্রতি তার এ আগ্রহটা শরয়িভাবে কাম্য এবং পছন্দনীয়।

দ্বিতীয়ত, রাসুলুল্লাহ ﷺ অহংকারের প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিয়ে দিলেন। বললেন যে, সত্যকে ঢেকে রাখা এবং মানুষকে হেয় প্রতিপন্ন করাই হচ্ছে অহংকার।

এ দুটি বিষয় রাসুলুল্লাহ ﷺ প্রশ্নকারীকে অতিরিক্ত বলেছেন। কারণ, এ দুটির প্রয়োজন ছিল।

কখনো প্রশ্নের জবাবে উৎসাহমূলক কথা বলতেন

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'এক মহিলা তার বাচ্চাকে উঁচুতে তুলে ধরলেন এবং বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল, এ শিশুর জন্য কি হজ আছে?"

রাসুলুল্লাহ ﷺ জবাব দিলেন, "হাঁ। তার হজের সাওয়াব তোমার খাতায় লিপিবদ্ধ করা হবে।"'[১৩৮]

---

১৩৬. সহিহু মুসলিম : ৯১।

১৩৭. ইমাম নববি ﷺ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ১/১৯৪, ফাতহুল বারি : ১৭/২৪১।

১৩৮. সহিহু মুসলিম : ১৩৩৬।

বাস্তবতা বোঝার জন্য কখনো বিস্তারিত ঘটনা জানতে চাইতেন

নুমান বিন বশির ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমাকে কিছু সম্পদ দান করার জন্য আমার মা আমার বাবাকে অনুরোধ করলেন। আমার বাবা রাজি হলেন এবং আমাকে কিছু সম্পদ দান করলেন। কিন্তু মা বললেন, "যতক্ষণ না নবিজি ﷺ বিষয়টির সাক্ষী হন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি সন্তুষ্ট হব না।"

তখন আমি সবেমাত্র কিশোর। বাবা আমার হাত ধরে নবিজি ﷺ-এর কাছে নিয়ে এলেন। বললেন, "এই ছেলের মা বিনতে রওয়াহা আমার কাছে অনুরোধ করেছে, যেন আমি এ ছেলেকে কিছু সম্পদ দিই।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, "এ ছাড়া তোমার কি আর কোনো সন্তান আছে?"

- জি আছে।
- তাদের প্রত্যেককে কি সে পরিমাণ সম্পদ দিচ্ছ, যে পরিমাণ সম্পদ একে দিচ্ছ?
- না।
- তাহলে আমাকে সাক্ষী বানিয়ো না। আমি কোনো জুলুমের সাক্ষী হই না।'[১৩৯]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'পরিশেষে রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "যেভাবে তোমার সকল সন্তানের ওপর তোমার হক রয়েছে যে, তারা সবাই তোমার সাথে সদ্ব্যবহার করবে, অনুরূপভাবে তোমার ওপর তাদের হক রয়েছে যে, তুমি তাদের মাঝে সমতাবিধান করবে।"'[১৪০]

বাস্তবতা বুঝে তারপর উত্তর দেওয়া রাসুল ﷺ-এর আদর্শ। তিনি প্রশ্নকর্তার বাস্তব অবস্থা বোঝার পর তবেই তার প্রশ্নের স্পষ্টভাবে উত্তর দিতেন। এ বিষয়ে আরেকটি উদাহরণ উল্লেখ করছি।

---

১৩৯. সহিহুল বুখারি : ২৬৫০, সহিহু মুসলিম : ১৬২৩।
১৪০. সুনানু আবি দাউদ : ৩৫৪২।

সাবিত বিন দাহহাক ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় এক ব্যক্তি বুওয়ানাহ[১৪১] নামক স্থানে উট জবাই করবে বলে মানত করল। অতঃপর রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, "আমি বুওয়ানায় উট জবাই করব বলে মানত করেছি।"

নবিজি ﷺ বললেন, "সেখানে কি জাহিলি যুগে পূজা করা হতো, এমন কোনো মূর্তি আছে?"

সাহাবিগণ বললেন, "না।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "সেখানে কি জাহিলি যুগের কোনো উৎসব পালন করা হয়?"

সাহাবিগণ বললেন, "না।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তাহলে তুমি তোমার মানত পূরণ করো। আর কোনো পাপ কাজের মানত করলে তা পূরণ করা যাবে না। মানুষ যা করার সামর্থ্য রাখে না, (এমন কাজের মানত করলে) সে মানতও পূর্ণ করা আবশ্যক নয়।"'[১৪২]

লোকটি বুওয়ানাহ নামক স্থানে উট জবাই করার মানত করেছিল। কিন্তু এখানে প্রশ্ন ওঠে যে, কেন এ স্থানটিকেই বেছে নেওয়া হলো? স্বাভাবিকভাবেই এ ক্ষেত্রে বিস্তারিত জানা আবশ্যক হয়ে পড়ে। হতে পারে সেখানে জাহিলি যুগে কোনো অনুষ্ঠান হতো বা সেখানে জাহিলি যুগে কোনো মূর্তি ছিল। রাসুলুল্লাহ ﷺ প্রথমে সব জেনে নিলেন, তারপর উত্তর দিলেন। অবস্থাদৃষ্টে প্রমাণিত হচ্ছে, যদি এগুলোর কোনো একটিতে উক্ত স্থানটি বিশেষায়িত হতো, তবে সেখানে উট জবাই করার মানত পূরণ করা জায়িজ হতো না।[১৪৩]

---

১৪১. ইয়ানবু-এর পেছনে অবস্থিত টিলা। বলা হয়, শাম ও দিয়ারে বাকর-এর মধ্যবর্তী স্থানটির নাম বুওয়ানাহ। আবার অন্যরা বলেন, মক্কার পাদদেশে, ইয়ালামলামের কাছাকাছি অবস্থিত এ জায়গাটি। দেখুন, মুজামুল বুলদান : ১/৫০৫।

১৪২. সুনানু আবি দাউদ : ২৩১৩।

১৪৩. আত-তামহিদ লি-শারহি কিতাবিত তাওহিদ : ১/১৫৫।

কখনো উত্তর দিয়ে দ্রুত আমলের আদেশ দিতেন

ইবনে আব্বাস ﵄ বলেন, 'একবার নবিজি ﷺ খুতবায় বললেন, "কোনো নারী মাহরাম ব্যতীত সফর করবে না।"

তখন এক লোক দাঁড়িয়ে বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল, আমার স্ত্রী হজের উদ্দেশ্যে একাকী বেরিয়ে গেছে। আর এদিকে আমি অমুক অমুক যুদ্ধে যাওয়ার জন্য নাম লিখিয়েছি। এখন করণীয় কী?" রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তুমি এক্ষুণি রওনা হও, অতঃপর তোমার স্ত্রীর সাথে হজ করো।"'[১৪৪]

রাসুলুল্লাহ ﷺ এ সাহাবির প্রশ্নের জবাব দিলেন এবং তাকে আদেশ দিলেন তৎক্ষণাৎ তার স্ত্রীর সাথে হজ করার জন্য বেরিয়ে পড়তে। এ হাদিসের মাঝে উহ্য বার্তাটি হচ্ছে, কোনো মহিলার জন্য মাহরাম ছাড়া সফর করা জায়িজ নয়।

অর্থপূর্ণ ভাষায় সংক্ষেপে উত্তর প্রদান করতেন

ইবনে উমর ﵄ বলেন, 'এক ব্যক্তি নবিজি ﷺ-এর কাছে জানতে চাইল, "একজন মুহরিম কী কাপড় পরবে?"

রাসুলুল্লাহ ﷺ উত্তর দিলেন :

> لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلَا الْعِمَامَةَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا الْبُرْنُسَ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ أَوِ الزَّعْفَرَانُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ
>
> "মুহরিম সেলাই করা জামা পরবে না। পাগড়ি, পায়জামা, বুরনুস[১৪৫], হলুদ বা জাফরানরাঙা কাপড় ও মোজা পরবে না। যদি জুতো না থাকে, তবে মোজার পায়ের গিঁট থেকে নিচের অংশ রেখে ওপরের অংশ কেটে মোজা পরবে।"'[১৪৬]

---

১৪৪. সহিহুল বুখারি : ১৮৬২, সহিহু মুসলিম : ১৩৪১।

১৪৫. মাথাওয়ালা একপ্রকার ঢিলা কোট।

১৪৬. সহিহুল বুখারি : ১৩১, সহিহু মুসলিম : ১১৭৭।

দেখুন, রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে মুহরিমের পরিধেয় সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছে। কিন্তু রাসুলুল্লাহ ﷺ যেগুলো পরিধান থেকে বিরত থাকতে হবে, সেগুলোর নাম বললেন। কারণ, অপরিধেয় বস্তু সীমিত, আর পরিধেয় বস্তু অসংখ্য।

ইমাম নববি রহ. বলেন, 'আলিমগণ বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর জবাবটা অলংকারপূর্ণ। কারণ, মুহরিম পরিধান করতে পারবে না—এমন বস্তু সীমিত। তাই সেগুলো স্পষ্ট করে বলে দেওয়া সহজ। অন্যদিকে পরিধান করতে পারবে—এমন বস্তু অসংখ্য। সেগুলোর প্রত্যেকটির নাম নিতে গেলে বাক্য অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে, যা অলংকারশাস্ত্রের বিপরীত। তাই রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, এই এই বস্তু পরা যাবে না। এ ছাড়া যা আছে, তা পরা যাবে।'[১৪৭]

সারগর্ভ ভাষায় উত্তর দিতেন

এমন সারগর্ভ ভাষায় উত্তর দিতেন, যাতে প্রশ্নকর্তার বিস্তারিত জিজ্ঞেস করার দরকার না পড়ে। আবু মুসা আশআরি রা. থেকে বর্ণিত, 'এক ব্যক্তি নবিজি ﷺ-এর কাছে এসে বলল, "হে আল্লাহর রাসুল, এক ব্যক্তি গনিমত পাওয়ার জন্য কিতাল করে, আরেকজন সুনামের জন্য কিতাল করে, অন্যজন নিজের মর্যাদার জন্য কিতাল করে, এদের মধ্যে কে আল্লাহর রাস্তায় কিতালকারী?"

রাসুলুল্লাহ ﷺ জবাব দিলেন :

مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ

"যে ব্যক্তি আল্লাহর কালিমাকে সমুন্নত করার জন্য কিতাল করে, তার কিতালই আল্লাহর রাস্তায় কিতাল বলে পরিগণিত হয়।"'[১৪৮]

হাফিজ ইবনে হাজার রহ. বলেন, 'এ হাদিসটি জাওয়ামিউল কালিম তথা সারগর্ভময় বাণীর একটি। কারণ, রাসুলুল্লাহ ﷺ প্রশ্নের উত্তরে এমন সারগর্ভময় উত্তর দিলেন, যার পরে এ বিষয়ে আর কোনো প্রশ্নই বাকি থাকে না।'[১৪৯]

---

১৪৭. ইমাম নববি রহ. কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ৮/৭৩।

১৪৮. সহিহুল বুখারি : ১২৩, সহিহু মুসলিম : ১৯০৪।

১৪৯. ফাতহুল বারি : ১/১৯৭।

তিনি আরও বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর এ জবাবটাতে সর্বোচ্চ পর্যায়ের বালাগাত ও ইজাজের (অলংকারশাস্ত্র ও সংক্ষিপ্তায়ন পদ্ধতি) ব্যবহার লক্ষণীয়। কারণ, রাসুলুল্লাহ ﷺ যদি এভাবে উত্তর দিতেন যে, তুমি যা উল্লেখ করলে সেগুলোর একটাও আল্লাহর রাস্তায় পরিগণিত নয়। তখন এই তিন প্রকারের কিতাল ব্যতীত বাকি সব আল্লাহর রাস্তায় পরিগণিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকত; অথচ বিষয়টি এমন নয়। তাই রাসুলুল্লাহ ﷺ এভাবে উত্তর না দিয়ে সারগর্ভময় একটি বাক্যে উত্তর দিলেন—যার ফলে কিতালের বিষয়ে একজন মুজাহিদের লক্ষ্য সুনির্ধারিত হয়ে যায়।'[১৫০]

ইবনে বাত্তাল ﷺ বলেন, 'প্রশ্নকারী সাহাবি যে শব্দ উচ্চারণ করেছেন, সে শব্দ ব্যবহার করে রাসুলুল্লাহ ﷺ উত্তর দেননি। কারণ, রাগ ও অহমিকা কখনো কখনো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যও হয়। তাই রাসুলুল্লাহ ﷺ সারগর্ভময় শব্দে উত্তর দিলেন। এভাবে তিনি একদিকে সকল সন্দেহ-সংশয়ের পথ বন্ধ করে দিলেন এবং অপরদিকে বিষয়টিকে সবার বোধগম্য করে তুললেন।'[১৫১]

আবু মুসা ﷺ বলেন, 'একবার নবিজি ﷺ আমাকে ও মুআজ বিন জাবাল ﷺ-কে ইয়ামানে পাঠালেন। আমি তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বললাম, "ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমাদের দেশে যব থেকে একপ্রকার মদ তৈরি হয়। এ মদের নাম মিজর। আবার মধু থেকে এক ধরনের মদ প্রস্তুত হয়, যার নাম বিতউ। এগুলোর হুকুম কী?"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "প্রতিটি নেশাজাতীয় দ্রব্যই হারাম।"'[১৫২]

রূঢ় ভাষায় করা প্রশ্নের উত্তরে ধৈর্যধারণ করতেন

আনাস বিন মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'কিছু বিষয় সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করার ব্যাপারে আমাদের নিষেধ করা হয়েছিল, তাই আমরা আশা করতাম যে, সে বিষয়টি যদি কোনো বুদ্ধিমান বেদুইন এসে জিজ্ঞেস করে, তবে আমরাও উপকৃত হতাম তা শুনে।

---

১৫০. ফাতহুল বারি : ৮/৪০৬।

১৫১. শারহু সহিহিল বুখারি : ১/২০৩।

১৫২. সহিহুল বুখারি : ৪৩৪৩, সহিহু মুসলিম : ১৭৩৩।

একদিন আমরা মসজিদে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পাশে বসা ছিলাম, ইত্যবসরে এক বেদুইন সাহাবি[১৫৩] উটে চড়ে আসলেন। মসজিদে প্রবেশ করে উটকে বসালেন। এরপর উটটিকে একটি খুঁটিতে বেঁধে রেখে বললেন, "আপনাদের মাঝে মুহাম্মাদ কে?"

নবিজি ﷺ তখন সকলের অগ্রভাগে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। আমরা বললাম, "সুন্দর অবয়ববিশিষ্ট হেলান দেওয়া এ মানুষটি মুহাম্মাদ ﷺ।" লোকটি এসে তাঁর উদ্দেশে বললেন :

- হে আব্দুল মুত্তালিবের সন্তান!
- তোমার আহ্বানের উত্তর দেওয়া হলো।
- আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করব। জিজ্ঞাসাগুলো আপনার জন্য কঠিন হতে পারে। তাই আপনি আমার ওপর রাগ করবেন না যেন!
- তোমার প্রশ্ন জিজ্ঞেস করো।
- হে মুহাম্মাদ, আপনি আমাদের নিকট রাসুল হয়ে এসেছেন। দূত হয়ে এসেছেন। এক লোক বলল যে, আপনি নাকি বলেন, আল্লাহ আপনাকে আমাদের নিকট প্রেরণ করেছেন?
- সে লোকটি সত্য বলেছে।
- তাহলে বলুন, আসমানের সৃষ্টিকর্তা কে?
- আল্লাহ।
- কে এ পাহাড়গুলো প্রতিস্থাপিত করেছেন আর তাতে যা সৃষ্টি করার, তা সৃষ্টি করেছেন?
- আল্লাহ।
- যে আল্লাহ আসমান-জমিন সৃষ্টি করেছেন, জমিনের ওপর পাহাড় প্রতিস্থাপন করেছেন—সে আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, তিনিই কি আপনাকে রাসুল করে পাঠিয়েছেন?

---

১৫৩. বেদুইন সে সাহাবি ছিলেন, জিমাম বিন সালাবা ﷺ।

- হ্যাঁ।

- আপনার দূত আরও বলেছে, "আমাদের ওপর প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ।"

- সে সত্য বলেছে।

- যে আল্লাহ্ আপনাকে রাসুল করে পাঠিয়েছেন—তাঁর শপথ করে বলছি, তিনিই কি আপনাকে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের আদেশ দিয়েছেন?

- হ্যাঁ।

- আপনার দূত আরও বলেছে, "আমাদের সম্পদে জাকাত ফরজ।"

- সে সত্য বলেছে।

- যে আল্লাহ্ আপনাকে রাসুল করে পাঠিয়েছেন—তাঁর শপথ করে বলছি, তিনিই কি আপনাকে জাকাতের আদেশ দিয়েছেন?

- হ্যাঁ।

- আপনার দূত আরও বলেছে, "প্রতি বছর রমাজান মাসের রোজা আমাদের ওপর ফরজ।"

- সে সত্য বলেছে।

- যে আল্লাহ্ আপনাকে রাসুল করে পাঠিয়েছেন—তাঁর শপথ করে বলছি, তিনিই কি আপনাকে রোজার আদেশ দিয়েছেন?

- হ্যাঁ।

- আপনার দূত আরও বলেছে, "আমাদের যারা সামর্থ্যবান, তাদের ওপর বাইতুল্লাহর হজ করা ফরজ।"

- সে সত্য বলেছে।

এরপর লোকটি ফিরে গেলেন। যাওয়ার আগে বলে গেলেন, "সে সত্তার শপথ করে বলছি—যিনি আপনাকে প্রেরণ করেছেন, আমি এর ওপর কোনো কিছু বাড়াবও না, কোনো কিছু কমাবও না।" এ বলে তিনি চলে গেলেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "যদি সে সত্য বলে থাকে, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"'[১৫৪]

ইমাম নববি ﷺ বলেন, 'বেদুইন সাহাবির প্রশ্ন করার ধরনটি অপূর্ব। তার প্রশ্ন চয়ন ও ধারাবাহিকতার রীতিটি চমৎকার। তিনি প্রথমে সৃষ্টির রূপকার সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। জানতে চাইলেন তিনি কে। এরপর সৃষ্টিকর্তার নামে কসম করে এ বিষয়ের সত্যায়ন করলেন যে, সৃষ্টিজগতে সৃষ্টিকর্তার একজন দূত থাকবেন অবশ্যই।

এরপর রাসুলের রিসালাত সম্পর্কে জানলেন। রিসালাত সম্পর্কে জানার পর, রিসালাতের সত্যতার ওপর কসম করে পরের প্রশ্নটি করলেন। এভাবে একটা ধারাবাহিকতা ধরে তিনি প্রশ্ন করে গেলেন।

ধারাবাহিকতা ধরে রেখে প্রশ্ন করার এ যোগ্যতা একজন জ্ঞান-গম্ভীর মানুষের মাঝেই পাওয়া সম্ভব। সবশেষে তার ইমানের চাহিদা ছিল তিনি বিষয়গুলো গুরুত্ব দিয়ে ও নিশ্চিত করে কিছু বলবেন। অবশেষে সে বেদুইন সাহাবি সেটাও করলেন। তারপর ফিরে গেলেন।'

কাজি ইয়াজ ﷺ বলেন, 'স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, এ লোকটি ইসলাম গ্রহণের পরেই রাসুল ﷺ-এর কাছে এসেছিলেন। তিনি নিজের বিষয়টি সাব্যস্ত করতে ও রাসুল ﷺ-এর নিকটবর্তী হতে এসেছিলেন। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।'[১৫৫]

আদব শেখানোর জন্য কখনো প্রশ্নকারীর প্রতি সাড়া দিতেন না

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একদিন নবিজি ﷺ সাহাবিদের উদ্দেশ্যে কথা বলছিলেন। এমন সময় এক বেদুইন এসে বললেন, "কিয়ামত কখন হবে?"

রাসুলুল্লাহ ﷺ সে বেদুইনের কথার উত্তর না দিয়ে আগের মতো কথা বলতে থাকলেন।

---

১৫৪. সহিহুল বুখারি : ৬৩৩, সহিহু মুসলিম : ১২।

১৫৫. ইমাম নববি ﷺ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ১/১৭১।

তখন একজন মন্তব্য করলেন, "তিনি শুনেছেন, তবে এ কথাটি অপছন্দ করেছেন বিধায় উত্তর দেননি।"

আরেকজন[১৫৬] বললেন, "বরং তিনি শুনেনইনি।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁর বক্তব্য শেষ করে জিজ্ঞেস করলেন, "কিয়ামত সম্পর্কে জানতে চাইল কে?"

বেদুইন বললেন, "আমি হে আল্লাহর রাসুল।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "যখন আমানত বিনষ্ট হবে, তখন তোমরা কিয়ামতের অপেক্ষায় থেকো।"

লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলেন, "আমানতের বিনষ্টতা কীভাবে হবে?"

রাসুলুল্লাহ ﷺ উত্তর দিলেন, "যখন অযোগ্যকে নেতৃত্ব দেওয়া হবে, তখন তোমরা কিয়ামতের অপেক্ষায় থেকো।"'"[১৫৭]

এ হাদিসের ওপর ইমাম বুখারি ﵀ সহিহ বুখারিতে (১/১৪২) একটি পরিচ্ছেদ সন্নিবেশ করেছেন। পরিচ্ছেদের নাম দিয়েছেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ অন্য কথায় লিপ্ত থাকা অবস্থায় কোনো সাহাবি কোনো ইলম সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি প্রথমে আগের কথা শেষ করতেন, এরপর প্রশ্নকর্তার উত্তর দিতেন।'

▶ হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয় :

- আলিম ও তালিবে ইলমের প্রতি এ হাদিসটি একটি সতর্কবাণী। কোনো জিজ্ঞাসু তালিবে ইলম যদি আলিমের চলমান কথার মাঝখানে প্রশ্ন করে বসে, তখন প্রশ্নকারীকে ধমক না দেওয়াই হচ্ছে নিয়ম। করণীয় হচ্ছে,

---

১৫৬. 'সাহাবিদের মাঝে এ দ্বিধার কারণ হচ্ছে, একজন লোকের প্রশ্নের উত্তর দেননি; বরং তিনি প্রশ্নকারীর প্রতি তাকানওনি; বরং এ বিষয়ে তিনি ছিলেন নির্লিপ্ত। ...এ থেকে বোঝা যায়, কারও প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কেবল উল্লিখিত দুটি ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং কখনো অন্যদের সাথে কথাগুলো পূর্ণ করা পর্যন্ত পরবর্তী সময়ে কৃত প্রশ্নের উত্তর দিতে দেরি করারও অবকাশ আছে। দেখুন, ফাতহুল বারি : ১/১৪৩।

১৫৭. সহিহুল বুখারি : ৫৯।

প্রথমত প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে প্রশ্নকারীকে উপেক্ষা করা। আগের কথা শেষ হলে তখন প্রশ্নকারীর জবাব দেওয়া। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর শিক্ষা এমনই। তিনি কথা শেষ করে প্রশ্নকারীর জবাব দিলেন। তার প্রতি দয়ার্দ্র হলেন। কারণ, প্রশ্নকারী ছিলেন একজন বেদুইন। আর বেদুইনরা একটু রূঢ় প্রকৃতির হয়ে থাকে।

- কোনো প্রশ্ন ও তার উত্তর যদি নির্দিষ্টও না হয়, তবুও গুরুত্ব সহকারে প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।
- তালিবে ইলমের জন্য শিক্ষা হচ্ছে, যখন আলিম অন্য কারও বিষয়ে ব্যস্ত থাকেন, তখন তাকে প্রশ্ন না করা। কারণ, যারা আগে জিজ্ঞেস করেছেন, তারা অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত।
- সে সকল বিষয় অগ্রগণ্য, সে সকল বিষয় আগে শিখতে হবে। ফতোয়া, বিধিবিধান ইত্যাদি জানার ক্ষেত্রে একই হুকুম।
- আলিম উত্তর দেওয়ার পর শ্রোতা যদি না বোঝে, তবে পুনরায় জিজ্ঞেস করতে হবে। যতক্ষণ না বিষয়টি তার নিকট স্পষ্ট হয়ে যায়। যেমন : এ সাহাবি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর উত্তরের পর আবার বললেন, 'আমানত বিনষ্ট কীভাবে হবে?'
- হাদিসে এ বিষয়েরও ইঙ্গিত আছে যে, ইলম শেখার একটি পদ্ধতি হচ্ছে, প্রশ্ন ও উত্তর। তাই তো বলা হয়, 'সুন্দর প্রশ্ন ইলমের অর্ধেক।'

ইমাম মালিক ﵀, ইমাম আহমাদ ﵀ প্রমুখ এ হাদিসের ভিত্তিতে বলেন, 'খুতবা দেওয়ার সময় যদি কেউ প্রশ্ন করে, তবে খুতবা বন্ধ করে তার উত্তর দেওয়ার আবশ্যকতা নেই; বরং খুতবা শেষ করে তার প্রশ্নের উত্তর দেবে।

তবে অধিকাংশ আলিম প্রশ্ন-উত্তরের মাসআলায় খুতবাকে দুভাগে বিভক্ত করেছেন। এক. ওয়াজিব খুতবা। এ সময়ে কেউ প্রশ্ন করলে উত্তর দিতে হবে খুতবা শেষে। দুই. ওয়াজিব নয়, এমন খুতবা। এ সময়ে কেউ প্রশ্ন করলে তার উত্তর তখনই দেওয়া যাবে।

তবে এ ক্ষেত্রে খুতবার (বক্তব্যের) মাঝে বিরতি নেওয়া উত্তম। যদি বিষয়টি দ্বীনি কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে হয়ে থাকে; বিশেষ করে যদি প্রশ্নকারীর সাথে বিষয়টি সম্পৃক্ত হয়, তবে প্রশ্নের জবাব দেওয়া মুসতাহাব। প্রথমে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে, এরপর খুতবা শেষ করতে হবে—পরিস্থিতি যদি এমন না হয়, তবে খুতবা শেষে উত্তর দেওয়া যথেষ্ট।'[১৫৮]

আবু রিফাআ ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি নবিজি ﷺ-এর কাছে গেলাম। তিনি তখন খুতবা দিচ্ছিলেন। আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসুল, এক ভিনদেশি (অর্থাৎ আবু রিফাআ) আপনার কাছে দ্বীন সম্পর্কে জানতে এসেছে। সে জানে না, তার দ্বীন কী।"

আবু রিফাআ ﵁ বলে চললেন। এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ খুতবা থামিয়ে আমার কাছে আসলেন। অতঃপর তিনি একটি চেয়ার আনালেন। আমার ধারণা চেয়ারের খুঁটিগুলো লোহার তৈরি ছিল।

অতঃপর রাসুলুল্লাহ ﷺ চেয়ারে বসে আমাকে তা শেখালেন, যা তাঁকে আল্লাহ শিখিয়েছেন। অতঃপর ফিরে গিয়ে বাকি খুতবা সমাপ্ত করলেন।'[১৫৯]

ইমাম নববি ﵀ বলেন, 'এ হাদিসে প্রশ্নকারীর তৎক্ষণাৎ জবাব দেওয়া এবং অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়ার শিক্ষা পাওয়া যায়। সম্ভবত আবু রিফাআ ﵁ ইমান ও দ্বীনের মৌলিক বিষয়াদি সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন বিধায় রাসুলুল্লাহ ﷺ খুতবা বন্ধ করে তৎক্ষণাৎ তাকে ইমান ও দ্বীনের বিষয়ে শিক্ষা দিলেন।

আলিমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, কেউ যদি ইমান ও ইসলামে প্রবেশের পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে আসে, তবে তৎক্ষণাৎ তার প্রশ্নে সাড়া দেওয়া ফরজ।

আবু রিফাআ ﵁-এর প্রত্যুত্তর দেওয়ার সময় রাসুলুল্লাহ ﷺ চেয়ারে বসেছিলেন। যাতে বাকিরা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কথা শুনতে পারেন। প্রত্যক্ষ করতে পারেন তাঁর মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিত্ব।

---

১৫৮. ফাতহুল বারি : ১/১৪২।
১৫৯. সহিহু মুসলিম : ৮৭৬।

রাসুলুল্লাহ ﷺ যে খুতবার সময় আবু রিফাআ ﵁-কে ইমান ও দ্বীনের মূল ভিত্তি শেখালেন, এ খুতবাটির ক্ষেত্রে তিনটি সম্ভাবনা রয়েছে। এক. হয়তো খুতবাটি জুমআর খুতবা ছিল না। তাই রাসুলুল্লাহ ﷺ খুতবার মাঝখানে লম্বা সময় বিরতি দিয়েছিলেন। দুই. হয়তো খুতবাটি জুমআর ছিল। আবু রিফাআর প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পর তিনি পুনরায় নতুন করে খুতবা শুরু করেছিলেন। তিন. সম্ভবত খুতবার মাঝখানে লম্বা বিরতি দেওয়া হয়নি।'[১৬০]

কাজের মাধ্যমে প্রশ্নের উত্তর দিতেন

এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে ফজর সালাতের ওয়াক্ত সম্পর্কে জানতে চাইলেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ উত্তর দিলেন না।

পরবর্তী দিন ফজর উদিত হলে রাসুলুল্লাহ ﷺ ফজরের প্রথম সময়ে সালাত পড়ালেন। এর পরের দিন চারদিক ফরসা হয়ে গেলে ফজরের শেষ সময়ে সালাত পড়ালেন। এরপর বললেন, "সালাতের সময় সম্পর্কে জানতে চাওয়া ব্যক্তিটি কোথায়?" লোকটি বললেন, "আমিই সে, হে আল্লাহর রাসুল।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "এ দুই সময়ের মাঝেই ফজরের ওয়াক্ত।""[১৬১]

আবু ওয়ালিদ সুলাইমান আল-বাজি ﵀ বলেন, 'সালাতের ওয়াক্ত রাসুলুল্লাহ ﷺ যদিও মুখেই বলে দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি মুখে না বলে সরাসরি দেখিয়ে দিলেন। যাতে এ সাহাবি বিষয়টি স্পষ্ট বুঝতে পারেন। আর একজন শিক্ষার্থীর জন্য এটি অত্যন্ত উপকারী। শেখার জন্য সরাসরি দেখিয়ে দেওয়ার এ পদ্ধতি শিক্ষার্থীর জন্য অধিক সহজ।'[১৬২]

নারী-বিষয়ক প্রশ্নসমূহের উত্তর দিতেন

রাসুলুল্লাহ ﷺ নারীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতেন এবং মাসআলা জানার জন্য প্রশ্ন করতে গিয়ে লজ্জা না পাওয়ার প্রতি উৎসাহ দিতেন।

---

১৬০. ইমাম নববি ﵀ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ৬/১৬৬।

১৬১. সুনানুন নাসায়ি : ৫৪৪, মুসনাদু আহমাদ : ১১৭০৯।

১৬২. আল-মুনতাকা শারহুল মুয়াত্তা : ১/৬।

উম্মে সালামা ﷺ বলেন, 'উম্মে সুলাইম ﷺ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলেন। বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল, নিশ্চয় আল্লাহ সত্য বলতে লজ্জা করেন না। (তাই আমি আপনার কাছে জানতে চাইছি যে,) মহিলাদের স্বপ্নদোষ হলে কি গোসল করতে হবে?"

উম্মে সুলাইম ﷺ-এর কথা আয়িশা ﷺ-এর কাছে মন্দ ঠেকল। তাই তিনি উম্মে সুলাইম ﷺ-কে বলে বসলেন, "ধূলিমলিন হোক তোমার হাত![১৬৩] নারী কি তাদের লজ্জা-শরম খুইয়ে ফেলেছে!"

নবিজি ﷺ আয়িশা ﷺ-এর উদ্দেশে বললেন, "বরং তোমার হাত ধূলিমলিন হোক![১৬৪] হ্যাঁ, উম্মে সুলাইম, তুমি যখন পানি দেখবে, তখন গোসল করবে।"

এদিকে উম্মে সালামা ﷺ-ও লজ্জায় নিজের মুখ ঢেকে নিলেন। বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল, মহিলাদেরও কি স্বপ্নদোষ হয়?"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "হ্যাঁ। ধূলিমলিন হোক তোমার হাত! স্বপ্নদোষের ব্যাপারটি যদি মহিলাদের ক্ষেত্রে সত্য না হয়, তবে জন্ম নেওয়া সন্তানের সাথে মায়ের সাথে মিল হয় কীভাবে!"'[১৬৫]

▶ হাদিস থেকে বোঝা যায় :

- লজ্জা যেন দ্বীন শিক্ষায় বাধা না হয়ে দাঁড়ায়। ইলম অর্জনের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ানো লজ্জা নিন্দনীয়। কিন্তু যদি লজ্জা সম্মান ও মাহাত্ম্যের উদ্দেশ্যে হয়, তবে তা উত্তম; যেমনটি উম্মে সালামা ﷺ-এর কর্মে দেখা গেছে। তিনি লজ্জায় মুখ ঢেকে তার প্রশ্নটি করেছিলেন। রাসুল ﷺ-এর প্রতি সম্মানার্থে তিনি লজ্জায় মুখ ঢেকেছিলেন।[১৬৬]

---

১৬৩. যদিও تربت يمينك শব্দবন্ধটি ধমকের অর্থে আসে। তবে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে ধমক দেওয়া বোঝায় না।

১৬৪. অর্থাৎ বরং তুমিই এমন ধমকযুক্ত কথার উপযুক্ত। কারণ, সে তো তার দ্বীনের জ্ঞান জানতে প্রশ্ন করেছে। এ জ্ঞান জানা তার জন্য ওয়াজিবও। তাই সে তিরস্কারের পাত্রী নয়; বরং এ পরিস্থিতিতে তুমিই তিরস্কারের পাত্রী। কারণ, তুমিই তো বিষয়টির গুরুত্ব বুঝতে ভুল করলে এবং তাকে তিরস্কার করে বসলে।

১৬৫. সহিহুল বুখারি : ১৩০, সহিহু মুসলিম : ৩১৩।

১৬৬. ইবনে বাত্তাল ﷺ কৃত শারহু সহিহিল বুখারি : ১/২২৩।

- সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজে নিষেধ, সত্যের আদেশ করা ও সত্য প্রতিষ্ঠিত করার সামনে প্রতিবন্ধক লজ্জা শরিয়ত অনুমোদিত নয়।[১৬৭]

মহিলাদের বিবিধ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় লজ্জাবনত থাকতেন

আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত, 'এক মহিলা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ঋতুস্রাব-পরবর্তী গোসল সম্পর্কে জানতে চাইলেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে গোসলের পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়ে বললেন, "এক টুকরো সুগন্ধিবিশিষ্ট কাপড়[১৬৮] নেবে এবং এ দিয়ে পবিত্র হবে।"

মহিলাটি জিজ্ঞেস করল, "কীভাবে আমি পবিত্র হব?"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "সে কাপড়ের টুকরো দিয়ে পবিত্র হবে।"

"কীভাবে?" মহিলাটি আবার জানতে চাইল।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "সুবহানাল্লাহ! সেই কাপড়ের টুকরো দিয়ে পবিত্র হবে।"'

আয়িশা ﵂ বলেন, 'এতটুকু বলে রাসুলুল্লাহ ﷺ নিজেকে যেন গুটিয়ে নিলেন। এদিকে আমি মহিলাকে টান দিলাম আমার কাছে। রাসুলুল্লাহ ﷺ যা তাকে বোঝাতে চাইলেন, তাকে বুঝিয়ে দিলাম। বললাম, "এভাবে তুমি রক্তের দাগ মুছে ফেলবে।"'[১৬৯]

▶ হাদিস থেকে বোঝা যায় :

- মহিলাদের হায়িজের গোসলের সময় সুগন্ধিময় কিছু নিয়ে তা তুলা বা এ জাতীয় কিছুতে ঢেলে, এটি দিয়ে রক্তের দাগ মোছা মুসতাহাব।

- আশ্চর্যান্বিত হলে সুবহানাল্লাহ বলা। এ ঘটনায় রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আশ্চর্য হওয়ার কারণ ছিল, একটি পরিষ্কার বিষয়, যা বুঝতে এতটুকু চিন্তারও

---

১৬৭. আল-মুনতাকা শারহুল মুয়াত্তা : ৭/২১৩।

১৬৮. فرصة : অর্থাৎ পশমি কাপড় বা তুলা বা পশমযুক্ত পরিধেয় চামড়ার টুকরো। সুগন্ধি শব্দের ব্যবহারের উদ্দেশ্য হচ্ছে, কাপড়টি যেন সুগন্ধময় হয়। দেখুন, ফাতহুল বারি : ১/৪১৬।

১৬৯. সহিহুল বুখারি : ৩১৪, সহিহু মুসলিম : ৩৩২।

দরকার পড়ে না, সে বিষয়টা একজন মহিলার নিকট এত অবোধগম্য কী করে হতে পারে!

- সতরসংশ্লিষ্ট বিষয়ে কিনায়া (ইঙ্গিতবাচক) শব্দ ব্যবহার করে কথা বলা মুসতাহাব।

সতরসংশ্লিষ্ট বিষয়ে কিনায়া শব্দ ব্যবহার করা শরিয়তের একটি নীতি। প্রয়োজন ছাড়া এ বিষয়ে স্পষ্ট করে বলা যাবে না। এর কিছু উদাহরণ হচ্ছে—

وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا

'আর তোমাদের মধ্য হতে যে দুজন (নর-নারী) এই কাজ (ব্যভিচার) করবে, তাদেরকে তোমরা শাস্তি দেবে।'[১৭০]

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ

'রমাজানের রাতে তোমাদের বিবিগণের নিকট গমন করা তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে।'[১৭১]

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ

'তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যখেত। সুতরাং তোমরা তোমাদের শস্যখেতে যে প্রকারে ইচ্ছে গমন করো।'[১৭২]

এভাবে অন্যান্য আয়াতে সতরসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো রূপক শব্দে বর্ণিত হয়েছে।

- গোপনীয় বিষয়গুলোতে এ রকম সাধারণ উপস্থাপন ও ইঙ্গিতে বলা কথাই যথেষ্ট।

---

১৭০. সুরা আন-নিসা, ৪ : ১৬।
১৭১. সুরা আল-বাকারা, ২ : ১৮৭।
১৭২. সুরা আল-বাকারা, ২ : ২২৩।

- মহিলাদের গোপন বিষয়াদি সম্পর্কে তারা আলিমদের নিকট প্রশ্ন করতে পারবে।
- কেউ প্রশ্নের উত্তর না বুঝলে, বারবার জিজ্ঞেস করতে পারবে।
- আলিম কোনো কথা খুলে বলতে লজ্জা পেলে, কেউ যদি সেটা বুঝে থাকে, সে প্রশ্নকারীকে আলিমের কথার ব্যাখ্যা করে দেবে।
- উচ্চমানের ব্যক্তির উপস্থিতিতে তার চেয়ে নিম্নমানের ব্যক্তি থেকে জ্ঞান অর্জন করা বৈধ।
- আলিমের পক্ষ হয়ে কেউ বুঝিয়ে দিলে তার ওপর আলিমের মৌনসম্মতি যথেষ্ট। মৌখিক সমর্থনের প্রয়োজন নেই।
- আলিম ভিন্ন কেউ যদি দায়িত্ব নিয়ে বুঝিয়ে দেন, সে ক্ষেত্রে যিনি বোঝানোর দায়িত্ব নিলেন, তার সকল কথা শ্রোতাকে বুঝতে হবে এমনটা শর্ত নয়।
- যিনি শিখতে আগ্রহী, তার প্রতি কোমল আচরণ করে তাকে শেখাতে হবে। সে যদি না বুঝে, তবে তাকে মাজুর (অপারগ) ধরা হবে।
- নিজের গোপনীয় বিষয় লুকোনো মানুষের নিকট কাম্য—যদিও মহিলাদের ক্ষেত্রে বিষয়টি সৃষ্টিগত। তাই তাদেরকে সুগন্ধিযুক্ত কাপড় ব্যবহার করে উৎকট গন্ধটা দূর করতে হবে।
- এ হাদিস থেকে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর মহান চরিত্র, তাঁর উন্নত ধৈর্য ও লজ্জার প্রমাণ পাওয়া যায়।[১৭৩]

'উসলুবুল হাকিম'-এর ভিত্তিতে বাস্তবতা বুঝিয়ে দিতেন

আবু হুরাইরা ﵁ থেকে বর্ণিত, 'এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, "ইয়া রাসুলাল্লাহ, (আমি ফরসা কিন্তু) আমার একটি কালো ছেলে জন্মেছে (তাই আমি সন্তানটি আমার বলে স্বীকার করতে সংশয় বোধ করছি)।"

---

১৭৩. ফাতহুল বারি : ১/৪১৬, আইনি ﵀ কৃত শারহু সুনানি আবি দাউদ : ২/১১১।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমার কি উট আছে?" লোকটি বললেন, "জি, আছে।" রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তার রং কী?" লোকটি উত্তর দিলেন, "লাল।" রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "সেগুলোর মধ্যে কি ছাই বর্ণের কোনো উট আছে?" লোকটি বললেন, "জি, আছে।" রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তাহলে এটা কোথা থেকে আসলো?" তিনি উত্তর দিলেন, "হয়তো পূর্বপুরুষদের রক্তধারায় এমনটি হয়েছে।" রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমার ছেলের কালো রংটাও হয়তো পূর্বপুরুষদের রক্তধারার কারণে হয়েছে।"'[১৭৪]

ইবনে হাজার ﷺ বলেন, 'লোকটি স্ত্রীর ওপর অপবাদ আরোপ করার উদ্দেশ্যে এমনটা বলেননি; বরং নিজের সংশয়ের কারণে তিনি বিষয়টি জানতে এসেছিলেন। যখন রাসুলুল্লাহ ﷺ উদাহরণ যোগ করে তাকে বুঝিয়ে দিলেন, তিনি অকুণ্ঠচিত্তে তা মেনে নিলেন।'[১৭৫]

▶ হাদিস থেকে বোঝা যায় :

- বিছানাসংশ্লিষ্ট বিষয়টি এ হাদিস থেকে মীমাংসিত হয়ে যায়। বাবা-ছেলের রং যদি ভিন্নও হয়, তবুও এ কথা বলার সুযোগ নেই যে, স্ত্রী কোনো ধরনের মন্দকর্মে লিপ্ত হয়েছে। কারণ, কেউ যদি ফরসা হয়, তবে তার কালো বর্ণের ছেলে জন্ম নেওয়া সম্ভব। একইভাবে বাবা কালো বর্ণের হলে, তার ফরসা ছেলে জন্ম হওয়াও সম্ভব।
- কেবল ছেলের গায়ের রং ভিন্ন ধরনের হওয়ার কারণে কোনো বাবা নিজের ছেলেকে অস্বীকার করা জায়িজ নয়।
- বংশ সংরক্ষণের গুরুত্ব।
- নেতিবাচক ধারণা পোষণের ওপর ভর্ৎসনা।
- কিয়াসের প্রামাণ্যতা।
- উদাহরণ দিয়ে বোঝালে প্রশ্নকারী দ্রুত বুঝতে সক্ষম হয়।[১৭৬]

---

১৭৪. সহিহুল বুখারি : ৫৩০৫, সহিহু মুসলিম : ১৫০০।

১৭৫. ফাতহুল বারি : ৯/৪৪৪।

১৭৬. ফাতহুল বারি : ৯/৪৪৪, ইমাম নববি ﷺ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ১০/১৩৪।

কুরআন দিয়ে দলিল দিতেন

আবু সাইদ বিন মুআল্লা ﷺ বলেন, 'আমি একদিন মসজিদে নববিতে সালাতরত ছিলাম। রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাকে ডাক দিলেন। কিন্তু সালাতে থাকায় জবাব দিইনি। সালাত শেষে আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসুল, আমি সালাতে ছিলাম।"

তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "আল্লাহ কি বলেননি—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ

"হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ডাকে সাড়া দাও, যখন তিনি তোমাদের জীবন সঞ্চারক বস্তুর দিকে আহ্বান করেন?"[১৭৭]

এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমার মসজিদ থেকে বেরোনোর আগে আমি তোমাকে একটি সুরা শিখিয়ে দেবো। এ সুরাটি কুরআনের মাহাত্ম্যপূর্ণ সুরাগুলোর একটি।"

এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ আমার হাত ধরলেন। কিন্তু তিনি যখন বের হওয়ার জন্য উদ্যত হলেন, আমি বললাম, "আপনি কি বলেননি যে, আমি তোমাকে একটি সুরা শিখিয়ে দেবো, যা কুরআনের মাহাত্ম্যপূর্ণ সুরাগুলোর একটি?" তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বলা শুরু করলেন, "(الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)—এটি হলো সাবউল মাসানি[১৭৮]। আর এটিই সে কুরআন, যা আমার ওপর নাজিল হয়েছে।"'[১৭৯]

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আল্লাহ তাআলা যখন মাখলুক সৃষ্টি করা থেকে অবসর হলেন, তখন আত্মীয়তার সম্পর্ক দাঁড়িয়ে বলল, "আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা বিষয়ে আশ্রয় চাইবার জায়গা এটি।"

---

১৭৭. সুরা আল-আনফাল, ৮ : ২৪।

১৭৮. সাবউল মাসানি অর্থ, যে সাতটি আয়াত বারবার পড়া হয় অর্থাৎ সুরা আল-ফাতিহা।

১৭৯. সহিহুল বুখারি : ৪৪৭৪।

আল্লাহ তাআলা বললেন, "হাঁ, তবে তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তোমাকে যে রক্ষা করবে, আমি তার সাথে সম্পর্ক রাখব; আর যে তোমাকে ছিন্ন করবে, আমি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব?"

তখন আত্মীয়তা-সম্পর্ক বলল, "অবশ্যই।"

আল্লাহ তাআলা বললেন, "তবে তোমার জন্য তা-ই হবে।"

এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমরা চাইলে কুরআনের এ আয়াতসমূহ পড়তে পারো :

> فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ - أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ - أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

> "ক্ষমতা লাভ করলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। এদের প্রতিই আল্লাহ অভিসম্পাত করেন, অতঃপর তাদের বধির করেন আর তাদের দৃষ্টিশক্তিকে করেন অন্ধ। তারা কি কুরআন সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করে না, না তাদের অন্তরে তালা দেওয়া আছে?"[১৮০_১৮১]

স্পষ্ট করে বোঝানোর জন্য যুক্তিভিত্তিক দলিল দিতেন

আনাস বিন মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত, 'এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন, "হে আল্লাহর নবি, কীভাবে কাফিরকে তার চেহারার ওপর হাশর করানো হবে?"

রাসুলুল্লাহ ﷺ জবাব দিলেন, "যে সত্তা দুনিয়ার বুকে মানুষকে পায়ে ভর করে চালাতে পারেন, তিনি কি কিয়ামতের দিন মুখের ওপরে মানুষকে চলাতে সক্ষম নন?"

---

১৮০. সুরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ২২-২৪।

১৮১. সহিহুল বুখারি : ৫৯৮৭, সহিহ মুসলিম : ২৫৫৪।

কাতাদা ﷺ (আনাস ﷺ থেকে হাদিসটি বর্ণনা করে এর স্বীকৃতি দিয়ে) বললেন, "জি, আমাদের রবের মর্যাদার কসম, অবশ্যই তিনি এর ওপর সক্ষম।"'[১৮২]

ইবনে হাজার ﷺ বলেন, 'হাশরের ময়দানে কাফিরদেরকে মুখের ওপর অবস্থান করানোর পেছনে হেকমত হলো, তারা দুনিয়ায় কখনো আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদা করেনি। তার শাস্তিস্বরূপ কিয়ামতের দিন তাদের উপস্থিত করা হবে মুখের ওপর ভর করা অবস্থায়। এটি তাদের লাঞ্ছনার বহিঃপ্রকাশ হবে সেদিন। তারা হাত ও পায়ের জায়গাতে কেবল মুখ ব্যবহার করবে। এভাবে তাদের ওপর শাস্তি প্রয়োগ হবে।'[১৮৩]

ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, 'এক মহিলা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, "আমার মা মারা গেছেন। তার এক মাসের রোজা কাজা হয়ে আছে। (আমি কি তার পক্ষ থেকে রোজাগুলো আদায় করতে পারি?)"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তুমি কি মনে করো, যদি তোমার মায়ের কোনো ঋণ থাকত, তবে কি তুমি তা আদায় করতে না?"

"জি, করতাম।" বললেন সে মহিলা।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তাহলে আল্লাহর ঋণ (কাজা রোজা) আদায় করে দেওয়া সবার পূর্বে উচিত।"'[১৮৪]

আতা বিন ইয়াসার ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, "মায়ের কক্ষে প্রবেশের সময় আমি কি মায়ের কাছে অনুমতি নেব?"

- হাঁ।
- আমি ও আমার মা বাড়িতে একত্রেই থাকি।
- তবুও তুমি তার কাছে অনুমতি নেবে প্রবেশের আগে।

---

১৮২. সহিহুল বুখারি : ৪৭৬০, সহিহু মুসলিম : ২৮০৬।

১৮৩. ফাতহুল বারি : ১১/৩৮৩।

১৮৪. সহিহুল বুখারি : ১৯৫৩, সহিহু মুসলিম : ১১৪৮।

- আমিই তার সেবা-শুশ্রূষা করি।
- তুমি তার কাছে অনুমতি নেবে। তুমি কি তাকে কাপড়হীন অবস্থায় দেখতে চাও?
- না।
- তবে তার কাছে অনুমতি নেবে।'[১৮৫]

আবু ওয়ালিদ সুলাইমান আল-বাজি ﷺ বলেন, 'একজন মুমিন মা বা মাহরাম অথবা যার সতর দেখা তার জন্য জায়িজ হবে না—এমন কারও কক্ষে যাওয়ার আগে অনুমতি নিতে হবে। এ জন্যই রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে যখন সাহাবি অনুমতির ব্যাপারে জানতে চাইলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তুমি কি তাকে কাপড়হীন অবস্থায় দেখতে চাও?"...এর অর্থ হচ্ছে (আল্লাহই অধিক জানেন) যদি তুমি তার কাছে অনুমতি না চাও, তবে হঠাৎ করে তার কাছে গেলে তাকে কাপড়হীন দেখার সম্ভাবনা আছে। অন্যদিকে স্ত্রী ও দাসীর ক্ষেত্রে বিষয়টি ভিন্ন। কারণ, তাদের সতরের দিকে তাকানো জায়িজ। তাই অনুমতি ছাড়াই তাদের কক্ষে যাওয়া যায়।'[১৮৬]

আবু উমামা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'এক যুবক রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, "হে আল্লাহর রাসুল, আমাকে জিনা করার অনুমতি দিন।" যুবকের এমন কথা শুনে উপস্থিত সবাই হতচকিত হয়ে তার দিকে তাকালেন। তাকে ধমকালেন। "থামো থামো" বলতে লাগলেন।

কিন্তু রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তাকে আমার কাছে নিয়ে আসো।" যুবকটি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটবর্তী হলো। রাসুলের পাশে বসল।

তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, "কেউ তোমার মায়ের সাথে এমনটা করুক, তুমি কি তা চাইবে?"

---

১৮৫. মুয়াত্তা মালিক : ১৭৯৬; আতা ﷺ থেকে মুরসাল সনদে বর্ণিত। ইমাম ইবনে আব্দুল বার ﷺ বলেন, এ হাদিসটি মুরসাল। তবে অর্থের দিক থেকে হাদিসটি সহিহ হওয়ার ব্যাপারে ইজমা রয়েছে। দেখুন, আত-তামহিদ : ১৬/২২৯।
১৮৬. আল-মুনতাকা শারহুল মুয়াত্তা : ৭/২৮৪।

- না। আল্লাহর কসম, আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য কুরবান করুন।
- এভাবে অন্য মানুষেরাও তাদের মায়ের জন্য এমনটা পছন্দ করবে না। তুমি কি নিজের মেয়ের ব্যাপারে এমনটা পছন্দ করবে?
- আল্লাহর কসম, না, হে আল্লাহর রাসুল। আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য কুরবান করুন।
- মানুষও নিজেদের কন্যার ব্যাপারে এমনটা পছন্দ করবে না। তুমি কি নিজের বোনের ব্যাপারে এমনটা পছন্দ করবে?
- না, আল্লাহর কসম, আল্লাহ আপনার জন্য আমাকে উৎসর্গ করুন।
- মানুষও নিজেদের বোনের ব্যাপার এমনটা পছন্দ করবে না। তুমি কি নিজের ফুফুর ব্যাপারে এমনটা পছন্দ করবে?
- না, আল্লাহর কসম, আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন।
- তোমার মতো অন্য মানুষও তাদের ফুফুদের ব্যাপারে এমনটা পছন্দ করবে না। তুমি কি নিজের খালার ব্যাপারে এমনটা পছন্দ করবে?
- না, আল্লাহর কসম, আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন।
- মানুষও তাদের খালার ব্যাপারে এমনটা পছন্দ করবে না।

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর রাসুলুল্লাহ ﷺ যুবকটির গায়ে হাত রেখে দোয়া করলেন :

اللّٰهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ, وَطَهِّرْ قَلْبَهُ, وَحَصِّنْ فَرْجَهُ

"হে আল্লাহ, আপনি তার গুনাহ ক্ষমা করে দিন। তার অন্তর পবিত্র করে দিন। তার লজ্জাস্থানের হিফাজত করুন।"'[১৮৭]

অনর্থক প্রশ্ন ও বাড়াবাড়ি অপছন্দ করতেন

আবু মুসা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একবার রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে এমন কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলো, যেগুলো তিনি অপছন্দ

১৮৭. মুসনাদু আহমাদ : ২১৭০৮।

করতেন। যখন এগুলো সম্পর্কে অধিক জিজ্ঞেস করা হলো, তিনি রাগান্বিত হয়ে গেলেন। এরপর মানুষদের বললেন, "তোমরা যা ইচ্ছে আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারো। যা-ই আমার কাছে জানতে চাইবে, আমি তার উত্তর দেবো।"

এরপর এক লোক উঠে বলল, "আমার বাবা কে?"[১৮৮]

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমার বাবা হুজাইফা।"

আরেকজন উঠে বলল, "আমার বাবা কে, হে আল্লাহর রাসুল?"

রাসুলুল্লাহ ﷺ উত্তর দিলেন, "তোমার বাবা শাইবার গোলাম সালিম।"

আনাস ﵁ বলেন, "আমি তখন ডানে-বামে তাকাতে লাগলাম। প্রত্যেককে দেখলাম, কাঁদতে কাঁদতে নিজেদের মাথা তাদের কাপড়ের তলে লুকাচ্ছে। উমর ﵁ যখন তাঁর চেহারায় বিরক্তির ভাব দেখতে পেলেন তখন বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল, আমরা আল্লাহর নিকট তাওবা করছি।""[১৮৯]

সহিহ বুখারির অন্য রিওয়ায়াতে আছে, 'তখন উমর ﵁ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে হাঁটু গেড়ে বসলেন এবং বললেন, "আমরা আল্লাহকে রব হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট এবং মুহাম্মাদ ﷺ-কে নবি হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট।" এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ চুপ হয়ে গেলেন।'[১৯০]

কাতাদা ﵀ একটি আয়াতের সাথে এ হাদিসটি বর্ণনা করতেন। আয়াতটি হচ্ছে—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ

'হে ইমানদারগণ, তোমরা এমন বিষয়ে প্রশ্ন কোরো না, যা তোমাদের কাছে প্রকাশ করা হলে তোমাদের জন্য তা কষ্টদায়ক হবে।'[১৯১]

---

১৮৮. এ লোকটি যখন কারও সাথে বিবাদে লিপ্ত হতো, তখন লোকেরা তাকে মায়ের প্রতি সম্বন্ধ করে ডাকত।

১৮৯. সহিহুল বুখারি : ৯২, সহিহু মুসলিম : ২৩৬০।

১৯০. সহিহুল বুখারি : ৯৩।

১৯১. সুরা আল-মায়িদা, ৫ : ১০১।

মুগিরা বিন শুবা ﷺ বলেন, 'আমি নবিজি ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "আল্লাহ তিনটি কর্ম ঘৃণা করেন। এক. তর্ক-বিতর্ক। দুই. সম্পদ অপচয়। তিন. অধিক প্রশ্ন করা।"'[১৯২]

আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'মানুষের ইসলামের সৌন্দর্য হচ্ছে অনর্থক বিষয়াদি পরিত্যাগ করা।'[১৯৩]

ইবনে আব্দুল বার ﷺ বলেন, 'অধিকাংশ আলিমের মতে হাদিসে অধিক প্রশ্ন দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, আকস্মিক সংঘটিত ঘটনা, কুটিল প্রশ্ন, জন্মদান ইত্যাদি বিষয়ক প্রশ্ন।'[১৯৪]

প্রশ্নকারীর সুবিধার্থে কখনো উচ্চকণ্ঠে উত্তর দিতেন

সফওয়ান বিন আসসাল ﷺ বলেন, 'এক সফরে আমরা নবিজি ﷺ-এর সাথে ছিলাম। তখন হঠাৎ করে এক বেদুইন বেশ জোর গলায় ডাক দিল, "হে মুহাম্মাদ!" রাসুলুল্লাহ ﷺ-ও একই রকম উচ্চস্বরে জবাব দিলেন, "আসো।"

এদিকে আমরা বেদুইন লোকটিকে বললাম, "তোমার ধ্বংস হোক! কণ্ঠস্বর নিচু করো। কারণ, তুমি এখন নবিজি ﷺ-এর কাছে অবস্থান করছ। আর এ বিষয়ে (রাসুল ﷺ-এর সামনে উচ্চস্বরে কথা বলা সম্পর্কে) ইতিপূর্বে নিষেধাজ্ঞা এসেছে।"

কিন্তু সে বলল, "আল্লাহর কসম, আমি স্বর নিচু করতে অসমর্থ।"

এরপর সে নবিজি ﷺ-এর কাছে জানতে চাইল, "এক ব্যক্তি একটি সম্প্রদায়কে ভালোবাসে, কিন্তু কখনো তাদের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়নি।"

নবিজি ﷺ বললেন, "কিয়ামতের দিন মানুষ তার সাথেই থাকবে, যাকে সে ভালোবাসে।"'[১৯৫]

---

১৯২. সহিহুল বুখারি : ১৪৭৭, সহিহু মুসলিম : ৫৯৩।

১৯৩. সুনানুত তিরমিজি : ২৩১৭, সুনানু ইবনি মাজাহ : ৩৯৭৬।

১৯৪. ফাতহুল বারি : ১৩/২৭০। -ঈষৎ পরিমার্জিত।

১৯৫. সুনানুত তিরমিজি : ৩৫৩৫।

ফতোয়া দেওয়ার সময় প্রতারণা থেকে সতর্ক করতেন

জাবির বিন আব্দুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, 'তিনি মক্কা-বিজয়ের দিন রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, "আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ﷺ মদ, মৃত, শুকর ও মূর্তিপূজা হারাম করেছেন।"

জানতে চাওয়া হলো, "হে আল্লাহর রাসুল, মৃত জন্তুর চর্বির কী হুকুম? এ চর্বি দিয়ে তো নৌকায় প্রলেপ দেওয়া হয়। চামড়া পালিশ করা হয়। মানুষ প্রদীপ জ্বালায়।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "না; এটি হারাম।"

এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "আল্লাহ ইহুদিদের ধ্বংস করুন। কারণ, আল্লাহ তাআলা যখন তাদের জন্য চর্বি হারাম করলেন, তখন তারা (শরিয়তের ওপর প্রতারণার প্রলেপ দিয়ে) চর্বি গলিয়ে বিক্রি করতে শুরু করল আর তার দাম উপভোগ করতে লাগল।"'[১৯৬]

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'ইহুদিরা যে কাণ্ড করেছে, তোমরা সে রকম কিছু কোরো না। তারা আল্লাহর হারামকৃত বস্তুকে হালাল করত ছলচাতুরী করে।'[১৯৭]

শরিয়তের ওপর ছলচাতুরী করার মতো জঘন্য কাজ থেকে আল্লাহ তাআলা সতর্ক করেছেন আমাদের। বনি ইসরাইলের ঔদ্ধত্যের ঘটনা শুনিয়ে আমাদের সাবধান করে দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে—

১৯৬. সহিহুল বুখারি : ২২৩৬, সহিহু মুসলিম : ১৫৮১।

১৯৭. ইবনে বাত্তাহ ﷺ ইবতালিল হিয়াল গ্রন্থে (১/৪৭) বর্ণনা করেন। মাজমুউল ফাতাওয়া : ২৯/২৯-এ দেখুন, ইবনে তাইমিয়া ﷺ এ হাদিসটিকে হাসান বলেছেন। একইভাবে সুনানু আবি দাউদের শরাহ ৯/২৪৪-এ ইবনুল কাইয়িম ﷺ হাদিসটিকে হাসান বলেছেন। ইবনে কাসির ﷺ স্বীয় তাফসির গ্রন্থে (১/২৯৩) বলেছেন, ভালো সনদ। তবে আলবানি ﷺ ভিন্নমত পোষণ করেছেন এ ক্ষেত্রে। তিনি আজ-জইফা গ্রন্থে (১/৬০৮) বলেছেন, হাফিজ ইবনে হাজার ﷺ-এর তাফসিরে তিনি বলেছেন, এর সনদ ভালো এবং অন্যরাও (এরূপ) বলেছেন। আলবানি ﷺ গায়াতুল মারাম গ্রন্থে (১১ পৃ.) হাদিসটিকে জইফ বলেছেন।

وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَٰلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ - وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ - فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ - فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ

‘আর তাদেরকে সমুদ্রের তীরে অবস্থিত সে জনপদ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করো—যখন তারা শনিবারের আদেশ লঙ্ঘন করেছিল। শনিবার উদযাপনের দিন মাছ পানিতে ভেসে তাদের নিকট আসত, কিন্তু অন্যদিন মাছ তাদের কাছে আসত না। তাদের নাফরমানির কারণে এভাবে আমি তাদের পরীক্ষা করেছিলাম। যখন তাদের একদল লোক অপর দলের নিকট বলেছিল, “ওই জাতিকে তোমরা কেন উপদেশ দিচ্ছ, যাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করবেন অথবা কঠিন শাস্তি দেবেন?” তারা উত্তরে বলল, “তোমাদের রবের নিকট দোষমুক্তির জন্য এবং এই আশা করছি যে, হয়তো তারা তাঁকে ভয় করবে।” অতঃপর যখন তারা সেসব বিষয় ভুলে গেল, যা তাদের বোঝানো হয়েছিল, তখন আমি সেসব লোককে মুক্তি দান করলাম, যারা মন্দ কাজ থেকে বারণ করত। আর গুনাহগারদের পাকড়াও করলাম নিকৃষ্ট আজাবের মাধ্যমে তাদের নাফরমানির দরুন। অতঃপর যখন তারা বেপরোয়াভাবে নিষিদ্ধ কাজগুলো করতে থাকল, তখন আমি বললাম, “তোমরা ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত বানর হয়ে যাও।”’[১৯৮]

ইবনে কাসির ﷺ বলেন, ‘তারা সেই সম্প্রদায়, যারা হারামের প্রতি আসক্তির কারণে হারামকে হালাল করার জন্য বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করেছিল।’[১৯৯]

১৯৮. সুরা আল-আরাফ, ৭ : ১৬৩-১৬৬।

১৯৯. তাফসিরু ইবনি কাসির : ৩/৪৯৩।

সাদি ﷺ বলেন, 'তারা মাছ শিকারের জন্য ফন্দি আঁটল। গর্ত খুঁড়ল। জাল পেতে দিল। শনিবার দিন আসলে মাছ ধরা পড়ত সে গর্তের জালে। কিন্তু সেদিন তারা মাছ ছুঁয়েও দেখত না। রবিবার গিয়ে মাছগুলো নিয়ে আসত।'[২০০]

অঘটিত বিষয়ে প্রশ্ন করা অপছন্দ করতেন

সাহল বিন সাদ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'উয়াইমির আজলানি ﷺ আসিম বিন আদি আনসারি ﷺ-এর নিকট আসলেন। তাকে বললেন, "হে আসিম, এক লোকের স্ত্রীকে আরেকটি পুরুষের সাথে দেখা গেল। সে কি তাকে হত্যা করবে? সে যদি ওই পুরুষকে হত্যা করে, তবে কি আপনারা তাকে হত্যা করবেন? এ ক্ষেত্রে আপনারা কী করবেন? আপনার অভিমত কী এ বিষয়ে? এ বিষয়টি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জিজ্ঞেস করুন।"

কথামতো আসিম ﷺ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জানতে চাইলেন। এমন মাসআলা রাসুলুল্লাহ ﷺ অপছন্দ করলেন। এমন প্রশ্নের জিজ্ঞাসায় তিরস্কার করলেন তিনি। রাসুল ﷺ-এর কথা আসিম ﷺ-এর জন্য কঠিন হয়ে পড়ল।

আসিম ﷺ যখন বাড়িতে ফিরলেন, তখন উয়াইমির ﷺ এসে বললেন, "রাসুলুল্লাহ আপনাকে কী বলেছেন?"

আসিম ﷺ উত্তর করলেন, "তুমি কোনো কল্যাণ নিয়ে আসোনি আমার কাছে। রাসুলুল্লাহ ﷺ এমন প্রশ্ন করা অপছন্দ করেছেন।"

উয়াইমির ﷺ বললেন, "আল্লাহর শপথ, আমি নিজেই রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়ে এ বিষয়ে প্রশ্ন করব।"

উয়াইমির ﷺ রওনা হলেন। অতঃপর রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পৌঁছালেন। তারপর বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল, এক লোক তার স্ত্রীর সাথে পরপুরুষকে দেখতে পেল। লোকটি কি তাকে হত্যা করবে? এরপর কী আপনারা উক্ত লোকটিকে হত্যা করবেন, নাকি অন্য কিছু করবেন?"[২০১]

---

২০০. তাফসিরুস সাদি : ১/৩০৬।

২০১. সহিহু মুসলিমের অপর বর্ণনায় এসেছে, 'এক ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে পরপুরুষের সাথে পেল। সে লোকটি যদি এ বিষয়ে কথা বলে, তবে সে একটি গুরুতর অভিযোগ করল। আর যদি সে চুপ থাকে, তবে সে এ অবস্থাতেই চুপ থাকল। এ বিষয়ে আপনার অভিমত কী?'

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমার ও তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে বিধান নাজিল হয়েছে। যাও, তাকে নিয়ে আসো।"

উয়াইমির রা. তার স্ত্রীকে নিয়ে এলেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ লিআনের[২০২] আদেশ দিলেন। উয়াইমির রা. মসজিদে স্ত্রীর প্রতি লিআন করলেন। এরপর বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল, যদি আমি তাকে আমার বিবাহবন্ধনে রাখি, তবে আমি তার ওপর জুলুমকারী হলাম।" (অন্য রিওয়ায়াতে এসেছে, তবে তার ওপর আমার এ কথা মিথ্যা হলো।) এ কথা বলে তিনি (রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আদেশের আগেই) স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে দিলেন।'

ইবনে শিহাব রাহি. বলেন, 'এ ঘটনার পর থেকে লিআন করার পরে স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদই বিধান হয়ে যায়। উয়াইমির রা.-এর স্ত্রী গর্ভবতী ছিল। তার ছেলেকে মায়ের প্রতি সম্বন্ধ করে ডাকা হতো। এরপর বিধান হলো, ছেলে তার মায়ের ওয়ারিশ হবে। আর মাও তার ছেলের ওয়ারিশ হবে।'

(হাদিসে ফিরে যাই) এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, "তোমরা লক্ষ রেখো। যদি এ মহিলা কালো রং ও বড় বড় চোখবিশিষ্ট, বড় নিতম্ববিশিষ্ট, ভরাট পায়ের গোছাবিশিষ্ট কালো ছেলে জন্ম দেয়—তবে আমি নিশ্চিত, উয়াইমির সত্যই বলেছে। আর যদি রক্তিমাভ খাটোবিশেষ গিরগিটির মতো হয়, তবে উয়াইমির তার স্ত্রীর ওপর মিথ্যে অপবাদ দিল।"

অতঃপর রাসুলুল্লাহ ﷺ যেমন বলেছিলেন, তেমনই একটি ছেলে জন্মগ্রহণ করল এবং উয়াইমির রা. সত্যবাদী বলে প্রমাণিত হলেন। জন্মের পর সে ছেলেকে তার মায়ের প্রতি সম্বন্ধ করে ডাকা হতো।[২০৩]

অন্য আরেকটি রিওয়ায়াতে এসেছে, 'যদি লোকটি এ বিষয়ে কথা বলে, তবে আপনারা তাকে বেত দিয়ে প্রহার করবেন। আর যদি লোকটিকে হত্যা করে, তবে আপনারা তাকে হত্যা করবেন। কিন্তু যদি সে চুপ থাকে, তবে তার মাঝে ক্ষোভ থেকেই যাবে।'

অপর আরেকটি বর্ণনায় এসেছে, 'আমি যে বিষয়টি আপনার কাছে জানতে চাইছি, এর ভুক্তভোগী আমি।'

২০২. লিআন হচ্ছে, আল্লাহর নামে শপথ করে স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচারের সাক্ষ্য দেওয়া।

২০৩. সহিহুল বুখারি : ৪৭৪৫, সহিহু মুসলিম : ১৪৯২।

ইমাম নববি ﵀ বলেন, '(এমন মাসআলা রাসুলুল্লাহ ﷺ অপছন্দ করলেন। এমন প্রশ্নের জিজ্ঞাসায় তিরস্কার করলেন তিনি) : হাদিসের এ অংশের উদ্দেশ্য হচ্ছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন অপছন্দ করতেন। বিশেষ করে যদি তা কোনো মুসলিম পুরুষ বা মহিলার গোপনীয়তা প্রকাশ করে বা কোনো মুসলিম পুরুষ বা মহিলার ব্যাপারে অশ্লীলতা বা কুকর্মের কথা ছড়ানোর মতো কিছু হয়।

তবে হাঁ, এ ধরনের কোনো ঘটনা যদি দ্বীন সম্পর্কিত হয় এবং তা সংঘটিতও হয়, এ ব্যাপারে প্রশ্ন করতে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা, মুসলমানরা যখন রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে সংঘটিত কোনো বিষয়ের হুকুম জানতে চাইতেন, তখন তিনি তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতেন। তখন প্রশ্ন করাকে অপছন্দ করতেন না। কিন্তু আসিম ؓ-এর ক্ষেত্রে এমনটা ঘটেনি। এর কারণ হলো, তিনি যে বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন, তা তার ব্যাপারে ঘটেনি বিধায় এ সম্পর্কে প্রশ্ন করার কোনো প্রয়োজন তার ছিল না। তদুপরি বিষয়টি মুসলিম নর-নারীর ওপর অশ্লীলতার অপবাদযুক্ত ছিল এবং এতে ইহুদি ও মুনাফিক প্রভৃতি শ্রেণির জন্য ইসলাম ও মুসলমানদের ব্যাপারে ঔদ্ধত্য প্রকাশের সুযোগ ছিল।'[২০৪]

এই সুন্নাহর ওপর সালাফের আমলের দৃষ্টান্ত

মাসরুক ﵀ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি উবাই বিন কাব ؓ-এর কাছে একটি মাসআলা জানতে চাইলাম। উবাই ؓ বললেন, "এমনটা ঘটেছে?"

আমি বললাম, "না, ঘটেনি।"

তিনি বললেন, "তাহলে ঘটা পর্যন্ত আমাকে শান্তিতে থাকতে দাও।"'[২০৫]

খারিজা বিন জাইদ বিন সাবিত ﵀ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'জাইদ বিন সাবিত ؓ-এর কাছে একটা বিষয় সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলো। তিনি উত্তর না দিয়ে বললেন, "এমনটা ঘটেছে কি?"

২০৪. ইমাম নববি ﵀ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ১০/১২০।
২০৫. আল-ইবানাহ : ৩১৬, জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাজলিহ : ২০৫৭।

উত্তরে বলা হলো, “না, ঘটেনি।”

তিনি বললেন, “তবে ঘটা পর্যন্ত বিষয়টি ফেলে রাখো।”’[২০৬]

সম্ভাব্য ও ঘটিতব্য বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর দিতেন

এখনো ঘটেনি—এমন বিষয়ে প্রশ্ন করা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অপছন্দনীয় ছিল। কারণ, তা একপ্রকার কৃত্রিমতা। অথচ রাসুলুল্লাহ ﷺ মোটেই লৌকিকতাকারী ছিলেন না। আল্লাহ তাআলা বলেন :

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ

‘বলুন, আমি তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না আর আমি লৌকিকতাকারীও নই।’[২০৭]

অন্যদিকে, যে বিষয়টি ঘটবে, সে বিষয়ে প্রশ্ন করার গুরুত্ব রয়েছে অনেক। যাতে যখন তা ঘটবে, শরিয়তের আলোকে সে সময়ের করণীয় জানা থাকে।

হুজাইফা বিন ইয়ামান ﷺ বলেন, ‘মানুষ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উত্তম বিষয়াদি সম্পর্কে জানতে চাইত। কিন্তু আমি মন্দে পতিত হওয়ার আশঙ্কায় মন্দ বিষয়াদি সম্পর্কে জানতে চাইতাম।

এ রকম একটি প্রশ্ন করতে গিয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বললাম, “হে আল্লাহর রাসুল, আমরা জাহিলিয়াত ও মন্দের মাঝে ডুবে ছিলাম। এরপর আল্লাহ আমাদের ইসলামের মতো একটি উত্তম নিয়ামতে ভূষিত করলেন। এ উত্তমের পর কি কোনো মন্দ আছে আমাদের ভাগ্যে?”

- হ্যাঁ।

- সে মন্দের পর কি উত্তমতা আছে?

- হ্যাঁ, আছে। তবে তা ধোঁয়ায় ধূমায়িত।

---

২০৬. আল-ইবানাহ : ৩১৮।

২০৭. সুরা সাদ, ৩৮ : ৮৬।

- কেমন ধোঁয়া?

- এক দল লোক আমার সুন্নাত ছেড়ে ভিন্ন রীতিনীতি অনুসরণ করবে। তারা আমার হিদায়াতের পথ ছেড়ে ভ্রান্ত পথে চলে যাবে। তুমি তাদের কতককে দেখবে। আর কতক তোমার অজ্ঞাতে থাকবে।

- এর পরে কি কোনো মন্দ থাকবে?

- হাঁ, জাহান্নামের দরোজার কিছু আহ্বানকারী। যারা তাদের ডাকে সাড়া দেবে, তাদের নিয়ে তারা জাহান্নামে ফেলবে।

- হে আল্লাহর রাসুল, তাদের কিছু বৈশিষ্ট্য বলুন।

- বলছি, শোনো। আমাদের গায়ের রংয়ের মতোই তাদের গায়ের রং হবে। তারা আমাদের ভাষায় কথা বলবে।

- হে আল্লাহর রাসুল, সে সময় যদি আমি বেঁচে থাকি, তবে আমার করণীয় কী হবে?

- তুমি মুসলিমদের জামাআত ও আমিরকে আঁকড়ে ধরবে।

- যদি সে সময় মুসলিমদের কোনো জামাআত ও ইমাম না থাকে?

- তুমি সব দল ছেড়ে পৃথক থাকবে। যদিও তোমাকে গাছের শিকড় কামড়ে থাকতে হয় এবং এ অবস্থাতেই তোমার মৃত্যু হয়, তবে তা-ই তোমার জন্য মঙ্গলজনক।'[২০৮]

রাফি বিন খাদিজ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসুল, আমরা আগামী দিনে শত্রুর মোকাবিলায় যাব। তখন যদি পশু জবাইয়ের জন্য আমাদের সাথে ছুরি না থাকে, তবে আমরা কী করব?"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "এমন বস্তু দিয়ে কাটবে, যা দিয়ে কাটলে রক্ত প্রবাহিত হয়। সাথে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করবে, এরপর খাবে। তবে সিন ও জুফুর ব্যতীত। এর ব্যাখ্যা বলছি। সিন হচ্ছে, পশুর রক্ত প্রবাহিত হলে, রগগুলো

---

২০৮. সহিহুল বুখারি : ৩৬০৬, সহিহু মুসলিম : ১৮৪৭। শব্দউৎস : সহিহু মুসলিম।

ঠিকমতো কাটা হয় না, এমন জবাই। আর জুফুর হচ্ছে, হাবশাবাসীর মতো জবাই।"'[২০৯_২১০]

করণীয় নির্ধারণের জন্য ঘটিতব্য বিভিন্ন বিরোধ সম্পর্কে অবহিত করতেন

আবু জার গিফারি ﷺ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার কেমন অবস্থা হবে, যখন আমিররা সময় হলেও দেরিতে সালাত পড়বে অথবা সালাতের প্রাণ বেরিয়ে গেলে সালাত আদায় করবে?"

আমি বললাম, "আমাকে তখন কী করতে হবে?"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তুমি সময়মতো সালাত পড়বে। যদি তোমার পড়ার পরে তাদের জামাআত পাও, তবে জামাআত ধরবে। জামাআতের সে সালাত তোমার জন্য নফল হবে।"'[২১১]

ইমাম নববি ﷺ বলেন, '"সালাতের প্রাণ বেরিয়ে গেলে"—এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, সালাত পড়তে দেরি করবে। দেরিতে পড়া সালাতকে রাসুলুল্লাহ ﷺ মৃতের সাথে তুলনা করেছেন, যার আত্মা বেরিয়ে গেছে।

সময়ের চেয়ে দেরি করার অর্থ হচ্ছে, উত্তম ওয়াক্ত থেকে দেরি করা, সালাতের ওয়াক্ত চলে যাওয়া নয়। কেননা, বর্ণিত বিষয়টি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আমিরদের মধ্যে এভাবে প্রতিফলিত হয়েছে যে, তারা উত্তম ওয়াক্ত থেকে দেরি করে সালাত পড়তেন। তাই বাস্তবে ঘটা অবস্থার ওপর ভিত্তি করেই হাদিসের এ অংশটার অর্থ ধরতে হবে।'[২১২]

উত্তর জানা না থাকলে উত্তর দিতেন না

জাবির বিন আব্দুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকর ﷺ পায়ে হেঁটে আমাকে দেখতে

---

২০৯. হাবশার অধিবাসীগণ ছাগলকে যেখান দিয়ে জবাই করে, সেখানটাতে নখ দিয়ে রক্ত ঝরায়। সবশেষে পশুটা শ্বাসরোধে মারা পড়ে।

২১০. সহিহুল বুখারি : ২৪৮৮, সহিহু মুসলিম : ১৯৬৮।

২১১. সহিহু মুসলিম : ৬৪৮।

২১২. ইমাম নববি ﷺ শারহু সহিহি মুসলিম : ৫/১৪৭।

আসলেন। তাঁদের সামনে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লাম। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ অজু করে অজুর পানি আমার ওপর ছিটিয়ে দিলেন। ফলে আমার জ্ঞান ফিরে আসলো। আমি তখন তাঁকে বললাম, "হে আল্লাহর রাসুল, আমি আমার সম্পদ কী করব? আমার কেবল কয়েকজন বোন আছে।"

তিনি আমার প্রশ্নের কোনো উত্তর দিলেন না। কিছুক্ষণ পর আমাকে রেখে তিনি বেরিয়ে গেলেন। অতঃপর মিরাসের আয়াত নাজিল হলো :

> يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
>
> "তারা আপনার নিকট ফতোয়া জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন, আল্লাহ তোমাদেরকে পিতা-পুত্রহীন ব্যক্তির মিরাসের বিধান জানিয়ে দিচ্ছেন। যদি কোনো ব্যক্তি নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায় এবং তার এক বোন থাকে, তাহলে সে উক্ত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে অর্ধাংশ পাবে। আর যদি কোনো নারীর সন্তান না থাকে, তাহলে তার ভাই তদীয় উত্তরাধিকারী হবে। কিন্তু যদি দুই বোন থাকে, তাহলে তাদের উভয়ের জন্য পরিত্যক্ত সম্পদের দুই-তৃতীয়াংশ। যদি তার ভাই-বোন উভয়ই থাকে, তাহলে পুরুষ দুই নারীর সমতুল্য অংশ পাবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য বর্ণনা করছেন, যেন তোমরা বিভ্রান্ত না হও। আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী।"[২১৩_২১৪]

الْكَلَالَة অর্থ—এমন মৃত, যার কোনো সন্তান নেই এবং পিতাও নেই, যারা তার ওয়ারিশ হতে পারত। অধিকাংশ ভাষাবিদের মত এটি।

---

২১৩. সুরা আন-নিসা, ৪ : ১৭৬।

২১৪. সহিহুল বুখারি : ১৯৪, সহিহ মুসলিম : ১৬১৬।

আবার অনেকে বলেন, যার কোনো সন্তান নেই, সে-ই كَلَالَة।

আরও বলা হয়, যার ওয়ারিশ হওয়ার মতো পিতা ও মাতা কেউই থাকে না, সে كَلَالَة।[২১৫]

বুখারি ﷺ এ হাদিসের পরিচ্ছেদের নাম দিয়েছেন, 'যে বিষয়ে ওহি নাজিল হয়নি, সে বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হলে রাসুলুল্লাহ ﷺ বলতেন, আমি জানি না, অথবা ওহি নাজিল হওয়া পর্যন্ত প্রশ্নকারীর কথার উত্তর দিতেন না।'

কখনো প্রশ্ন শুনে ওহি আসার অপেক্ষায় চুপ হয়ে থাকতেন

সফওয়ান বিন ইয়ালা ﷺ নিজের পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'আমরা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাথেই ছিলাম। ইত্যবসরে জিইরানার এক লোক আসলো। সে জুব্বা পরিহিত ছিল। জুব্বার ওপর খালুক সুগন্ধির চিহ্ন ছিল। লোকটি বলল, "হে আল্লাহর রাসুল, আমি উমরার ইহরাম করেছি। উমরায় আমার কী করণীয়?"

রাসুলুল্লাহ ﷺ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে চুপ হয়ে রইলেন। এরপর আল্লাহ তাআলা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর ওহি নাজিল করলেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর যখন ওহি নাজিল হতো, তখন উমর ﷺ তাঁকে ঢেকে দিতেন।

ইয়ালা ﷺ বলতেন, "নবিজি ﷺ-এর ওপর ওহি নাজিলের মুহূর্ত দেখতে খুব ইচ্ছা করে।"

তাই উমর ﷺ বললেন, "আসো। তুমি কি আল্লাহর নবির ওপর ওহি নাজিলের দৃশ্য দেখতে পছন্দ করো?"

আমি বললাম, "জি।"

তখন উমর ﷺ কাপড়ের এক দিক উল্টে দিলেন। আমি দেখলাম, তিনি উটের ছোট বাচ্চার মতো গুনগুন করে নাক ডাকছেন। ওহি নাজিল শেষ হলে

---

২১৫. আওনুল মাবুদ : ৮/৬৭।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "উমরা সম্পর্কে জিজ্ঞেসকারী কোথায়? শোনো, তুমি এ জুব্বা খুলে ফেলো। তোমার গায়ে লাগা খালুকের চিহ্ন ধুয়ে ফেলো এবং হজের বিধিবিধানের মতো করে উমরা করো।"'[২১৬]

▶ হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয় :

- এ হাদিস থেকে প্রসিদ্ধ এ মূলনীতির উৎপত্তি যে, যখন কাজি ও মুফতি কোনো মাসআলার হুকুম না জানে, তখন জানা পর্যন্ত বা মনে আসা পর্যন্ত সে মাসআলার জবাব দেওয়া থেকে বিরত থাকবে।
- মুহরিমের জন্য হজ ও উমরার শুরু থেকে পুরোটা সময় সুগন্ধি ব্যবহার করা হারাম। কারণ, যে জিনিস সব সময় হারাম, তা শুরু থেকে অবশ্যই হারাম হবে।
- হজের মতো উমরাতেও সুগন্ধি লাগানো এবং সেলাই করা কাপড় পরা ইত্যাদি হারাম।
- যখন হজ-উমরার বিধান না জেনে বা ভুলে সুগন্ধি ব্যবহার করে ফেলে, তখন তাড়াতাড়ি তার প্রভাব দূর করা ওয়াজিব।
- না জেনে বা ভুলে সুগন্ধি ব্যবহার করে ফেললে, তার প্রভাব দূর করাই যথেষ্ট। এ জন্য কোনো কাফফারা দিতে হয় না।
- শরিয়তের কিছু কিছু বিধান তিলাওয়াতকৃত ওহি বা কুরআনের আয়াতরূপে আসেনি।[২১৭]

আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস ﷺ বলেন, 'একবার রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট রুক্ষ প্রকৃতির ও সাহসী স্বভাবের এক বেদুইন এলেন। তিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন, "ইয়া রাসুলাল্লাহ, (আপনার মৃত্যুর পর) আপনার নিকট হিজরত করতে হলে কোথায় হিজরত করতে হবে? আপনি যেখানে থাকতেন সেখানে হিজরত করতে হবে, নাকি কোনো নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে কিংবা কোনো বিশেষ

২১৬. সহিহুল বুখারি : ১৭৮৯, সহিহু মুসলিম : ১১৮০।
২১৭. ইমাম নববি ﷺ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ৮/৭৮।

কওমের নিকট হিজরত করতে হবে, নাকি আপনার মৃত্যুর পর হিজরতের বিধান রহিত হয়ে যাবে?"

রাসুলুল্লাহ ﷺ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। এরপর বললেন, "হিজরত সম্পর্কে জিজ্ঞেসকারী লোকটি কোথায়?"

লোকটি বললেন, "আমি উপস্থিত, ইয়া রাসুলাল্লাহ।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "যদি তুমি সালাত কায়িম করো এবং জাকাত আদায় করো, তবে হাজরামাওতে মৃত্যুবরণ করলেও তুমি মুহাজির।"

অতঃপর এক লোক দাঁড়িয়ে বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল, আপনি কি জান্নাতবাসীদের পোশাক দেখেছেন? তা কি সুতার বুননে তৈরি নাকি জান্নাতের ফল থেকে ফেটে বের হওয়া?"

বেদুইনের এমন প্রশ্নে উপস্থিত সবাই হতবাক হয়ে গেলেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, "তোমরা জ্ঞানীর নিকট অজ্ঞের প্রশ্ন করা দেখে আশ্চর্য হচ্ছ!"

বর্ণনাকারী বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন। এরপর বললেন, "জান্নাতের পোশাক সম্পর্কে জিজ্ঞেসকারী সে লোকটি কোথায়?"

লোকটি বললেন, "জি, আমি আছি।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "না; বরং তা জান্নাতের ফল থেকে বের হয়ে আসবে।"'[২১৮]

অনুপকারী প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে উপকারী বিষয়টি জানিয়ে দিতেন

বর্ণিত হয়েছে যে, 'এক লোক জিজ্ঞেস করল, "কিয়ামত কখন হবে?"

রাসুলুল্লাহ ﷺ উত্তর দিলেন, "তোমার জন্য ধ্বংস! কিয়ামতের জন্য কী প্রস্তুতি গ্রহণ করেছ?"...' –হাদিসটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে (দেখুন, ৮৬ পৃষ্ঠায় আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত হাদিসটি)।

---

২১৮. মুসনাদু আহমাদ : ৬৮৫১; হাইসামি ﷺ বলেন, এ হাদিসের সনদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। দেখুন, মাজমাউজ জাওয়ায়িদ : ১০/৭৬৭।

প্রশ্নকারী তাঁকে সংশোধন করে দিলে সংশোধনী গ্রহণ করতেন

খাওলা বিনতে সালাবা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর কসম, সুরা মুজাদালার শুরুর আয়াতগুলো আমার ও আওস বিন সামিত ﷺ-এর ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা নাজিল করেছেন।

আমি ছিলাম আওসের স্ত্রী। তিনি বৃদ্ধ ছিলেন। মাঝে মাঝে তিনি মন্দ আচরণ করতেন এবং রাগের বশবর্তী হয়ে পড়তেন। একদিন তিনি আমার কাছে আসলে আমি তার কোনো ভুলের সংশোধন করে দিলাম। এতে তিনি রাগান্বিত হয়ে পড়লেন এবং বলে বসলেন, "তুমি আমার কাছে আমার মায়ের পিঠের মতো।" এ কথা বলে আওস আমার কাছ থেকে চলে গেলেন। তারপর নিজ গোত্রের সভার স্থানে গিয়ে কিছু সময় কাটিয়ে আসলেন। অতঃপর আমার কাছে এসে আমার নিকটবর্তী হতে চাইলেন। আমি তখন বললাম, "কক্ষনো না! যার হাতে খাওলার প্রাণ—তাঁর কসম করে বলছি, আপনি আমার কাছে আসবেন না। আপনি যা বলার বলেছেন। আমাদের বিষয়টি আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ﷺ মীমাংসা করা পর্যন্ত আপনি আমার নিকট আসবেন না।" আমার কথায় কোনো ফল হলো না। আওস আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আমি সাধ্যমতো তাকে প্রতিরোধ করলাম। একজন মহিলা যে রকম স্বাভাবিকভাবে কোনো দুর্বল বৃদ্ধের ওপর বিজয়ী হয়, আমিও সেভাবে বিজয়ী হলাম। তাকে সরিয়ে দিলাম আমার ওপর থেকে। এরপর ঘর থেকে বেরিয়ে আমার এক প্রতিবেশীর কাছ থেকে তার কাপড় ধার নিলাম। এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম। তাঁর সামনে বসলাম। ঘটনার বিবরণ দিলাম তাঁর কাছে। আমি আওসের মন্দ স্বভাবের ব্যাপারে তাঁর নিকট অভিযোগ করলাম। রাসুলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন, "খাওলা, তোমার চাচাতো ভাই (স্বামী) বুড়ো মানুষ। তার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো।"

আমি তখন বললাম, "আল্লাহর কসম, যতক্ষণ এ ব্যাপারে কুরআন (আয়াত) নাজিল হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি ক্ষান্ত হব না।" এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে কাপড়ে ঢেকে দেওয়া হলো। ওহি নাজিলের সময় যেভাবে তাকে কাপড়ে ঢেকে দেওয়া হয়, সেভাবে। এরপর যখন তিনি স্বাভাবিক হলেন, তখন বললেন, "হে খাওলা, তোমার ও তোমার স্বামীর ব্যাপারে আল্লাহ

তাআলা বিধান নাজিল করেছেন। এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ তিলাওয়াত করলেন :

قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللهِ وَاللهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ - الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ - وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ - فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“যে নারী তার স্বামীর বিষয়ে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং অভিযোগ পেশ করছে আল্লাহর দরবারে, আল্লাহ তার কথা শুনেছেন। আল্লাহ আপনাদের উভয়ের কথাবার্তা শুনেন। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু শুনেন, সবকিছু দেখেন। তোমাদের মধ্যে যারা তাদের স্ত্রীগণকে মাতা বলে ফেলে, তাদের স্ত্রীগণ তাদের মাতা নয়। তাদের মাতা কেবল তারাই, যারা তাদের জন্ম দিয়েছে। তারা তো অসমীচীন ও ভিত্তিহীন কথাই বলে। নিশ্চয় আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল। যারা তাদের স্ত্রীদের মাতা বলে ফেলে, অতঃপর নিজেদের উক্তি প্রত্যাহার করে, তাদের কাফফারা হলো, একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি দাস মুক্ত করবে। এটা তোমাদের জন্য উপদেশ। আল্লাহ খবর রাখেন তোমরা যা করো। আর যে ব্যক্তির দাসমুক্তির সামর্থ্য নেই, সে একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে ধারাবাহিকভাবে দুই মাস রোজা রাখবে। যে এতেও অক্ষম হয়, সে ষাটজন মিসকিনকে আহার করাবে। এটা এ জন্য, যাতে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো। এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি। আর কাফিরদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আজাব।”[২১৯]

---

২১৯. সুরা আল-মুজাদালা, ৫৮ : ১-৪।

রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, "তার কাছে যাও, তাকে বলো একটি দাস মুক্ত করতে।"

আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসুল, আল্লাহর কসম, তার সে সামর্থ্য নেই।"

- তাহলে সে ধারাবাহিক দুই মাস রোজা রাখবে।
- আল্লাহর শপথ, হে আল্লাহর রাসুল, তিনি তো বেশ বৃদ্ধ। রোজা রাখার সামর্থ্যও তার নেই।
- তাহলে সে যেন এক অসাক খেজুর ষাটজন মিসকিনকে খাওয়ায়।
- আল্লাহর শপথ, হে আল্লাহর রাসুল, তার এমন সামর্থ্যও নেই।
- তাহলে আমি তাকে এক আরক পরিমাণ খেজুর দিয়ে সাহায্য করব।

খাওলা ﷺ বলেন, তখন আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসুল, আমিও তাকে এক আরক খেজুর দিয়ে সাহায্য করব।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমার এ সিদ্ধান্ত যথার্থ ও উত্তম হয়েছে। এবার গিয়ে তার পক্ষ থেকে সাদাকা করে দাও। আর তোমার স্বামীর ব্যাপারে কল্যাণকামী হও।"

খাওলা ﷺ বলেন, "এরপর আমি তেমনই করলাম, যেমন রাসুলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ করেছেন।"'[২২০]

আয়িশা ﷺ বলেন, 'সকল প্রশংসা সে আল্লাহর, যিনি সকল কণ্ঠস্বর শুনতে পান অনায়াসে। খাওলা ﷺ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নিজের স্বামীর ব্যাপারে অভিযোগ করলেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর কথোপকথন আমি শুনতে পাইনি। তখন আমি ঘরের এক কোণে ছিলাম। তখন সুরা মুজাদালার প্রাথমিক আয়াতগুলো অবতীর্ণ হলো।'[২২১]

---

২২০. মুসনাদু আহমাদ : ২৬৭৭৪, সুনানু আবি দাউদ : ২২১৪।

২২১. সুনানুন নাসায়ি : ৩৪৬০, সুনানু ইবনি মাজাহ : ১৮৮।

প্রশ্নকারী পূর্ণরূপে উপকৃত হওয়ার স্বার্থে অধিক প্রশ্নে বিরক্ত হতেন না

আবু কাসির সুহাইমি ﷺ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'একবার আমি আবু জার ﷺ-কে বললাম, "আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলুন, যে আমল করলে মুমিন জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

তিনি বললেন, "আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে এ প্রশ্নটি করলে তিনি উত্তর দিলেন, "আল্লাহর প্রতি ইমান।" তারপর আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম, "ইমানের সাথে কোন আমল?"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "আল্লাহ-প্রদত্ত রিজিক হতে সামান্য হলেও দান করা।"

– যদি কারও কাছে কিছুই না থাকে?

– তাহলে সে মুখে ভালো কিছু বলবে।

– যদি সে অক্ষম হয়?

– তাহলে সে কোনো দুর্বলকে সাহায্য করবে।

– যদি সে নিজেই দুর্বল হয়, তার কিছু করার শক্তি না থাকে?

– তাহলে সে কোনো বোধহীন ব্যক্তির জন্য কাজ করে দেবে।

– যদি সে নিজেই বোধহীন হয়?

আবু জার ﷺ বলেন, এ প্রশ্নের পর রাসুলুল্লাহ ﷺ আমার দিকে তাকালেন এবং বললেন, "তুমি তো দেখছি, তোমার সাথির জন্য কল্যাণের কিছুই রাখবে না? যদি সে এমন হয়, তবে তাকে যে মানুষ কষ্ট দেয়, তাকে ক্ষমা করে দেবে।"

এরপর আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বললাম, "হে আল্লাহর রাসুল, এ কথাটি সহজ করে বললে ভালো হয়।"

এবার রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "যার হাতে আমার প্রাণ—তাঁর শপথ, যে ব্যক্তি কোনো কিছু করে আল্লাহর নিকট থাকা প্রতিদানের আশা করবে, কিয়ামতের দিন সে পুণ্যকর্ম তার হাত ধরে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।"'[২২২]

হাফিজ ইবনে হাজার رحمه الله বলেন, 'প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে মুমিনদের জন্য এ হাদিসটি উত্তম সংশোধনী। এ হাদিস থেকে আমরা শিখতে পাই, মুফতিগণ ফতোয়া দেওয়ার সময়, শিক্ষকগণ ছাত্রদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় অধিক প্রশ্ন আসলেও ধীরেসুস্থে তার জবাব দিয়ে যাবেন। এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন ও মাসআলা যত বেশিই আসুক না কেন, আর তার উত্তর যত লম্বাই হোক না কেন, ধীরেসুস্থে তাদের উত্তর দিয়ে যেতে হবে।'[২২৩]

মিম্বরে খুতবা দেওয়ার সময়ও প্রশ্নের উত্তর দিতেন

ইবনে উমর رضي الله عنه বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ মিম্বরে খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় এক লোক রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গুইসাপ খাওয়া সম্পর্কে জানতে চাইলেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ উত্তর দিলেন, "আমি এ প্রাণী খাই না এবং হারামও বলি না।"'[২২৪]

এ হাদিস থেকে বোঝা যায়, গুইসাপ খাওয়া বৈধ। কারণ, রাসুলুল্লাহ ﷺ যা হারাম বলেননি, তা হালাল। যে জিনিস খাওয়া আদতে বৈধ, সে জিনিস রাসুলুল্লাহ ﷺ না খাওয়ার কারণে হারাম হওয়া বোঝায় না। হতে পারে, রাসুলুল্লাহ ﷺ অপছন্দ করার কারণে বা অন্য কোনো কারণে গুইসাপ খেতেন না।[২২৫]

কখনো জিজ্ঞাসার জবাবে সতর্কতা অবলম্বন করতে বলতেন

উকবা বিন হারিস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত যে, 'তিনি আবু ইহাব বিন আজিজের কন্যাকে বিয়ে করলেন। তখন এক মহিলা এসে তাকে বললেন, "উকবা ও তার স্ত্রী—দুজনকে আমি দুধ পান করিয়েছি।"

---

২২২. সহিহু ইবনি হিব্বান : ৩৭৪, সহিহ লি-গাইরিহি। হাদিসটি সংক্ষিপ্তরূপে সহিহুল বুখারি (হাদিস : ২৫১৮) ও সহিহু মুসলিম (হাদিস : ৮৪)-এ এসেছে।

২২৩. ফাতহুল বারি : ৫/১৪৯।

২২৪. সহিহুল বুখারি : ৫৫৩৬, সহিহু মুসলিম : ১৯৪৩।

২২৫. তারহুত তাসরিব : ৬/৩।

উকবা ﷺ মহিলাকে বললেন, "আপনি আমাকে দুধ পান করিয়েছেন এমনটা তো আমি জানি না! আর এর আগেও আমাকে এমন কিছু আপনি বলেননি।"

অতঃপর উকবা ﷺ আবু ইহাবের পরিবারের কাছে এ তথ্যটি যাচাইয়ের জন্য লোক পাঠালেন। তারা বলল, "এ মহিলা আমাদের কন্যাকে দুধ পান করিয়েছে এমনটা আমরা জানি না।"

তারপর উকবা ﷺ বাহনে আরোহণ করে মদিনায় রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসলেন এবং এ সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জানতে চাইলেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং মুচকি হাসলেন। এরপর বললেন, "কীভাবে তুমি এ নারীর সাথে সংসার করবে, অথচ তোমাদের ব্যাপারে ভিন্ন কিছু রটে গেছে?"'[২২৬]

এরপর উকবা ﷺ সে নারীর সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ করে অন্য নারীকে বিয়ে করলেন।'[২২৭]

এ হাদিসের শিক্ষা হচ্ছে, অপবাদ ও সন্দেহ আরোপ হতে পারে—এমন সব ক্ষেত্র থেকে বিরত থাকতে হবে। বিষয়টি যদিও পরিষ্কার থাকে, তবুও এমন বিষয় থেকে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। অধিকাংশ আলিমের মত এটাই।[২২৮]

ইবনে বাত্তাল ﷺ বলেন, 'জুমহুর উলামায়ে কিরামের মতে, নবিজি ﷺ উকবা ﷺ-কে সন্দেহজনক বিষয় থেকে সতর্কতা অবলম্বনের ফতোয়া দিয়েছিলেন। তাকে সন্দেহযুক্ত বিষয় থেকে দূরে থাকতে আদেশ দিয়েছিলেন এ শঙ্কায় যে, ভবিষ্যতে হয়তো এমন কোনো দলিল বেরিয়ে আসবে যে, সত্যিই এ মহিলা তাদের দুধ পান করিয়েছে। যদিও বিষয়টি অকাট্য ও শক্তিশালী নয়, তবুও সতর্কতা অবলম্বনই শ্রেয়।'[২২৯]

---

২২৬. অর্থাৎ কী করে তুমি এমন এক নারীর কাছে যাবে, যার ব্যাপারে বলা হচ্ছে যে, সে তোমার দুধবোন? এটা তো দ্বীনদারি ও ভদ্রতার বিপরীত। দেখুন, ফাইজুল কাদির : ৫/৫৯।

২২৭. সহিহুল বুখারি : ৮৮।

২২৮. মিরকাতুল মাফাতিহ : ১০/১০৮।

২২৯. উমদাতুল কারি : ২/১০২।

অপছন্দনীয় প্রশ্নে মুখ ফিরিয়ে নিতেন, যাতে প্রশ্নকারী নিজেই চুপ হয়ে যায়

ওয়ায়িল বিন হাজরামি ﷺ বলেন, 'সালামা বিন ইয়াজিদ জুফি ﷺ রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর নবি, যদি আমাদের ওপর এমন কতক আমির কর্তৃত্ব করে, যারা নিজেদের অধিকার আমাদের কাছ থেকে চেয়ে নেয়, কিন্তু আমাদের অধিকার আদায় করতে না চায়, তবে এ ক্ষেত্রে আপনার আদেশ কী?"

এ প্রশ্নের পর রাসুলুল্লাহ ﷺ তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তিনি প্রশ্নটি আবার করলেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ এবারও তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তৃতীয়বার একই প্রশ্ন করলে রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমরা তাদের কথা শোনো ও মানো। তাদের দায়িত্ব অনাদায়ের শাস্তি তাদের ওপর আরোপিত হবে। তোমাদের দায়িত্ব অনাদায়ের শাস্তি তোমাদের ওপর আরোপিত হবে।"'[২৩০]

অর্থাৎ তাদের দায়িত্ব হচ্ছে, ন্যায় প্রতিষ্ঠা, প্রজাদের হক আদায় করা। আর তোমাদের দায়িত্ব হচ্ছে, মান্য করা ও বিপদে সবর করা।[২৩১]

রাসুলুল্লাহ ﷺ প্রশ্নকারী থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। যেন তিনি এ মাসআলাটি অপছন্দ করলেন। এ বিষয়ে মুখ খুলতে তিনি অপছন্দ করলেন। কিন্তু প্রশ্নকারী বারবার প্রশ্নটি করে গেলেন। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে আমিরের প্রতি আমাদের কর্তব্য আদায় করা। আমিরগণ যে কাজ করেন, তারা সে কাজের দায়ভার নেবেন। আর আমরা যা করি, তার দায়ভার আমাদের নিতে হবে। আমিরদের কর্তব্য হচ্ছে, তাদের দায়িত্ব আদায় করা। আর আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, আমাদের দায়িত্ব আদায় করা।

আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে, আমিরের কথা শোনা ও মানা। আর আমিরদের দায়িত্ব হচ্ছে, আমাদের মাঝে ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করা, কারও ওপর

---

২৩০. সহিহু মুসলিম : ১৮৪৬।

২৩১. তুহফাতুল আহওয়াজি : ৬/৩৬৮।

জুলুম না করা, আল্লাহর বান্দাদের ওপর আল্লাহর হদ প্রতিষ্ঠা করা, আল্লাহর জমিনে আল্লাহর শরিয়ত প্রতিষ্ঠা করা, আল্লাহর শত্রুদের সাথে জিহাদ করা।[২৩২]

এগুলো হচ্ছে আমিরদের দায়িত্ব। এগুলো তাদের নিকট শরয়িভাবে কাম্য। যদি তারা এগুলো প্রতিষ্ঠা না করেন, তবে আমরা বলতে পারব না যে, তোমরা নিজেদের দায়িত্ব আদায় করলে না, তাই আমরাও তোমাদের প্রতি থাকা আমাদের দায়িত্ব আদায় করব না। বরং আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, তাদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব আদায় করা। তাই আমরা আমিরের কথা শুনব ও মানব, তাদের সাথে জিহাদে বের হব, তাদের পেছনে জুমআ ও ইদের সালাত আদায় করব—ইত্যাদি সকল দায়িত্ব আদায় করব।[২৩৩]

বিধানের কারণ বলে দিতেন

রাসুলুল্লাহ ﷺ কখনো কখনো বিধানের কারণ বলে দিতেন, যেন প্রশ্নকারী বিধান গ্রহণ করতে পারে এবং তার উদ্দেশ্য বুঝতে পারে।

কুরআনুল কারিমের রীতিও এ রকম। কুরআনে হুকুম বর্ণনার সময় হুকুমের কারণ বলে দেওয়া হয়। যেন যেকোনো মুমিন কোনো সমস্যা ব্যতিরেকে দ্রুত তা গ্রহণ করে নিতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ

> 'লোকেরা আপনাকে হায়িজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। বলুন, "এ সময়টা কষ্টকর মহিলাদের জন্য। কাজেই ঋতুকালে স্ত্রী-সহবাস হতে বিরত থাকো এবং যে পর্যন্ত পবিত্র না হয়, তাদের নিকটবর্তী হোয়ো না।"'[২৩৪]

---

২৩২. এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট করা জরুরি। আমির যখন প্রজার ওপর জুলুম করে, তখন আমিরের আনুগত্য করার হুকুম অটুট থাকে। কিন্তু যদি আমির আল্লাহর শরিয়ত প্রতিষ্ঠা না করে, আল্লাহর শরিয়তের স্থলে অন্য কিছুকে বসায়, আমিরের মাঝে যদি কুফরে বাওয়াহ বা প্রকাশ্য কুফর দেখা দেয়, তবে মুসলিমদের ওপর আমিরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ওয়াজিব হয়ে পড়ে। (-সম্পাদক)

২৩৩. শারহু রিয়াজিস সালিহিন : ৩/৬৬৬।

২৩৪. সুরা আল-বাকারা, ২ : ২২২।

এ আয়াতে লক্ষ করুন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নবিজি ﷺ-কে বিধান বর্ণনার আগে এমন বিধান হওয়ার কারণ বর্ণনা করে দিয়েছেন।

আবার কখনো কখনো নবিজি ﷺ-ও বিধান বর্ণনার আগেই প্রশ্নকারীকে তা গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত করে নিতেন। নতুন কোনো বিধান বর্ণনার আগে কিংবা মানুষ বিস্মিত হবে—এমন বিধান বর্ণনার আগেই তিনি উপস্থিত লোকদের সামনে ভূমিকাস্বরূপ কিছু বলতেন। যাতে প্রশ্নকারী সহজে ও সন্তুষ্টচিত্তে বিধানটি গ্রহণ করে নিতে পারে।

ফতোয়া বলার ক্ষেত্রে এটি সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি। রাসুলুল্লাহ ﷺ এ পদ্ধতিটি গ্রহণ করেছেন এ আয়াতের ওপর আমল করে—

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

‘কিন্তু না, আপনার রবের শপথ, তারা মুমিন হবে না, যে পর্যন্ত না তারা তাদের বিবাদ-বিসম্বাদের মীমাংসার ভার তোমার ওপর ন্যস্ত করে, অতঃপর তোমার ফয়সালার ব্যাপারে তাদের মনে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ না থাকে, আর তারা তার সামনে নিজেদেরকে পূর্ণরূপে সমর্পণ করে।’[২৩৫]

সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস ﷺ বলেন, ‘শুকনো খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর বিক্রি বিষয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করতে শুনেছি আমি। তখন তিনি উপস্থিত লোকদের জিজ্ঞেস করলেন, “তাজা খেজুর যখন শুকিয়ে যায়, তখন কি ওজনে কমে যায়?”

উপস্থিত সাহাবিগণ উত্তর দিলেন, “জি।”

তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ এমন বিক্রয় থেকে নিষেধ করলেন।’[২৩৬]

---

২৩৫. সুরা আন-নিসা, ৪ : ৬৫।

২৩৬. সুনানু আবি দাউদ : ৩৩৫৯, সুনানুত তিরমিজি : ১২২৫, সুনানুন নাসায়ি : ৪৫৪৫, সুনানু ইবনি মাজাহ : ২২৬৪।

ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক প্রদত্ত ফতোয়াগুলোর প্রতি খেয়াল করলে দেখা যায়, তাঁর কথাটি সপ্রমাণ উপস্থাপিত। লক্ষ করলে দেখা যায়, তাঁর দেওয়া ফতোয়া বা প্রশ্নের উত্তরের মাঝে বিধানের কারণ, এ বিধান প্রদানের প্রজ্ঞা, এ বিধান শরিয়তসম্মত হওয়ার যৌক্তিকতা বর্ণিত হয়েছে।

এ হাদিসটি এমন ফতোয়াগুলোর একটি। আরেকটু পরিষ্কার করে বললে, রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জানতে চাওয়া হলো, তাজা খেজুরের বিনিময়ে শুকনো খেজুর বিক্রি বিষয়ে। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ উল্টো জিজ্ঞেস করলেন, খেজুর শুকিয়ে গেলে কি ওজনে কমে যায়? সাহাবিদের ইতিবাচক উত্তর পেয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ এমন বিক্রি নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন।

খেজুর শুকিয়ে গেলে ওজন কমে যায়, এমনটা তো রাসুলুল্লাহ ﷺ আগে থেকেই জানতেন। কিন্তু নিষিদ্ধ হওয়ার কারণের প্রতি অবহিত করার জন্য তিনি প্রশ্নটি করলেন।'[২৩৭]

কাজি ইয়াজ ﷺ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ প্রশ্নটি এ জন্য করেননি যে, তিনি বিষয়টি জানতে চেয়েছেন। খেজুর শুকিয়ে গেলে ওজন কমে যায়, এ বিষয়টা তো স্পষ্ট। কেবল জানার জন্য এটা জিজ্ঞেস করার কোনো প্রয়োজনই নেই। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর এ জিজ্ঞসা ছিল একটি শর্ত বর্ণনা করার জন্য। দ্রব্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে অনুরূপ হওয়া শর্ত। ফলে বোঝা গেল, তাজা খেজুরের বিনিময়ে শুকনো খেজুর বিক্রি করা যাবে না। কেননা, এখানে শর্ত পূরণ হয়নি। কারণ, এমন বিক্রয়-চুক্তি অনুমাননির্ভর হয়ে পড়ে।'[২৩৮]

আবু ওয়ালিদ সুলাইমান আল-বাজি ﷺ বলেন, 'কারও কাছে অজানা নয় যে, তাজা কিছু যখন শুকিয়ে যায়, তখন ওজন কমে যায়। রাসুলুল্লাহ ﷺ এমন বিক্রয় চুক্তি নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ বর্ণনা করার জন্যই প্রশ্নটি করেছিলেন। আর সেই কারণ হলো, পণ্যদ্বয় পরস্পর সমান না হওয়া। এভাবে রাসুলুল্লাহ ﷺ তাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, এখানে যেহেতু বিক্রয় নিষিদ্ধ হওয়ার সর্বসম্মত কারণ উপস্থিত আছে, তাই এ বিক্রি নিষিদ্ধ।'[২৩৯]

---

২৩৭. ইলামুল মুয়াক্কিয়িন : ৪/১২৩।

২৩৮. আওনুল মাবুদ : ৯/১৫১।

২৩৯. আল-মুনতাকা শারহুল মুয়াত্তা : ৪/২৪৩।

উমর ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একদিন সিয়াম অবস্থায় কামাসক্ত হয়ে আমি স্ত্রীকে চুমু খেলাম। এরপর নবিজি ﷺ-এর কাছে এসে বললাম, "আমি আজ এক জঘন্য কাজ করে ফেলেছি। আমি সিয়াম অবস্থায় স্ত্রীকে চুমু দিয়েছি।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তুমি যদি সিয়াম অবস্থায় পানি দিয়ে কুলি করতে, তবে কি তা জঘন্য হতো?"

আমি বললাম, "না। তাতে কোনো সমস্যা হতো না।"

এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তাহলে এ চুমুতে কোথায় অসুবিধে পেলে?"'[২৪০]

মারিজি ﷺ বলেন, 'এ হাদিস থেকে অপূর্ব একটি ফিকহি মাসআলা প্রতীয়মান হয়। কুলি করলে সিয়াম ভাঙে না। কেননা, কুলি করা মানে পানি পান করা নয়। কুলি মানে হলো মুখে পানি নিয়ে তা ফেলে দেওয়া। একে পানি পান করার ভূমিকা বলা যায়। পানি পান করা বলা যায় না। তেমনই স্ত্রীকে চুমু দেওয়া সহবাসের প্রাথমিক কাজ। এ তো সহবাস নয় যে, এতে করে সিয়াম ভেঙে যবে।'[২৪১]

ইমাম নববি ﷺ বলেন, 'চুমু দিলে যে ব্যক্তি কামনার বশবর্তী হয়ে পড়ে না, তার ক্ষেত্রে স্ত্রীকে চুমু দেওয়া হারাম নয়। কিন্তু সিয়াম অবস্থায় চুমু না দেওয়াই শ্রেয়। কিন্তু যে কামনার বশবর্তী হয়ে যাবে, বিশুদ্ধ মতানুসারে তার জন্য চুমু দেওয়া হারাম। অনেকে মাকরুহ বলেছেন। তবে এ বিষয়ে দ্বিমত নেই যে, চুমু দিলে যদি বীর্যপাত না হয়, তবে সে চুমুর কারণে সিয়াম নষ্ট হবে না।'[২৪২]

রাফি বিন খাদিজ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বললাম, "হে আল্লাহর রাসুল, আমরা আগামী দিনে শত্রুর মোকাবিলায় যাব। তখন যদি পশু জবাইয়ের জন্য আমাদের সাথে ছুরি না থাকে, তবে আমরা কী করব?"

---

২৪০. সুনানু আবি দাউদ : ৩২৮৫।

২৪১. ফাতহুল বারি : ৪/১৫২।

২৪২. ইমাম নববি ﷺ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ৭/২১৫।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "এমন বস্তু দিয়ে জবাই করবে, যা দিয়ে কাটলে রক্ত প্রবাহিত হয়। সাথে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করবে, এরপর খাবে। তবে দাঁত ও নখ দিয়ে জবাই করবে না। কেননা, দাঁত হচ্ছে হাড্ডি, আর নখ দিয়ে জবাই করা হচ্ছে হাবশাবাসীর স্বভাব।"[২৪৩_২৪৪]

এখানে লক্ষ করুন। রাসুলুল্লাহ ﷺ এ দুই বস্তু দিয়ে জবাই করা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ বর্ণনা করে বলেন, এখানে একটি হচ্ছে হাড়। আর হাড় দিয়ে জবাই করা নিষিদ্ধ—হয়তো হাড়টি নাপাক হওয়ার কারণে, অথবা মুমিন জিনদের জন্য তা নাপাক হয়ে যাওয়ার কারণে। আর নখ দিয়ে জবাই করা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হলো, তা কাফিরদের সাথে সাদৃশ্য রাখে।[২৪৫]

আব্দুল্লাহ বিন মুগাফফাল মুজানি ﷺ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ নুড়ি পাথর নিক্ষেপ[২৪৬] করা থেকে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, "কারণ এর মাধ্যমে না শিকার করা যায়, না শত্রুকে ঘায়েল করা যায়। বরং এর মাধ্যমে কারও চোখ উপড়ে যায় অথবা দাঁত ভেঙে যায়।"'[২৪৭]

▶ হাদিস থেকে বোঝা যায় :

- নুড়ি পাথর নিক্ষেপ করা নিষেধ। কেননা, সাধারণত এতে কোনো কল্যাণ নেই; বরং এতে অনিষ্ট রয়েছে।
- কিন্তু যদি এ পাথর নিক্ষেপের মাঝে কোনো কল্যাণ থাকে অথবা এর মাধ্যমে শত্রুর বিরুদ্ধে কিতাল করা যায় অথবা যদি শিকার করা যায়, তবে তা বৈধ।[২৪৮]

---

২৪৩. হাবশার অধিবাসীগণ ছাগলকে যেখান দিয়ে জবাই করে, সেখানটাতে নখ দিয়ে রক্ত ঝরায়। সবশেষে পশুটা শ্বাসরোধে মারা পড়ে।

২৪৪. সহিহুল বুখারি : ২৪৮৮, সহিহু মুসলিম : ১৯৬৮।

২৪৫. ইলামুল মুয়াক্কিয়িন : ৪/১২৪।

২৪৬. ছোট পাথর বা নুড়ি-কঙ্করজাতীয় পাথর নিয়ে তর্জনীর দুই আঙুল দিয়ে নিক্ষেপ করাকে خذف বলে। অথবা গুলতি দিয়ে বৃদ্ধাঙ্গুল ও তর্জনীর আঙুলে ধরে কঙ্কর নিক্ষেপ করাকে خذف বলে। দেখুন, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ২/১৬।

২৪৭. সহিহুল বুখারি : ৪৮৪২, সহিহু মুসলিম : ১৯৪৫।

২৪৮. ইমাম নববি ﷺ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ১৩/১০৬।

ইয়ালা বিন উমাইয়া ﷺ বলেন, 'তাবুকের যুদ্ধে আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে অংশগ্রহণ করেছি। একটি বাচ্চা উটের ওপর আমি সওয়ার হয়েছিলাম। এটিই ছিল যুদ্ধক্ষেত্রে আমার সবচেয়ে ভরসাযোগ্য কর্ম। তখন আমি একজন লোককে ভাড়া করেছিলাম। এ লোকটি আরেকজনের সাথে লড়াই শুরু করে সেখানে। তাদের একজন অপরজনের হাত কামড়ে ধরে। ইত্যবসরে অপরজন নিজের হাত টান দিয়ে কামড়ে থাকা লোকটির মুখ থেকে বের করে আনে। ফলে সে লোকটির দাঁত পড়ে যায়।

দাঁত পড়ে যাওয়া লোকটি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বিচার দিল। কিন্তু রাসুলুল্লাহ ﷺ সে বিচার নাকচ করে দিয়ে বললেন, "সে তোমার মুখে হাত দিয়ে রাখত আর তুমি উটের মতো তা চিবোতে—এমনটাই কি তোমার মনে ছিল?"'[২৪৯]

এখানে রাসুলুল্লাহ ﷺ বিচার প্রত্যাখ্যান করে দেওয়ার সুন্দর ও স্পষ্ট কারণ বর্ণনা করে দিয়েছেন। তা হচ্ছে, কেউ যদি কারও হাত কামড়ে ধরে, তখন ওই লোক তার হাত ছাড়িয়ে নিতে পারবে। এতে তার দাঁত ভেঙে গেলে যাক। কারণ, তার দাঁতটি একটি শরিয়ত অনুমোদিত কর্মের মাধ্যমে ভেঙেছে। তাই এখানে কোনো দিয়ত বা ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত হবে না।[২৫০]

ফতোয়াপ্রার্থীর অবস্থার প্রতি খেয়াল করতেন

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, 'এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে রোজা অবস্থায় স্ত্রীকে স্পর্শ করা সম্পর্কে জানতে চাইলেন। রাসুলুল্লাহ তাকে অনুমতি দিলেন।

এরপর আরেক ব্যক্তি এসে একই প্রশ্ন করলেন। রাসুলুল্লাহ তাকে নিষেধ করলেন।

যার ক্ষেত্রে অনুমতি দিয়েছিলেন, তিনি ছিলেন বৃদ্ধ। আর যাকে নিষেধ করেছেন, তিনি ছিলেন যুবক।'[২৫১]

---

২৪৯. সহিহুল বুখারি : ২২৬৬, সহিহু মুসলিম : ১৬৭৪।
২৫০. ইলামুল মুয়াক্কিয়িন : ৪/১২৪।
২৫১. সুনানু আবি দাউদ : ২৩৮৭।

এ হাদিস থেকে বোঝা যায়, রাসুলুল্লাহ ﷺ ফতোয়া দেওয়ার ক্ষেত্রে অনেক সময় বৃদ্ধ ও যুবকের মধ্যে পার্থক্য করতেন।

এ হাদিস থেকে উলামায়ে কিরাম মাসআলা বের করেছেন যে, যুবক ও যুবকের মতো যৌবনধারী পুরুষদের ক্ষেত্রে রোজা অবস্থায় স্ত্রীকে চুমু দেওয়া বা স্পর্শ করা মাকরুহ। কারণ, এমন সময় তারা উত্তেজিত হয়ে পড়ে বিধায় হারামে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। কিন্তু যাদের ক্ষেত্রে এমন আশঙ্কা নেই, তাদের জন্য মাকরুহ নয়।[২৫২]

ইমাম নববি ﵀ বলেন, 'এ বিষয়ে দ্বিমত নেই যে, যদি চুমু দিলে বীর্য না পড়ে, তবে সে চুমুতে সিয়াম বিনষ্ট হবে না।'[২৫৩]

সাহাবিরাও ফতোয়াপ্রার্থীর অবস্থা বিবেচনা করতেন

সাদ বিন উবাইদা ﵀ বলেন, 'এক ব্যক্তি ইবনে আব্বাস ﵄-এর নিকট এলেন। তাকে বললেন, "যে ব্যক্তি কোনো মুমিনকে হত্যা করে, তার জন্য তাওবার সুযোগ আছে কি?"

ইবনে আব্বাস ﵄ বললেন, "না। তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত।"

এ ব্যক্তি চলে গেলে তার ছাত্ররা প্রশ্ন করলেন, "আপনি তো আমাদের ভিন্ন ফতোয়া দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, কোনো মুমিনকে হত্যা করলেও হত্যাকারী মুমিনের তাওবা কবুল হয়। কিন্তু আজ কেন ভিন্ন ফতোয়া দিলেন?"

ইবনে আব্বাস ﵄ বললেন, "আমার ধারণা, এ লোকটি রাগের বশবর্তী হয়ে কোনো মুমিনকে হত্যা করতে উদ্যত (তাই ফতোয়া জানতে এসেছিল)।"

এ কথা শুনে ছাত্ররা লোকটির পিছু নিল এবং সত্যিসত্যিই তাকে এমন কর্মে উদ্যত পেল।'[২৫৪]

---

২৫২. মাজমুউ ফাতাওয়া বিন বাজ : ১৫/৩১৫।
২৫৩. ইমাম নববি ﵀ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ৭/২১৫।
২৫৪. ইমাম নববি ﵀ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ৭/২১৫।

জিজ্ঞাসিত বস্তু সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাইতেন

আবু মুসা ﷺ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাকে ইয়ামান পাঠালেন। আমি তখন বললাম, "হে আল্লাহর রাসুল, অনেক ধরনের পানীয় আছে সেখানে। কোনটা পান করব, আর কোনটা থেকে বিরত থাকব?"

রাসুলুল্লাহ ﷺ জানতে চাইলেন, "কী কী ধরনের পানীয়?"

আমি বললাম, "বিতউ ও মিজর।"

রাসুলুল্লাহ বললেন, "বিতউ ও মিজর কী?"

আমি বললাম, "বিতউ মধু থেকে তৈরি হয়, আর মিজর তৈরি হয় ভুট্টা থেকে।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ আবার জানতে চাইলেন, "এ পানীয়তে নেশা হয় কি?"

আমি বললাম, "জি।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "নেশাজাতীয় কিছু পান করবে না। আমি প্রত্যেক নেশাজাতীয় বস্তু হারাম ঘোষণা করেছি।"'[২৫৫]

জিজ্ঞাসিত বস্তুর স্বরূপ ও প্রকৃতি জানতে চাইতেন

আওফ বিন মালিক আশজায়ি ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা জাহিলি যুগে ঝাড়ফুঁক করতাম। এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জানতে চেয়ে আমরা বললাম, "হে আল্লাহর রাসুল, এ বিষয়ে আপনি কী বলেন?"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমাদের ঝাড়ফুঁকের ধরন আমার সামনে উপস্থাপন করো। যদি তোমাদের ঝাড়ফুঁকে কোনো শিরক না থাকে, তবে তাতে কোনো সমস্যা নেই।"'[২৫৬]

---

২৫৫. সুনানুন নাসায়ি : ৫৬০৩। সংক্ষেপে এসেছে , সহিহুল বুখারি : ৪৩৪৩, সহিহ মুসলিম : ১৭৩৩।

২৫৬. সহিহ মুসলিম : ২২০০।

জাবির বিন আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাদের ঝাড়ফুঁক থেকে নিষেধ করলেন। এরপর আমর বিন হাজম ﷺ-এর পরিবার রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, "ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমরা বিচ্ছুর কামড় দিলে একপ্রকার ঝাড়ফুঁক করি। আর আপনি ঝাড়ফুঁক থেকে নিষেধ করেছেন।" এ কথা বলে তারা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে ঝাড়ফুঁক করে দেখাল।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "আমি কোনো সমস্যা দেখছি না। তোমাদের কেউ তার ভাইয়ের উপকার করতে পারলে, সে যেন তা করে।"'[২৫৭]

ইমাম নববি ﷺ বলেন, '(রাসুলুল্লাহ ﷺ ঝাড়ফুঁক নিষিদ্ধ করেছিলেন)—উলামায়ে কিরাম এর কয়েকটি উত্তর দিয়েছেন।

১. ঝাড়ফুঁক প্রথমে নিষিদ্ধ করেছিলেন। অতঃপর নিষেধাজ্ঞা রহিত করে তার অনুমতি দিয়েছেন।

২. নিষেধাজ্ঞা মূলত অজানা রুকইয়া সম্পর্কে ছিল।

৩. নিষেধাজ্ঞা মূলত সে লোকদের জন্য, যারা বিশ্বাস করে যে, রুকইয়া নিজেই প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং উপকার করতে পারে, যেমনটা জাহিলি যুগের মানুষের বিশ্বাস ছিল।'[২৫৮]

ইবনে হাজার ﷺ বলেন, 'আলিমদের মাঝে ইজমা রয়েছে যে, ঝাড়ফুঁক জায়িজ হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত পূরণ করা বাধ্যতামূলক। যথা :

১. তা আল্লাহর কালাম, আল্লাহর নাম ও গুণবাচক নামসমূহের মাধ্যমে করতে হবে।

২. আরবি ভাষায় করতে হবে; অথবা অন্য ভাষায় হলে স্পষ্ট অর্থ বোঝা যেতে হবে।

৩. এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, ঝাড়ফুঁক নিজে থেকে কোনো প্রভাব ফেলতে পারে না; বরং আল্লাহই মূল আরোগ্য দানকারী।'[২৫৯]

---

২৫৭. সহিহু মুসলিম : ২১৯৯।

২৫৮. ইমাম নববি ﷺ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ১৪/১৬৮।

২৫৯. ফাতহুল বারি : ১০/১৯৫।

প্রশ্নকারীদের জন্য যথাসম্ভব সহজ পন্থাটিই বেছে নিতেন

আব্দুল্লাহ বিন আমর ﷺ বলেন, 'আমি দেখলাম, জামরার নিকট রাসুলুল্লাহ ﷺ থেকে বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হচ্ছে। তখন এক ব্যক্তি বললেন, "ইয়া রাসুলাল্লাহ, পাথর নিক্ষেপের আগেই আমি কুরবানির পশু জবাই করে ফেলেছি।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "সমস্যা নেই, তুমি এখন পাথর নিক্ষেপের কার্যক্রম সম্পন্ন করে নাও।"

আরেকজন বললেন, "ইয়া রাসুলাল্লাহ, পশু জবাইয়ের আগেই আমি মাথা মুণ্ডন করে ফেলেছি।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "সমস্যা নেই, তুমি পশু জবাই করে নাও।"

এভাবে হজের বিধান পালনে আগপিছ করা সম্পর্কে যত প্রশ্ন করা হয়েছে, প্রত্যেকটির জবাবে তিনি বললেন, "সমস্যা নেই, তুমি পরের কাজটি করে নাও।"'[২৬০]

জাবির বিন আব্দুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, 'মক্কা-বিজয়ের দিন এক ব্যক্তি দাঁড়ালেন এবং বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল, আপনার হাতে আল্লাহ মক্কা-বিজয় দিলে বাইতুল মাকদিসে দুই রাকআত সালাত পড়ব বলে মানত করেছিলাম আমি।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "এখানে আদায় করে নাও।"

লোকটি প্রশ্নটি আবার করলেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ আবারও বললেন, "এখানে আদায় করে নাও।"

তৃতীয়বার একই প্রশ্ন করলে রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "এখন তুমি যা মানত করেছিলে, তা-ই পূরণ করো (অর্থাৎ বাইতুল মাকদিসে গিয়ে সালাত পড়ো)।"'[২৬১]

---

২৬০. সহিহুল বুখারি : ১২৪, সহিহু মুসলিম : ১৩০৬।
২৬১. সুনানু আবি দাউদ : ৩৩০৫।

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর মানহাজ ছিল এমনই। তিনি সবচেয়ে সহজ পন্থাটা বাতলে দিতেন সাহাবিদের। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন : (وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ) 'আমি আপনার জন্য দ্বীন পালন করা সহজতর করে দেবো।'[২৬২] অর্থাৎ আমি কল্যাণের কাজ করা ও কল্যাণের কথা বলা সহজ করে দেবো। আপনার জন্য সহজ, সুন্দর ও অটল শরিয়ত প্রদান করব। যার মাঝে থাকবে না কোনো বক্রতা, সমস্যা ও কাঠিন্য।[২৬৩]

আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, 'দ্বীন সহজ। দ্বীনের ইবাদতসমূহ আদায় করা কারও জন্য কষ্টকর নয়; বরং তা সহজ ও অনায়াসে পালনযোগ্য।'[২৬৪]

আবু উমামা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'আমি বদান্যপূর্ণ ও একনিষ্ঠ দ্বীন নিয়ে প্রেরিত হয়েছি।'[২৬৫]

আয়িশা ﷺ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে দুটো বিষয়ের একটি বেছে নেওয়ার সুযোগ দিলে গুনাহ না হয়ে থাকলে তিনি তুলনামূলক সহজটা বেছে নিতেন। আর যদি কোনোটি গুনাহ হতো, তবে সে জিনিস থেকে তিনি সবচেয়ে বেশি দূরে থাকতেন।'[২৬৬]

উম্মাহর জন্য সবচেয়ে উপকারী বিষয়টি বাছাই করতেন

আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাদের মিরাজের রাতের কথা বললেন। তিনি বললেন, "আমি মুসা ﷺ-কে দেখলাম। তিনি চিকন অবয়ববিশিষ্ট একজন মানুষ। যেন শানুআ গোত্রের কোনো লোক। ইসা ﷺ-কে দেখলাম। তিনি মাঝারি গড়নের মানুষ। খাটোও নন, আবার লম্বাও নন। গায়ের রং লালচে। দেখে মনে হলো, যেন এইমাত্র গোসলখানা থেকে বের হয়ে এলেন। আর ইবরাহিম ﷺ-এর সন্তানদের মাঝে তার সাথে সবচেয়ে বেশি মিলযুক্ত পেলাম আমাকে।

---

২৬২. সুরা আল-আলা, ৮৭ : ০৮।

২৬৩. তাফসিরু ইবনি কাসির : ৮/৩৭২।

২৬৪. সহিহুল বুখারি : ৩৯, সহিহু মুসলিম : ২৮১৬।

২৬৫. মুসনাদু আহমাদ : ২১৭৮৮।

২৬৬. সহিহুল বুখারি : ৩৫৬০, সহিহু মুসলিম : ২৩২৭।

এরপর দুটি পাত্র আনা হলো আমার সামনে। একটিতে দুধ, অপরটিতে মদ। বলা হলো, যে পাত্র থেকে ইচ্ছে পান করুন। আমি দুধের বাটি নিয়ে পান করলাম। তখন বলা হলো, "আপনি ফিতরাত (সঠিক স্বভাব) গ্রহণ করেছেন। যদি আপনি মদের পাত্র বেছে নিতেন, তবে আপনার উম্মত গোমরাহ হয়ে যেত।"'[২৬৭]

অপারগদের জন্য বিধানে ছাড় দিতেন

আয়িশা ﵂ বলেন, 'মুজদালিফার রাতে সাওদা ﵂ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে তাঁর পূর্বে এবং মানুষের ভিড় হওয়ার আগেই মিনার দিকে রওনা হওয়ার অনুমতি চাইলেন। সাওদা ﵂-এর শরীর ভারী ছিল। ধীরগতির মহিলা ছিলেন তিনি। রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁকে অনুমতি দিলেন। তিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আগেই বেরিয়ে গেলেন। আর আমরা সকাল পর্যন্ত সেখানে রয়ে গেলাম। অতঃপর পরবর্তী দিন রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে রওনা হলাম। যদি আমি সাওদা ﵂-এর মতো রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ থেকে অনুমতি চেয়ে নিতাম, তবে সেটাই আমার জন্য অধিক স্বস্তির হতো।'[২৬৮]

আব্দুল্লাহ বিন উমর ﵄ বলেন, 'আব্বাস ﵁ হাজিদের পানি পান করানোর জন্য মিনার রাতগুলো মক্কায় কাটাতে চাইলেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে অনুমতি দিলেন।'[২৬৯]

প্রশ্নকারীর অনুরোধে সম্ভবপর ক্ষেত্রে ছাড় দিতেন

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ﵄ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা মক্কাকে হারাম করেছেন। আমার পূর্বে কারও জন্য তা হালাল ছিল না এবং আমার পরেও কারও জন্য তা হালাল করা হবে না। তবে আমার জন্য একটি দিনের কিছু সময়ের জন্য হালাল করা হয়েছিল। সুতরাং এখানকার ঘাস কাটা যাবে না। গাছ উপড়ানো যাবে না। এখানকার কোনো পশু শিকার করা যাবে

---

২৬৭. সহিহুল বুখারি : ৩৩৯৪, সহিহু মুসলিম : ১৬৮।
২৬৮. সহিহুল বুখারি : ১৬৮০, সহিহু মুসলিম : ১২৯০।
২৬৯. সহিহুল বুখারি : ১৬৩৪, সহিহু মুসলিম : ১৩১৫।

না। এখান থেকে অন্যের কোনো পড়ে থাকা বস্তু ওঠানো যাবে না, তবে মালিকের নিকট পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে উঠাতে পারবে।

আব্বাস ﷺ বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল, ইজখির[২৭০] ব্যতীত। কারণ, তা গহনা তৈরিতে ও কবরের জন্য প্রয়োজন হয়।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "ঠিক আছে ইজখির ব্যতীত।"'[২৭১]

ইমাম নববি ﷺ বলেন, '(ইজখির ব্যতীত) : রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর এ বাক্যটির ব্যাখ্যা হচ্ছে, হয়তো বাদ দেওয়ার আবেদনের সময় তাঁর নিকট ওহি এসেছে, ফলে তিনি এ উদ্ভিদকে বাদ দিয়েছেন। অথবা তাঁর নিকট প্রথমেই ওহি এসেছিল যে, যদি কেউ কোনো কিছু বাদ রাখার আবেদন করে, তবে তিনি যেন বাদ দেন। অথবা তিনি পুরো বিষয়টিতে ইজতিহাদ করেছেন। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।'[২৭২]

▶ হাদিস থেকে বোঝা যায় :

- রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য (কাবাকে কিছু সময়ের জন্য তাঁর জন্য হালাল করা) জানা যায়।
- শরিয়তের কল্যাণের উদ্দেশ্যে আলিমকে সংশোধন করে দেওয়া জায়িজ আছে। কোনো সমাবেশস্থলে সংশোধন করতে হলেও তা করা জায়িজ।
- আব্বাস ﷺ-এর বিশেষ মর্যাদা ছিল নবিজি ﷺ-এর কাছে।
- মক্কার প্রতি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর বিশেষ তত্ত্বাবধান।
- মক্কা থেকে মদিনাতে হিজরতের ফরজ বিধান রহিত হওয়া এবং কিয়ামত পর্যন্ত কুফরের রাষ্ট্র থেকে ইসলামি রাষ্ট্রে হিজরতের হুকুম বলবৎ থাকা।[২৭৩]

---

২৭০. ইজখির হচ্ছে, একপ্রকার সুগন্ধি উদ্ভিদ।
২৭১. সহিহুল বুখারি : ১৩৪৯, সহিহু মুসলিম : ১৩৫৩।
২৭২. ইমাম নববি ﷺ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ৯/১২৭।
২৭৩. ফাতহুল বারি : ৪/৫০।

ছাড়ের সুযোগ না থাকলে স্পষ্ট বলে দিতেন

ইবনে উম্মে মাকতুম ﷺ থেকে বর্ণিত, 'তিনি নবিজি ﷺ-এর কাছে আবেদন করলেন, "হে আল্লাহর রাসুল, আমার দৃষ্টিশক্তিতে সমস্যা। ঘরও অনেক দূরে। আমার পথনির্দেশকও আমার অনুগত নয়। আমার জন্য কি ঘরে সালাত পড়ার ছাড় আছে?"

রাসুলুল্লাহ ﷺ উত্তর দিলেন, "তুমি কি ঘর থেকে আজান শুনতে পাও?"

তিনি বললেন, "জি।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তাহলে তোমার জন্য কোনো ছাড় দেখছি না।"'[২৭৪]

এই হাদিস থেকে প্রমাণিত হয়, জামাআতের সাথে সালাত পড়া ওয়াজিব। যদি জামাআতে সালাত পড়া মুসতাহাব পর্যায়ের হতো, তাহলে সমস্যা ও দুর্বলতায় পতিত লোকদের জন্য জামাআতহীন সালাত পড়াই অধিক উত্তম ও অগ্রগণ্য হতো। ইবনে উম্মে মাকতুম ﷺ-এর অবস্থাও তেমনই ছিল। কিন্তু তিনি জামাআত ছাড়ার অনুমতি পাননি।[২৭৫]

প্রশ্নের উত্তরে বৈধ বিকল্পের কথা বলে দিতেন

অনেক সময় এমন বস্তুর বিষয়ে জিজ্ঞাসা আসে, যেটি সম্পর্কে নিষেধ করতে হয়। অন্যদিকে নিষিদ্ধ সে বস্তুর প্রয়োজনও থেকে যায়। এ অবস্থায় মুফতি আলিমের দ্বীনি বুঝ ও নাসিহার নিদর্শন হচ্ছে, সে মুফতি ও আলিম হারাম হওয়ার বিধান বর্ণনার সাথে সাথে বিকল্প বৈধ বস্তুটির কথা বলে দেবেন। এতে হারামের দরোজা বন্ধ হয়ে প্রশ্নকর্তার সামনে খুলবে বৈধতার দরোজা। ফলে হারাম বস্তু থেকে বেঁচে থাকা সহজ হবে।

এমন মুফতি ও আলিমের সাদৃশ্য দেওয়া যায় কল্যাণকামী ডাক্তারের সাথে। একজন কল্যাণকামী ডাক্তার রোগীকে খারাপ ও বর্জনীয় বিবিধ বিষয় বলার সাথে সাথে উপকারী বিষয়াদিও বলে দেয়।

---

২৭৪. সুনানু আবি দাউদ : ৫৫২, সুনানুন নাসায়ি : ৮৫১, সুনানু ইবনি মাজাহ : ৭৯২। প্রায় একই রকম হাদিস আবু হুরাইরা ﷺ-এর বর্ণনায় সহিহ মুসলিমে রয়েছে, হাদিস নং ৬৫৩।

২৭৫. আওনুল মাবুদ : ২/১৮০।

ফাইরুজ দাইলামি ﷺ বলেন, 'আমরা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলাম। তাঁকে বললাম, "হে আল্লাহর রাসুল, আপনি কি জানেন, আমরা কে, আমাদের আবাস কোথায়, আমরা কার কাছে এসেছি?"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের কাছে এসেছ তোমরা।"

আমরা বললাম, "হে আল্লাহর রাসুল, আল্লাহ্ তাআলা মদ হারামের বিধান নাজিল করেছেন। আর আমরা আঙুরচাষী। এখন আমরা আঙুর দিয়ে কী করব?"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমরা আঙুরকে কিশমিশ বানাবে।"

আমরা জিজ্ঞেস করলাম, "কিশমিশ দিয়ে আমরা কী করব?"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "শরবত তৈরির জন্য তোমরা সকালে কিশমিশ ভিজিয়ে রাতে পান করবে। রাতে কিশমিশ ভিজিয়ে সকালে শরবত করে পান করবে।"

তখন আমি বললাম, "আমরা কি পানি গাঢ় হয়ে নেশা আসা পর্যন্ত কিশমিশ ভিজিয়ে রাখতে পারব?"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, (বেশি সময় ধরে রাখতে হলে) মটকা-কলসিতে ভেজাবে না; বরং চামড়ার মশকে ভেজাবে। কারণ, তাতে দেরি হলেও (মদ হবে না, বরং) সিরকা হবে।"'[২৭৬]

'আপনি জানেন আমরা কার কাছে এসেছি?'—এর জবাবে রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের কাছে।" এর অর্থ হলো, তোমরা আল্লাহ ও রাসুলের কাছ থেকে আসা বাণী অনুসারে আমল করবে এবং সেগুলোকে নিজেদের জন্য আবশ্যক করে নেবে।[২৭৭]

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর প্রখ্যাত সাহাবি ইবনে আব্বাস ﷺ-ও এ ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন।

---

২৭৬. সুনানু আবি দাউদ : ৩৭১০, সুনানুন নাসায়ি : ৫৭৩৬।
২৭৭. আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ কৃত শারহু সুনানি আবি দাউদ : ২৫/৪১৯।

সাইদ বিন আবুল হাসান ﷺ বলেন, 'আমরা ইবনে আব্বাস ﷺ-এর নিকট ছিলাম। তখন এক লোক তাঁর কাছে এসে বলল, "ইবনে আব্বাস, আমি হাতে শিল্প তৈরি করে জীবিকার ব্যবস্থা করি। ছবিও তৈরি করি।"

ইবনে আব্বাস ﷺ বললেন, "আমি তোমাকে বেশি কিছু বলব না। কেবল রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর মুখে শোনা কিছু কথা বলব তোমায়। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কেউ ছবি তৈরি করলে সে ছবিতে প্রাণ ফুঁকে দেওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তাকে আজাব দেবেন। আর কেউই নিজের তৈরি ছবিতে কখনো প্রাণ ফুঁকে জীবিত করতে পারবে না।"

ইবনে আব্বাস ﷺ-এর কথা শুনে লোকটি বেশ ভীত-সন্ত্রস্ত হলো। তার মুখ হলুদবর্ণ ধারণ করল।

তখন ইবনে আব্বাস ﷺ বললেন, "তোমার ধ্বংস হোক! তুমি যদি ছবি তৈরির কাজ ছাড়তে না-ই চাও, তবে গাছপালা এবং যেসব জিনিসের প্রাণ নেই, তার ছবি তৈরি করতে পারো।'[২৭৮]

সঠিক জবাবের ইলহামের জন্য আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করতেন

যখন কোনো মুফতি বা আলিমের নিকট কোনো প্রশ্ন আসলে উত্তর দিতে সমস্যা হয়, তখন এক আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা উচিত। আল্লাহই হলেন অন্তরকে হিদায়াত-দানকারী, সঠিকতার জ্ঞান-দানকারী, কল্যাণের শিক্ষাদাতা। যখন আল্লাহর দরোজায় করাঘাত করা হয়, তখন তাওফিকের ফোয়ারা বইতে থাকে।

'এক সাহাবি নবিজি ﷺ-এর কাছে জানতে চাইলেন, "যদি কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে অন্য কোনো ব্যক্তিকে পায় আর এ ব্যক্তি অন্যদের নিকট এ বিষয়ে কথা বলে, তবে কি আপনারা তাকে বেত্রাঘাতের শাস্তি দেবেন? যদি লোকটিকে সে ব্যক্তি হত্যা করে, তবে কি আপনারা তাকে (হদস্বরূপ) হত্যা করবেন? নাকি লোকটি এসব কিছুই না করে ক্ষোভ পুষে চুপ করে থাকবে?"

---

২৭৮. সহিহুল বুখারি : ২২২৫, সহিহু মুসলিম : ২১১০।

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "হে আল্লাহ, বিষয়টি খোলাসা করুন।" আর এভাবে তিনি দোয়া করতে থাকলেন। তখন আল্লাহ তাআলা লিআনের আয়াত নাজিল করলেন।'[২৭৯]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দোয়ার অর্থ হচ্ছে, আমাদের জন্য এ বিষয়ের হুকুম বর্ণনা করুন।[২৮০]

সাইমারি ﵀ ও অন্য আলিমগণ ফতোয়ার আদবের বর্ণনায় বলেন, 'যখন কেউ ফতোয়া চাইতে আসে, তখন মুফতির উচিত আল্লাহর নিকট দোয়া করা।'[২৮১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অন্যতম দোয়া ছিল—সালামা বিন আবদুর রহমান বিন আওফ ﵀ বলেন, 'আমি উম্মুল মুমিনিন আয়িশা ﵂-কে প্রশ্ন করলাম, "রাসূলুল্লাহ ﷺ কিয়ামুল লাইলের সালাত কী বলে শুরু করতেন?"

তিনি উত্তর দিলেন, "রাতের বেলা যখন তিনি সালাতে দাঁড়াতেন, তখন সালাতের আগে বলতেন :

> اللهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
>
> "জিবরাইল, মিকাইল, ইসরাফিলের রব, আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্যের সবকিছুর জ্ঞানী হে আল্লাহ, আপনি আপনার বান্দাদের মাঝে ফয়সালা করেন তাদের বিবাদমান বিষয়ে। আমাকে তাদের বিবাদমান বিষয়ে সত্যের পথ দেখান। নিশ্চয়ই আপনি যাকে ইচ্ছে, তাকে সঠিক পথ দেখিয়ে থাকেন।'[২৮২]

---

২৭৯. সহিহ মুসলিম : ১৪৯৫।

২৮০. ইমাম নববি ﵀ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ১০/১২৮।

২৮১. নববি ﵀ কৃত আদাবুল ফাতাওয়া ওয়াল মুফতি ওয়াল মুসতাফতি : ১/৪৯।

২৮২. সহিহ মুসলিম : ৭৭০।

তাওবা করতে আসা প্রশ্নকারীর প্রতি কঠোর হতেন না

আবু হুরাইরা ﵁ বলেন, 'এক লোক নবিজি ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, "আমি ধ্বংস হয়ে গেছি, হে আল্লাহর রাসুল!"

- কী তোমাকে ধ্বংস করল?

- রমাজানের রোজা অবস্থায় আমি স্ত্রীর সাথে সংগম করেছি।

- গোলাম মুক্ত করার মতো তোমার কি সামর্থ্য আছে?

- না।

- তবে কি তুমি দুই মাস ধারাবাহিক রোজা রাখতে পারবে?

- না।

- তবে কি তোমার ষাটজন মিসকিনকে খাওয়ানোর সামর্থ্য আছে?

- না।

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর লোকটি কিছুক্ষণ বসে থাকলেন। ওদিকে রাসুলুল্লাহ ﷺ এক আরক[২৮৩] খেজুর নিয়ে এলেন। লোকটিকে বললেন, "এগুলো সাদাকা করে দাও।"

এবার লোকটি বললেন, "আমাদের চাইতে দরিদ্র কেউ আছে নাকি? কোনো ঘরের অধিকারী আমাদের চাইতে অধিক অভাবী নয়।"

এবার রাসুলুল্লাহ ﷺ হেসে ফেললেন। এতে তাঁর কর্তনদন্ত পর্যন্ত দেখা গেল। তিনি বললেন, "যাও, তোমার পরিবারকেই তবে খেতে দাও।"'[২৮৪]

ইবনে হাজার ﵀ বলেন, 'এ সাহাবির অপরাধ জানা সত্ত্বেও রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে শাস্তি দেননি। কারণ, অপরাধ করে সাহাবি নিজেই ফতোয়া জানতে এসেছেন, করণীয় জানতে এসেছেন। এটি প্রমাণ করে যে, সাহাবি আগেই

---

২৮৩. নববি ﵀ বলেন, ফকিহদের মতে, এক আরকে ১৫ সা' ধরে, যা পরিমাণে ৬০ মুদের সমান। আর ৬০ মুদ ষাটজন মিসকিনকে খাওয়ানোর জন্য যথেষ্ট। দেখুন, ইমাম নববি ﵀ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ৭/২২৬।

২৮৪. সহিহুল বুখারি : ১৯৩৬, সহিহু মুসলিম : ১১১১।

লজ্জিত হয়েছেন নিজ অপরাধের কারণে। তিনি আগেই তাওবা করেছেন। যদি তাকে শাস্তি দেওয়া হতো, তবে তা ফতোয়া জানতে চাওয়ার ক্ষেত্রে বাধা হতো। অথচ ফতোয়া জানতে না চাওয়ার অর্থ অকল্যাণ ত্বরান্বিত হওয়া। তাই তার ফতোয়া জিজ্ঞাসা করাটাই তাকে শাস্তি না দেওয়ার যথার্থ কারণ।'[২৮৫]

▶ হাদিস থেকে শিক্ষা

- শিক্ষার্থীর প্রতি সহানুভূতিশীল হতে হবে। সাধারণ মানুষ ও ছাত্রদের শেখানোর সময় কোমল আচরণের সাথে শেখাতে হবে, দ্বীনি সৌহার্দ্যের সাথে শেখাতে হবে।
- ইবাদতে সহযোগী হওয়া ও একজন মুসলিমকে গুনাহ থেকে পরিশুদ্ধ করার চেষ্টা করা।
- কেউ অভাবে থাকলে তাকে দান করে তার সহযোগী হওয়া।

রাসুলুল্লাহ ﷺ হেসেছেন কেন? কেউ বলেন, লোকটির অবস্থার পরিবর্তনই তাঁর হাসার কারণ। কারণ, প্রথমত লোকটি পাপের কারণে ভয়ার্ত অবস্থায় রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসলেন। এ পাপমোচনে যতটুকু পারেন নিজেকে তিনি বিলিয়ে দেবেন—এই ছিল তার পণ। কিন্তু নিজের অভাব মোচনের একটা সুযোগ দেখে তিনি কাফফারার খেজুরগুলো নিজেই গ্রহণ করতে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আরজি পেশ করলেন। তার অবস্থার এ পরিবতর্নের কারণে রাসুলুল্লাহ ﷺ হেসে দিলেন।

আবার কেউ কেউ বলেন, 'সাহাবির বলা কথাগুলো একেকটা স্তর ধরে এগুচ্ছিল। তার কথাগুলো বলার ভঙিমা সুন্দর ছিল। তার ওপর সাহাবি সুন্দর সম্ভাষণে কথাগুলো বলছিলেন। এভাবে মাধ্যম ধরে ধরে নিজের উদ্দিষ্ট স্থানে গিয়ে পৌঁছান তিনি। এ কারণে রাসুলুল্লাহ ﷺ হাসলেন।'[২৮৬]

সালামা বিন সাখর আনসারি رضي الله عنه বলেন, 'স্ত্রী সংগমের প্রতি অন্য সবার তুলনায় আমি বেশি আসক্ত ছিলাম। তাই রমাজান শেষ হওয়া পর্যন্ত আমি

---

২৮৫. ফাতহুল বারি : ৪/১৬৫।

২৮৬. ফাতহুল বারি : ৪/১৭১।

স্ত্রীর সাথে জিহার করলাম, যেন রমাজানের রাতেও মিলন থেকে মুক্ত থাকতে পারি। কারণ, রাতে মিলিত হলে তা দিন পর্যন্ত গড়াতে পারে। আর (দিন শুরু হয়ে গেলে) আলাদা হয়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

রমাজানের এক রাতে আমার স্ত্রী আমার সেবা করছিল। তখন হঠাৎ করেই তার শরীরের একাংশ উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। ফলে আমি তার ওপর ঝাঁপিড়ে পড়লাম।

সকালবেলা আমি গোত্রের লোকদের কাছে গেলাম। তাদের সামনে বিষয়টা বললাম। তাদের বললাম, "আমার সাথে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসো। তাঁকে আমার বিষয়টি জানাও।"

কিন্তু তারা বলল, "না, আল্লাহর কসম, আমরা যাব না। আমরা ভয় পাচ্ছি, পাছে আমাদের ব্যাপারে কুরআন নাজিল হয়ে যায় অথবা রাসুলুল্লাহ ﷺ যদি আমাদের লজ্জার কোনো কথা বলে বসেন। তার চেয়ে বরং তুমি একাই যাও এবং তোমার যা করণীয়, তা করে এসো।"

সাখার ﷺ বলেন, "এরপর আমি একাই রওনা হলাম। অতঃপর রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পৌঁছে তাঁকে আমার বিষয়টি বললাম।"

তিনি বললেন, "তুমি কি এমন করেছ?"

- জি, আমি এমন করেছি।

- তুমি এই কাজ করেছ?

- জি, আমি এই কাজ করেছি।

- তুমিই এমনটা করলে?

- জি, আমিই এরূপ করেছি। এখন আমি আপনার সামনে। আমার ওপর আল্লাহর বিধান প্রয়োগ করুন। আমি তার ওপর ধৈর্যধারণ করব।

এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "একটি দাস মুক্ত করো।"

আমি নিজের ঘাড়ের ওপর এক হাত দিয়ে প্রহার করে বললাম, "যে সত্তা আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন—তাঁর শপথ করে বলছি, নিজের সত্তা ছাড়া কোনো দাসের ওপর আমার মালিকানা নেই।

এবার রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "দুই মাস রোজা রাখো।"

আমি বললাম, "আল্লাহর রাসুল, আজ যে অপরাধে আমি অপরাধী, তা তো রোজা রাখা অবস্থাতেই হয়েছে।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তাহলে ষাটজন মিসকিনকে খানা খাওয়াও।"

আমি বললাম, "যে সত্তা আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন—তাঁর শপথ করে বলছি, গতরাত আমি ও আমার পরিবার অনাহারে কাটিয়েছি। রাতের খাবার জোটেনি।"

এ কথা শুনে রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "বনি জুরাইকের সাদাকা উত্তোলনকারীর কাছে যাও। তাকে বলো, সে যেন তোমাকে বনি জুরাইকের সাদাকাগুলো দিয়ে দেয়। সেখান থেকে তুমি এক অসাক দিয়ে ষাটজন মিসকিনকে খাওয়াবে। বাকিটা দিয়ে তোমার ও তোমার পরিবারের অভাব মেটাও।"

সাখার رضي الله عنه বলেন, "এরপর আমি নিজ গোত্রের কাছে ফিরে আসলাম এবং তাদের বললাম, "তোমাদের কাছে আমি মন্দ আচরণ পেয়েছি। তোমরা আমাকে মন্দ পরামর্শ দিয়েছিলে। আর নবিজি ﷺ-এর কাছে আমি পেয়েছি প্রশস্ততা ও প্রবৃদ্ধি। তিনি আমাকে তোমাদের সাদাকা গ্রহণ করতে বলেছেন। তাই তোমরা সাদাকাগুলো আমায় দাও। এ কথা বলার পর তারা আমাকে তাদের সাদাকাগুলো দিয়ে দিল।"'[২৮৭]

তাঁর অনুসরণীয় আদর্শ হওয়ার ব্যাপারটি স্পষ্ট করে দিতেন

আয়িশা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবিজি ﷺ একটি কাজ করলেন এবং অন্যদেরও তা করার জন্য অনুমতি দিলেন। তা সত্ত্বেও একদল লোক কাজটি করা থেকে বিরত থাকল। বিষয়টি নবিজি ﷺ জানতে পারলে তিনি

২৮৭. সুনানু আবি দাউদ : ২২১৩, সুনানুত তিরমিজি : ৩২৯৯, সুনানু ইবনি মাজাহ : ২০৬২।

খুতবা দিতে দাঁড়ালেন। প্রথমেই আল্লাহর প্রশংসা করলেন। এরপর বললেন, "একদল লোকের কী হলো যে, আমি যে কাজটি করেছি, তারা সে কাজটি থেকে বিরত থাকছে? আল্লাহর কসম, আমি আল্লাহ্ সম্পর্কে বেশি জানি এবং আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় করি।"'[২৮৮]

সহিহ মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, 'একদল লোকের কী হলো যে, তারা সে কাজ থেকে বিরত থাকে, যে বিষয়ে আমাকে ছাড় দেওয়া হয়েছে? আল্লাহর কসম, আমি আল্লাহ্ সম্পর্কে বেশি জানি এবং আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় করি।'

এ হাদিসে উৎসাহিত করা হয়েছে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণের প্রতি। নিষেধ করা হয়েছে ইবাদতে অতিরঞ্জন করা থেকে। বৈধ বিষয়ে বৈধতার প্রতি সন্দেহ করে তা থেকে বিরত থাকার কারণে নিন্দা করা হয়েছে।

আরও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলার নিকটবর্তী ও প্রকৃত আল্লাহভীরু সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী আমল করে। নিজের মনগড়া এবং অনাদিষ্ট আমল করে কেউ আল্লাহর নিকটবর্তী বা আল্লাহভীরু হতে পারে না।[২৮৯]

আনাস বিন মালিক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, 'তিনজন লোক রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীদের বাড়িতে এসে তাঁর ইবাদত সম্পর্কে জানতে চাইলেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীগণ তাঁর ইবাদত সম্পর্কে তাদের বললেন। কিন্তু তারা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ইবাদতকে কম মনে করলেন। তারা বললেন, "নবিজির তুলনায় আমরা তো কিছুই নই। তাঁর পূর্বাপর সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে।"

তাদের একজন বললেন, "আমি সব সময় পুরো রাত নামাজ পড়ব।" অন্যজন বললেন, "আমি লাগাতার রোজা রাখব। কখনো রোজাহীন কাটবে না আমার দিন।" আরেকজন বললেন, "আমি নারীদের থেকে দূরে থাকব। কখনো বিয়ে করব না।"

এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ তাদের নিকট আসলেন এবং বললেন, "তোমরা কি এমন এমন কথা বলেছ? আল্লাহর শপথ, আমি তোমাদের মাঝে সবচেয়ে

---

২৮৮. সহিহুল বুখারি : ৬১০১, সহিহ্ মুসলিম : ২৩৫৬।

২৮৯. ইমাম নববি رحمه الله কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ১৫/১০৭।

বেশি আল্লাহভীরু ও তাকওয়াবান। কিন্তু আমি কোনো দিন রোজা রাখি, আবার কোনো দিন রোজা ছাড়া কাটাই। রাতের কিছু সময় সালাত পড়ি, কিছু সময় আরাম করি। আমি বিয়েও করি। আর যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত থেকে বিমুখ হবে, সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয়।"'[২৯০]

জাবির বিন আব্দুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ রমাজান মাসে মক্কা-বিজয়ের উদ্দেশ্যে বের হলেন এবং কুরা আল-গামিমে পৌঁছালেন। লোকজন রোজা অবস্থায় ছিল। তাদের কেউ পায়ে হেঁটে আর কেউ বাহনে চড়ে সফর করছিল। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলা হলো, "মানুষের জন্য রোজা রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে। তারা আপনি কী করেন, তার অপেক্ষায় আছে।"

তখনই রাসুলুল্লাহ ﷺ পানপাত্র আনতে বললেন। পাত্রটি মুখের নিকট তুলে দিলেন। মানুষজন স্পষ্টই দেখছিল। অতঃপর তিনি পান করে রোজা ভেঙে দিলেন। তা দেখে কিছু মানুষ রোজা ভেঙে দিল, কিন্তু কিছু মানুষ রোজা রেখে দিল। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে জানানো হলো যে, কিছু মানুষ রোজা বহাল রেখে দিয়েছে। তা শুনে তিনি বললেন, "তারাই পাপী, তারাই পাপী।"'[২৯১]

হাদিসের ব্যাখ্যা

নববি ﷺ বলেন, 'হাদিসে "তারাই পাপী" কথাটি সেই সব লোকের বেলায় প্রযোজ্য, যাদের জন্য রোজা চরম ক্ষতিকর হওয়া সত্ত্বেও তারা রোজা রেখে দেয়। অথবা তাদের পাপী বলার কারণ এই যে, বিষয়টির বৈধতা প্রমাণের জন্য তাদের রোজা ভেঙে ফেলার দৃঢ় নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তারা তার বিরোধিতা করেছে।

যে অর্থই ধরা হোক, এই হাদিস থেকে বোঝা যায়, কেউ সফর অবস্থায় রোজা রাখলে সে গুনাহগার হবে না, যতক্ষণ না রোজা তার জন্য ক্ষতিকর হয়। হাদিসাংশটির প্রথম ব্যাখ্যার পক্ষে প্রমাণ এই হাদিসেরই আরেকটি অংশ "মানুষের জন্য রোজা কঠিন হয়ে পড়েছে।"'[২৯২]

---

২৯০. সহিহুল বুখারি : ৫০৬৩, সহিহু মুসলিম : ১৪০১।
২৯১. সহিহু মুসলিম : ১১১৪।
২৯২. ইমাম নববি ﷺ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ৭/২৩৩।

আনাস বিন মালিক ﷺ বলেন, 'নারীদের হায়িজের সময় ইহুদিরা তাদের সাথে একত্রে খেত না, এমনকি নারীদের সাথে এক বাড়িতে থাকত না। সাহাবিগণ নবিজি ﷺ-এর কাছে বিষয়টি জানতে চাইলেন। তখন আল্লাহ তাআলা নাজিল করলেন :

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

"আর তারা আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে হায়িজ (ঋতুস্রাব) সম্পর্কে। বলে দিন, এটা অশুচি। কাজেই তোমরা হায়িজ অবস্থায় স্ত্রীগমন থেকে বিরত থাকো। ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হবে না, যতক্ষণ না তারা পবিত্রা হয়ে যায়। যখন উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে, তখন তাদের কাছে গমন করো, যেভাবে আল্লাহ তোমাদের হুকুম দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকারীদের ভালোবাসেন এবং ভালোবাসেন পবিত্রতা অর্জনকারীদের।"[২৯৩]

এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "সহবাস ব্যতীত বাকি সবকিছু করতে পারবে।"

ইহুদিরা এ বিষয়টি জানার পর বলল, "এ লোকটি কোনো বিষয়েই আমাদের বিরোধিতা না করে ছাড়বে না।"

এরপর উসাইদ বিন হুজাইর ﷺ ও আব্বাদ বিন বিশর ﷺ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, "আল্লাহর রাসুল, ইহুদিরা এমন এমন বলছে। তাহলে কি আমরা নারীদের সাথে একত্রে বাস (সহবাস) করব না?"

এ কথা শুনে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে গেল। এমনকি আমাদের ধারণা হলো যে, এ দুজনের ওপর রাসুলুল্লাহ ﷺ রাগ করেছেন।

---

২৯৩. সুরা আল-বাকারা, ২ : ২২২।

তারা দুজন বের হয়ে গেলেন। তখনই রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হাদিয়াস্বরূপ দুধ পাঠানো হলো। রাসুলুল্লাহ ﷺ দুধ নিয়ে তাদের পেছনে লোক পাঠিয়ে তাদের দুধ পান করালেন। এতে তারা বুঝে নিলেন যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ তাদের প্রতি রাগ করেননি।'[২৯৪]

রাসুলুল্লাহ ﷺ তাদের প্রতি রাগ করেননি। কেননা, তারা অপারগ ছিলেন এবং প্রশ্নটি করার ক্ষেত্রে তাদের নিয়ত নির্ভেজাল ছিল। অথবা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সত্যিই রাগ এসেছিল, কিন্তু পরক্ষণেই তা চলে যায়।[২৯৫]

খাদ্যদ্রব্যের বৈধতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে নিজে খেয়ে বৈধতা সুদৃঢ় করতেন

আবু সাইদ খুদরি ﷺ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কতক সাহাবি এক সফরে ছিলেন। একদিন তারা আরবদের একটি মহল্লা অতিক্রম করছিলেন। সাহাবিরা মহল্লাবাসীদের কাছে আতিথ্য করার আবেদন করলে তারা তাদের আবেদন নাকচ করল। অতঃপর তারা জানাল যে, "মহল্লার সরদার অসুস্থ হয়ে পড়েছে বা তাকে বিচ্ছু দংশন করেছে। তোমাদের মাঝে কেউ কি ঝাড়ফুঁক করতে জানে?" সাহাবিদের একজন বললেন, "হাঁ।"

অতঃপর তিনি রোগীকে সুরা ফাতিহা পড়ে ঝাড়ফুঁক করলেন। এতে লোকটি সুস্থ হয়ে উঠল এবং তাকে এক পাল ছাগল দিতে চাইল। কিন্তু সাহাবি নিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বললেন, "নবিজি ﷺ-এর কাছে না বলা পর্যন্ত আমি এগুলো গ্রহণ করব না।"

অতঃপর রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বৃত্তান্ত শোনালেন এবং বললেন, "ইয়া রাসুলাল্লাহ, আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, আমি কেবল সুরা ফাতিহা পড়েই রুকইয়া করেছি।" এ কথা শুনে রাসুলুল্লাহ ﷺ মৃদু হেসে বললেন, "তাতে রুকইয়া আছে, তা তুমি কী করে জানলে!?"

অতঃপর তিনি বললেন, "তাদের থেকে (ছাগলের পাল) গ্রহণ করো এবং সেখান থেকে আমাকেও একটি অংশ দিয়ো।"[২৯৬]

---

২৯৪. সহিহু মুসলিম : ৩০২।

২৯৫. মিরকাতুল মাফাতিহ শারহু মিশকাতিল মাসাবিহ : ২/২৪৫।

২৯৬. সহিহুল বুখারি : ২২৭৬, সহিহু মুসলিম : ২২০১।

ইমাম নববি ﷺ বলেন, 'সাহাবিদের মনের সন্দেহ দূর করার জন্য এবং রুকইয়া করে যে বিনিময় গ্রহণ করা নিঃসন্দেহে হালাল, তা বোঝানোর জন্য রাসুলুল্লাহ ﷺ নিজের জন্য অংশ রাখতে বলেছিলেন।'[২৯৭]

▶ হাদিস থেকে বোঝা যায় :

- নিজের ওপর কোনো কাজ আবশ্যক করে নিলে তা সম্পন্ন করা উচিত। এ ঘটনায় আবু সাইদ খুদরি ﷺ নিজের ওপর আবশ্যক করে নিয়েছিলেন যে, তিনি রুকইয়া করবেন আর তার পারিশ্রমিকের ভাগ তার সকল সঙ্গী পাবে। আর রাসুলুল্লাহ ﷺ-ও তা আদায় করে দিতে নির্দেশ দিলেন।
- উপহারের আসল উৎস ও অর্জনের মাধ্যম জানা থাকলে তাতে অংশ নেওয়া যায়।
- হাদিয়া দেওয়ার ব্যাপারে কারও আগ্রহের কথা জানা থাকলে এবং হাদিয়া দেবে বলে মনে হলে তার থেকে হাদিয়া খুঁজে নেওয়া জায়িজ।
- কোনো সম্পদ বাহ্যিকরূপে হালাল হলে তা গ্রহণ করা জায়িজ। আর যদি কোনো সম্পদের বৈধতা সম্পর্কে সন্দেহ থাকে, তবে তা ব্যবহার করা অনুচিত।
- নস জানা না থাকলে সাহাবিগণ ইজতিহাদ করতেন।
- কুরআনের বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা ছিল তাদের নিকট; বিশেষ করে সুরা ফাতিহার প্রতি।
- প্রত্যেকের রিজিক বণ্টিত। কারও হাতে অন্যের জন্য বণ্টিত রিজিক থাকলে তা না দেওয়ার সাধ্য তার নেই। এ ঘটনায় মহল্লাবাসী আতিথ্য করতে অস্বীকার করেছিল; অথচ আল্লাহ তাআলা তাদের সম্পদে সাহাবিদের রিজিক বরাদ্দ করে রেখেছিলেন। ফলে বিচ্ছুর দংশনের মাধ্যমে তাঁদের রিজিক তাঁদের কাছেই চলে আসলো।
- আল্লাহর অন্যতম হিকমত। তিনি বিচ্ছুর দংশনের জন্য তাকেই বেছে নিলেন, যে আপ্যায়ন করতে অস্বীকার করার মূল হোতা অর্থাৎ তাদের

---

২৯৭. ইমাম নববি ﷺ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ১৪/১৮৮।

সরদার। কেননা, মানুষ তাদের নেতার অনুগামী হয়। তাই তাকে আঘাত করলে বাকিরা এমনিতেই লাইনে চলে আসবে।

- এটাও একটা হিকমত যে, সরদার দংশিত হয়েছে বলেই তারা আরোগ্যের বিনিময়ে অধিক সম্পদ দিতে রাজি হয়ে গেল। যদি নেতা না হয়ে অন্য কেউ দংশিত হতো, তাহলে এ পরিমাণ দিতে তারা রাজি হতো না।[২৯৮]

জাবির বিন আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ আবু উবাইদা ﷺ-এর নেতৃত্বে আমাদেরকে একটি কুরাইশ কাফেলার ওপর আক্রমণ করার লক্ষ্যে প্রেরণ করলেন। রসদস্বরূপ আমাদের দিলেন কেবল এক থলি খেজুর। এ ছাড়া অন্য কোনো রসদ ছিল না আমাদের। আবু উবাইদা ﷺ প্রতিদিন আমাদের একটি করে খেজুর দিতেন।'

বর্ণনাকারী বলেন, 'আমি (জাবির ﷺ-কে) জিজ্ঞেস করলাম, একটি খেজুর খেয়ে কীভাবে থাকতেন?'

জাবির ﷺ বললেন, 'শিশুরা যেমন চোষে, আমরাও সেভাবে চুষতাম। তারপর পানি পান করতাম। এটাই রাত পর্যন্ত আমাদের জন্য যথেষ্ট হতো। আবার আমরা লাঠি দিয়ে গাছ থেকে পাতা পেড়ে নিতাম। পাতাগুলো পানিতে ভিজিয়ে সে পানি খেতাম।'

জাবির ﷺ বলতে থাকলেন, 'এরপর আমরা সাগরের উপকূল ধরে চলছিলাম। সাগরের উপকূলে বিশাল বড় বালির ঢিবির মতো কী একটা দেখতে পেলাম। সে জিনিসটির নিকটে এলাম। দেখলাম, এটি একটি জন্তু। যাকে মানুষ আমবর বলে।'

আবু উবাইদা বললেন, 'এ তো মৃত জন্তু।' একটু পর আবার বললেন, 'না। আমরা তো রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর দূত এবং আমরা আল্লাহর রাস্তায় আছি। আর তোমাদের এখন খাদ্য গ্রহণ করাও জরুরি। তাই খাও।'

জাবির ﷺ বলেন, 'আমরা তিনশ লোক ছিলাম। তিনশ লোক একটা মাছ থেকে খেয়ে এক মাস কাটালাম এবং বেশ স্বাস্থ্যবান হয়ে উঠলাম। আমার স্বচক্ষে

---

২৯৮. ফাতহুল বারি : ৪/৪৫৮।

আমি দেখেছি যে, আমরা কলসির পর কলসি চর্বি বের করছি মাছটির চোখের কোটর থেকে। ষাঁড়ের দেহ পরিমাণ গোশত কেটে আনছি তার শরীর থেকে।

একদিনের কথা। আবু উবাইদা আমাদের তেরোজন লোক বাছাই করে নিলেন। তাদের বসিয়ে দিলেন মাছের চক্ষুকোটরে। মাছের একটি হাড় নিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলেন। এরপর আমাদের সবচেয়ে বড় উটটিকে সে হাড়ের নিচ দিয়ে রওনা করে দিলেন। উটটি দিব্যি হেঁটে চলে গেল সে হাঁড়টির নিচ দিয়ে!

তারপর আমরা গোশত সিদ্ধ করে রসদ হিসেবে নিয়ে সেখান থেকে রওনা করলাম। মদিনায় এসে আমরা রাসুলুল্লাহ ﷺ কাছে এলাম। তাঁকে ঘটনাটি পুঙ্খানুপুঙ্খ শোনালাম। সব শুনে তিনি বললেন, "এটি তোমাদের রিজিক। আল্লাহই তোমাদের জন্য সাগর থেকে বের করে এনেছেন। তোমাদের কাছে কি এখনো গোশত অবশিষ্ট আছে? আমাদের কিছুটা খাওয়াতে পারো তাহলে।"

আমরা রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে একটা অংশ দিলাম। তিনি সেখান থেকে খেলেন।'[২৯৯]

অমুসলিমদের অনুসন্ধানমূলক প্রশ্নের জবাব দিতেন

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আজাদকৃত দাস সাওবান رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি। ইত্যবসরে ইহুদিদের এক পণ্ডিত এল সেখানে।

ইহুদি পণ্ডিত বলল, "আস-সালামু আলাইকা, হে মুহাম্মাদ।"

তখন তাকে আমি এমন এক ধাক্কা মারলাম, যার ফলে সে প্রায় পড়ে যেতে বসছিল।

সে বলল, "আমাকে ধাক্কা দিলে কেন?"

আমি বললাম, "তুমি কি "হে আল্লাহর রাসুল" বলতে পারো না?"

ইহুদি বলল, "তার পরিবার তাকে যে নাম দিয়েছে, আমরা তাকে সে নামেই ডাকব।"

---

২৯৯. সহিহুল বুখারি : ২৪৮৩, সহিহু মুসলিম : ১৯৩৫।

এবার রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, “আমার নাম মুহাম্মাদ। আমার পরিবার আমার জন্য এ নাম রেখেছে।”

ইহুদি বলল, “আমি কিছু জিজ্ঞেস করতে এসেছি।”

রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, “যদি আমি তোমার সাথে কথা বলি, তোমার কি কোনো উন্নতি-উপকার হবে?”

ইহুদি বলল, “আমি মনোযোগ দিয়ে কথা শুনব।”

রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁর হাতে থাকা একটি কাঠি দিয়ে মাটিতে আঁচড়[৩০০] দিতে দিতে বললেন, “প্রশ্ন করো।”

- যেদিন আসমান-জমিন বদলে গিয়ে কিয়ামত হবে, সেদিন মানুষ কোথায় থাকবে?
- সেদিন মানুষ পুলসিরাতের নিকটে অন্ধকারময় স্থানে থাকবে।
- প্রথম কে পুলসিরাত পার হওয়ার অনুমতি পাবে?
- দরিদ্র মুহাজিরগণ।
- জান্নাতে তাদের উপহার কেমন হবে?
- মাছের কলিজার টুকরো।
- এরপর তাদের দুপুরের খাবার কী হবে?
- জান্নাতের ষাঁড় জবাই করা হবে। যে ষাঁড় জান্নাতের বিবিধ প্রান্তে চড়ে বেড়িয়েছিল।
- তাদের পানীয় কী হবে?
- সালসাবিল ঝরনার পানি।

এবার ইহুদি বলল, “সত্য বলেছেন আপনি। আপনি অবশ্যই একজন নবি।”

---

৩০০. রাসুলুল্লাহ ﷺ কাঠি দিয়ে মাটিতে আঁকাজোকা করছিলেন, দাগ ফেলছিলেন মাটিতে। এমনটা চিন্তাশীলগণ করে থাকেন।—ইমাম নববি রহ. কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ৩/২২৬।

এরপর ইহুদি চলে গেল সেখান থেকে। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "সে যে প্রশ্নগুলো আমাকে করেছে, আল্লাহ আমাকে না জানানো পর্যন্ত তার কিছুই আমার জানা ছিল না।"'[৩০১]

আনাস বিন মালিক ﷺ বলেন, 'মদিনায় নবিজি ﷺ-এর আগমনের কথা আব্দুল্লাহ বিন সালাম ﷺ-এর কাছে পৌঁছাল। (তখন তিনি ইহুদি ছিলেন।) তিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসলেন তাঁকে কিছু বিষয় জিজ্ঞেস করবেন বলে।

আব্দুল্লাহ বিন সালাম বললেন, "আমি আপনার কাছে তিনটি বিষয় জানতে চাইব। এগুলো কেবল একজন নবিই জানেন। এক. কিয়ামতের প্রথম আলামত কোনটি? দুই. জান্নাতবাসীদের প্রথম খাবার কী হবে? তিন. সন্তানের অবয়ব কেন কখনো বাবার সাথে মিলে আবার কখনো মায়ের সাথে মিলে?"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "কিয়ামতের প্রথম আলামত হচ্ছে, পূর্ব দিক থেকে এমন একটি আগুন বের হবে, যা মানুষকে পশ্চিমে একত্র করবে। জান্নাতবাসীদের প্রথম খাবার হবে, মাছের কলিজার টুকরো। পিতামাতার সাথে সন্তানের অবয়বের মিলের ব্যাপারটি হচ্ছে, যখন নারীর বীর্যের ওপরে পুরুষের বীর্য বিজয়ী হয়, তখন সন্তানের অবয়ব বাবার সাথে মিলে। আর যখন নারীর বীর্য পুরুষের বীর্যের ওপর বিজয়ী হয়, তখন সন্তানের অবয়ব মায়ের সাথে মিলে।"

রাসুলের উত্তর দেওয়ার পর আব্দুল্লাহ বিন সালাম বললেন, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই আর আপনি আল্লাহর রাসুল।"'[৩০২]

মুগিরা বিন শুবা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি যখন নাজরান গেলাম, তখন তারা আমাকে বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞেস করছিল। তাদের একটি প্রশ্ন ছিল, "তোমরা তো কুরআনে তিলাওয়াত করো : يَا أُخْتَ هَارُونَ (হে হারুনের বোন।[৩০৩]) অথচ ইসা ﷺ ও মুসা ﷺ-এর মাঝে কত সময়ের পার্থক্য?!"[৩০৪]

---

৩০১. সহিহু মুসলিম : ৩১৫।

৩০২. সহিহুল বুখারি : ৩৯৩৮।

৩০৩. সুরা মারইয়াম, ১৯ : ২৮

৩০৪. তাদের প্রশ্ন হলো, ইসা ও মুসা ﷺ-এর মাঝে কত সময়ের ব্যবধান। হারুন ﷺ হলেন মুসা ﷺ-এর ভাই। কিন্তু কুরআনে মারইয়ামকে হারুনের বোন বলে ডাকা হচ্ছে!?

মুগিরা ﷺ বলেন, "তখন আমি তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলাম না।"

এরপর যখন রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলাম, তখন তাঁর কাছে জানতে চাইলে তিনি বললেন, "তুমি কি তাদের বলতে পারলে না যে, লোকেরা নবি ও নেক লোকদের নামে তাদের সন্তানদের নাম রাখত?"'[৩০৫]

অর্থাৎ আয়াতে উল্লেখিত হারুন মূলত মুসা ﷺ-এর ভাই নবি হারুন ﷺ নন; বরং হারুন নামের অন্য আরেকজন ব্যক্তি। কারণ, তারা নিজেদের সন্তানদের নাম রাখতেন নবি ও নেক লোকদের নামে।[৩০৬]

জিনদের জিজ্ঞাসার জবাব দিতেন

আমির ﷺ বলেন, 'আমি আলকামা ﷺ-কে বললাম, "জিনদের সাথে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাক্ষাতের রাতে কি ইবনে মাসউদ ﷺ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলেন?"

আলকামা ﷺ বললেন, "আমি ইবনে মাসউদ ﷺ-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম। বলেছিলাম, জিনের রাতে কেউ কি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলেন?"

ইবনে মাসউদ ﷺ বলেছিলেন, "না। তবে এক রাতে আমরা মক্কায় রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। এরপর হঠাৎ করেই আমরা তাঁকে হারিয়ে ফেলি। উপত্যকা, গিরিপথে আমরা তাঁকে খুঁজতে থাকলাম। কিন্তু না পেয়ে আমরা মনে মনে বললাম, হয়তো জিনেরা তাঁকে উড়িয়ে নিয়ে গেছে বা গোপনে কেউ তাঁকে হত্যা করেছে।

সে রাত আমাদের জন্য সবচেয়ে মন্দ রাত ছিল।

পরের দিন সকালবেলায় দেখলাম, রাসুলুল্লাহ ﷺ হেরা পর্বতের দিক থেকে আসছেন। আমরা বললাম, "ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমরা আপনাকে হারিয়ে হন্যে হয়ে খুঁজলাম। কিন্তু আপনাকে কোথাও পেলাম না। গতরাত আমরা সবচেয়ে মন্দ রাত কাটিয়েছি।"

---

৩০৫. সহিহ মুসলিম : ২১৩৫।

৩০৬. তুহফাতুল আহওয়াজি : ৮/৪৭৭।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "আমার কাছে জিনদের এক আহ্বায়ক এসেছিল। আমি তার সাথে গেলাম, তারপর তাদের কুরআন পড়ে শোনালাম।"

এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাদের সেখানে নিয়ে গেলেন। তাদের বিভিন্ন চিহ্ন ও আগুনের নিদর্শন আমাদের দেখালেন।

জিনেরা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে খাবারের বিষয়ে জানতে চাইলে রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, "আল্লাহর নামে জবাইকৃত পশুর হাড় তোমাদের খাবার। তোমাদের হাতে সে হাড় আসলে তা আগের চেয়ে বেশি গোশতে পূর্ণ হয়ে যাবে। আর উটের বিষ্ঠা তোমাদের পশুর খাবার।"

এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমরা এ দুটি জিনিস দিয়ে ইসতিনজা করবে না। কেননা, এ দুটি তোমাদের ভাইদের খাবার।"'[৩০৭]

কতক আলিম বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী "আল্লাহর নামে জবাইকৃত পশুর হাড় তোমাদের খাবার" কেবল মুমিন জিনদের জন্য প্রযোজ্য। অন্যথায় জিনদের মাঝে যারা কাফির, আল্লাহর নামে জবাই না করা পশুও তাদের খাবার হয়ে থাকে; যেমনটি অন্য আরেকটি হাদিসে এসেছে।'[৩০৮]

---

৩০৭. সহিহ্ মুসলিম : ৪৫০।

৩০৮. ইমাম নববি رحمه الله কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ৪/১৭০।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গ্রাম্য বেদুইনদের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ

সব মানুষ একরকম হয় না। কেউ আচরণে কোমল হয়, কেউ হয় কঠোর। সাধারণত আমরা কোমল আচরণের মানুষদের সাথে চলাফেরা করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। কিন্তু রুক্ষ প্রকৃতির মানুষের সাথে কীভাবে আচরণ করতে হয়, আমরা কি তা জানি?

রাসুলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর একজন দূত। তাঁকে রুক্ষ ও কোমল সব ধরনের মানুষের সাথে মিশতে হয়েছে। আর যার সাথে যে রকম আচরণ করা যথার্থ, তার সাথে সে রকম আচরণই করেছেন তিনি। আরবের বেদুইনরা রুক্ষ প্রকৃতির মানুষ হিসেবে পরিচিত। কথা-কাজে উভয় দিকেই তাদের রুক্ষতা ছিল। আল্লাহ তাআলা বলেন :

الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

'বেদুইন আরবরা কুফরি আর নিফাকিতে সবচেয়ে কঠোর। আর আল্লাহ তাঁর রাসুলের প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন, তার সীমারেখার ব্যাপারে অজ্ঞ থাকার তারা অধিক উপযুক্ত। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, মহাপ্রজ্ঞাবান।'[৩০৯]

রাসুলুল্লাহ ﷺ বেদুইনদের রুক্ষতা ও কঠোরতার মোকাবিলা করতেন দয়া ও সহিষ্ণুতা দিয়ে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন :

৩০৯. সুরা আত-তাওবা, ৯ : ৯৭।

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

'আল্লাহর রহমতের কারণেই আপনি তাদের জন্য কোমল-হৃদয় হয়েছেন। আপনি যদি রূঢ় মেজাজ ও কঠিন-হৃদয়ের হতেন, তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। কাজেই আপনি তাদের ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করুন এবং কাজকর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। অতঃপর যখন কোনো কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন, তখন আল্লাহ তাআলার ওপর ভরসা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ তাওয়াক্কুলকারীদের ভালোবাসেন।'[৩১০]

সুবিদিত যে, বেদুইনগণ মরুভূমির অধিবাসী। এ কারণে তাদের চরিত্রে রুক্ষতা ও কঠোরতা এসেছে। তাই নবিজি ﷺ বলেছেন : مَنْ بَدَا جَفَا 'যে মরুভূমিতে জীবনযাপন করবে, তার চরিত্রে রুক্ষতা আসবে।'[৩১১]

অর্থাৎ যে ব্যক্তি বৃক্ষহীন মরুভূমিতে জীবনযাপন করে, মানুষের সাথে না মেশার কারণে তার স্বভাব কঠোর হয়। الجفاء অর্থ হচ্ছে, কঠোর স্বভাব।[৩১২]

তাই যে মানুষটি লতাপাতাবিহীন মরু প্রান্তরে জীবন অতিবাহিত করবে, তার স্বভাব-চরিত্র হবে কঠোর ও রুক্ষ। এমনকি তার কথাতেও এ রুক্ষতা ফুটে উঠবে। অন্যদিকে শহরের অধিবাসীরা হবে ভিন্ন। আপনি তাদের চরিত্রে হৃদ্যতা ও কথায় নম্রতা বেশি পাবেন মরুবাসী বেদুইনদের তুলনায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ ۚ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ - وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ

---

৩১০. সুরা আলি ইমরান, ৩ : ১৫৯।

৩১১. মুসনাদু আহমাদ : ৮৬১৯।

৩১২. আন-নিহায়া : ১/২৮১।

بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ ۚ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ ۚ سَيُدْخِلُهُمُ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ ۗ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

'আর এই বেদুইনদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে, তারা যা কিছু ব্যয় করে, তা জরিমানা মনে করে এবং তোমাদের দুর্দিনের প্রতীক্ষায় থাকে। বস্তুত অশুভ আবর্তন তাদের ওপর পতিতই প্রায়। আর আল্লাহ তো সবকিছু শুনেন, সবকিছু জানেন। আবার কতক বেদুইন আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস করে। আর তারা যা আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তাকে তারা আল্লাহর নৈকট্য ও রাসুলের দোয়া লাভের মাধ্যম মনে করে। সত্যিই তা তাদের জন্য (আল্লাহর) নৈকট্য লাভের মাধ্যম। অচিরেই আল্লাহ তাদের তাঁর রহমতের মধ্যে প্রবিষ্ট করাবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।'[৩১৩]

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ ۖ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ۖ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ ۖ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ۚ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ

'তোমাদের চতুস্পার্শ্বে কতক বেদুইন হলো মুনাফিক। আর মদিনাবাসীদের কেউ কেউ নিফাকিতে অনঢ়। তুমি তাদের চেনো না, আমি তাদের চিনি। আমি তাদের দ্বিগুণ শাস্তি দেবো। অতঃপর পরকালেও তারা মহাশাস্তির দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।'[৩১৪]

বোঝা গেল, বেদুইনদের মাঝে কিছু মানুষ ছিল মুমিন, আবার কিছু লোক ছিল মুনাফিক।

কোনো সাহাবি যদি বেদুইন জীবন ছেড়ে মদিনায় এসে বসবাস শুরু করে আবার বেদুইন জীবনে ফিরে যেতে চাইলে তিনি অসন্তুষ্ট হতেন। এ কাজ কবিরা গুনাহে পরিগণিত হতো।

---

৩১৩. সুরা আত-তাওবা, ৯ : ৯৮-৯৯।

৩১৪. সুরা আত-তাওবা, ৯ : ১০১।

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ বলেন, 'সুদখোর, সুদপ্রদানকারী, জেনেশুনে সুদের হিসাব লেখে এমন ব্যক্তি, যে উল্কি আঁকে, যার জন্য উল্কি আঁকা হয়, যে সাদাকা দিতে অস্বীকার করে, যে বেদুইন জীবন থেকে হিজরত করে এসে আবার বেদুইন জীবনে ফিরে যায়—এমন ব্যক্তিরা মুহাম্মাদ ﷺ-এর কথানুসারে কিয়ামতের দিন অভিশপ্ত হবে।'[৩১৫]

সাধারণত একজন সাহাবি একবার বেদুইন জীবন ছেড়ে আসলে আবার সে জীবনে ফিরে যাওয়া ছিল মারাত্মক অপরাধ। কিন্তু বিশেষ পরিস্থিতিতে বেদুইন জীবন বা মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন জীবনযাপন করা জায়িজ আছে।

'সালামা বিন আকওয়া ﷺ একবার হাজ্জাজের কাছে আসলেন। হাজ্জাজ তাকে বললেন, "ইবনে আকওয়া, আপনি পেছনের জীবনে চলে গিয়ে আবার বেদুইন হলেন কেন?"

তিনি বললেন, "না। আমি পেছনে ফিরে যাইনি। বরং রাসুলুল্লাহ ﷺ-ই আমাকে এ জীবন বেছে নেওয়ার অনুমতি দিয়েছেন।"'[৩১৬]

কঠোরতাকারী বেদুইনদের সাথে কোমল আচরণ করতেন

কঠোর আচরণকারী বেদুইনদের সঙ্গেও তিনি কোমল ব্যবহার করতেন। মসজিদে পেশাব করে দেওয়া বেদুইনের সাথে তাঁর আচরণে এ নীতি সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছিল।

আনাস বিন মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মসজিদে বসা ছিলাম। তখন সেখানে এক বেদুইন আসলো। এসেই সে মসজিদে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে লাগল। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবিগণ তাকে বললেন, "থামো, থামো, করছটা কী!"

তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমরা তাকে বাধা দিও না। তাকে ছেড়ে দাও।"

---

৩১৫. সুনানুন নাসায়ি : ৫১০২।

৩১৬. সহিহুল বুখারি : ৭০৮৭, সহিহ মুসলিম : ১৮৬২। বুখারি ﷺ একটি বাবও এনেছেন এ শিরোনামে, 'باب التعرب في الفتنة' ফিতনার সময় বেদুইন হওয়া।

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আদেশ অনুযায়ী সাহাবিগণ তাকে আর কিছু বললেন না। তার প্রস্রাব করা শেষ হলে রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে কাছে ডাকলেন। বললেন, "এ মসজিদগুলো পেশাব করার জন্য নয়। আর মসজিদে কোনো নোংরা ফেলাও ঠিক নয়। মসজিদ হচ্ছে আল্লাহর জিকির, সালাত ও কুরআন তিলাওয়াতের জন্য।"

অতঃপর রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশক্রমে এক ব্যক্তি এক বালতি পানি এনে জায়গাটির ওপর ঢেলে দিলেন (অর্থাৎ ধুয়ে দিলেন)।'[৩১৭]

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'এক বেদুইন মসজিদে ঢুকল। রাসুলুল্লাহ ﷺ তখন মসজিদেই বসা ছিলেন। বেদুইন লোকটা মসজিদে ঢুকে সালাত পড়ে দোয়া করতে লাগল, "হে আল্লাহ, আমার ওপর ও মুহাম্মাদের ওপর দয়া করুন। আমাদের প্রতি দয়া করায় অন্য কাউকে অন্তর্ভুক্ত করবেন না।"

তার দোয়া শুনে নবিজি ﷺ তার দিকে মনোযোগী হলেন। বললেন, "তুমি প্রশস্ত রহমতকে সংকীর্ণ করে দিলে!"

এরপর বেদুইন লোকটা মসজিদের ভেতরে পেশাব করে দিলে মানুষজন তাকে থামাতে তার দিকে ছুটল। নবিজি ﷺ বললেন, "তার পেশাবের ওপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও।" এরপর বললেন, "তোমাদের দয়াশীল করে পাঠানো হয়েছে, কঠোরতাকারী হিসেবে নয়।"'[৩১৮]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'বেদুইন লোকটা তার অশোভন কাজের কথা বুঝতে পেরে আমার নিকট সরে এসে রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলল, "আপনার জন্য আমার পিতামাতা কুরবান হোক!" এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে ধমকও দিলেন না, কঠোর কিছুও বললেন না। শুধু বললেন, "মসজিদ পেশাব করার জন্য নয়; বরং তা আল্লাহর জিকির ও সালাতের জন্য। অতঃপর রাসুলুল্লাহ ﷺ এক বালতি পানি এনে পেশাবের ওপর ঢালার নির্দেশ দিলেন।"'[৩১৯]

---

৩১৭. সহিহুল বুখারি : ২১৯, সহিহু মুসলিম : ২৮৫।

৩১৮. সহিহুল বুখারি : ২২০, সুনানুত তিরমিজি : ১৪৭। শব্দউৎস : সুনানুত তিরমিজি।

৩১৯. সুনানু ইবনি মাজাহ : ৫২৯।

▶ হাদিস থেকে বোঝা যায় :

- মূর্খের প্রতি দয়ার্দ্র হওয়া। এমন লোকদের শেখানোর সময় তাদের তিরস্কার না করা। যদি তারা দ্বীনবিরুদ্ধ কোনো কাজ করে বসে এবং তা দ্বীনের প্রতি অবজ্ঞা বা হঠকারিতাবশত না হয়, তবে তাদের কষ্ট না দেওয়া। বিশেষ করে যদি ইসলামের প্রতি তাদের আকৃষ্ট করার ব্যাপার থাকে, তবে তাদের প্রতি কঠোর না হয়ে কোমল আচরণে তাদের বোঝানোর চেষ্টা করতে হবে।
- রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কোমল আচরণ ও উত্তম চরিত্র।
- দুটি ক্ষতির কোনো একটি অনিবার্য হলে তুলনামূলক কমটিকে বেছে নিতে হবে। এ ঘটনায় রাসুলুল্লাহ ﷺ 'তাকে ছেড়ে দাও' বলে সেটাই করেছেন। উলামায়ে কিরাম বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ দুটি কারণে এই কথা বলেছেন। ১. পেশাব করার সময় মাঝখানে বাধা দিলে তার শারীরিক ক্ষতি হতো। এদিকে নাপাক হওয়াটা তাকে বাধা দেওয়ার পূর্বেই হয়ে গেল। সুতরাং এখানে দুটি ক্ষতির কোনো একটি অনিবার্য হয়ে উঠল—নাপাক আরও বৃদ্ধি পাওয়া ও তার শারীরিক ক্ষতি। তুলনামূলক কম ক্ষতিকর হওয়ায় প্রথমটিকে বেছে নেওয়া হয়েছে। ২. তার পেশাব করার ফলে মসজিদের ছোট একটি অংশ নাপাক হয়েছে। যদি পেশাব করার মাঝখানে তাকে থামিয়ে দেওয়া হয়, তখন তার কাপড়, শরীর ও মসজিদের আরও অধিক জায়গায় নাপাকি ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা ছিল।'
- নাপাকি থেকে দূরে থাকা সাহাবিদের মাঝে প্রোথিত হয়ে গিয়েছিল। তাই রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে অনুমতি নেওয়ার আগেই তারা সে বেদুইনকে নিষেধ করতে উদ্যত হয়েছিলেন। অন্যদিকে, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধের নীতিটাও তাদের মাঝে শক্তভাবে প্রোথিত হয়েছিল, যার ফলে তারা সে লোকটিকে বাধা দিতে এগিয়ে এসেছিলেন।
- রাসুলুল্লাহ ﷺ প্রথমে সাহাবিদের বেদুইন লোকটাকে বাধা না দিতে নিষেধ করলেন। তার পেশাব করার পর আবার তিনি আদেশ দিলেন পানি ঢালতে। এ থেকে বোঝা গেল, প্রতিবন্ধক চলে গেলে দ্রুতই অনিষ্টতা দূর করতে হবে।

- মসজিদের সম্মান করতে হবে। নোংরা ও ময়লা থেকে মসজিদ পরিষ্কার রাখতে হবে।
- মাটিতে নাপাক থাকলে পানি ঢেলে দিলেই তা পবিত্র হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে মাটি খুঁড়ে তা ফেলে দেওয়া শর্ত নয়।[৩২০]

বেদুইনদের মন্দ ও রুক্ষ আচরণে রুষ্ট হতেন না

আনাস বিন মালিক ﵁ বলেন, 'একদিন আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পাশাপাশি হাঁটছিলাম। তাঁর পরনে মোটা পাড়বিশিষ্ট একটি নাজরানি চাদর ছিল। তখন এক বেদুইন রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে তাঁর চাদর ধরে জোরে টান দিল। চাদরটা ফেটে গেল এবং চাদরের পাড় রাসুল ﷺ-এর ঘাড়ের ওপর রয়ে গেল। আমি তাঁর কাঁধের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, জোরে টান দেওয়ার কারণে তাতে দাগ পড়ে গেছে।

এরপর লোকটা বলল, "হে মুহাম্মাদ, আল্লাহর দেওয়া যে সম্পদ আপনার কাছে আছে, তা থেকে একটা অংশ আমাকে দিতে বলুন।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ তার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। অতঃপর তাকে দেওয়ার আদেশ দিলেন।'[৩২১]

▶ হাদিস থেকে বোঝা যায় :

- রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর উন্নত চরিত্র, সহনশীলতা, সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য। শরীর ও সম্পদের ওপর কোনো বিপদ আসলে তিনি ধৈর্য ধরতেন।
- কাউকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করতে চাইলে তার রুক্ষতা উপেক্ষা করে তার সাথে উত্তম আচরণ করতে হবে।
- মূর্খদের থেকে আসা কষ্ট সহ্য করতে হবে। তাদের মোকাবিলা করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

---

৩২০. ফাতহুল বারি : ১/৩২৫, ইমাম নববি ﵀ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ৩/১৯১।
৩২১. সহিহুল বুখারি : ৩১৪৯, সহিহু মুসলিম : ১০৫৭।

- মন্দকে উত্তমতা দিয়ে প্রতিহত করতে হবে। ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য সম্পদ দান করতে হবে।
- কেউ না জেনে বড় ভুল করে ফেললে তার অজ্ঞতার কারণে তাকে শাস্তি না দেওয়া উচিত।
- সাধারণত বিস্ময় জাগে—এমন কিছু দেখে হাসা বৈধ।[৩২২]

বেদুইনদের অসংলগ্ন আচরণে ধৈর্যধারণের দৃষ্টান্ত

আবু মুসা ﷺ বলেন, 'আমি নবিজি ﷺ-এর সাথে জিইরানা নামক স্থানে অবস্থান করছিলাম। জায়গাটি মক্কা ও মদিনার মাঝখানে অবস্থিত[৩২৩]। তাঁর সাথে তখন বিলাল ﷺ-ও ছিলেন। তখন নবিজি ﷺ-এর কাছে এক বেদুইন এসে বলল, "আপনি কি আমাকে ওয়াদাকৃত বস্তু থেকে দেবেন না?"[৩২৪]

তিনি উত্তর দিলেন, "সুসংবাদ গ্রহণ করো।"

বেদুইন লোকটা বলল, "এ কথাটি আপনি অনেকবারই বলেছেন।"

তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ রাগান্বিত চেহারা নিয়ে বিলাল ﷺ ও আবু মুসা ﷺ-এর দিকে তাকালেন। তাঁদের বললেন, "সে সুসংবাদ ফিরিয়ে দিয়েছে। তোমরা তা গ্রহণ করো।"

তাঁরা বললেন, "আমরা গ্রহণ করলাম।"

---

৩২২. ফাতহুল বারি : ১০/৫০৬, ইমাম নববি ﷺ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ৭/১৪৭।

৩২৩. অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারের মতে, জায়গাটি মক্কার অধিক নিকটে মক্কা ও তায়িফের মাঝামাঝি অবস্থিত।

৩২৪. হতে পারে গনিমতের অংশ দেওয়ার ওয়াদাটা কেবল এ বেদুইন সাহাবির জন্য ছিল। আবার এও সম্ভাবনা আছে যে, ওয়াদাটা ব্যাপকভাবে সকলের জন্য প্রযোজ্য ছিল। আর এ বেদুইন সাহাবি তার অংশটা দ্রুত চেয়ে বসেছেন। কারণ, নবিজি ﷺ ততক্ষণে হুনাইনের গনিমত জিইরানা নামক স্থানে একত্র করার আদেশ দিয়েছিলেন। আর তিনি মুসলিম সেনাদল নিয়ে তায়িফ অভিমুখী ছিলেন তখন। যখন সেখান থেকে ফিরলেন, তখন তিনি গনিমত বণ্টনের আদেশ দিলেন জিইরানাতে। কিন্তু অনেক নওমুসলিম গনিমতের বণ্টন ও তাদের অংশ পেতে দেরি হওয়ার কারণে তাদের এমন অবস্থা দেখা যায়। দেখুন, ফাতহুল বারি : ৮/৪৬।

এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ পানিভর্তি পাত্র আনার জন্য বললেন। পাত্র আনা হলে তিনি দুহাত ও মুখ ধুলেন। পানি দিয়ে কুলি করলেন। এরপর বললেন, "তোমরা এ পানির কিছু অংশ পান করো। কিছুটা তোমাদের মুখে ও বুকে ছিটিয়ে দাও এবং সুসংবাদ গ্রহণ করো।"

তাঁরা পাত্রটা নিয়ে তা-ই করলেন। ওদিকে উম্মে সালামা ﷺ পর্দার ভেতর থেকে বললেন, "তোমাদের মায়ের জন্য কিছুটা রেখো।" তারা উম্মে সালামা ﷺ-এর জন্য কিছুটা রাখলেন।'[৩২৫]

কুরতুবি ﷺ বলেন, 'বেদুইনের এমন কথা বলার কারণ হচ্ছে, তিনি নবিজি ﷺ-এর সম্পর্কে জানতেন না, জানতেন না তাঁর দেওয়া সুসংবাদের মাহাত্ম্য সম্পর্কেও। তখন সে সুসংবাদ অন্যদের জন্য সাব্যস্ত হয়ে গেল, তারাও তা গ্রহণ করে নিলেন। ফলে তিনি তা ফিরিয়ে দিয়ে বঞ্চিত হলেন।

الْبُشْرَى হচ্ছে আনন্দদায়ক সংবাদ। সুসংবাদপ্রাপ্ত ব্যক্তির মুখে আনন্দের রেখা ফুটে উঠে বলে সুসংবাদকে بُشْرَى শব্দ দিয়ে প্রকাশ করা হয়। এ শব্দটি মৌলিকভাবে ভালো সংবাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু অর্থের প্রশস্ততার কারণে মন্দ সংবাদের ক্ষেত্রেও কখনো সখনো ব্যবহৃত হয়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ কেবল বললেন, "সুসংবাদ নাও।" কিন্তু সুসংবাদটা ঠিক কী, তা স্পষ্ট করেননি। কারণ, তিনি এর মাধ্যমে ব্যাপকভাবে দুনিয়া ও আখিরাতের সকল কল্যাণকে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। কিন্তু বেদুইন নিজের অজ্ঞতাবশত তা ফিরিয়ে দিয়ে বঞ্চিত হয়ে গেল। পক্ষান্তরে যারা তার মাহাত্ম্য বুঝতে পেরেছেন, তারা ঠিকই তা লুফে নিলেন এবং বড় কল্যাণের সুসংবাদ ও মহাসৌভাগ্য অর্জন করে নিলেন।

আর তারপর রাসুলুল্লাহ ﷺ যে পানিতে মুখ ধুয়ে তাতে কুলি করলেন এবং সাহাবিগণকে তা পান করতে এবং শরীরে মাখতে বললেন, এটা তাদের নিকট ভালোভাবে কল্যাণ পৌঁছে দেওয়ার জন্য করলেন।'[৩২৬]

---

৩২৫. সহিহুল বুখারি : ৪৩২৮, সহিহ্ মুসলিম : ৫০৩।

৩২৬. আল-মুফহিম : ৬/৪৪৮।

হত্যা করার চেষ্টাকারী বেদুইনকেও মাফ করে দিতেন

জাবির বিন আব্দুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, 'তিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে নাজদ অভিমুখে একটি যুদ্ধে গিয়েছিলেন। (যুদ্ধ শেষে) রাসুলুল্লাহ ﷺ যখন ফিরে আসছিলেন, তিনিও তাঁর সাথে ফিরে আসছিলেন। ফেরার পথে দুপুরে প্রখর রোদ তাঁদের অসংখ্য কাঁটাওয়ালা বৃক্ষসংবলিত একটি উপত্যকায় নিয়ে আসলো। রাসুলুল্লাহ ﷺ সেখানে যাত্রাবিরতি দিলেন। কাফেলার লোকজন আলাদা আলাদা হয়ে গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিতে লাগল। রাসুলুল্লাহ ﷺ ঘন পাতাবিশিষ্টি একটি গাছের নিচে বসলেন এবং তাঁর তলোয়ারটি গাছের সাথে ঝুলিয়ে রাখলেন।'

জাবির ﷺ বলেন, 'আমরা একচোট ঘুমিয়ে নিলাম। অতঃপর রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাদের ডাকলেন। আমরা তাঁর নিকট আসলাম এবং দেখতে পেলাম, সেখানে একজন বেদুইন[৩২৭] বসে আছে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "আমি যখন ঘুমে ছিলাম, তখন এ লোকটি আমার তরবারি কোষমুক্ত করেছিল। আমি ঘুম থেকে জেগে উঠে তাকে কোষমুক্ত তলোয়ার হাতে দেখলাম। সে আমাকে বলল, "আমাকে আপনি ভয় করেন?" আমি বললাম, "না।" সে বলল, "আমার হাত থেকে আপনাকে কে বাঁচাবে?" আমি তিনবার বললাম, "আল্লাহই বাঁচাবেন।" এরপর তার হাত থেকে তলোয়ার পড়ে যায়। আর এখন সে তোমাদের সামনে বসে আছে।

তারপর রাসুলুল্লাহ ﷺ সে বেদুইনকে কোনো শাস্তি দিলেন না।'[৩২৮]

অন্য বর্ণনায় আরও এসেছে, তার হাত থেকে তলোয়ার পড়ে গেলে রাসুলুল্লাহ ﷺ তা উঠিয়ে নিয়ে বলেন, 'এবার তোমাকে কে বাঁচাবে?' সে বলল, 'আপনি ভালোর ধারক হোন।'

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তুমি সাক্ষ্য দাও আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো মাবুদ নেই আর আমি আল্লাহর রাসুল।'

---

৩২৭. সে বেদুইনের নাম ছিল, গাওরাস বিন হারিস।

৩২৮. সহিহুল বুখারি : ২৯১০, সহিহু মুসলিম : ৮৪৩।

বেদুইন উত্তর দিল, 'আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, কখনো আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না। এমন সম্প্রদায়ের সাথেও যোগ দেবো না, যারা আপনার সাথে যুদ্ধ করে।'

অতঃপর রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে যেতে দিলেন। তখন সে নিজের সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে বলল, 'আমি তোমাদের নিকট এলাম সবচেয়ে উত্তম মানুষটির কাছ থেকে।'[৩২৯]

রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে শাস্তি দেননি, এর কারণ হলো, তিনি চেয়েছিলেন, এর মাধ্যমে যেন বেদুইনরা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে নেয়।

▶ হাদিস থেকে বোঝা যায় :

- আমিরের প্রতি কেউ রুক্ষ আচরণ করলে চাইলে তিনি শাস্তি দিতে পারেন, আবার চাইলে তিনি মাফও করে দিতে পারেন।
- রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর অনুপম ধৈর্য ও সহনশীলতা।
- তাঁর বীরত্ব ও প্রতিপত্তির প্রমাণ। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহ তাঁকে সাহায্য করবেন এবং সকল দ্বীনের ওপর তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করবেন।[৩৩০]

বেদুইনরা বেশি প্রশ্ন করলেও ধৈর্য সহকারে জবাব দিতেন

সাহাবিগণ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে অনেক কিছু জানতে চাইলেও অনেক প্রশ্ন তাঁরা ভয়ে ও রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি সম্মানের কারণে জিজ্ঞেস করতেন না। আবার রাসুলুল্লাহ ﷺ যে ব্যাপারে চুপ থেকেছেন, সে ব্যাপারে জানতে চাইতেন না এ ভয়ে যে, যদি সেসব হারাম হয়ে যায় আর প্রশ্নকর্তা নিজেই যদি তাতে পরে লিপ্ত হয়ে গুনাহগার হয়ে যায়!

তাই যখনই কোনো বেদুইনকে তারা মদিনায় আসতে দেখতেন, তারা আনন্দিত হতেন এই ভেবে যে, তিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করবেন আর রাসুলুল্লাহ ﷺ জবাব দিলে তাঁরা সবাই উপকৃত হবেন।

---

৩২৯. মুসতাদরাকুল হাকিম : ৪৩২২; শাইখাইনের শর্তমতে সহিহ। হাফিজ জাহাবি ﷺ-ও সনদ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। আলবানি ﷺ-ও এ হাদিসকে সহিহ বলেছেন।

৩৩০. শারহু সহিহিল বুখারি : ৫/১০১।

নাওয়াস বিন সামআন ﷺ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মদিনায় আমি এক বছর অবস্থান করি। কিন্তু বেদুইন জীবন ছেড়ে মদিনায় হিজরত থেকে কেবল একটি কারণেই বিরত থাকি। সেটি হচ্ছে, জিজ্ঞাসা করার সুযোগ। কারণ, আমাদের কেউ হিজরত করলে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে কিছুই জিজ্ঞেস করত না।'[৩৩১]

নাওয়াস ﷺ মদিনায় এক বছর মেহমানের মতো ছিলেন। মদিনায় হিজরত ও মদিনাকে নিজের আবাস হিসেবে গ্রহণ করতে চাইলেও দ্বীন সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জানতে চাইবার আকাঙ্ক্ষা তাকে হিজরত থেকে বিরত রাখে। কারণ, রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আকস্মিক কোনো কিছু জানতে চাওয়ার অনুমতি তাদের জন্য ছিল, মুহাজিরদের জন্য এমন সুযোগ হতো না। তাই বেদুইন বা অন্য ভিনদেশিরা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে প্রশ্ন করলে মুহাজির সাহাবিরা খুশি হতেন। কারণ, তাদের জন্য প্রশ্ন করার সুযোগ ছিল, তাদের প্রশ্ন করার ওজরও ছিল, কিন্তু মুহাজিরদের জন্য তা ছিল না বিধায় তাঁরা ভিনদেশিদের প্রশ্নের মাধ্যমে উপকৃত হতেন।[৩৩২]

আনাস বিন মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'কিছু বিষয় সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করার ব্যাপারে আমাদের নিষেধ করা হয়েছিল। তাই আমরা আশা করতাম যে, সে বিষয়টি যদি কোনো বুদ্ধিমান বেদুইন এসে জিজ্ঞেস করে, তবে আমরাও উপকৃত হতাম তা শুনে।

একদিন আমরা মসজিদে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পাশে বসা ছিলাম। ইত্যবসরে এক বেদুইন[৩৩৩] উটে চড়ে আসলেন। মসজিদে প্রবেশ করে উটকে বসালেন। এরপর উটটিকে একটি খুঁটিতে বেঁধে রেখে বললেন, "আপনাদের মাঝে মুহাম্মাদ কে?"

নবিজি ﷺ তখন সকলের অগ্রভাগে হেলান দিয়ে ছিলেন। আমরা বললাম, "সুন্দর অবয়ববিশিষ্ট হেলান দেওয়া এ মানুষটি মুহাম্মাদ ﷺ।"

---

৩৩১. সহিহু মুসলিম : ২৫৫৩।

৩৩২. ইমাম নববি ﷺ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ১৬/১১১।

৩৩৩. বেদুইন সে সাহাবি ছিলেন, জিমাম বিন সালাবা ﷺ।

লোকটি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর উদ্দেশে বললেন, "হে আব্দুল মুত্তালিবের সন্তান!"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তোমার আহ্বানের উত্তর দেওয়া হলো।'

- আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করব। জিজ্ঞাসাগুলো আপনার জন্য কঠিন হতে পারে। তাই আপনি আমার ওপর রাগ করবেন না যেন!
- তোমার প্রশ্ন জিজ্ঞেস করো।
- হে মুহাম্মাদ, আপনি আমাদের নিকট রাসুল হয়ে এসেছেন। দূত হয়ে এসেছেন। এক লোক বলল যে, আপনি নাকি বলেন, "আল্লাহ আপনাকে আমাদের নিকট প্রেরণ করেছেন?"
- সে লোকটি সত্য বলেছে।
- তাহলে বলুন, আসমানের সৃষ্টিকর্তা কে?
- আল্লাহ।
- কে এ পাহাড়গুলো প্রতিস্থাপন করেছে, আর তাতে যা সৃষ্টি করার তা সৃষ্টি করেছেন?
- আল্লাহ।
- যে আল্লাহ আসমান-জমিন সৃষ্টি করেছেন, জমিনের ওপর পাহাড় প্রতিস্থাপন করেছেন—সে আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, তিনিই কি আপনাকে রাসুল করে পাঠিয়েছেন?
- হাঁ।
- আপনার দূত আরও বলেছে, "আমাদের ওপর প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ।"
- সে সত্য বলেছে।
- যে আল্লাহ আপনাকে রাসুল করে পাঠিয়েছেন—তাঁর শপথ করে বলছি, তিনিই কি আপনাকে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের আদেশ দিয়েছেন?
- হাঁ।
- আপনার দূত আরও বলেছে, "আমাদের সম্পদে জাকাত ফরজ।"

- সে সত্য বলেছে।
- যে আল্লাহ আপনাকে রাসুল করে পাঠিয়েছেন—তাঁর শপথ করে বলছি, তিনিই কি আপনাকে জাকাতের আদেশ দিয়েছেন?
- হাঁ।
- আপনার দূত আরও বলেছে, "প্রতি বছর রমাজান মাসের রোজা আমাদের ওপর ফরজ।"
- সে সত্য বলেছে।
- যে আল্লাহ আপনাকে রাসুল করে পাঠিয়েছেন—তাঁর শপথ করে বলছি, তিনিই কি আপনাকে রোজার আদেশ দিয়েছেন?
- হাঁ।
- আপনার দূত আরও বলেছে, "আমাদের যারা সামর্থ্যবান তাদের ওপর বাইতুল্লাহর হজ করা ফরজ।"
- সে সত্য বলেছে।

এরপর লোকটি ফিরে গেলেন। যাওয়ার আগে বলে গেলেন, "সে সত্তার শপথ করে বলছি—যিনি আপনাকে প্রেরণ করেছেন, আমি এর ওপর কোনো কিছু বাড়াবও না, কোনো কিছু কমাবও না।" এ বলে তিনি চলে গেলেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "যদি সে সত্য বলে থাকে, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"'[৩৩৪]

বেদুইনদের অসময়ে করা প্রশ্নে সবর করতেন

বেদুইনরা কথার মাঝখানে কিছু জানতে চাইলে তিনি ধৈর্য ধরতেন এবং কথা শেষ করে তাদের প্রশ্নের জবাব দিতেন। আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একদিন নবিজি ﷺ সাহাবিদের উদ্দেশে কথা বলছিলেন। এমন সময় এক বেদুইন এসে বললেন, "কিয়ামত কখন হবে?"

---

৩৩৪. সহিহুল বুখারি : ৬৩৩, সহিহ্ মুসলিম : ১২।

রাসুলুল্লাহ ﷺ সে বেদুইনের কথার উত্তর না দিয়ে আগের মতো কথা বলতে থাকলেন।

তখন একজন মন্তব্য করলেন, "তিনি শুনেছেন, তবে এ কথাটি অপছন্দ করেছেন বিধায় উত্তর দেননি।"

আরেকজন বললেন, "না, বরং তিনি শুনেনইনি।"[৩৩৫]

রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁর বক্তব্য শেষ করে জিজ্ঞেস করলেন, "কিয়ামত সম্পর্কে জানতে চাইল কে?"

বেদুইন বললেন, "আমি, হে আল্লাহর রাসুল।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "যখন আমানত বিনষ্ট হবে, তখন তোমরা কিয়ামতের অপেক্ষায় থেকো।"

লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলেন, "আমানতের বিনষ্টতা কেমন?"

রাসুলুল্লাহ ﷺ উত্তর দিলেন, "যখন অযোগ্যকে নেতৃত্ব দেওয়া হবে, তখন তোমরা কিয়ামতের অপেক্ষায় থেকো।"[৩৩৬]

▶ হাদিস থেকে বোঝা যায় :

- কেউ কিছু জানতে চাইলে, তাকে সে বিষয়ের ইলম শিক্ষা দেওয়া ওয়াজিব। হাদিসে আমরা দেখেছি, রাসুলুল্লাহ ﷺ সাহাবিদের সাথে কথা শেষ করে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কোথায় সে প্রশ্নকর্তা?' এরপর তাকে প্রশ্নের উত্তর দিলেন।

---

৩৩৫. 'সাহাবিদের মাঝে এ দ্বিধার কারণ হচ্ছে, একজন লোকের প্রশ্নের উত্তর দেননি, এমনকি তিনি প্রশ্নকারীর প্রতি তাকানওনি; বরং এ বিষয়ে তিনি ছিলেন নির্লিপ্ত। ...এ থেকে বোঝা যায়, কারও প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কেবল উল্লিখিত দুটি ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং কখনো অন্যদের সাথে কথাগুলো পূর্ণ করা পর্যন্ত কৃত প্রশ্নের উত্তর দিতে দেরি করার অবকাশ আছে।' দেখুন, ফাতহুল বারি : ১/১৪৩।

৩৩৬. সহিহুল বুখারি : ৫৯।

- শিক্ষার অন্যতম আদব হচ্ছে, শিক্ষার্থী শিক্ষককে সে সময় কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবে না, যে সময় শিক্ষক অন্য কোনো কথা বা অন্য কোনো শিক্ষার্থীকে নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। কারণ, তারাই অগ্রাধিকার পাবে, যারা আগে কথা শুরু করেছিল। তাদের সাথে কথা শেষ হওয়ার আগে কথার মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানো ঠিক নয়।

- শিক্ষার্থী যদিও প্রশ্ন করার সময় মূর্খতা বা রুক্ষতা দেখায়, তবুও শিক্ষক কোমলতার সাথে উত্তর দেবে। কারণ, হাদিসে আমরা দেখেছি কথা পূর্ণ করার আগে প্রশ্ন করলেও সে বেদুইন সাহাবিকে রাসুলুল্লাহ ﷺ ধমক দেননি।

- প্রশ্নকারী যদি উত্তর না বুঝে থাকে, তবে পুনরায় প্রশ্ন করা জায়িজ আছে। কারণ, রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর বোঝানোর পরও সে বেদুইন সাহাবি পুরো বিষয়টা বুঝতে পারেননি বলে আবারও প্রশ্ন করেছিলেন যে, 'আমানত বিনষ্ট হয় কীভাবে?'[৩৩৭]

বেদুইনরা চড়া গলায় প্রশ্ন করলেও তিনি বরদাশত করতেন

ইবনে উমর ﷺ বলেন, 'একবার এক বেদুইন উচ্চস্বরে রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করল, গুইসাপের ব্যাপারে আপনার অভিমত কী?'

রাসুলুল্লাহ উত্তর দিলেন, 'আমি তা খাইও না, আবার হারামও বলি না।'[৩৩৮]

ইবনে উমর ﷺ বলেন, 'এক বেদুইন নবিজি ﷺ-কে উচ্চস্বরে ডেকে জানতে চাইল, "ইহরাম অবস্থায় কোন কোন জন্তু মারা যাবে?"

রাসুলুল্লাহ ﷺ উত্তর দিলেন, "কাক, চিল, ইঁদুর, হিংস্র কুকুর, বিচ্ছু।"

বারা বিন আজিব ﷺ (إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ) —'যারা ঘরের বাইরে থেকে আপনাকে উচ্চস্বরে ডাকে, তাদের অধিকাংশই

---

৩৩৭. ইবনে বাত্তাল ﷺ কৃত শারহু সহিহিল বুখারি : ১/১২৭, উমদাতুল কারি : ২/৭।

৩৩৮. মুসনাদু আহমাদ : ৫৫০৫; শাইখাইনের শর্তানুযায়ী হাদিসটির সনদ সহিহ। বেদুইনের আহ্বানের ছত্রটি বাদে হাদিসটি এসেছে, সহিহুল বুখারি : ৫৫৩৬, সহিহ মুসলিম : ১৯৪৩-এ।

অবুঝ।'[৩৩৯]—এ আয়াতের ব্যাপারে বলেন, 'এ আয়াত তিলাওয়াতের পর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, "হে আল্লাহর রাসুল, আমার প্রশংসা করা সৌন্দর্য এবং আমার নিন্দা করা অপমান।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "এটা কেবল আল্লাহ তাআলাই হতে পারেন।"'[৩৪০]

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে প্রশ্নকর্তা লোকটি নিজের প্রশংসা ও নিজের বড়ত্ব জাহির করতে চেয়েছিল। তার কথার অর্থ হচ্ছে, যদি আমি কারও প্রশংসা করি, তবে সে প্রশংসিত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত। কিন্তু যদি আমি কোনো লোকের নিন্দা করি, তবে সে নিন্দিত ও ঘৃণিত।

তার জবাবে রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, এমনটা কেবল আল্লাহই হতে পারেন। অর্থাৎ যার প্রশংসা কাউকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করতে পারে এবং যার নিন্দা কাউকে দোষযুক্ত করতে পারে, তিনি হলেন আল্লাহ। এ ছাড়া অন্য কারও জন্য এ কথা প্রযোজ্য নয়।[৩৪১]

উদাহরণ দিয়ে বেদুইনদের বোঝাতেন

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, 'এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, "ইয়া রাসুলাল্লাহ, (আমি ফরসা কিন্তু) আমার একটি কালো ছেলে জন্মেছে (তাই আমি সন্তানটি আমার বলে স্বীকার করতে সংশয় বোধ করছি)।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমার কি উট আছে?" লোকটি বললেন, "জি, আছে।" রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তার রং কী?" লোকটি উত্তর দিলেন, "লাল।" রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "সেগুলোর মধ্যে কি ছাই বর্ণের কোনো উট আছে?" লোকটি বললেন, "জি, আছে।" রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তাহলে এটা কোথা থেকে আসলো?" তিনি উত্তর দিলেন, "হয়তো পূর্বপুরুষদের রক্তধারায় এমনটি হয়েছে।" রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমার ছেলের কালো রংটাও হয়তো পূর্বপুরুষদের রক্তধারার কারণে হয়েছে।"'[৩৪২]

---

৩৩৯. সুরা আল-হুজুরাত, ৪৯ : ৪।
৩৪০. সুনানুত তিরমিজি : ৩২৬৭।
৩৪১. তুহফাতুল আহওয়াজি : ৯/১০৯।
৩৪২. সহিহুল বুখারি : ৫৩০৫, সহিহ মুসলিম : ১৫০০।

বেদুইনদের সঙ্গে সহজভাবে মিশতেন

তিনি বেদুইনদের সাথে বসতেন, হাসি-কৌতুক করতেন, তাদের সাথে কথা বলতেন, মেহমান বানাতেন এবং সুন্দর করে তাদের আপ্যায়ন করতেন।

আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, 'একদিন নবিজি ﷺ কথা বলছিলেন। সেখানে তখন এক বেদুইন লোকও বসেছিল। রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "জান্নাতের এক অধিবাসী আল্লাহর কাছে চাষাবাদ করার অনুমতি চাইবে। আল্লাহ তাআলা বলবেন, "তুমি যা চাচ্ছ, তা কি পাচ্ছ না?"

সে লোক জবাব দেবে, "অবশ্যই। কিন্তু আমার চাষ করতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, "এরপর লোকটা বীজ রোপণ করবে। সাথে সাথেই বীজ থেকে অঙ্কুর বের হবে, গাছ বড় হবে, ফসলও কাটা হয়ে যাবে, ফসল হবে পাহাড়ের মতো বিশাল। এসবই হবে চোখের পলকে।

তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, "আদম-সন্তান, তোমাকে কিছুই তৃপ্ত করতে পারে না।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কথা শেষ হলে সে বেদুইন বলে উঠল, "এমন লোক আপনি কেবল কুরাইশ বা আনসার সাহাবিদের মাঝেই পাবেন। কারণ, তারা কৃষি কাজ করে। আমরা বেদুইনরা কৃষক নই।"

তার কথা শুনে রাসুলুল্লাহ ﷺ হেসে দিলেন।'[৩৪৩]

অর্থাৎ বেদুইন লোকটার বুদ্ধিমত্তা ও চমৎকার জবাবে রাসুলুল্লাহ ﷺ হেসে উঠলেন।[৩৪৪]

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আজাদকৃত দাস সাওবান ﷺ বলেন, 'একবার আমাদের বাড়িতে এক বেদুইন মেহমান এলেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে নিয়ে বাড়ির সামনে বসলেন। তারপর রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে মানুষের ব্যাপারে জিজ্ঞেস

---

৩৪৩. সহিহুল বুখারি : ২৩৪৮।

৩৪৪. মিরকাতুল মাফাতিহ : ৯/৩৬০০।

করতে লাগলেন যে, "ইসলামে এসে তারা কেমন খুশি? সালাতের সাথে তাদের কেমন সখ্যতা গড়ে উঠেছে?" তিনি তাঁকে প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগলেন। এতে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠতে দেখলাম।

তারপর যখন দিন বেড়ে খাবারের সময় হলো, তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাকে ডেকে চুপিচুপি বললেন, "আয়িশার ঘরে যাও আর তাকে বলো যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর একজন মেহমান আছে।"

আয়িশা ﷺ বলে পাঠালেন, "সে সত্তার শপথ—যিনি হিদায়াত ও সত্য দ্বীন প্রেরণ করেছেন, আমাদের ঘরে মানুষের খাওয়ার মতো কিছুই নেই।"

এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাকে এক এক করে তাঁর সকল স্ত্রীর কাছে পাঠালেন। কিন্তু সকলেই আয়িশা ﷺ-এর মতো ওজর পেশ করলেন। এতে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর মুখ মলিন হয়ে উঠতে দেখলাম।

বেদুইন বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি বুদ্ধি খাটিয়ে কথার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে বললেন, "এ যুগের বেদুইনরা কষ্ট সহ্য করতে পারে বেশ। আমরা শহরবাসীর মতো নই। একটি খেজুর ও একটু দুধই আমাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়।"[৩৪৫]

তখন সামনে দিয়ে সদ্য দুধ দোহনকৃত আমাদের একটি ছাগী হেঁটে যাচ্ছিল। তাকে আমরা "সামরা" বলে ডাকতাম। রাসুলুল্লাহ ﷺ তার নাম ধরে ডাক দিলেন।

ছাগীটি ম্যাঁ ম্যাঁ করতে করতে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসলো। রাসুলুল্লাহ ﷺ "বিসমিল্লাহ" বলে তার পায়ের পাশ দিয়ে হাত গলিয়ে ওলান স্পর্শ করলেন। সাথে সাথে ছাগীর ওলান দুধে ভরপুর হয়ে গেল।

রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাকে ডেকে পাত্র আনতে বললেন। পাত্র নিয়ে আসলে তিনি বিসমিল্লাহ বলে দুধ দোহন করলেন। পাত্রটি তখনই ভরে গেল দুধে।

---

৩৪৫. অর্থাৎ 'যখন কোনো বেদুইন খাবার হিসেবে একটি খেজুর এবং সাথে একটু পানি বা দুধ পায়, তা-ই তখন তার জন্য উত্তম হয় এবং তার জন্য যথেষ্ট হয়।' এ বেদুইনের কথার মাধ্যমে বোঝা যাচ্ছে, তিনি বেশ বুদ্ধিমান ও সুন্দর কথার অধিকারী ছিলেন।

এরপর বললেন, “বিসমিল্লাহ” বলে তাকে দাও।

আমি মেহমানকে তা দিলাম। তিনি লম্বা এক চুমুক দিয়ে তা থেকে পান করলেন। অতঃপর পাত্র রেখে দেওয়ার ইচ্ছা করলে রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, “আবার পান করো।” তিনি আবার পান করলেন। এরপর রেখে দেওয়ার ইচ্ছে করলে রাসুলুল্লাহ ﷺ আবার বললেন, “আবার পান করো।” এভাবে কয়েকবার পান করে তার পেটভর্তি হয়ে গেল। আল্লাহ যতটুকু চাইলেন ততটুকু সে সাহাবি পান করলেন।

এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ “বিসমিল্লাহ” বলে আবারও দুধ দোহন করলেন। সাথে সাথে পাত্রটি ভরে গেল। অতঃপর বললেন, “এগুলো আয়িশা ﷺ-এর কাছে নিয়ে যাও। তারপর যে পরিমাণ সম্ভব, সে পরিমাণ যেন সে এখান থেকে পান করে।”

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আদেশ পালনের পর আমি ফিরে এলাম। তিনি আগের মতো “বিসমিল্লাহ” বলে দুধ দোহন করলেন। পাত্র পূর্ণ হলো। অতঃপর আমাকে এক এক করে তাঁর প্রত্যেক স্ত্রীর নিকট পাঠালেন। যখনই কোনো স্ত্রী পান করতেন, “বিসমিল্লাহ” বলে পুনরায় দুধ দোহন করে আমাকে আরেকজনের কাছে পাঠাতেন। এভাবে একে একে আমাকে তাঁর সকল স্ত্রীর কাছে পাঠালেন। সবার কাছ থেকে ফিরে এসে আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলাম।

তিনি বললেন, “আমার দিকে বাটিটি উত্তোলন করো। আমি বাটি ওঠালাম। তিনি “বিসমিল্লাহ” বলে আল্লাহ যতটুকু চান পান করলেন। এরপর আমাকে দিলেন। আমি পাত্রে ঠোঁট লাগিয়ে পান করলাম। দুধটা মধুর চাইতেও মিষ্টি ছিল। মিশকের চাইতেও বেশি সুগন্ধযুক্ত ছিল। এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, “হে আল্লাহ, এ ছাগীর মাঝে তার পরিবারের জন্য বরকত দিন।”’[৩৪৬]

সত্যবাদী ও মুজাহিদ বেদুইনদের প্রশংসা করতেন

শাদ্দাদ বিন হাদ ﷺ বলেন, ‘এক বেদুইন রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে ইমান আনলেন এবং তাঁর অনুসারী হলেন। অতঃপর বললেন, “আমি কি আপনার

৩৪৬. আজুরি ﷺ কিতাবুশ শরিয়া : ১০৪৮-এ উল্লেখ করেছেন। হাদিসটি সহিহ।

কাছে হিজরত করব?” রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁর এক সাহাবিকে তার ব্যাপারে অসিয়ত করলেন।

এরপর এক যুদ্ধের কথা। যুদ্ধে নবিজি ﷺ-এর হাতে গনিমত হিসেবে বন্দী আসলো। তিনি সাহাবিদের মাঝে গনিমত বণ্টন করে দিলেন। বেদুইনের জন্যও গনিমতের অংশ বণ্টন করা হলো। নবিজি ﷺ তার অংশটা তার কিছু নিকটতম সাথির কাছে দিয়ে দিলেন তাকে দেওয়ার জন্য। তিনি পেছনের দিকে ছিলেন। যখন সামনে আসলেন, তার সাথিরা তার ভাগটা এগিয়ে দিল তার দিকে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “এটা কী?”

তারা উত্তর দিল, এটা তোমার অংশ, যা নবিজি ﷺ তোমার জন্য বণ্টন করেছেন। তিনি তার অংশ নিয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, “এটা কী?”

রাসুলুল্লাহ ﷺ উত্তর দিলেন, “গনিমত থেকে তোমার অংশ।”

তিনি বললেন, “এগুলোর জন্য আমি আপনার অনুসারী হইনি; বরং আমি আপনার অনুসারী হয়েছি এ কারণে যে, আমার এ স্থানে তির বিদ্ধ হবে—এটা বলার সময় তিনি তার গলার দিকে ইশারা করলেন—আর আমি শহিদ হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করব।”

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, “যদি তুমি আল্লাহর কাছে সত্যিই এ ইচ্ছে পোষণ করো, তবে আল্লাহ তা সত্যে পরিণত করবেন।”

এরপর সে লোকটি সেখানে কিছু সময় অবস্থান করে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য উঠে গেলেন। অতঃপর গলায় তিরবিদ্ধ অবস্থায় তাকে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে আনা হলো।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, “এ কি ওই লোকটাই?” তারা বললেন, “জি।” তিনি বললেন, “সে আল্লাহর কাছে সত্য বলেছে, আল্লাহও তার কথা সত্যে পরিণত করেছেন।”

এরপর নবিজি ﷺ নিজের জুব্বা দিয়ে তাকে কাফন পরালেন। তাকে সামনে রেখে জানাজা আদায় করলেন। নবিজি ﷺ সালাতে তার জন্য যে দোয়া করেছিলেন, তার মাঝে যেটুকু শোনা গিয়েছিল, তা হলো :

اللهُمَّ هَذَا عَبْدُكَ خَرَجَ مُهَاجِرًا فِي سَبِيلِكَ فَقُتِلَ شَهِيدًا أَنَا شَهِيدٌ عَلَى ذَلِكَ

"হে আল্লাহ, আপনার এ বান্দাটি মুহাজির অবস্থায় বের হয়েছে, এরপর শহিদ হয়েছে। আমি নিজে এ ব্যাপারে সাক্ষী।"'[৩৪৭]

জাবির বিন আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন, 'মুআজ ﷺ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ইশার সালাত পড়ে বাড়িতে ফিরে গিয়ে তার সাথিদের নিয়ে আবার সালাত আদায় করতেন। এমনই একদিন ফিরে গিয়ে তিনি তার সাথিদের নিয়ে সালাত আদায় করতে লাগলেন। ইত্যবসরে তার সম্প্রদায়ের এক যুবক এসে সালাতে দাঁড়াল। কিন্তু সালাত লম্বা হওয়ার কারণে সে যুবক নিজেই সালাত পড়ে বের হয়ে যায়। উটের লাগাম ধরে উট হাঁকিয়ে চলে যায় সেখান থেকে। সালাত পড়া শেষে মুআজ ﷺ-কে তা জানালে তিনি বললেন, "নিশ্চয় এটা নিফাক। আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে এ ব্যাপারে জানাব অবশ্যই।"

মুআজ ﷺ সে যুবকের ঘটনা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জানালেন।

যুবকটি তখন বলল, "হে আল্লাহর রাসুল, আপনার কাছ থেকে তিনি লম্বা সময় ধরে সালাত পড়ে যান। এরপর ফিরে গিয়ে আমাদের নিয়েও লম্বা সময় নিয়ে সালাত আদায় করেন।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ তখন মুআজ ﷺ-এর উদ্দেশে বললেন, "হে মুআজ, তুমি কি ফিতনাকারী?"

এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ যুবককে লক্ষ করে বললেন, "ভাতিজা, তুমি কীভাবে সালাত পড়ো?"

---

৩৪৭. সুনানুন নাসায়ি : ১৯৫৩।

যুবক উত্তর দিল, "আমি ফাতিহা পড়ি, আল্লাহর কাছে জান্নাত চাই, জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। কিন্তু আমি জানি না আপনি গুনগুন করে কী পড়েন এবং মুআজই-বা সালাতে গুনগুন করে কী পড়েন!"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "আমি ও মুআজ প্রায় তা-ই করি।"

যুবকটি বলল, "কিন্তু মুআজ রা. অচিরেই জেনে যাবেন (আমি মুনাফিক কি না), যখন শত্রুবাহিনী আসবে।

এদিকে খবর আসলো যে, শত্রুরা কাছে চলে এসেছে। মুসলিমরা অগ্রসর হলো এবং যুদ্ধে যুবক শহিদ হয়ে গেল।

যুদ্ধ শেষে নবিজি ﷺ মুআজ রা.-কে জিজ্ঞেস করলেন, "আমার ও তোমার সে বিবাদীর কী হলো?"

মুআজ রা. তখন বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল, সে সত্য ছিল, আমিই মিথ্যা ছিলাম। আর সে শাহাদাত বরণ করেছে।"'[৩৪৮]

বেদুইনদের কারও কারও সাথে উট-দৌড় প্রতিযোগিতা করতেন

আনাস বিন মালিক রা. বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর "আজবা" নামের একটি উট ছিল। কোনো উটই তার আগে যেতে পারত না। একদিন এক বেদুইন সওয়ারির উপযুক্ত একটি উটে চড়ে আসলেন। এ উট দিয়ে তিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হলেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ-ও প্রতিযোগিতা করলেন তার সাথে। বেদুইনের সে উট "আজবা"-এর আগে চলে গেল। এ দেখে মুসলিমরা মনে মনে বেশ কষ্ট পেল এবং (দুঃখভরা কণ্ঠে) বলল, "আজবা" হেরে গেল!

রাসুলুল্লাহ ﷺ সাহাবিদের মুখে কষ্টের রেখা দেখে বললেন, "আল্লাহর নীতি হলো, দুনিয়ার যে বস্তুরই উত্থান ঘটবে, তিনি অবশ্যই তার পতন ঘটাবেন।"'[৩৪৯]

---

৩৪৮. সহিহু ইবনি খুজাইমা : ১৬৩৪, সনদ জাইয়িদ। এ হাদিসটি সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণিত হয়েছে, বুখারি : ৭০৫ ও সহিহু মুসলিম : ৪৬৫-এ।

৩৪৯. সহিহুল বুখারি : ২৮৭২।

▶ হাদিস থেকে বোঝা যায় :

- বিনম্রতার প্রতি উৎসাহ।
- উটের ওপর সওয়ার হয়ে প্রতিযোগিতা করা বৈধ।
- রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর উন্নত চরিত্র ও নম্রতার প্রমাণ। কারণ, একজন সামান্য বেদুইনের সাথে প্রতিযোগিতা করতে তিনি কুণ্ঠাবোধ করেননি।
- দুনিয়াবিমুখতার শিক্ষা। কারণ, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইঙ্গিত করেছেন যে, প্রত্যেক উত্থানের পতন আছে।

নিজের হকের ক্ষেত্রে শিথিল এবং আল্লাহর হকের ক্ষেত্রে কঠোর ছিলেন

বেদুইনরা তাঁর হক আদায় না করলেও তিনি নম্র আচরণ করতেন, কিন্তু আল্লাহর হক লঙ্ঘন করলে তিনি কঠোর হতেন এবং আল্লাহর হুকুম ও হদ প্রয়োগ করতেন।

মুগিরা বিন শুবা ﷺ থেকে বর্ণিত, 'দুই সতিন নিজেদের মধ্যে লড়াই করল। তাদের একজন তাঁবুর খুটি দিয়ে আঘাত করে তার সতিনকে হত্যা করে ফেলল। [অন্য বর্ণনায় শব্দ এসেছে : মৃত মহিলা গর্ভবতী ছিল।]

রাসুলুল্লাহ ﷺ মহিলার হত্যার কারণে হত্যাকারিণীর গোত্রের ওপর দিয়াত আদায়ের ফয়সালা করলেন। আর পেটের সন্তান হত্যার জন্য দাস মুক্ত করার সিদ্ধান্ত শোনালেন।[৩৫০]

তখন এক বেদুইন বলে উঠল, "দাস মুক্ত করা হবে—এমন এক শিশুর হত্যার কারণে, যে পানও করেনি, খায়ওনি, কথাও বলেনি, একটু শব্দও করেনি!? শিশুর বিষয়টা তো প্রতিশোধহীন থাকতে পারে, নাকি!"

---

৩৫০. রাসুলুল্লাহ ﷺ গর্ভে থাকা শিশু হত্যার কারণে একটি দাস বা দাসী মুক্ত করার ফয়সালা দিলেন। দাস মুক্ত করা দিয়াতের বিশ ভাগের এক ভাগ। রাসুলের এমন ফয়সালার কারণ হতে পারে, হত্যাকারিণী তাঁবুর খুঁটি দিয়ে আঘাত করলেও মূলত হত্যা করার মানসে এমনটা করেনি। তাই এটা কতলে শিবহে আমাদ হয়েছে। জ্ঞানবোধসম্পন্ন ব্যক্তির ওপর এ ক্ষেত্রে দিয়াত ওয়াজিব হয়। অন্যথায় কিসাস ওয়াজিব হতো। কারণ, স্বেচ্ছায় অপরাধ করে এমন অপরাধীর ওপর দিয়াত প্রযোজ্য হয় না। দেখুন, ইমাম নববি ﷺ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ১১/১৭৬-১৭৭।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "এটা জাহিলি যুগের ছন্দাবৃত্তির মতো ছন্দাবৃত্তি। এই বলে তিনি শিশুর ক্ষেত্রে দাস মুক্ত করার সিদ্ধান্ত বহাল রাখলেন।'[৩৫১]

আলিমগণ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ তার ছন্দের মতো কথাগুলোর দুকারণে নিন্দা করেছেন :

১. এর মাধ্যমে সে শরিয়তের বিধানের বিরুদ্ধে কথা বলেছিল এবং তা বাতিল করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল।

২. সে শরিয়ত-বহির্ভূত একটা বিষয় চাপিয়ে দিতে চাইছিল।

ছন্দযুক্ত কথায় এ দুটি দিক নিন্দনীয়। পক্ষান্তরে রাসুলুল্লাহ ﷺ বিভিন্ন সময় যেসব ছন্দযুক্ত কথা বলেছেন, যা হাদিসের মাঝে প্রসিদ্ধ—তা নিন্দিত ছন্দের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা, সেগুলো শরিয়তের বিরুদ্ধে যায় না এবং শরিয়ত-বহির্ভূত কোনো বিষয় চাপিয়ে দেয় না; বরং তা ভালো অর্থবহ হয়ে থাকে।'[৩৫২]

অন্য একটি বর্ণনা মতে, রাসুলুল্লাহ ﷺ সে বেদুইনকে গণকের সাথে তুলনা দিয়েছেন। কারণ, গণকরা অন্তরসমূহকে প্রভাবিত ও আকৃষ্ট করার জন্য তাদের বাতিল কথাগুলো ছন্দোবদ্ধভাবে বলে থাকে।[৩৫৩]

তবে রাসুলুল্লাহ ﷺ সে বেদুইন সাহাবিকে কোনো শাস্তি দেননি। কারণ, মূর্খদের ক্ষমা করার ব্যাপারে তিনি আদিষ্ট ছিলেন।[৩৫৪]

আব্দুল্লাহ বিন আমর ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'এক বেদুইন রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসলো। তার গায়ে সবুজ রঙের একটি আলখেল্লা পরিহিত ছিল, যাতে রেশমের ঝালর অথবা বোতাম লাগানো ছিল।

সে বলল, "তোমাদের এ বন্ধুটি (রাসুলুল্লাহ ﷺ) প্রত্যেক রাখালের ছেলে রাখালকে ওপরে তুলতে চায়; আর প্রত্যেক বীরের ছেলে বীরকে নিচে ফেলতে চায়।"

---

৩৫১. সহিহুল বুখারি : ৬৯০৬, সহিহু মুসলিম : ১৬৮২, সুনানুন নাসায়ি : ৪৮৩৩।

৩৫২. ইমাম নববি ﷺ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ১১/১৭৮।

৩৫৩. লিসানুল আরব : ১৩/৩৬৩।

৩৫৪. ফাতহুল বারি : ১০/২১৮।

তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ রাগান্বিত হয়ে তার দিকে তেড়ে গেলেন এবং তার জামার কলার ধরে তাঁর দিকে টেনে আনলেন আর বললেন, "আমি তোমার শরীরে নির্বোধদের পোশাক দেখতে পাচ্ছি না।"

তারপর তিনি বসে পড়লেন এবং বললেন, "নুহ ﷺ যখন মৃত্যুর নিকটবর্তী হলেন, তখন তাঁর দুই সন্তানকে ডেকে বললেন, "আমি সংক্ষেপে তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি। তোমাদের আমি দুটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি এবং দুটি বিষয় থেকে নিষেধ করছি। তোমাদের আমি শিরক ও অহংকার থেকে নিষেধ করছি এবং "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" পাঠের নির্দেশ দিচ্ছি। কেননা, আসমান-জমিন ও এতদুভয়ের মাঝে যা কিছু আছে, সবকিছুকে যদি এক পাল্লায় রাখা হয় আর "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"-কে অপর পাল্লায় রাখা হয়, তবে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"-এর পাল্লা ভারী হবে। আর যদি আসমান ও জমিনকে বৃত্ত আকারে রাখা হয়, অতঃপর তার ওপর "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" রাখা হয়, তবে (এটার ভারে) ওই বৃত্ত ভেঙে যাবে।

আর তোমাদের "সুবাহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি" পাঠের নির্দেশ দিচ্ছি। কারণ, এটি প্রত্যেক বস্তুর দোয়া এবং প্রত্যেক বস্তুকে এটির কারণে রিজিক দেওয়া হয়।"'[৩৫৫]

বাইআত ভাঙার অনুমতি দিতেন না

ইসলাম ও হিজরতের বাইআতের পর তা ভেঙে ফেলতে চাইলে তাতে রাজি হতেন না।

জাবির বিন আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন, 'এক বেদুইন নবিজি ﷺ-এর কাছে আসলো এবং ইসলামের ওপর বাইআত হলো। অতঃপর মদিনার জ্বরে সে আক্রান্ত হলো। তাই নবিজি ﷺ-এর কাছে এসে সে বলল, "হে মুহাম্মাদ, আমার বাইআত প্রত্যাহার করে নিন।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ অস্বীকৃতি জানালেন।

---

৩৫৫. মুসনাদু আহমাদ : ৭০৬১।

কিন্তু সে বেদুইন আবারও এসে বলল, “আমার বাইআত প্রত্যাহার করে নিন।”

তিনি অস্বীকৃতি জানালেন।

সে বেদুইন আবার এসে বলল, “আমার বাইআত প্রত্যাহার করে নিন।”

রাসুলুল্লাহ ﷺ এবারও অস্বীকৃতি জানালেন।

অতঃপর সে বেদুইন মদিনা থেকে বেরিয়ে গেল।

তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন :

إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ، تَنْفِي خَبَثَهَا، وَيَنْصَعُ طِيبُهَا

“মদিনা হচ্ছে হাপরের মতো। কদর্য দূর করে স্বচ্ছতাকে স্পষ্ট করে তোলে।”'[৩৫৬]

আলিমগণ বলেন, ‘রাসুলুল্লাহ ﷺ বাইআত প্রত্যাহার না করার কারণ হচ্ছে, ইসলাম ত্যাগ করা জায়িজ নেই। আর কেউ যদি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে থাকার উদ্দেশ্যে হিজরত করে, তার জন্য হিজরত ত্যাগ করে নিজের দেশে বা অন্য কোথাও যাওয়ার বৈধতা নেই। আর এ বেদুইন লোকটা হিজরত করেছিল এবং রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে থাকার ওপর বাইআত হয়েছিল।’[৩৫৭]

(মদিনা হাপরের মতো) : অর্থাৎ মাটি দ্বারা তৈরিকৃত কামারের হাপরের মতো। কেউ কেউ হাদিসের শব্দ ‘কির’ থেকে আগুনে ফুঁক দেওয়ার ভিস্তি বুঝেছেন। এ অর্থ ধরলে শব্দটা الكُور মূলধাতু থেকে গঠিত হবে।[৩৫৮]

(কদর্য দূর করে) : অর্থাৎ রুপা, তামা ইত্যাদিতে যে ময়লা লেগে থাকে, হাপর তা দূর করে দেয়। এ বাক্যের মর্মার্থ হচ্ছে, মদিনা এমন ব্যক্তিকে তাড়িয়ে দেয়, যার মাঝে কোনো কল্যাণ নেই।

---

৩৫৬. সহিহুল বুখারি : ১৮৮৩, সহিহু মুসলিম : ১৩৮৩।

৩৫৭. ইমাম নববি ﷺ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ৯/১৫৬।

৩৫৮. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৪/২১৭।

(স্বচ্ছতাকে স্পষ্ট করে তোলে) : অর্থাৎ ময়লা থেকে পরিষ্কার ও শুদ্ধ করে ভালো অংশটা রাখে। এর মর্মার্থ হচ্ছে, যার মাঝে ইমানের পরিশুদ্ধতা নেই, মদিনা তাকে বের করে দেয়। ফলে পরিশুদ্ধ ইমানের অধিকারীরাই মদিনাতে বাকি থাকে।[৩৫৯]

ইবনে মুনির ﵀ বলেন, 'হাদিস থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, মদিনা থেকে বের হয়ে যাওয়া নিন্দনীয়। তাই হাদিসের ওপর এ আপত্তি উত্থাপিত হয় যে, পরবর্তী সময়ে অনেক সাহাবি মদিনা থেকে বের হয়ে অন্য দেশে গিয়ে বাস করেছেন। সাহাবিদের পর অনেক গুণী ব্যক্তিও একইভাবে মদিনা ছেড়ে ভিন্ন জায়গায় গিয়ে বাস করেছেন। তাহলে তারা কি এ নিন্দার অন্তর্ভুক্ত?

আপত্তির জবাব : নিন্দিত সেই ব্যক্তি, যে মদিনাকে অপছন্দ করে মদিনা থেকে বেরিয়ে যায়। যেমনটি হাদিসে উল্লেখিত বেদুইন লোকটি করেছিল। অন্যথায়, যারা উত্তম উদ্দেশ্যে বেরিয়েছেন; যেমন কেউ ইলম প্রসারের উদ্দেশ্যে, কেউ মুশরিকদের দেশ বিজয়ের উদ্দেশ্যে, কেউ সীমান্তে পাহারা দেওয়ার অভিপ্রায়ে, কেউ শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার মানসে মদিনা থেকে বের হয়েছিল—এরা কেউই হাদিসে বর্ণিত নিন্দার পাত্র নন; বরং তারা তো মদিনার শ্রেষ্ঠজন ও শ্রেষ্ঠ অধিবাসী।'[৩৬০]

বিনা অনুমতিতে অন্যের ঘরে দৃষ্টি দিলে ধমক দিতেন

আনাস বিন মালিক ﵁ থেকে বর্ণিত, 'এক বেদুইন রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর দরোজার ফাঁক দিয়ে ভেতরে দেখছিল। নবিজি ﷺ তা দেখে ফেললে লোহা বা কাঠের দণ্ড চাইলেন সে লোকের চোখ ফুঁড়ে দেওয়ার জন্য। বেদুইন লোকটা যখন রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে দেখতে পেল, তখন নিজের চোখ সরিয়ে নিল। এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, "যদি তুমি এভাবে তাকিয়েই থাকতে, তাহলে আমি তোমার চোখ ফুঁড়ে দিতাম।"'[৩৬১]

---

৩৫৯. তুহফাতুল আহওয়াজি : ১০/২৮৯।
৩৬০. ফাতহুল বারি : ১৩/২০০।
৩৬১. সুনানুন নাসায়ি : ৪৮৫৮।

সাহল বিন সাদ ﵁ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কোনো একটা কক্ষের ছিদ্র গলিয়ে এক লোক ভেতরে উঁকি দিচ্ছিল। তখন নবিজি ﷺ চিরুনি হাতে মাথা আঁচড়াচ্ছিলেন।

সে লোকের কাণ্ড শুনে রাসুলুল্লাহ বললেন, "তখন যদি আমি জানতে পারতাম, তবে চিরুনি দিয়ে তোমার চোখ ফুঁড়ে দিতাম। চোখের কারণেই তো অনুমতির বিধান দেওয়া হয়েছে।"'[৩৬২]

নববি ﵀ বলেন, 'অনুমতি নেওয়া শরিয়তের নির্দেশ। যাতে হারাম কিছু বা কোনো গাইরে মাহরাম মহিলার ওপর দৃষ্টি না পড়ে। তাই কারও ঘরের দরোজার ফুঁটো বা অন্য কোনো জায়গা দিয়ে ভেতরে উঁকি দেওয়া জায়িজ নেই।'

এই হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয়, উঁকিঝুঁকি দেওয়া ব্যক্তির চোখ লক্ষ্য করে হালকা কিছু নিক্ষেপ করা জায়িজ। ওই ঘরে গাইরে মাহরাম মহিলা না থাকা সত্ত্বেও কেউ যদি উঁকি দেওয়া ব্যক্তির চোখে হালকা কিছু নিক্ষেপ করে এবং এতে তার চোখ ফুঁড়ে যায়, তবুও এতে কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।'[৩৬৩]

অসুস্থ বেদুইনকে দেখতে যেতেন

বেদুইনদের কেউ অসুস্থ হলে তিনি দেখতে যেতেন এবং তাদের জন্য দোয়া করতেন।

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ﵄ বলেন, 'নবিজি ﷺ এক বেদুইন রোগীকে দেখতে গেলেন। সাধারণত রাসুলুল্লাহ ﷺ কোনো রোগীকে দেখতে গেলে বলতেন :

لَا بَأْسَ، طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللهُ

"দুশ্চিন্তার কারণ নেই। এই অসুখ তোমাকে গুনাহ থেকে পবিত্র করে তুলবে ইনশাআল্লাহ।"

---

৩৬২. সহিহুল বুখারি : ৫৯২৪, সহিহু মুসলিম : ২১৫৬।

৩৬৩. ইমাম নববি ﵀ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ১৪/১৩৭।

এবারও তা-ই বললেন। তখন বেদুইন লোকটি বললেন :

طَهُورٌ؟ كَلَّا، بَلْ هِيَ حُمَّى تَفُورُ، أَوْ تَثُورُ، عَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ

'আপনি অসুখকে গুনাহ থেকে পবিত্রকারী বলছেন! তা কক্ষনো নয়; বরং এ তো এমন জ্বর, যা বয়োবৃদ্ধের ওপর টগবগ করে ফুটছে বা জ্বলছে।'

তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তবে তা-ই হোক।"'[৩৬৪]

অন্য বর্ণনায় আছে, পরদিন সন্ধ্যাবেলা সে লোকটি মৃত্যুবরণ করলেন।[৩৬৫]

(এই জ্বর তোমাকে গুনাহ থেকে পবিত্র করে তুলবে ইনশাআল্লাহ) : নবিজি ﷺ এখানে 'ইনশাআল্লাহ' বলেছেন। কারণ, তার এ কথাটা জুমলায়ে খাবারিয়্যাহ (বিবৃতিমূলক বাক্য)। জুমলায়ে দুআইয়্যাহ (প্রার্থনামূলক বাক্য) নয়। কারণ, দোয়ার সময় দৃঢ় হয়ে দোয়া করতে হয়। সে ক্ষেত্রে 'ইচ্ছা করা'-জাতীয় কোনো শব্দ থাকে না।

এ জন্যই নবিজি ﷺ দোয়ার সময় 'হে আল্লাহ আপনি ইচ্ছে করলে আমাকে ক্ষমা করে দিন, ইচ্ছে করলে আমার ওপর দয়া করুন' এমন করে বলতে নিষেধ করেছেন।[৩৬৬]

নবিজি ﷺ সে হাদিসে বলেছেন, এ রকম করে বলবে না। কেননা, আল্লাহকে বাধ্য করবে—এমন কেউ নেই যে, যদি তিনি চান, তবে তোমাকে ক্ষমা করে দেবেন, যদি তিনি চান তোমাকে ক্ষমা করবেন না, তোমার প্রতি দয়া করবেন না। কারণ 'তুমি চাইলে' কথাটি তাকেই বলা হয়, যাকে বাধ্যকারী কেউ আছে অথবা যার চেয়ে বড় দানবীর অন্য কেউ আছে। তাই যখন তুমি আল্লাহর কাছে চাইবে, তখন 'আপনি চাইলে' এমন করে বলবে না।

অন্যদিকে এ হাদিসের মাঝে রোগীর উদ্দেশে নবিজি ﷺ বলেছেন, (لَا بَأْسَ، طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللهُ)। এখানে বাক্যটি বিবৃতিমূলক। আশাবাদ অর্থে এসেছে।

---

৩৬৪. সহিহুল বুখারি : ৩৬১৬।

৩৬৫. তাবারানি : ৭২১৩।

৩৬৬. সহিহুল বুখারি : ৬৩৩৯, সহিহু মুসলিম : ২৬৭৯।

তিনি আশা ব্যক্ত করেছেন যে, সামনে রোগীর কোনো কষ্ট হবে না। এরপর 'ইনশাআল্লাহ' বলেছেন। কারণ, রোগীর কষ্ট হওয়া না-হওয়া আল্লাহর ইচ্ছাধীন।[৩৬৭]

فَنَعَمْ إِذًا—এ বাক্যের 'ফা' অক্ষর উহ্য একটি কথার জামিন। সে উহ্য কথাটি হচ্ছে, 'তুমি যদি সুস্থতা না-ই চাও, তবে তোমার ধারণা অনুযায়ী তা-ই হোক।'

▶ হাদিস থেকে বোঝা যায় :

- অসুস্থ কাউকে দেখতে গেলে (لَا بَأْسَ، طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللهُ) বলা উচিত।
- শাসক তার শাসিতদের মধ্যে একদম গ্রাম্য লোককেও তার রোগশয্যায় দেখতে যেতে পারেন। একইভাবে আলিম ব্যক্তি মূর্খ লোককে দেখতে যেতে পারেন, যাতে তাকে তার জন্য উপকারী বিষয় শিক্ষা দিতে পারেন এবং সবর করার প্রতি উৎসাহিত করতে পারেন। কারণ, তা না হলে আল্লাহর তাকদিরের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে তাঁর ক্রোধের শিকার হতে পারে সে।
- অসুস্থ ব্যক্তির উচিত, কেউ উপদেশ দিলে তা উত্তমরূপে গ্রহণ করা এবং উপদেশদাতাকে উত্তম ভাষায় প্রত্যুত্তর করা।[৩৬৮]

বেদুইন সাহাবিদের সঙ্গে হাদিয়া বিনিময় করতেন

আনাস বিন মালিক ﷺ বলেন, 'বেদুইন এক লোকের নাম ছিল জাহির ﷺ। গ্রাম থেকে সে নবিজি ﷺ-এর জন্য হাদিয়া আনত। গ্রামে ফিরে যাওয়ার সময় রাসুলুল্লাহ ﷺ-ও তাকে হাদিয়া দিয়ে সজ্জিত করতেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলতেন, (إِنَّ زَاهِرًا بَادِيَتُنَا، وَنَحْنُ حَاضِرُوهُ) "জাহির গ্রামে আমাদের প্রতিনিধি, আর আমরা শহরে তার প্রতিনিধি।"

লোকটি দেখতে কুৎসিত ছিল। নবিজি ﷺ তাকে অনেক ভালোবাসতেন। একদিন সে বাজারে তার পণ্য বিক্রি করছিল। নবিজি ﷺ চুপিচুপি পেছন

---

৩৬৭. শারহু রিয়াজিস সালিহিন : ৪/৪৮৪।

৩৬৮. ফাতহুল বারি : ১০/১১৯, শারহু রিয়াজিস সালিহিন : ৪/৪৮৪।

থেকে এসে তাকে জড়িয়ে ধরলেন। সে টেরও পেল না তার পেছনে কে। তাই বলে উঠল, "কে? আমাকে ছাড়ো!"

এরপর পেছনে ফিরে দেখে নবিজি ﷺ। তখন নিজের পিঠকে সে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর বুকের সাথে আরও বেশি লাগিয়ে দিল। তখন নবিজি ﷺ বলছিলেন, "এ গোলামটি কে কিনবে?"[৩৬৯]

সে বলল, "আমাকে বিক্রি করে তেমন দাম পাবেন না আপনি, হে আল্লাহর রাসুল। কারণ, আমি অচলপণ্য।"

নবিজি ﷺ বললেন, "কিন্তু আল্লাহর কাছে তুমি অচলপণ্য নও।" অথবা বললেন, "কিন্তু আল্লাহর কাছে বহু মূল্যবান তুমি।"'[৩৭০]

بَادِيَتُنَا—অর্থাৎ আমাদের গ্রামবাসী। অথবা সে আমাদের গ্রামের ফল-ফসলাদি হাদিয়া দেয়, তাই যেন সে আমাদের গ্রামের মতো। অথবা সে আমাদের গ্রাম্য পণ্যের দরকার হলে নিয়ে আসে, যদ্দরুন আমাদের আর গ্রামে যেতে হয় না; তাই সে আমাদের গ্রামের প্রতিনিধি।

وَنَحْنُ حَاضِرُوهُ—অর্থাৎ শহর থেকে তার যা কিছু প্রয়োজন, আমরা তাকে সেগুলো প্রস্তুত করে দিই। অথবা গ্রাম থেকে সে শহরে কেবল আমাদের দেখার জন্যই আসে।[৩৭১]

وَكَانَ رَجُلًا دَمِيمًا—অর্থাৎ দেখতে কুৎসিত, কিন্তু মনোরম চরিত্রের।

▶ হাদিস থেকে শিক্ষা

মানুষের অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যই আসল সৌন্দর্য। বাইরের রূপটা মন্দ হলেও ভেতরের মানুষটা ভালো হওয়াই কাম্য। এ জন্যই হাদিসে এসেছে—

৩৬৯. রাসুল ﷺ কৌতুক করে বলেছিলেন। রাসুল ﷺ সত্য কথায় কৌতুক করতেন। যেহেতু প্রতিটা মানুষ আল্লাহর গোলাম। তাই সে বেদুইন স্বাধীন হলেও তাকে গোলাম বলতে অসুবিধে ছিল না।

৩৭০. মুসনাদু আহমাদ : ১২২৩৭।

৩৭১. ফাইজুল কাদির : ২/৪৫২।

إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

'আল্লাহ তোমাদের চেহারা ও সম্পদ দেখেন না; তিনি দেখেন তোমাদের অন্তর ও আমল।'[৩৭২]

আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, 'এক বেদুইন রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে একটি পূর্ণবয়স্ক উট হাদিয়া দিল। বিনিময়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে ছয়টি পূর্ণবয়স্কা উটনী দিলেন। কিন্তু বেদুইন লোকটা এতেও সন্তুষ্ট হতে পারল না।[৩৭৩]

তার নারাজ হওয়ার কথা রাসুলুল্লাহ ﷺ জানতে পারলেন। তিনি তখন আল্লাহর প্রশংসা করে লোকদের উদ্দেশে বললেন, "অনেক বেদুইন আমাকে হাদিয়া দেয়। এমনই একজন আমাকে হাদিয়া দিলে আমিও বিনিময়ে তাকে আমার কাছে যতটুকু ছিল, ততটুকু হাদিয়া দিলাম। কিন্তু সে আমার ওপর সন্তুষ্ট হতে পারল না। তাই আমি নিয়ত করেছি, আজ থেকে কুরাইশ, আনসার, সাকাফি ও দাওসি ছাড়া অন্য কারও হাদিয়া গ্রহণ করব না।"'[৩৭৪]

তুরিবিশতি ﷺ বলেন, 'যারা হাদিয়া দিয়ে বেশি বিনিময় চায়, তাদের হাদিয়া গ্রহণ করা রাসুলুল্লাহ ﷺ অপছন্দ করতেন। হাদিয়া গ্রহণের সুযোগ উল্লিখিত শ্রেণির লোকদের জন্য রেখেছেন। কারণ, তাদের আত্মিক ধনাঢ্যতা, উচ্চ মনোবল এবং বিনিময় নেওয়ার প্রতি অনীহার ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ ﷺ জানতেন।'[৩৭৫]

তাদের অন্যায় আচরণ সহ্য করতেন

তাদের কেউ তাঁর সাথে অন্যায় আচরণ করলে, তিনি সবর করতেন এবং ঝগড়া করলেও তা সহ্য করতেন। উমারা বিন খুজাইমা ﷺ থেকে বর্ণিত,

---

৩৭২. সহিহ মুসলিম : ২৫৬৪।

৩৭৩. বেদুইন লোকটার অসন্তুষ্টির কারণ ছিল, সে আশা করছিল, রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে আরও বেশি বিনিময় দেবেন। কারণ, রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর উদারতার বিষয়ে সে পূর্বে শুনেছিল। -তুহফাতুল আহওয়াজি : ১০/৩০৮।

৩৭৪. সুনানুত তিরমিজি : ৩৯৪৫, সুনানু আবি দাউদ : ৩৪৩৭।

৩৭৫. তুহফাতুল আহওয়াজি : ১০/৩০৮।

'তার চাচা, যিনি সাহাবি ছিলেন, তিনি তাকে বলেছেন যে, নবিজি ﷺ একবার এক বেদুইনের কাছ থেকে একটি ঘোড়া কিনেছিলেন। ঘোড়ার দাম দেওয়ার জন্য তাকে তাঁর সাথে আসতে বললেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ জোর গতিতে হেঁটে গেলেন। কিন্তু বেদুইন লোকটি ধীরে হাঁটছিল বলে একটু পিছিয়ে পড়ল।

এদিকে লোকজন বেদুইনের কাছে সে ঘোড়াটির মূল্য হাঁকাতে শুরু করেছে। তারা বুঝতে পারেনি যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ একটু আগেই ঘোড়াটি কিনে নিয়েছেন। লোকেরা দাম বলতে বলতে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বিক্রিত মূল্যের চেয়ে বেশি বলে ফেললে সে বেদুইন রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে ডেকে বলল, "আপনি যদি এ ঘোড়া কিনতে চান, তবে বলুন। অন্যথায় আমি বিক্রি করে দিচ্ছি।"

বেদুইন লোকটার ডাক শুনে নবিজি ﷺ দাঁড়িয়ে গেলেন। বললেন, "তোমার কাছ থেকে একটু আগেই না ঘোড়াটা কিনলাম!"

বেদুইন বলল, "না, আল্লাহর কসম, আমি আপনার কাছে বিক্রি করিনি।"

নবিজি ﷺ বললেন, "একটু আগেই আমি তোমার কাছ থেকে ঘোড়াটা কিনে নিয়েছি।"

মানুষজন নবিজি ﷺ ও বেদুইনের মাঝে চলমান কথোপকথনের প্রতি মনোযোগী হলো। তখন বেদুইন বলতে শুরু করল, "আমি আপনার কাছে ঘোড়াটি বিক্রি করেছি—এমন কোনো সাক্ষী আনুন।"

খুজাইমা বিন সাবিত ﷺ তখন বলল, "আমি সাক্ষী আছি। তুমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এ ঘোড়াটি বিক্রি করেছ।"

নবিজি ﷺ তখন খুজাইমা ﷺ-এর উদ্দেশে বললেন, "কীসের ভিত্তিতে সাক্ষ্য দিচ্ছ তুমি?"

খুজাইমা ﷺ বলল, "হে আল্লাহর রাসুল, আপনাকে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করি, এই ভিত্তিতে সাক্ষ্য দিচ্ছি।"

তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ খুজাইমা ﷺ-এর একার সাক্ষ্যকে দুজনের সাক্ষ্যের সমান বলে ঘোষণা করলেন।"'[৩৭৬]

খুজাইমা ﷺ-এর একার সাক্ষ্য দুটি সাক্ষ্য গণ্য করার ফলাফল আমরা দেখতে পেয়েছি কুরআন সংকলনের সময়। খারিজা বিন জাইদ ﷺ হতে বর্ণিত, 'জাইদ বিন সাবিত ﷺ বলেন, "কুরআন সংকলনের সময় একটি আয়াতের লিপি খুঁজে পাচ্ছিলাম না। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে সে আয়াতটি আমি শুনেছিলাম। এ আয়াতটি একমাত্র খুজাইমা বিন সাবিত আনসারি ﷺ-এর কাছে পেয়েছিলাম। আর রাসুলুল্লাহ ﷺ তার একার সাক্ষ্যকে দুজনের সাক্ষ্য বলে গণ্য করেছিলেন। সে আয়াতটি হচ্ছে : (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ) "মুমিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে।" [সুরা আল-আহজাব : ২৩]'[৩৭৭]

বেদুইনরা শক্ত কথা বললে তিনি ধৈর্যধারণ করতেন

আবু সাইদ খুদরি ﷺ বলেন, 'এক বেদুইন নবিজি ﷺ-এর কাছে এসে তার ঋণ পরিশোধ করতে বলল কঠোর ভাষায়। এমনকি সে বলল, "আমার পাওনা আদায় না করলে আমি আপনার অবস্থা কঠিন করে তুলব।"

সাহাবিগণ তখন তাকে তিরস্কার করে বললেন, "ধ্বংস হোক তোমার, তুমি কি জানো, কার সাথে তুমি কথা বলছ?"

বেদুইন বলল, "আমি আমার পাওনা চাইছি।"

নবিজি ﷺ বললেন, "তোমরা কেন পাওনাদারের পক্ষ নিলে না!"

রাসুলুল্লাহ ﷺ এরপর খাওলা বিনতে কাইস ﷺ-এর কাছে খবর পাঠালেন এ বলে যে, "যদি তোমার কাছে খেজুর থাকে, তবে আমাকে কিছু ঋণ দাও। আমার খেজুর আসলে তোমাকে দিয়ে দেবো।"

খাওলা ﷺ তখন বললেন, "জি, অবশ্যই হে আল্লাহর রাসুল! আপনার জন্য আমার বাবা উৎসর্গ হোক।"

---

৩৭৬. মুসনাদু আহমাদ : ২১৩৭৬, সুনানু আবি দাউদ : ৩৬০৭, সুনানুন নাসায়ি : ৪৬৪৭।
৩৭৭. সহিহুল বুখারি : ২৮০৭।

খাওলা ﷺ ধার দিলে রাসুলুল্লাহ ﷺ সে বেদুইনের ঋণ পরিশোধ করলেন এবং তাকে খাওয়ালেন। তখন সে বেদুইন বলল, "আপনি পরিপূর্ণ পরিশোধ করেছেন, আল্লাহ আপনাকে পরিপূর্ণ দান করুন।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন, "এরাই হলো উত্তম মানুষ। যে জাতির দুর্বলরা কষ্ট করা ব্যতীত তাদের পাওনা আদায় করতে পারে না, সে জাতি পবিত্র নয়।"'[৩৭৮]

আয়িশা ﷺ বলেন, 'এক বেদুইনের কাছ থেকে রাসুলুল্লাহ ﷺ এক অসাক আজওয়া খেজুরের বিনিময়ে একটি জবাইয়ের উট কিনলেন। বিক্রয় চুক্তি করে তাকে নিয়ে বাড়িতে এলেন। বাড়িতে এসে দেখলেন খেজুর নেই। তখন তিনি বাইরে এসে বেদুইন লোকটাকে বললেন, "আল্লাহর বান্দা, এক অসাক আজওয়া খেজুরের বিনিময়ে তোমার কাছ থেকে জবাইয়ের উটটা কিনলাম, কিন্তু খুঁজে দেখলাম, ঘরে কোনো খেজুর নেই।"

বেদুইন লোকটা বলল, "প্রতারণা!"

বেদুইনের কথা শুনে আশপাশের মানুষ তার প্রতি গর্জন করে উঠল। বলল, "আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন, আল্লাহর রাসুল কি প্রতারণা করবেন!?"

রাসুলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন, "তাকে ছেড়ে দাও। পাওনাদারের কথা বলার অধিকার আছে।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ এরপর আবার বললেন, "আল্লাহর বান্দা, তোমার কাছ থেকে আমি একটি উট কিনেছিলাম। আমার ধারণা ছিল তোমাকে দেওয়ার মূল্যটা আমার কাছে আছে। কিন্তু খুঁজে দেখে পেলাম না।"

বেদুইন লোকটা বলল, "ওহ, প্রতারণা!"

তখন আশপাশের মানুষ তার প্রতি গর্জে উঠে বলল, "আল্লাহ তোমায় ধ্বংস করুন, রাসুলুল্লাহ ﷺ প্রতারণা করবেন!?"

---

৩৭৮. সুনানু ইবনি মাজাহ : ২৪২৬।

রাসুলুল্লাহ ﷺ তাদের উদ্দেশে বললেন, "তাকে তোমরা ছেড়ে দাও। পাওনাদারের কথা বলার অধিকার আছে।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ সে বেদুইনের কাছে বিষয়টা দুবার বা তিনবার বলেছিলেন। কিন্তু যখন দেখলেন, লোকটা বুঝতে পারছে না, তখন তিনি তাঁর সাহাবিদের একজনকে বললেন, "খুয়াইলা বিনতে হাকিম বিন উমাইয়া ؓ-এর কাছে যাও। তাকে বলো, "রাসুলুল্লাহ ﷺ তোমাকে বলেছেন, যদি তোমার কাছে এক অসাক আজওয়া খেজুর থাকে, তাহলে তা আমাদের ঋণ দাও; পরে আমি পরিশোধ করে দেবো ইনশাআল্লাহ।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আদেশ অনুযায়ী সে লোকটা গিয়ে খুয়াইলা ؓ-কে বলে ফিরে এসে রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলল, "সে বলেছে, জি, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমার কাছে আছে। যে নেবে, তাকে পাঠিয়ে দিন।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ তখন লোকটাকে বলল, "একে নিয়ে যাও। তাকে তার পাওনা দিয়ে দাও।" রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আদেশমতো সে লোকটা বেদুইনকে নিয়ে গেল।

রাসুলুল্লাহ ﷺ সাহাবিদের নিয়ে বসে আছেন—এমন সময় সে বেদুইন রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলল, "আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন। আপনি উত্তমরূপে পরিপূর্ণ পাওনা মিটিয়ে দিয়েছেন।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন, "কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে তারাই উত্তম বান্দা হিসেবে পরিগণিত হবে, যারা উত্তম ও পূর্ণরূপে পাওনা পরিশোধকারী।"'[৩৭৯]

অসংলগ্ন কাজ ও কঠোরতা দেখলে তাদের তিরস্কার করতেন

আবু হুরাইরা ؓ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ হাসান বিন আলি ؓ-কে চুমু খেলেন। তখন পাশে বসা আকরা বিন হাবিস ؓ বলল, "আমার দশজন সন্তান আছে, কখনো আমি তাদের কাউকে চুমু দিইনি।"

---

৩৭৯. মুসনাদু আহমাদ : ২৫৭৮০।

রাসুলুল্লাহ ﷺ আকরা রা.-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, "যে দয়া করে না, সে দয়া পায় না।"'[৩৮০]

আয়িশা রা. বলেন, 'এক বেদুইন নবিজি ﷺ-এর কাছে এসে বলল, "আপনারা তো দেখছি, শিশুদের চুমু দেন; কিন্তু আমরা তাদের চুমু দিই না।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন, "আল্লাহ্ যদি তোমার অন্তর থেকে দয়া কেড়ে নেন, তবে তাতে আমার করার কী আছে!"'[৩৮১]

---

৩৮০. সহিহুল বুখারি : ৫৯৯৭, সহিহ মুসলিম : ২৩১৮।
৩৮১. সহিহুল বুখারি : ৫৯৯৮, সহিহ মুসলিম : ২৩১৭।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পাপী ও অপরাধীর সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ

আল্লাহ তাআলাকে সম্মান করা ও ভয় করার ক্ষেত্রে সাহাবিগণই হলেন সবচেয়ে অগ্রগামী। সাহাবিগণের নিকট একটি গুনাহও ছিল ভীষণ মারাত্মক। সাহাবিদের সে সমাজটা ছিল গুনাহমুক্ত নির্মল পরিবেশ। কিন্তু এমন নির্মল পরিবেশেও শয়তান ও নফসের প্ররোচনায় পদস্খলন যে ঘটেনি, তা কিন্তু নয়। দেখা গেছে, শয়তান ও নফসের প্ররোচনায় এসে দুয়েকজনের পদস্খলনও ঘটেছে। বিশেষ করে যারা নতুন নতুন মুসলমান হয়েছিলেন, তাদের ক্ষেত্রে কথাটি অন্যদের চেয়ে বেশি প্রযোজ্য।

কিন্তু গুনাহ করে ফেললেও তারা অতিদ্রুত তাওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসতেন। এমনকি বিচার দিবসে আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য যদি দুনিয়াতে গুনাহমুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের প্রাণও চলে যায়, তবুও তারা পিছু হটতেন না।

সে সময়ের মুসলিমদের আল্লাহ তাআলা আদেশ দিয়েছেন, তারা যেন রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসে। যাতে রাসুলুল্লাহ ﷺ তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারেন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا

'যখন তারা নিজেদের ওপর জুলুম করেছিল, তখন যদি তোমার নিকট চলে আসত আর আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হতো এবং

রাসুলও তাদের জন্য ক্ষমা চাইত, তাহলে তারা আল্লাহকে অতিশয় তাওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালুরূপে পেত।'[৩৮২]

আল্লাহ তাআলা বলছেন, হে মুহাম্মাদ, তারা আপনার কাছে এ জন্য আসে না যে, আপনি তাদের ক্ষমা করে দেবেন; বরং তারা আপনার কাছে এ জন্যই আসে যে, আপনি তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন।

আমাদের এ যুগটা ফিতনার যুগ। ফিতনার অন্ধকার চারদিকে ছেয়ে আছে। হাত বাড়ালেও সে অন্ধকারে নিজের হাতটা পর্যন্ত দেখা যায় না। এ যুগে মানুষ পাপ করে, পদস্খলন ঘটে মানুষের। কিন্তু তাদের মাঝে তেমন অনুশোচনা দেখা যায় না; যেমন দেখা গিয়েছিল সাহাবিদের মাঝে। এ তো বর্তমান সময়ের মুসলিমদের করুণ অবস্থাই প্রমাণ করে। কিন্তু তবুও এমন কিছু মানুষ আছেন, যারা সাহাবিদের অনুসরণ করার চেষ্টা করেন, চেষ্টা করেন দ্বীন মানার। তারা আমাদের থেকে কেমন আচরণ পাবেন? আবার যারা আকণ্ঠ পাপে নিমজ্জিত তারাই-বা আমাদের কাছে কেমন আচরণ পাবেন! এসব প্রশ্নের সঠিক ও যথার্থ উত্তর খুঁজে পাব আমরা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনে, তাঁর আদর্শে ও তাঁর আচরণবিধিতে। তাই জানতে হবে এ ক্ষেত্রটিতে কেমন ছিলেন তিনি।

গুনাহগারদের সামনে নম্রতার সাথে গুনাহের কদর্যতা স্পষ্ট করতেন

আবু উমামা ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'এক যুবক রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, "হে আল্লাহর রাসুল, আমাকে জিনা করার অনুমতি দিন।" যুবকের এমন কথা শুনে উপস্থিত সবাই হতভম্ব হয়ে তার দিকে তাকালেন। তাকে ধমকালেন। "থামো থামো" বলতে লাগলেন।

কিন্তু রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তাকে আমার কাছে নিয়ে আসো।" যুবকটি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটবর্তী হলো। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পাশে বসল।

তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, "কেউ তোমার মায়ের সাথে এমনটা করুক তুমি কি তা চাইবে?"

---

৩৮২. সুরা আন-নিসা, ৪ : ৬৪।

- না, আল্লাহর কসম, আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য কুরবান করুন।

- এভাবে অন্য মানুষেরাও তাদের মায়ের জন্য এমনটা পছন্দ করবে না। তুমি কি নিজের মেয়ের ব্যাপারে এমনটা পছন্দ করবে?

- আল্লাহর কসম, না, হে আল্লাহর রাসুল। আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য কুরবান করুন।

- মানুষও নিজেদের কন্যার ব্যাপারে এমনটা পছন্দ করবে না। তুমি কি নিজের বোনের ব্যাপারে এমনটা পছন্দ করবে?

- না, আল্লাহর কসম, আল্লাহ আপনার জন্য আমাকে উৎসর্গ করুন।

- মানুষও নিজেদের বোনের ব্যাপার এমনটা পছন্দ করবে না। তুমি কি নিজের ফুফুর ব্যাপারে এমনটা পছন্দ করবে?

- না, আল্লাহর কসম, আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন।

- তোমার মতো অন্য মানুষও তাদের ফুফুদের ব্যাপারে এমনটা পছন্দ করবে না। তুমি কি নিজের খালার ব্যাপারে এমনটা পছন্দ করবে?

- না, আল্লাহর কসম, আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন।

- মানুষও তাদের খালার ব্যাপারে এমনটা পছন্দ করবে না।

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর রাসুলুল্লাহ ﷺ যুবকটির গায়ে হাত রেখে দোয়া করলেন :

اللهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ , وَطَهِّرْ قَلْبَهُ , وَحَصِّنْ فَرْجَهُ

> "হে আল্লাহ, আপনি তার গুনাহ ক্ষমা করে দিন। তার অন্তর পবিত্র করে দিন। তার লজ্জাস্থানের হিফাজত করুন।"

এরপর থেকে সে যুবক এ সংক্রান্ত কোনো কিছুর দিকে কখনো ফিরেও তাকায়নি।'[৩৮৩]

৩৮৩. মুসনাদু আহমাদ : ২১৭০৮।

লক্ষ করুন, রাসুলুল্লাহ ﷺ পরম আদরের যুবক সাহাবিকে কাছে টেনে নিলেন। তাকে বোঝালেন, তোমার যেমন মাহরাম আছে, অন্য মহিলারাও কারও না কারও মাহরাম। যার সাথে তুমি জিনা করবে, সেও তো কারও না কারও মা, বোন বা ফুফু। যদি তুমি না চাও যে, তোমার আত্মীয়াদের সাথে এমন আচরণ কেউ করুক, তাহলে অন্যদের আত্মীয়াদের সাথে কেউ এমন আচরণ করুক—তাও তুমি চাইবে না নিশ্চয়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ প্রমাণ দিলেন যে, মানুষ আদতে জিনা পছন্দ করে না। জিনাকে কেবল কদর্যতাই মনে করে না; বরং নিকৃষ্ট পঙ্কিলতা মনে করে। তারা নিজেদের মা, বোন, মেয়েদের ক্ষেত্রে এ অন্যায় কখনো সহ্য করে না। তাই তুমি মানুষের সাথে তেমনই আচরণ করো, যেমন আচরণ তাদের থেকে পাওয়ার আশা করো তুমি।

পরকালে পাপীদের জন্য রয়েছে আল্লাহর কঠিন আজাব। আল্লাহর আজাবের ভয়ের সাথে যখন পাপ না করার মানসিক প্রত্যয় যুক্ত হয়, তখন তা গুনাহ প্রতিরোধে অধিক শক্তিশালী ও মজবুত হয়।

এ হাদিসে আমরা দেখেছি, যুবকটি তার হারাম ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ থেকে নিজেকে বিরত রেখেছে এবং মনের পরিতুষ্টির সাথে ব্যভিচারের প্রতি ঘৃণা পোষণ করেছে। যদি প্রতিটি যুবকই তার মতো হয়ে যায়, তবে কেউই আর জিনা করবে না কখনো। কারণ, জিনা নিকৃষ্ট কর্ম ও মানুষের কাছে সবচেয়ে বেশি ঘৃণ্য।[৩৮৪]

যুবক সাহাবি যদিও তখনো পাপ করেনি, কিন্তু পাপের ইচ্ছা রেখেছিলেন। এমনকি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সামনেই সে কথা প্রকাশ করে বসলেন। কিন্তু রাসুলুল্লাহ ﷺ তার সাথে কোমল আচরণ করেছেন। আর কেনই-বা তিনি কোমল আচরণ করবেন না! তিনি তো কোমল আচরণ করার জন্য আদিষ্ট হয়েছেন। মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

৩৮৪. শারহুল আরাবায়িন আন-নাবাবিয়্যা : ৩৬/১১।

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا
مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ

'আল্লাহর পরম অনুগ্রহেই আপনি তাদের প্রতি কোমল হয়েছেন। আপনি যদি রূঢ় মেজাজ ও কঠিন-হৃদয়ের হতেন, তবে অবশ্যই তারা আপনার নিকট হতে সরে যেত। সুতরাং তাদের দোষ ক্ষমা করুন। আল্লাহর কাছে তাদের গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।'[৩৮৫]

রাসুলুল্লাহ ﷺ যে নারী-পুরুষ, ছোট-বড়, নিষ্কলুষ ও পাপী নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি কোমল হৃদয়ে কোমল আচরণ করেছেন—এ আয়াত তারাই সাক্ষ্য বহন করে। আর সাক্ষ্য দিচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা।

ইবনে কাসির ﷺ বলেন :

'(وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ) অর্থাৎ আপনি যদি রূঢ় মেজাজ ও কঠিন-হৃদয়ের হতেন, তবে তারা আপনার কাছ থেকে দূরে সরে যেত। আপনাকে ছেড়ে চলে যেত। কিন্তু আল্লাহ তাদের একত্র করেছেন আপনার পাশে। এখন আপনার কর্তব্য হচ্ছে, তাদের অন্তর আকৃষ্ট করার জন্য তাদের সাথে কোমল আচরণ করা।

আব্দুল্লাহ বিন আমর ﷺ বলেন, "তিনি পূর্ববর্তী কিতাবে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর গুণাবলি দেখেছেন। সেখানে বলা হয়েছে রাসুলুল্লাহ ﷺ কেমন হবেন। সেখানে আছে, তিনি কঠোর হবেন না। কঠিন ভাষায় কথা বলবেন না। বাজারে ঘোরাফেরা করবেন না। মন্দ আচরণের পরিবর্তে মন্দকে উত্তম আচরণের মাধ্যমে পরিবর্তন করবেন। তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু হবেন।"'[৩৮৬_৩৮৭]

---

৩৮৫. সুরা আলি ইমরান, ৩ : ১৫৯।

৩৮৬. সহিহুল বুখারি : ৪৮৩৮।

৩৮৭. তাফসিরু ইবনি কাসির : ২/১৪৮।

পাপমোচন ও তাওবা কবুলের জন্য নেক আমলের নির্দেশনা দিতেন

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'এক লোক নবিজি ﷺ-এর কাছে এসে বলল, "হে আল্লাহর রাসুল, আমি মদিনার এক প্রান্তে এক মহিলার সাথে মন্দ আচরণ করেছি। আমি তাকে কেবল ছুঁয়েছি। এই তো আমি আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আছি। আপনি যা ইচ্ছে শাস্তি দিন আমায়। আমি মাথা পেতে নেব।"

তখন উমর ﵁ বললেন, "আহ! আল্লাহ তোমার গুনাহ গোপন রেখেছেন, যদি তুমিও তা গোপন রাখতে!"

নবিজি ﷺ সে লোকটিকে কিছু বললেন না। কিছুক্ষণ পর লোকটি উঠে চলে গেল। এর কিছু সময় পর রাসুলুল্লাহ ﷺ একজন সাহাবিকে পাঠালেন তাকে ডেকে আনতে এবং তাকে এ আয়াত পড়ে শোনাতে—

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۚ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ

> "তুমি সালাত প্রতিষ্ঠা করো দিনের দুই প্রান্ত সময়ে, আর কিছুটা রাত অতিবাহিত হওয়ার পর। পুণ্যরাজি অবশ্যই পাপরাশিকে দূর করে দেয়। এটা তাদের জন্য উপদেশ, যারা উপদেশ গ্রহণ করে।"[৩৮৮]

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কথার পর সাহাবিদের একজন উঠে বললেন, "আল্লাহর নবি, এ সুযোগ কি কেবল তার জন্যই?"

রাসুলুল্লাহ ﷺ উত্তর দিলেন, "না; বরং সকল মানুষের জন্যই।"'[৩৮৯]

সহিহ বুখারির বর্ণনায় এসেছে : 'না; বরং আমার উম্মতের সকলের জন্য।'

(إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ) অর্থাৎ এ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ও তৎসংশ্লিষ্ট নফলগুলো হলো শ্রেষ্ঠ পুণ্যকর্মের একটি। পুণ্যকর্ম যেমন আল্লাহর নিকটবর্তী

---

৩৮৮. সুরা হুদ, ১১ : ১১৪।

৩৮৯. সহিহুল বুখারি : ৫২৬, সহিহ মুসলিম : ২৭৬৪।

করে, পুণ্যকর্মে যেমন সাওয়াব থাকে, তেমনিভাবে পুণ্যকর্মের মাধ্যমে গুনাহও মুছে যায়।

السَّيِّئَاتِ বলে উদ্দেশ্য সগিরা গুনাহগুলো। সহিহ হাদিসসমূহে আমরা এমনই পাই। নবিজি ﷺ বলেন, 'কেউ যদি কবিরা গুনাহ থেকে বিরত থাকে, তবে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, এক জুমআ থেকে অপর জুমআ, এক রমাজান থেকে অপর রমাজান এতদুভয়ের মধ্যকার সগিরা গুনাহগুলোর কাফফারা হবে।'[৩৯০]

কুরআন মাজিদেও এ রকমই বলে আমাদের। সুরা নিসায় এসেছে :

إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا

> 'যদি তোমরা বড় বড় গুনাহ থেকে বেঁচে থাকো, তাহলে আমি তোমাদের ছোট ছোট পাপগুলো ক্ষমা করে দেবো এবং তোমাদের এক মহামর্যাদার স্থানে প্রবেশ করাব।'[৩৯১]-[৩৯২]

মুরজিয়ারা (إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ) আয়াতকে জাহির (বাহ্যিক) অর্থে প্রয়োগ করে। তাদের মতে, গুনাহ যত বড়ই হোক না কেন, তা পুণ্যকর্মের মাধ্যমে মাফ হয়ে যায়। ভাবখানা এমন, 'যে যত বড় কবিরা গুনাহই করুক না কেন, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত পড়লেই হলো, তার গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। তাওবা করার দরকার কেন পড়বে!' অন্যদিকে জুমহুর আলিমগণ হাদিসে বর্ণিত সংযুক্তি বিবেচনায় রেখে এ আয়াতের অর্থ করেছেন।

এ হাদিস থেকে আলিমগণ দলিল গ্রহণ করেছেন যে, অপাত্রে চুম্বন বা স্পর্শের মতো গুনাহের কারণে হদ ওয়াজিব হয় না এবং কেউ এমন অপরাধ করে লজ্জিত হয়ে তাওবা করলে তার ওপর তাজিরও প্রয়োগ হবে না।[৩৯৩]

---

৩৯০. সহিহ মুসলিম : ২৩৩।

৩৯১. সুরা আন-নিসা, ৪ : ৩১।

৩৯২. তাফসিরুস সাদি : ১/৩৯১।

৩৯৩. ফাতহুল বারি : ৮/৩৫৭।

হদ প্রয়োগের পূর্বে গুনাহ্ গোপন করার পরামর্শ দিতেন

রাসুলুল্লাহ ﷺ হদ প্রয়োগের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করতেন। গুনাহগারকে নিজের গুনাহ গোপন করার জন্য আদেশ দিতেন। তাওবা করে নিজের ও রবের মাঝেই বিষয়টি নিষ্পত্তি করার আদেশ দিতেন।

পাপ করেছেন এমন কয়েকজন সাহাবি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে তাদের ওপর হদ প্রয়োগের আবেদন করেছিলেন। কিন্তু রাসুলুল্লাহ ﷺ প্রথমে তাদের ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। পরিশেষে তাদের পীড়াপীড়ির কারণে তিনি হদ কায়িম করেন তাদের ওপর।

বুরাইদা বিন হাসিব ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'মায়িজ বিন মালিক ؓ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল, আমাকে পবিত্র করুন।"

কিন্তু রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "ধ্বংস হোক তোমার! চলে যাও এখান থেকে। আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও এবং তাওবা করো।"

মায়িজ ؓ চলে গেলেন ঠিক, কিন্তু একটু পর আবার ফিরে আসলেন। আগের মতো রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল, আমাকে পবিত্র করুন।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "ধ্বংস হোক তোমার! চলে যাও এখান থেকে। আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও এবং তাওবা করো।"

এবারও মায়িজ ؓ চলে গেলেন। কিন্তু একটু পর আবারও ফিরে এসে বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল, আমাকে পবিত্র করুন।"

নবিজি ﷺ এবারও আগের মতোই উত্তর দিলেন। তিনিও চলে গেলেন। কিন্তু আবার ফিরে আসলেন এবং আগের মতো বললেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ এবার জিজ্ঞেস করলেন, "কোন অপরাধ থেকে তোমাকে পবিত্র করব?"

মায়িজ ؓ উত্তর দিলেন, "জিনার অপরাধ থেকে।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ তখন তার গোত্রকে জিজ্ঞেস করলেন, "এ পাগল নাকি?"

তারা সাক্ষ্য দিল, "না, তার মাথায় কোনো সমস্যা নেই।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "সে কি মদ খেয়েছে?"

এক লোক উঠে গিয়ে তার মুখের গন্ধ পরীক্ষা করলেন। কিন্তু মদের কোনো ঘ্রাণ পেলেন না।

রাসুলুল্লাহ এবার জিজ্ঞেস করলেন, "সত্যিই কি তুমি এ অপরাধ করেছ?"

- জি।
- হয়তো তুমি চুমু দিয়েছ, একটু ছুঁয়েছ বা একটু দৃষ্টি ফেলেছ। এর বেশি কিছু করোনি।
- না, হে আল্লাহর রাসুল।
- তুমি কি মিলিত হয়েছ?
- হাঁ।

এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে রজম (প্রস্তরাঘাতে হত্যা) করার আদেশ দিলেন।'

বর্ণনাকারী বলেন, 'এরপর আমরা তাকে নিয়ে বাকি আল-গারকাদে এলাম। আমরা তাকে বাঁধিওনি, তার জন্য গর্তও খুঁড়িনি। বাকি প্রান্তরে এসে তার ওপর হাড়, মাটির ঢেলা ও কঙ্কর মারতে থাকলাম।[৩৯৪] কিন্তু হঠাৎ করে তিনি দৌড়াতে থাকেন, আমরাও তার পিছু পিছু যেতে থাকি। এরপর সে প্রস্তরময় একটি জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। আমরা তখন বড় বড় পাথর নিক্ষেপ করি। একসময় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।'

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ফিরে এসে তাঁকে পুরো ঘটনা বলা হলো। রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলা হলো, তিনি পাথরের আঘাত পেয়ে দৌড় দিয়েছিলেন, কিন্তু পাথরে পাথরে শেষ পর্যন্ত তার মৃত্যু হলো। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন,

---

৩৯৪. হাদিসের এ অংশটি দিয়ে সে সকল আলিম দলিল দেন, যাদের মতে পাথর, মাটির ঢেলা, হাড়, কঙ্কর, কাঠ প্রভৃতি প্রাণ হন্তারক উপদানের মাধ্যমে রজমের শাস্তি দেওয়া যায়।

'তোমরা কেন তাকে ছেড়ে দিলে না তখন! তার তাওবার কারণে হয়তো আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিতেন।'

তখন মানুষজন দুটি দলে ভাগ হয়ে যায়। একদল বলল, 'সে মারা গেছে। তার পাপই তাকে মৃত্যু পর্যন্ত টেনে নিয়েছে।' আরেকদল বলল, 'মায়িজ ﷺ-এর তাওবার চেয়ে উত্তম তাওবা আর হতেই পারে না। অপরাধ করলেও সে নবিজি ﷺ-এর কাছে এসেছে। তাঁর হাতে হাত রেখে বলেছে, আমাকে পাথর মেরে হত্যা করুন। এটা তো উত্তম তাওবারই নিদর্শন।' মানুষেরা দুই-তিন দিন এভাবেই বিতর্ক করতে থাকল।

এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ আসলেন। লোকেরা তখন সেখানে বসেই ছিল। তিনি এসে সালাম দিয়ে বসলেন। বললেন, "তোমরা মায়িজ ﷺ-এর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো।" সকলে তখন বলে উঠল, "আল্লাহ মায়িজকে ক্ষমা করে দিন।"

এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "মায়িজ এমন এক তাওবা করেছে, যদি তার তাওবা পুরো উম্মতের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হতো, তবে তাদের জন্য তা যথেষ্ট হতো।"'

বর্ণনাকারী বলেন, 'এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আজদ গোত্রের গামিদ পরিবারভুক্ত এক মহিলা এসে বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল, আমাকে পবিত্র করুন।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "ধ্বংস হও তুমি! চলে যাও। ইসতিগফার করো, তাওবা করো।"

মহিলাটি বললেন, "আপনি কি আমাকে সেভাবে ফিরিয়ে দিতে চান, যেভাবে মায়িজ ﷺ-কে ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন?"

রাসুলুল্লাহ ﷺ এবার জানতে চাইলেন, "কে তুমি?"

মহিলটি বললেন, "জিনার অপরাধে গর্ভবতী।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তুমিই কি সে?"

মহিলাটি বললেন, "জি।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "বাচ্চা প্রসবের পর এসো।"

তখন এক আনসারি বাচ্চা প্রসব পর্যন্ত তার প্রতিপালনের দায়িত্ব নিলেন। একদিন সে আনসারি সাহাবি এসে নবিজি ﷺ-কে জানালেন, "গামিদি মহিলাটি বাচ্চা প্রসব করেছে।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "এখনো রজমের সময় হয়নি। তার বাচ্চাকে দুধপান করাতে হবে তাকে।"

এক আনসারি দাঁড়িয়ে বললেন, "আমি বাচ্চার দুধপানের ব্যবস্থা করব, হে আল্লাহর নবি।"

তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তাহলে এবার তাকে রজম করো।"'[৩৯৫]

▶ হাদিস থেকে বোঝা যায় :

- এ হাদিসটি মায়িজ বিন মালিক ﷺ-এর একটি মহৎ কাজের প্রমাণ। কারণ, তাওবা করার পরও তিনি নিজের ওপর হদ প্রয়োগের জন্য মিনতি করে যাচ্ছিলেন। উদ্দেশ্য একটিই—পাপ থেকে পবিত্র হওয়া। মানুষ নিজের ভুল স্বীকার করতে চায় না। বিশেষ করে যদি সে ভুল স্বীকার করার ফল হয় তার প্রাণনাশ। কিন্তু প্রাণনাশের আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও মায়িজ ﷺ বারবার তাকে পবিত্র করার অনুরোধ করে গেলেন রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে। নিজের নফসের বিরুদ্ধে অবিরাম সাধনা করে ও নফসকে দমন করেই তিনি এ মহৎ কাজটি করতে পেরেছেন। গুনাহ থেকে মুক্ত হওয়া ও তাওবার পথ হিসেবে নিজের ওপর হদ প্রয়োগ করে হত্যা করার কথা বলে গুনাহের সাক্ষ্য দিতে তিনি এতটুকুও ইতস্তত বোধ করেননি।

৩৯৫. সহিহ মুসলিম : ১৬৯৫।

- তাওবা করলে কবিরা গুনাহ মাফ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে এ হাদিসটি দলিল।

- কেউ গুনাহ করলে শরিয়তের দৃষ্টিতে প্রশংসনীয় হচ্ছে কাউকে সে গুনাহের ব্যাপারে না জানিয়ে দ্রুত তাওবা করা। যে গুনাহ আল্লাহ গোপন রেখেছেন, সে গুনাহ প্রকাশ না করা। যদি কোনো গুনাহগার কাউকে জানিয়েই ফেলে, তবে সে ক্ষেত্রে করণীয় হচ্ছে, তাকে তাওবা করার আদেশ করা ও অন্য মানুষদের থেকে সে গুনাহের কথা গোপন রাখা।

- কেউ যদি কারও গুনাহ সম্পর্কে জেনে ফেলে, তবে সে যে জেনে ফেলেছে—গুনাহকারীকে সেটা বুঝতে দেবে না, তাকে ভর্ৎসনাও করবে না, কাজি বা আমিরের কাছেও বলবে না; বরং গোপন রাখবে।

ইবনে আরাবি ﷺ বলেন, 'এ কথাটা গোপন গুনাহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু কেউ যদি প্রকাশ্যে অশ্লীলতা করে বসে, তবে আমি তার কথা উচিত জায়গায় বলে দেওয়া ভালো মনে করি। তাকে অশ্লীলতা করার জন্য শাস্তি পাইয়ে দেওয়া উচিত মনে করি। যেন ভবিষ্যতে সবাই তা থেকে বিরত থাকে।'

- মুমিনের প্রাণদণ্ড দেওয়ার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। বরং মুমিনের জীবন বাঁচানোর জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে। আমরা দেখেছি, রাসুলুল্লাহ ﷺ বারবার মায়িজ ﷺ-কে ফিরিয়ে দিয়েছেন। ফিরে যাওয়ার জন্য তাকে ইশারা করেছেন। ইঙ্গিতে তাকে বলেছেন যে, তার তাওবা কবুল করা হয়েছে। ইঙ্গিত হিসেবে রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হয়তো মায়িজ ﷺ জিনার অর্থ ভুল বুঝেছেন অথবা তিনি নারীকে স্পর্শ করেছেন কেবল।

- কেউ অশ্লীল কোনো গুনাহ করে ফেললে সে গুনাহর কথা আমিরের কাছে বলা শরিয়তসম্মত। গুনাহের প্রকাশ মসজিদে করতে অসুবিধে নেই। বিষয় স্পষ্ট করার জন্য লজ্জার কারণে সাধারণত অনুচ্চারিত শব্দ বলা যাবে।

- কেউ যদি হদযোগ্য গুনাহের কথাও বলে, তবুও আমির তাকে উপেক্ষা করবে। কেননা, হতে পারে যে, হদ সাব্যস্ত না হওয়ার কোনো কারণ

হয়তো বাকি থেকে গেছে বা নিজের ওপর হদ প্রয়োগ করতে বলা ব্যক্তিটি ফিরে যাবে এবং সে হদ প্রয়োগ না করার কারণ সম্বন্ধে জেনে নেবে।

- পাগলের স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য নয়।
- মদ্যপের স্বীকারোক্তিও অগ্রহণযোগ্য।
- গুনাহ স্বীকারকারীকে প্রথমে ফিরে যেতে বলবে। পরে সে যদি আবার ফিরে আসে, তবে তার গুনাহের স্বীকৃতি গ্রহণ করা হবে।
- অপরাধীর ওপর হদ প্রয়োগের জন্য আমির অন্যদের হাতে অপরাধীকে তুলে দিতে পারবেন।
- হদযোগ্য গুনাহের স্বীকৃতি দানকারী ব্যক্তিকে এমন কথা বলতে উৎসাহিত করা যাবে, যার কারণে তার ওপর থেকে হদ রহিত হয়ে যাবে।
- স্পষ্ট স্বীকারোক্তি ব্যতীত হদ ওয়াজিব হয় না। এ জন্যই জিনার সাক্ষ্যদাতাকে এমন বাক্যে সাক্ষ্য দেওয়া শর্ত যে, আমি তাকে তার পুরুষাঙ্গ ওর যোনিতে প্রবেশ করাতে দেখেছি। জিনার সাক্ষ্যদাতার জন্য এতটুকু বলা যথেষ্ট নয় যে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, সে জিনা করেছে।
- যে ব্যক্তি জিনা করার অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছে, শাস্তি দেওয়ার সময়ের আগ পর্যন্ত তাকে জেলে বন্দী করে রাখবে না। আর জিনাকারী মহিলা যদি গর্ভবতী হয়, তাকেও জেলে রাখবে না।
- অপরাধকারীকে আসল অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত জিজ্ঞেস করা ওয়াজিব। কারণ, অবস্থার ভিন্নতার কারণে বিধান ভিন্নও হতে পারে। এ জন্যই রাসুলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করেছিলেন, তুমি কি তার লজ্জাস্থানে মিলন করেছ?
- জিনাকারিণী যদি গর্ভাবস্থায় থাকে, তবে প্রসব পর্যন্ত তাকে রজম করা যাবে না। যদিও তার এ গর্ভ জিনা বা অন্য যেকোনো কারণেই হোক না

কেন। কারণ, তাকে হত্যা করলে পেটের সন্তানকেও তার সাথে হত্যা করা হবে। এমনিভাবে যদি কোনো গর্ভবতী মহিলার রজমের শাস্তি না হয়ে বেত্রাঘাতের শাস্তি হয়, তবে আলিমদের ইজমা মতে প্রসব পর্যন্ত তাকে বেত্রাঘাত করা যাবে না।

- বিবাহিত পুরুষ বা মহিলা জিনা করলে তাদের শাস্তি হলো রজম (প্রস্তরাঘাতে হত্যা)।
- কোনো গর্ভবতীর ওপর যদি শাস্তি হিসেবে কিসাস ওয়াজিব হয়, তবে বাচ্চা প্রসবের সময় পর্যন্ত তার ওপর কিসাসের বিধান প্রয়োগ হবে না। এর ওপর সকল আলিমের ইজমা রয়েছে। অতঃপর বাচ্চাকে দুধপান করানো পর্যন্ত এবং বাচ্চার মা ব্যতীত অন্যের দুধ খেতে সক্ষম হওয়া পর্যন্ত জিনাকারী মহিলার ওপর রজম করা যাবে না এবং কিসাসও নেওয়া যাবে না। (অবশ্য এ মাসআলায় ইখতিলাফ রয়েছে।)[৩৯৬]

গোপন রাখার নিমিত্তে গুনাহর স্বরূপ জানতে চাইতেন না

আবু উমামা ﷺ বলেন, 'একদিন রাসুলুল্লাহ ﷺ মসজিদে বসা ছিলেন। আমরাও তাঁর পাশে বসা ছিলাম। ইত্যবসরে এক লোক এসে বলল, "হে আল্লাহর রাসুল, আমি হদযোগ্য; আমার ওপর হদ প্রয়োগ করুন।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ চুপ করে থাকলেন। তাকে কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। কিন্তু লোকটি আবারও বলল, "হে আল্লাহর রাসুল, আমি হদযোগ্য; আমার ওপর হদ প্রয়োগ করুন।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ এবারও চুপ করে থাকলেন।

সালাতের জামাআত দাঁড়াল। সালাত শেষে রাসুলুল্লাহ ﷺ ঘরের দিকে চলে যাচ্ছিলেন। সে লোকটিও রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পেছন পেছন গেল। রাসুলুল্লাহ ﷺ কী উত্তর দেন, তা জানার জন্য আমিও তখন তাঁদের অনুসরণ করলাম।

---

৩৯৬. দেখুন, ফাতহুল বারি : ১২/১২৬, ইমাম নববি ﷺ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ১১/২০১।

লোকটি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটবর্তী হলো। তাঁকে আগের মতোই বলল, "হে আল্লাহর রাসুল, আমি হদযোগ্য; আমার ওপর হদ প্রয়োগ করুন।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ এবার উত্তর দিলেন, "তুমি কি বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় ভালোভাবে অজু করোনি?"

লোকটি বলল, "জি, ভালোভাবে অজু করেছি।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "এরপর আমাদের সাথে সালাত আদায় করোনি?"

লোকটি উত্তর দিল, "জি করেছি, ইয়া রাসুলাল্লাহ।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ এবার বললেন, "তাহলে আল্লাহ্ তোমার গুনাহ্ ক্ষমা করে দিয়েছেন। অথবা বলেছেন, তোমার হদ ক্ষমা করে দিয়েছেন।"'[৩৯৭]

বুখারি ﷺ এই হাদিসের অধ্যায়ের নাম দিয়েছেন, 'অধ্যায় : কেউ হদযোগ্য অপরাধ করেছে বলে স্বীকারোক্তি দিলেও স্পষ্ট বিবরণ না দিলে আমির কি তার সে গুনাহ্ গোপন রাখবে?'

ইবনে হাজার ﷺ বলেন, 'বুখারি ﷺ-এর অধ্যায় শিরোনাম থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, কেউ হদযোগ্য অপরাধ করার কথা স্বীকার করলেও অপরাধটি সুস্পষ্টরূপে বিবৃত না করলে এবং সে তাওবা করে নিলে ইমামের ওপর হদ প্রয়োগ করা ওয়াজিব নয়।'[৩৯৮]

▶ হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয় :

- ইমাম হদসংক্রান্ত বিষয়ে খুব বেশি খোলাসা করতে চাইবেন না; বরং যথাসাধ্য তা প্রতিহত করার চেষ্টা করবেন। এই হাদিসে লোকটি স্পষ্টভাবে এমন কোনো অপরাধের স্বীকারোক্তি দেননি, যা হদকে আবশ্যক করে। তাই এটা হওয়া সম্ভব যে, হয়তো তিনি কোনো ছোট অপরাধ করেছেন, আর সেটাকেই তিনি হদ আবশ্যককারী বড় অপরাধ

---

৩৯৭. সহিহুল বুখারি : ৬৮২৩, সহিহু মুসলিম : ২৭৬৪।
৩৯৮. ফাতহুল বারি : ১২/১৩৪।

বলে ধারণা করছেন। এ জন্য রাসুলুল্লাহ ﷺ অপরাধটি খোলাসা করে জানতে চাননি। কারণ, সন্দেহের ভিত্তিতে হদ প্রযোজ্য হয় না।

রাসুলুল্লাহ ﷺ এ বিষয়টিতে গুনাহ গোপন রাখাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাই তাকে কিছু জিজ্ঞেস করেননি। কারণ, তিনি দেখেছেন, লোকটি তার কাছে লজ্জিত হয়ে ও তাওবা করে নিজের ওপর হদ প্রয়োগ করতে বলছেন। তার তাওবাই তার জন্য যথেষ্ট। তাই রাসুলুল্লাহ ﷺ বিষয় গোপন রাখাকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

আলিমরা বলেন, কেউ যদি নিজেকে হদযোগ্য অপরাধী বলে, তবে তার সামনে 'হদ কী ও কেন প্রযোজ্য হয়' ইত্যাদি উপস্থাপন করে বা আরও স্পষ্টভাবে জানিয়ে হদ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া মুসতাহাব। যাতে সে লোকটা নিজেকে হদযোগ্য অপরাধী সাব্যস্ত করার দাবি থেকে সরে আসে।[৩৯৯]

ইবনুল কাইয়িম ﷺ হদের ক্ষেত্রে অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, অপরাধী যদি পাকড়াও হওয়ার আগেই তাওবা করে নেয়, তবে তার থেকে হদ রহিত হয়ে যাবে।[৪০০]

ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন, 'যদি কেউ বলে, মায়িজ ﷺ ও গামিদি মহিলা উভয়ই তাওবা করার পর রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসলেন। তাহলে রাসুলুল্লাহ ﷺ কেন তাদের ওপর হদ প্রয়োগ করলেন?

তাদের প্রশ্নের জবাব হচ্ছে, নিঃসন্দেহে তারা দুজন তাওবা করার পর রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসেছিলেন, আর নিঃসন্দেহে তাদের দুজনের ওপর হদ প্রয়োগ করা হয়েছে—এ দুটি কথা দিয়ে অন্য একদল লোক প্রমাণ দিয়ে থাকেন। বিষয়টি নিয়ে আমি আমাদের শাইখের কাছে জানতে চাইলে তিনি যা বলেছিলেন, তার সারসংক্ষেপ হচ্ছে, হদ মানুষকে পবিত্রকারী, তাওবাও মানুষকে পবিত্রকারী। এ দুটি জিনিস মানুষের পাপ ধুয়েমুছে সাফ করে দেয়। মায়িজ ﷺ ও গামিদি মহিলা উভয়ে কেবল তাওবা করেই সন্তুষ্ট ছিলেন না;

---

৩৯৯. ফাতহুল বারি : ১২/১৩৪।
৪০০. ইলামুল মুয়াক্কিয়িন : ৩/১৭।

বরং তারা হদ প্রয়োগের মাধ্যমে নিজেদের পরিশুদ্ধ করতে চাইছিলেন। তাই রাসুলুল্লাহ ﷺ তাদের ফিরে যেতে বললেও তারা ফিরে যাননি। তাই রাসুলুল্লাহ ﷺ তাদের ওপর হদ প্রয়োগ করলেন।

এ ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ ﷺ কিন্তু তাওবার মাধ্যমে পরিশুদ্ধ হওয়াকে প্রাধান্য দিয়েছেন। মায়িজ ﷺ যখন বাকি প্রান্তর থেকে দৌড় দিয়েছিলেন, সাহাবিগণও তখন তার পিছু পিছু ছুটে গিয়েছিলেন। এ কথাটি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে বললে তিনি বললেন, "তোমরা কেন তাকে ছেড়ে দিলে না? সে তো আল্লাহর কাছে তাওবা করেছে। আল্লাহও তাকে ক্ষমা করে দিতেন। তার তাওবা কবুল করে নিতেন।" যদি তাওবার পরেও হদই একমাত্র শরিয়াহ-নির্ধারিত পথ হতো, তাহলে রাসুলুল্লাহ ﷺ মায়িজ ﷺ-কে ছাড়তে বলতেন না।

এ ক্ষেত্রে শরয়ি নির্দেশনা হচ্ছে, হদ প্রয়োগ করা না-করার বিষয়ে আমির স্বাধীন। তিনি যেটা ভালো মনে করেন, সেটাই প্রাধান্য দেবেন। যেমন : হদযোগ্য অপরাধ করার স্বীকৃতিদানকারীকে রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যাও, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।" আবার রাসুলুল্লাহ ﷺ-ই মায়িজ ﷺ ও গামিদি নারীর ক্ষেত্রে হদ প্রয়োগ করাকে বেছে নিয়েছেন। কারণ, তারা নিজেদের ওপর হদ প্রয়োগ করার ব্যাপারে অটল ছিলেন। নবিজি ﷺ তাদের বারবার ফিরিয়ে দিলেও তারা যেতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন।'

- হদ প্রয়োগের ব্যাপারে ইমাম স্বাধীন। হদ প্রয়োগ ভালো মনে করলে তিনি প্রয়োগ করবেন, আর ভালো মনে না করলে প্রয়োগ করবেন না। এটা দুটি মতের মধ্যবর্তী ও মধ্যমপন্থা। আলিমদের একটি মত হচ্ছে, পূর্ণাঙ্গ তাওবার পর হদ প্রয়োগ করা জায়িজ নয়। আরেকটি অভিমত হচ্ছে, পূর্ণাঙ্গ তাওবা করলেও হদ রহিত হওয়ার ক্ষেত্রে তাওবা কোনো প্রভাব ফেলে না।

কিন্তু আপনি যদি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহর প্রতি গভীর দৃষ্টি দেন, তাহলে বুঝতে পারবেন, বিষয়টি আমিরের ইচ্ছাধীন হওয়াটাই প্রাধান্যপ্রাপ্ত। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।'[৪০১]

---

৪০১. ইলামুল মুয়াক্কিয়িন : ২/৬০-৬১।

এ মতের সমর্থনে আরেকটি হাদিস রয়েছে। আলকামা বিন ওয়ায়িল ﵁ নিজের পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তার পিতা বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ে এক মহিলা মসজিদে সালাতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়। পথিমধ্যে একজন লোক তাকে ধরে কাপড় দিয়ে পেছিয়ে তার সাথে সংগম করে। মহিলাটি তখন চিৎকার করে ওঠে। ফলে লোকটি পালিয়ে যায় সেখান থেকে।

সে সময় আরেকজন লোক সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। মহিলাটি তাকে বলল, "ওই লোকটি আমার সাথে এমন এমন কাজ করেছে।" এ লোকটি ধর্ষণকারীর খোঁজে চলে যায় সেখান থেকে। ওদিকে মহিলাটি একদল মুহাজির সাহাবির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলে, "ওই লোকটি আমার সাথে এমন এমন করেছে।" মুহাজির সাহাবিরাও লোকটির সন্ধানে গেল। কিন্তু যে লোকটি ধর্ষকের খোঁজে প্রথম গিয়েছিল, তাকে ধরে আনলেন তারা।

এ লোককে নিয়ে মুহাজির সাহাবিদের সে দলটি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলেন। মহিলাটি তখন বললেন, "এ-ই সে লোক।" কিন্তু লোকটি বলল, "আমি সে লোক, যে তোমাকে সাহায্য করেছিল। ধর্ষক তো পালিয়ে গেছে।" সাহাবিদের সেই দলটি জানাল যে, "তারা এ লোককে দৌড়ে যেতে দেখেছে।"

লোকটি আবার বলল, "আমি তো ধর্ষককে ধরে আনার জন্য এ মহিলার সাহায্য করছিলাম। কিন্তু এরা আমাকে ধরে আনল।"

কিন্তু মহিলাটি বলল, "মিথ্যা কথা। এ লোকটিই আমাকে ধর্ষণ করেছে।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ এবার লোকটির ওপর রজম করার জন্য আদেশ দিলেন। তখন আসল ধর্ষক দাঁড়িয়ে বলল, "আল্লাহর রাসুল, আমিই ধর্ষক।"

তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ মহিলাকে বললেন, "যাও, তোমাকে আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন।" আর ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তির উদ্দেশে সুন্দর কথা বললেন। তখন জানতে চাওয়া হলো, "আল্লাহর নবি, আপনি কি তাকে রজম করবেন না?"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "সে এমন তাওবা করেছে, যদি সে তাওবা মদিনাবাসীর মাঝে ভাগ করে দেওয়া হয়, তবে তাদের জন্য যথেষ্ট হবে।"'[৪০২]

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব

এ হাদিসের ব্যাপারে একটি প্রশ্ন করা হয়, মহিলার প্রথম সাহায্যকারী তো জিনার স্বীকারোক্তি দেয়নি, আর তার ওপর আনা অভিযোগটি স্পষ্ট প্রমাণিতও ছিল না, তাহলে রাসুলুল্লাহ ﷺ তার ওপর হদ প্রয়োগের আদেশ কীভাবে দিলেন?

জবাব হচ্ছে :

১. রাসুলুল্লাহ ﷺ সরাসরি তখনো রজমের আদেশ দেননি; বরং তিনি রজমের আদেশ দেওয়ার নিকটবর্তী হয়েছিলেন। তাই বর্ণনাকারী রজমের আদেশ দিয়েছেন বলে শব্দ ব্যবহার করেছেন। আজিমাবাদি ؒ বলেন, 'ঘটনা থেকেই বোঝা যাচ্ছে, বিষয়টি স্পষ্ট ছিল না; বরং জটিল আকার ধারণ করেছিল। যেহেতু জিনাকারীর স্বীকার করা ব্যতীত এবং স্পষ্ট প্রমাণ ছাড়া হদের সিদ্ধান্ত দেওয়া ঠিক নয়। আর ধৃত লোকটিও জিনার ব্যাপারে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। অন্যদিকে মহিলার কথাও স্পষ্ট প্রমাণ হওয়ার যোগ্য ছিল না। তাই অস্পষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে রাসুলুল্লাহ ﷺ রজমের আদেশ দেওয়ার নিকটবর্তী ছিলেন। সে কারণেই হয়তো বর্ণনাকারী "তিনি যখন রজমের আদেশ দিলেন" শব্দে ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন।'[৪০৩]

২. অকাট্য নয় কিন্তু প্রকাশ্য—এমন প্রমাণ থাকায় রাসুলুল্লাহ ﷺ হদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ বিষয়ে ইমাম ইবনুল কাইয়িম ؒ বলেন, 'হদের এ নির্দেশটি মূলত অকাট্য নয়, কিন্তু শক্তিশালী ও প্রকাশ্য প্রমাণের ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছিল। প্রথম প্রমাণ হচ্ছে, লোকটি দৌড়ানো অবস্থায় সাহাবিদের কাছে ধরা পড়েন। দ্বিতীয় প্রমাণ হচ্ছে, তিনি স্বীকার করেছেন

---

৪০২. সুনানুত তিরমিজি : ১৪৫৪, সুনানু আবি দাউদ : ৪৩৭৯, মুসনাদু আহমাদ : ২৬৬৯৮।
৪০৩. আওনুল মাবুদ : ১২/১৬৫।

যে, তিনি মহিলাটির কাছে ছিলেন। কিন্তু নিজেকে সাহায্যকারী বলে বাঁচতে চাইছেন। তৃতীয়ত, মহিলাটি বলেছিলেন, এ-ই সে লোক। এটা স্পষ্ট প্রমাণ। আর সাহাবিগণও এমন প্রমাণের ভিত্তিতে মদ ও জিনার হদ প্রয়োগ করেছেন। সেগুলোও এ ঘটনার অনুরূপ বা কাছাকাছি। সাহাবিদের বিচারের ক্ষেত্রে প্রমাণ ছিল, জিনার ফলে মহিলার গর্ভবতী হওয়া ও মদপানের কারণে মুখ থেকে গন্ধ আসা।'[৪০৪]

৩. নবিজি ﷺ তাজিরের হুকুম দিয়েছিলেন, রজমের নয়। বাইহাকি ﵀ এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এ শব্দে যে, যখন রাসুলুল্লাহ ﷺ শাস্তির আদেশ দিলেন, তখন আসল ধর্ষক দাঁড়িয়ে যায়। বাইহাকি ﵀ বলেন, এ রিওয়ায়াত অনুযায়ী রাসুলুল্লাহ ﷺ তাজিরের আদেশ দিয়েছিলেন।[৪০৫]

৪. হয়তো মুহাজির সাহাবিদের সে দল ভুলে সে সাহায্যকারী লোকটির বিরুদ্ধে জিনার সাক্ষ্য দিয়েছিলেন।[৪০৬]

৫. এ হাদিসটি জইফ। জইফ হওয়ার কারণ হচ্ছে, সাম্মাক বিন হারব। নাসায়ি ﵀ তার সম্পর্কে বলেন, যদি সনদের কোথাও বর্ণনাকারী হিসেবে সাম্মাক এককভাবে থাকে, তবে হাদিসটি প্রমাণযোগ্য হবে না; দলিল হবে না। কারণ, তার নামে কোনো হাদিস বর্ণনা করা হলে (বাস্তবে তা তার বর্ণিত হাদিস না হওয়া সত্ত্বেও) তিনি তা নিজের বলে স্বীকৃতি দিতেন।[৪০৭]

বাইহাকি ﵀-ও এ হাদিসটি জইফ হওয়ার ব্যাপারে ইঙ্গিত দিয়েছেন। এ হাদিস বর্ণনার পর তিনি বলেন, 'মায়িজ জুহানি ؓ ও গামিদি মহিলা স্বীকৃতি দিলে তাদের ওপর হদ কায়িম হয়। তাদের হাদিসগুলো অনেক বর্ণনায় এসেছে, আর সেগুলো প্রসিদ্ধও। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।'[৪০৮]

---

৪০৪. হাশিয়াতু ইবনিল কাইয়িম মাআ আওনিল মাবুদ : ১২/১৬৫।

৪০৫. সুনানুল বাইহাকি : ৮/২৮৪।

৪০৬. সুনানুল বাইহাকি : ৮/২৮৪।

৪০৭. আল-আহাদিসুল মুখতারা : ১২/২০, তাহজিবুত তাহজিব : ৪/২৩৪।

৪০৮. সুনানুল বাইহাকি : ৮/২৮৪।

হদপ্রাপ্তকে গালি, তিরস্কার কিংবা অভিশাপ দিতে নিষেধ করতেন

বুরাইদা ﷺ মায়িজ ﷺ-এর ঘটনা বর্ণনার পর বলেন, 'এরপর গামিদি মহিলা এসে বলল, "হে আল্লাহর রাসুল, আমি জিনা করেছি। আমাকে এ গুনাহ থেকে পবিত্র করুন।" রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে ফিরিয়ে দিলেন।

পরবর্তী দিন সে নারী আবার আসলো। রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলল, "হে আল্লাহর রাসুল, আপনি আমাকে কেন ফিরিয়ে দিচ্ছেন? হয়তো আপনি আমাকে সেভাবে ফিরিয়ে দিচ্ছেন, যেমন ফিরিয়ে দিয়েছিলেন মায়িজ ﷺ-কে। আল্লাহর কসম করে বলছি, জিনার কারণে আমি এখন গর্ভবতী।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন, "হয়তো না। এখন যাও। যদি সত্যিই তুমি সন্তান প্রসব করে থাকো, তবে তখন এসো।"

সন্তান প্রসবের পর সন্তানকে একটি কাপড়ে জড়িয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, "এ সন্তানটি আমি প্রসব করেছি।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "যাও, দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত তার প্রতিপালন করো।"

একসময় দুধ ছাড়ানো হলো শিশুটির। তখন সে শিশুটিকে নিয়ে এল। শিশুর হাতে তখন রুটির ছেঁড়া একটা টুকরো। বলল, "হে আল্লাহর নবি, তার দুধ ছাড়ানো হয়েছে। সে এখন খেতে পারে।" তখন নবিজি ﷺ শিশুটিকে এক মুসলিমের দায়িত্বে দিয়ে দিলেন। আর মহিলাটিকে রজমের আদেশ দিলেন। প্রথমে গর্ত খোঁড়া হলো। তাকে বুক পর্যন্ত গর্তে ঢোকানোর পর রাসুলুল্লাহ ﷺ আদেশ দিলে মানুষ তাকে রজম করল।

খালিদ বিন ওয়ালিদ ﷺ একটি পাথর নিয়ে চুমু দিল তাতে। মহিলাটির মাথা লক্ষ করে ছুড়ল সে পাথরটি। রক্ত এসে লাগল খালিদ ﷺ-এর মুখে। খালিদ ﷺ মহিলাটিকে গালি দিলেন। নবিজি ﷺ তা শুনতে পেয়ে বললেন, "সাবধান, হে খালিদ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ—তাঁর শপথ, এ নারী এমন তাওবা করেছে, যদি এমন তাওবা ট্যাক্স আদায়কারী করত, তবে তার জন্য যথেষ্ট হতো এবং তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হতো।"

এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ মহিলার মৃতদেহ উঠিয়ে আনার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তার জানাজা আদায় করে তাকে দাফন করা হলো।'[৪০৯]

এক বর্ণনায় এসেছে, 'জানাজা পড়ার আগে উমর ﷺ রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন, "হে আল্লাহর নবি, সে জিনা করেছে; অথচ আপনি তার জানাজা পড়বেন?"

রাসুলুল্লাহ ﷺ তখন উত্তর দিলেন, "এ নারী এমন তাওবা করেছে, যদি সে তাওবা মদিনার সত্তরজন লোকের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হয়, তবে তাদের জন্য যথেষ্ট হবে। তুমি কি এর চেয়ে উত্তম তাওবা দেখেছ, যে তাওবায় সে তার প্রাণ পর্যন্ত দিয়ে দিয়েছে?"'[৪১০]

▶ হাদিস থেকে বোঝা যায় :

- মানুষের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে ট্যাক্স আদায় করা নিকৃষ্ট গুনাহ ও মারাত্মক ধ্বংসাত্মক পাপ। কারণ, এতে মানুষের কাছ থেকে অনেক পরিমাণে ট্যাক্স নেওয়া হয়, তাদের ওপর জুলুম করা হয়। আর এ জুলুম চলতেই থাকে এবং মানুষের অধিকার লঙ্ঘিত হয়। তাদের সম্পদ অন্যায়ভাবে দখল করা হয় এবং খরচ করা হয় অপাত্রে।

- সাধারণ মানুষের মতো ইমাম ও নামিদামি মানুষজনও রজমের শাস্তিতে মৃত ব্যক্তির জানাজা পড়বে।

- তাওবা কবিরা গুনাহকে মিটিয়ে দেয়।[৪১১]

ইমাম নববি ﷺ বলেন, 'এ ক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে, যদি তাওবাই হদযোগ্য গুনাহের ক্ষেত্রে যথেষ্ট হতো, তাহলে কেন মায়িজ ﷺ ও গামিদি মহিলা বারবার শাস্তির আবেদন করলেন এবং নিজেদের জন্য রজম বেছে নিলেন?

---

৪০৯. সহিহু মুসলিম : ১৬৯৫।

৪১০. সহিহু মুসলিম : ১৬৯৬।

৪১১. ইমাম নববি ﷺ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ১১/১৯৯।

উত্তর হলো, হদ প্রয়োগের মাধ্যমে গুনাহ মাফ হয়ে যাওয়া সুনিশ্চিত। তদুপরি তা যদি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশে হয়, তাহলে তো কোনো কথাই নেই। কিন্তু তাওবার ব্যাপারে এ আশঙ্কা থেকে যায় যে, তা খাঁটি নাও হতে পারে অথবা তার কোনো একটি শর্ত অপূর্ণ থেকে যেতে পারে। ফলে গুনাহ অবশিষ্ট থেকে যেত। তাই তারা দুজন এমন সুনিশ্চিতভাবে গুনাহ থেকে মুক্ত হতে চেয়েছেন, যার পরে গুনাহ থেকে যাওয়ার কোনো অবকাশই বাকি না থাকে। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।'[৪১২]

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব

প্রশ্ন : এ বর্ণনায় এসেছে, মহিলাটি বাচ্চা প্রসবের পর দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত তাকে রজম করা হয়নি। কিন্তু এর আগের বর্ণনায় এসেছে, বাচ্চা প্রসবের পর এক আনসারি সাহাবি সে বাচ্চা পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করলে সে মহিলাকে তখনই রজম করা হয়। এ দুটি বর্ণনা পরস্পর বিরোধী।

জবাব : ইমাম নববি ﷺ বলেন, 'এ দুটি রিওয়ায়াত বাহ্যিকভাবে বিপরীত মনে হচ্ছে। কারণ, দ্বিতীয় বর্ণনায় এসেছে, দুধ ছাড়ানোর পর শিশুটিকে রুটি হাতে নিয়ে আসার পর মহিলাকে রজম করা হয়। অন্যদিকে প্রথম বর্ণনায় এসেছে, বাচ্চা প্রসবের পরপরই মহিলাকে রজম করা হয়। তাই এখানে প্রথম বর্ণনাটিকে দ্বিতীয় বর্ণনার সাথে সামঞ্জস্যশীল করতে হবে। কারণ, ঘটনা একটিই। আর উভয় বর্ণনাই সহিহ। দুটি বর্ণনার মাঝে দ্বিতীয়টি স্পষ্ট। এতে ভিন্ন ব্যাখ্যার কোনো সুযোগ নেই। অন্যদিকে প্রথম বর্ণনাটি এটার মতো স্পষ্ট নয়। তাই ব্যাখ্যার জন্য সেটাকেই বেছে নেওয়া হলো।

প্রথম বর্ণনায় এসেছে যে, আনসারদের এক লোক দাঁড়িয়ে বললেন, "আমি তার দুধপান করানোর দায়িত্ব নিচ্ছি।" এ কথাটি সে আনসারি সাহাবি মূলত তার দুধ ছাড়ানোর পরে বলেছেন। আনসারি সাহাবি রূপক অর্থে দুধপান শব্দটি ব্যবহার করেছেন। رَضَاعَة (দুধপান) শব্দ দ্বারা মূলত তার উদ্দেশ্য ছিল, تَرْبِيَة ও كَفَالَة তথা প্রতিপালন ও তত্ত্বাবধান।'[৪১৩]

---

৪১২. ইমাম নববি ﷺ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ১১/১৯৯।

৪১৩. ইমাম নববি ﷺ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ১১/২০২।

শাস্তিযোগ্য মদ্যপকে গালি দিতে নিষেধ করতেন

আবু হুরাইরা ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'এক মদ্যপকে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নিয়ে আসা হলো। তিনি প্রহার করার নির্দেশ দিলেন। আমাদের কেউ তাকে হাত দিয়ে মারতে শুরু করল, তো কেউ পায়ের জুতো দিয়ে তাকে পেটাল। কেউ আবার কাপড় দিয়ে তাকে মারতে লাগল। সে যখন চলে যেতে লাগল, তখন এক লোক বলল, "আল্লাহ্ তোমাকে অপদস্থ করুক।"

তা শুনে রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমরা নিজের ভাইয়ের বিরুদ্ধে শয়তানের সহযোগী হয়ো না।"'[৪১৪]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ আরও বললেন, "বরং তোমরা বলো, হে আল্লাহ্, তাকে ক্ষমা করে দিন। তার ওপর দয়া করুন।"'[৪১৫]

ইবনে হাজার ﵀ বলেন, 'শয়তানের সাহায্য হওয়ার কারণ হচ্ছে, শয়তান চায় গুনাহকে তার সামনে চাকচিক্যময় করে তুলে ধরতে। যাতে সে আবারও লাঞ্ছিত হয়। তাই যদি কেউ অপরাধীর জন্য লাঞ্ছনার বদদোয়া করে, তাহলে যেন সে শয়তানের উদ্দেশ্য পূরণ করে দিয়েছে।

এ হাদিস থেকে বোঝা যাচ্ছে, লানত দিয়ে কোনো অপরাধীর বিরুদ্ধে বদদোয়া করা নিষেধ।'[৪১৬]

আবু কালাবা ﵀-এর বর্ণিত একটি আসার এই হাদিসটির কাছাকাছি। সেটা হলো, 'আবু দারদা ﵁ এক লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। লোকটি গুনাহ করার কারণে মানুষ তাকে গালি দিচ্ছিল। তিনি লোকগুলোর উদ্দেশে বললেন, "যদি তোমরা তাকে কুয়োর ভেতরে বিপদাপন্ন দেখতে, তাহলে কি সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করতে না?"

তারা বলল, "অবশ্যই করতাম।"

---

৪১৪. সহিহুল বুখারি : ৬৭৮১।

৪১৫. সুনানু আবি দাউদ : ৪৪৭৮।

৪১৬. ফাতহুল বারি : ১২/৬৭। পরিমার্জিত।

আবু দারদা ﷺ বললেন, "তাহলে তোমাদের ভাইকে গালি দিয়ো না; বরং তোমরা যে পাপ থেকে বিরত আছ, সে জন্য আল্লাহর প্রশংসা করো।"

তারা জানতে চাইল, "আমরা কি তাকে ঘৃণা করব না?"

আবু দারদা ﷺ বললেন, "বরং আমি তার কর্মকে ঘৃণা করব। যদি সে পাপকর্ম থেকে বিরত থাকে, তবে সে আমার ভাই।"'[৪১৭]

নির্দিষ্ট কোনো গুনাহগারের ওপর বদদোয়া করতে নিষেধ করতেন

উমর বিন খাত্তাব ﷺ থেকে বর্ণিত, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় এক ব্যক্তির নাম ছিল আব্দুল্লাহ। তার উপাধি ছিল হিমার (গাধা)। লোকটি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে হাসাত। নবিজি ﷺ আগেও তাকে মদপানের কারণে বেত্রাঘাতের শাস্তি দিয়েছিলেন। কিন্তু আরেক দিন সে মদপান করে আসলো এবং এবারও তাকে বেত্রাঘাতের শাস্তি দেওয়া হলো। তখন এক ব্যক্তি বদদোয়া করে বলল, "হে আল্লাহ, তাকে আপনার দয়া থেকে বঞ্চিত করুন। তার ওপর লানত পড়ুক! কতবারই-না সে এ পাপ করছে!"

তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমরা তাকে অভিশাপ দিয়ো না। আল্লাহর কসম, আমি জানি, সে আল্লাহ ও তার রাসুল ﷺ-কে ভালোবাসে।"'[৪১৮]

▶ হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয় :

পাপী ব্যক্তির অন্তরে পাপ এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ﷺ-এর প্রতি ভালোবাসা একত্রে থাকাটা অসম্ভব কিছু নয়। কারণ, এ লোকটি থেকে মদপানের মতো একটি পাপ প্রকাশিত হলেও রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন যে, তার অন্তরে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ﷺ-এর প্রতি ভালোবাসা আছে।

যদি কোনো পাপী ও গুনাহগারের অন্তরে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ﷺ-এর ভালোবাসা অনবরত বিদ্যমান থাকে, তবে সে যখন লজ্জিত হবে বা তার ওপর

---

৪১৭. আবু দাউদ ﷺ কৃত আজ-জুহদ : ২৩২, মুসান্নাফু আব্দির রাজ্জাক : ২০২৬৭, হিলইয়াতুল আওলিয়া : ১/২২৫।

৪১৮. সহিহুল বুখারি : ৬৭৮০।

হদ প্রয়োগ করা হবে, তখন উক্ত গুনাহ মুছে যাবে। অন্যদিকে কারও অন্তর যদি পাপ করার কারণে লজ্জিত না হয়, তবে আশঙ্কা আছে যে, বারবার গুনাহ করার কারণে তার অন্তর থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ﷺ-এর ভালোবাসা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আল্লাহর কাছে আমরা ক্ষমা ও নিষ্কলুষতা প্রার্থনা করছি।[৪১৯]

শাইখুল ইসলাম ﷫ বলেন, 'নবিজি ﷺ কারও ওপর নির্দিষ্ট করে লানত করতে নিষেধ করেছেন। যেমন এ লোকটি মদপানের কারণে শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েও আবার একই পাপ করেছে। তার অধিক মদপানের কারণে কেউ একজন তাকে লানত করলে, তিনি লানত করতে নিষেধ করলেন। কারণ হিসেবে বলেন, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ﷺ-কে ভালোবাসে। যদিও রাসুলুল্লাহ ﷺ ব্যাপকভাবে মদখোরদের ওপর লানত করেছেন।

এ থেকে বোঝা যায়, ব্যাপকভাবে লানত করা জায়িজ আছে। কিন্তু যদি কেউ আল্লাহ ও তার রাসুল ﷺ-কে ভালোবাসে, তবে তাকে নির্দিষ্ট করে লানত করা জায়িজ নেই। আর প্রতিটি মুমিনই তো আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ﷺ-কে ভালোবাসে। তাই কোনো মুমিনকেই নির্দিষ্ট করে লানত করা জায়িজ নেই।'[৪২০]

প্রশ্ন হতে পারে, এ হাদিস ও আনাস বিন মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত হাদিসের মাঝে সমন্বয় হয় কীভাবে? আনাস ﷺ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ মদ-সংশ্লিষ্ট দশ শ্রেণির লোককে লানত করেছেন—যথা : মদ তৈরিকারী, মদের ফরমায়েশকারী, মদ পানকারী, মদ বহনকারী, যার জন্য মদ বহন করা হয়, মদ পরিবেশনকারী, মদ বিক্রয়কারী, মদের মূল্য ভোগকারী, মদ ক্রেতা, যার জন্য মদ ক্রয় করা হয়।'[৪২১]

উত্তর হচ্ছে, এখানে উল্লিখিত হাদিসটিতে নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে লানত করা হয়েছে, যা জায়িজ নেই। আর আনাস ﷺ-এর বর্ণিত হাদিসটিতে ব্যাপকভাবে মদের কারবারিতে যুক্ত বিভিন্ন শ্রেণিকে লানত করা হয়েছে। এটা জায়িজ। আদতে দুই হাদিসের মাঝে কোনো বৈপরীত্য নেই।

---

৪১৯. ফাতহুল বারি : ১২/৭৮।

৪২০. মানহাজুস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যা : ৪/৫৬৯-৫৭০।

৪২১. সুনানুত তিরমিজি : ১২৯৫, সুনানু ইবনি মাজাহ : ৩৩৮১।

নৈকট্যপ্রাপ্ত কেউ গুনাহ্ করলে কঠিন ভর্ৎসনা করতেন

মারুর বিন সুয়াইদ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাবজায় আবু জার ﷺ-এর সাথে আমার দেখা হলো। তখন তিনি এক সেট কাপড় (লুঙ্গি ও চাদর) পরিহিত ছিলেন এবং তার গোলামের শরীরেও একই মানের পোশাক ছিল। আমি এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, "একবার আমি এক ব্যক্তিকে গালি দিয়েছিলাম এবং আমি তাকে তার মা সম্পর্কে লজ্জা দিয়েছিলাম। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন :

> يَا أَبَا ذَرٍّ أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ؟ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ

> 'আবু জার, তুমি তাকে তার মা সম্পর্কে লজ্জা দিয়েছ? তুমি তো এমন ব্যক্তি, যার মধ্যে এখনো জাহিলি যুগের স্বভাব রয়ে গেছে। জেনে রাখো, তোমাদের দাস-দাসী তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। তাই যার ভাই তার অধীনে থাকবে, সে যেন নিজে যা খায়, তাকে তা-ই খাওয়ায় এবং নিজে যা পরে, তাকে তা-ই পরায়। তাদের ওপর এমন কাজ চাপিয়ে দিয়ো না, যা তাদের জন্য খুব কষ্টকর। যদি এমন কষ্টকর কাজ করতে দাও, তাহলে তোমরাও তাদের সে কাজে সাহায্য করবে।'[৪২২]

ইবনে হাজার ﷺ বলেন, 'এমন কর্মের পুনরাবৃত্তি যেন না হয় সে জন্য রাসুলুল্লাহ ﷺ আবু জার ﷺ-কে ভর্ৎসনা করলেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আবু জার ﷺ-এর বিশেষ মর্যাদা ছিল। তাই আবু জার ﷺ-এর নিকট যদিও লোকটার সাথে কটু আচরণ করার কারণ ছিল, ফলে আবু জার ﷺ-কে এ ক্ষেত্রে ওজরগ্রস্ত ধরা যেত, কিন্তু তার মতো শীর্ষস্থানীয় সাহাবির নিকট থেকে

---

৪২২. সহিহুল বুখারি : ৩০, সহিহ্ মুসলিম : ১৬৬১।

এমন আচরণ প্রকাশ পাওয়াও গুরুতর। তাই রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে ভর্ৎসনা করলেন।'[৪২৩]

গুনাহের ভয়াবহতা স্পষ্ট করতেন এবং খুব কঠোর হতেন

গুনাহের ভয়াবহতা পরিষ্কার করার জন্য রাসুলুল্লাহ ﷺ গুনাহের কথা বারবার বলতেন এবং সে ক্ষেত্রে খুব কঠোর হতেন।

উসামা বিন জাইদ ﷺ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে হুরাকা অভিমুখে একটি অভিযানে পাঠালেন। সকালবেলা সে গোত্রের নিকট উপস্থিত হলাম আমরা। তাদের ওপর আক্রমণ করলাম। সে গোত্রের একজন লোক আমার ও এক আনসারির সামনে পড়ল। আমরা যখন তাকে ঘেরাও করে নিলাম, সে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলে উঠল। আনসারি তার হাত গুটিয়ে নিলেন। কিন্তু আমি বর্শার আঘাতে তাকে হত্যা করলাম।

অভিযান শেষে আমরা ফিরে এলাম। কালিমা বলা সত্ত্বেও আমি একজন লোককে হত্যা করেছি, এ সংবাদ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পৌঁছে গিয়েছিল ততক্ষণে। আমাকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, "উসামা, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলার পরও তুমি তাকে হত্যা করলে? কিয়ামতের দিন যখন সে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" নিয়ে হাজির হবে, তখন তুমি কী করবে?"

আমি বললাম, "সে প্রাণে বাঁচার জন্য এমনটা বলেছে, মন থেকে বলেনি।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তুমি কি তার অন্তর ফেঁড়ে দেখেছ যে, তুমি জানো, সে সত্য মনে বলেছে নাকি মিথ্যা বলেছে?"

এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ এ কথাটি বারবার বলতে থাকলেন। তখন আমি মনে মনে অনুশোচনা করছিলাম নিজের কর্মের জন্য। তখন (লজ্জা ও অনুতাপে) আশা করছিলাম, হায়, যদি সেই দিনটির আগে আমি ইসলাম গ্রহণ না করতাম!'[৪২৪]

---

৪২৩. ফাতহুল বারি : ১/৮৫।

৪২৪. সহিহুল বুখারি : ৪২৬৯, সহিহু মুসলিম : ৯৬।

ইমাম নববি ﵀ বলেন, 'এ হাদিসটিতে ফিকহের সুবিদিত একটি মূলনীতির দলিল রয়েছে। আর সেটি হচ্ছে, বাহ্যিক অবস্থা বিবেচনায় হুকুম প্রযোজ্য হবে এবং অভ্যন্তরীণ ব্যাপারটি আল্লাহর হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে।

উসামা ﵁ অনুশোচনায় বলেছিলেন, 'এমনকি আমি আশা করছিলাম, যদি সেদিনই আমি ইসলাম গ্রহণ করতাম।" এর অর্থ হচ্ছে, যদি এ ঘটনার আগে ইসলাম গ্রহণ না করে সেদিন সে সময়টাতে ইসলাম গ্রহণ করতাম, তাহলে আমার পূর্বের সকল গুনাহ মাফ হয়ে যেত। কারণ, ইসলাম গ্রহণ করলেই তো পূর্বের সকল গুনাহ মুছে যায়। উসামা ﵁ এ কথাটি বলার কারণ হচ্ছে, তার কৃত অপরাধের কারণে রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে যেভাবে তিরস্কার করছিলেন, সে তিরস্কার তার অন্তরে বিরাট প্রভাব ফেলেছিল।'[৪২৫]

কুরতুবি ﵀ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কঠোর ভর্ৎসনার ফলে উসামা ﵁ যে অনুশোচনামূলক কথা বলেছেন, তা থেকে বোঝা যাচ্ছে, এর আগে তিনি যত নেক আমল করেছেন, এ গুনাহের সামনে সেসব আমলকে তুচ্ছ মনে করেছেন তিনি।'[৪২৬]

ইবনে তিন ﵀ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর এ তিরস্কারে রয়েছে এক কঠোর শিক্ষা ও নির্দেশনা যে, তাওহিদের বাণী উচ্চারণ করে—এমন কাউকে কখনো কেউ অন্যায়ভাবে হত্যা করার জন্য অগ্রসর হবে না।'

ইমাম খাত্তাবি ﵀ বলেন, 'উসামা ﵁ হয়তো (আল্লাহ তাআলা বাণী : فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا—"তারা যখন আমার শাস্তি দেখল, তখন তাদের ইমান গ্রহণ তাদের কোনো উপকারে আসলো না।"[৪২৭]) এ আয়াতের ব্যাখ্যার ভিত্তিতে সে লোকটিকে হত্যা করেছিলেন। সে জন্য রাসুলুল্লাহ ﷺ উসামা ﵁-কে অপারগ সাব্যস্ত করেছেন এবং তার ওপর দিয়াত ইত্যাদি ধার্য করেননি।'[৪২৮]

৪২৫. ইমাম নববি ﵀ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ২/১০৭।

৪২৬. ফাতহুল বারি : ১২/১৯৬।

৪২৭. সুরা গাফির, ৪০ : ৮৫

৪২৮. ফাতহুল বারি : ১২/১৯৬।

ইবনে বাত্তাল ﷺ বলেন, 'এই ঘটনার কারণেই উসামা ﷺ শপথ করেছিলেন যে, তিনি আর কোনোদিন কোনো মুসলিমকে হত্যা করবেন না।'[৪২৯]

পুনরায় পাপে লিপ্ত না হওয়ার জন্য গুনাহের কদর্যতা তুলে ধরতেন

গুনাহ থেকে তাওবা করে আবার যাতে গুনাহে লিপ্ত না হয়, সে জন্য রাসুলুল্লাহ রাসুলুল্লাহ ﷺ গুনাহগারের সামনে গুনাহর কদর্যতা তুলে ধরতেন।

আয়িশা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একবার আমি নবিজি ﷺ-কে বললাম, "সাফিয়্যা ﷺ-এর ক্ষেত্রে আপনার জন্য এতটুকুই তো যথেষ্ট যে, সে এমন এমন—অর্থাৎ খাটো।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন, "তুমি এমন একটি কথা বলেছ, যদি এ কথা সমুদ্রের পানিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে পানির রং বদলে যাবে।"'[৪৩০]

অর্থাৎ গিবত এতই ভয়ংকর যে, সমুদ্রের বিশালতা ও গভীরতা এবং তাতে এত বেশি পানি থাকা সত্ত্বেও গিবতের এ কথাটা যদি সে পানির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয়, তবে সমুদ্রের অবস্থা পাল্টে যাবে।[৪৩১]

কতিপয় গুনাহগারকে তাওবা কবুল হওয়া পর্যন্ত বয়কট করেছেন

কোনো কোনো গুনাহগারের ব্যাপারে আল্লাহর বিধান নাজিল না হওয়া পর্যন্ত অথবা তাওবা কবুল না হওয়া পর্যন্ত তাদের বয়কট করেছেন।

গাজওয়ায়ে তাবুকে অংশগ্রহণ না করা তিনজন সাহাবির সাথে রাসুলুল্লাহ ﷺ সাময়িক সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন। কাব বিন মালিক ﷺ-এর মুখে শুনুন সে ঘটনার বিবরণ। তিনি বলেন :

'আমি যখন জানতে পেলাম, রাসুলুল্লাহ ﷺ তাবুক থেকে মদিনা অভিমুখে রওনা দিয়েছেন, তখন চিন্তা আমাকে ঘিরে ধরল। আমি বলার মতো মিথ্যা

---

৪২৯. ফাতহুল বারি : ১২/১৯৬।

৪৩০. সুনানু আবি দাউদ : ৪৮৭৫, সুনানুত তিরমিজি : ২৫০২।

৪৩১. তুহফাতুল আহওয়াজি : ৭/১৭৭।

অজুহাত খুঁজতে শুরু করলাম। আগামীকাল রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর রাগ থেকে বাঁচার জন্য কী বলব, ভাবতে শুরু করলাম। সাহায্যপ্রার্থী হলাম বংশের জ্ঞানী-গুণীদের।

কিন্তু এরপর আমার মন থেকে এ ভ্রান্ত চিন্তা দূর হয়ে গেল। আমি কখনো মিথ্যা বলে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর রাগ প্রশমিত করতে পারব না। তাই আমি দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিলাম যে, সত্যই বলব।

পরদিন সকালবেলা রাসুলুল্লাহ ﷺ মদিনায় এলেন। তাঁর নিয়ম ছিল, সফর থেকে ফিরে আসলে তিনি প্রথমে মসজিদে প্রবেশ করতেন। দুই রাকআত সালাত পড়ে মানুষের সামনে বসতেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ সালাত পড়ে বসলেন। তখন জিহাদ থেকে পেছনে থাকা লোকগুলো আসতে থাকল। তারা এটা সেটা বলে ওজর পেশ করতে থাকল, শপথ করতে থাকল। সংখ্যায় তারা ছিল আশিজনের অধিক। রাসুলুল্লাহ ﷺ তাদের প্রকাশ্য ওজর গ্রহণ করলেন, তাদের বাইআত করলেন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। আর তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা আল্লাহর কাছে সোপর্দ করলেন।

সবশেষে আমি আসলাম। সালাম দিলে তিনি মুচকি হাসলেন। কিন্তু সে হাসিতে সন্তুষ্টি ছিল না। আমাকে বললেন, "আসো।" এগিয়ে গিয়ে আমি তাঁর সামনে বসলাম। তিনি আমাকে বললেন, "কেন তুমি পেছনে থেকে গেলে? তুমি কি বাহন ক্রয় করোনি?"

আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসুল, আল্লাহর শপথ, আমি যদি দুনিয়ার অন্য কারও সামনে বসতাম এখন, তাহলে কোনো না কোনো আপত্তি পেশ করে তার ক্রোধ থেকে বের হয়ে আসতাম। আর আমি তর্কে বেশ পটুও। কিন্তু আল্লাহর কসম, আমি জানি, আজ যদি আপনার সামনে মিথ্যে বলে আপনাকে সন্তুষ্টও করি, এমন একদিন অচিরেই আসবে, যেদিন আল্লাহ্ আপনাকে আমার ওপর অসন্তুষ্ট করে দেবেন। যদি সত্যটা বলি, তবে অবশ্যই তা আপনাকে অসন্তুষ্ট করবে, কিন্তু আশা করি আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহর শপথ, আমার কোনো ওজর ছিল না। সে সময়টাতে এমন শক্তিশালী ও সামর্থ্যবান ছিলাম যে, এর আগে কখনই এমন ছিলাম না।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "সত্য বলেছ। এখন চলে যাও, যতদিন না আল্লাহ তোমার ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত দেন।"

আমি উঠে আসলাম। বনি সালামার কিছু লোক আমার পেছনে আসলো। আমাকে বলল, "তুমি অন্যদের মতো ওজর দেখাতে পারতে। অন্যরা যেভাবে ওজর দেখাল, তুমি অক্ষম হলে তেমন ওজর দেখাতে!" আল্লাহর কসম, তারা আমাকে তিরস্কার করেই যাচ্ছিল। এমনকি আমার তখন মনে হচ্ছিল, রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ফিরে গিয়ে মিথ্যা বলে ওজর পেশ করি।

কিন্তু আমি তাদের বললাম, "আমার মতো কি অন্য কেউ এমনটা করেছে?"

তাঁরা জবাব দিল, "হাঁ। তোমার মতো আরও দুজন এমন বলেছে। তাদেরকেও সে জবাব দেওয়া হয়েছে, যেমন তোমাকে দেওয়া হয়েছে।"

আমি জানতে চাইলাম, "সে দুজন কে?"

তারা জানাল, "মুরারা বিন রাবিআ আমিরি ؓ আর হিলাল বিন উমাইয়া ওয়াকিফি ؓ।"

তারা আমাকে আরও জানাল, "তারা দুজন উত্তম লোক। বদরে অংশ নিয়েছিলেন তারা। তারা আদর্শবান লোক।"

তাদের কথা শুনে আমি অটল রইলাম আগের মতো। এদিকে রাসুলুল্লাহ ﷺ মুসলিমদের নিষেধ করে দিয়েছেন, যে তিনজন তাবুকে অংশগ্রহণ করেনি, তাদের সাথে যেন কেউ কথা না বলে। মানুষজন আমাদের পরিত্যাগ করল। আমাদের সাথে তাদের আচরণ পাল্টে গেল। এমনকি মনে হচ্ছিল, এ যেন চেনা-পরিচিত সে পৃথিবী নয়। এতদিনের পরিচিত পৃথিবী অপরিচিত আকার ধারণ করল। এ অবস্থায় আমাদের পঞ্চাশ দিন কাটল।

আমার মতো অন্য দুজনও ভেঙে পড়লেন। ঘরে বসে তারা কাঁদতে থাকলেন। আমি তাদের চেয়ে বেশি যুবক ও শক্তিশালী ছিলাম। আমি ঘর থেকে বের হয়ে সালাতের জামাআতে শরিক হতাম। বাজারে ঘোরাফেরা করতাম। কেউ আমার সাথে কথা বলত না। সালাত শেষে মজলিসে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে

এসে তাঁকে সালাম দিতাম। নিজেকে নিজে প্রশ্ন করতাম, আমার সালামের উত্তরে কি রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁর ঠোঁট নাড়িয়েছেন, না নাড়াননি?

আমি তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে সালাত পড়তাম। গোপনে আড়চোখে তাকাতাম তাঁর দিকে। যখন আমি সালাতে মগ্ন হতাম, তিনি আমার দিকে তাকাতেন। কিন্তু যখন আমি তাঁর দিকে তাকাতাম, তিনি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতেন আমার থেকে।

আমার প্রতি অন্যদের এ কঠোরতা অনেকদিন চলল। এমনকি একদিন আমি আমার প্রিয়জন ও চাচাতো ভাই আবু কাতাদা ﷺ-এর বাগানপ্রাচীর টপকে ভেতরে গেলাম। তাকে সালাম দিলাম। কিন্তু সে আমার সালামের উত্তর দিল না।

আমি তাকে বললাম, "আবু কাতাদা, আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, তুমি কি জানো না যে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ﷺ-কে ভালোবাসি?"

সে চুপ করে থাকল। আমি আবারও একই কথা বললাম আল্লাহর কসম দিয়ে। কিন্তু সে কিছুই বলল না। এরপর আবারও আল্লাহর কসম দিয়ে একই কথা বললাম। এবার সে এতটুকু বলল যে, "আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ﷺ-ই ভালো জানেন।"

তখন আমার দুচোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। বাগানপ্রাচীর টপকে সেখান থেকে চলে এলাম।

আরেকদিনের কথা। আমি বাজারে হাঁটছিলাম। তখন শুনলাম, সিরিয়া থেকে আগত খাবার বিক্রেতা এক বেনিয়া আমার সম্পর্কে জানতে চেয়ে লোকদের বলছে, "কেউ কি আমাকে কাব বিন মালিকের সন্ধান দেবে?"

মানুষ তখন ইশারা করল আমার দিকে। লোকটা আমার কাছে এসে হাতে একটি চিঠি ধরিয়ে দিল। চিঠিটা গাসসানের রাজার তরফ থেকে। তাতে লেখা, "*আমার কাছে খবর এসেছে যে, আপনার সঙ্গী আপনার প্রতি অন্যায় আচরণ করেছে। কিন্তু আল্লাহ আপনাকে এমন লাঞ্ছনা ও অপমানের মাঝে থাকার জন্য সৃষ্টি করেননি। আমাদের কাছে চলে আসুন। আমরা আপনার পাশে আছি।*"

চিঠি পড়ে আমি বললাম, এটা আরেকটি পরীক্ষা। উনুন খুঁজতে থাকলাম তখন আমি। চিঠিটা উনুনে নিক্ষেপ করে ক্ষান্ত হলাম।

আল্লাহর পক্ষ থেকে ফয়সালা আসার অপেক্ষায় এ শাস্তির মেয়াদ চল্লিশ দিন পার হলে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ থেকে একজন দূত আসলো। জানাল, স্ত্রী থেকে পৃথক হওয়ার জন্য রাসুলুল্লাহ ﷺ আপনাকে আদেশ দিয়েছেন।

আমি তাকে বললাম, "আমি কি তাকে তালাক দিয়ে দেবো, না অন্য কিছু করব?"

সে বলল, "না। পৃথক থাকুন, তার নিকটে যাবেন না।"

আমার মতো অন্য দুজনকেও একই আদেশ দেওয়া হলো। আমি স্ত্রীকে ডেকে বললাম, "তোমার পরিবারের কাছে চলে যাও। আমার সম্পর্কে আল্লাহর ফয়সালা আসা পর্যন্ত সেখানে থাকো।"

আরও দশ রাত পরের কথা। সেদিন পঞ্চাশ রাত পূর্ণ হলো আমার শাস্তির। সেদিন সকালে ফজরের সালাত আদায় করে আমাদের একটি ঘরের ছাদে বসে আছি আমি। যে অবস্থার কথা আল্লাহ কুরআনে বর্ণনা করেছেন। যে পৃথিবীটা প্রশস্ত ছিল অনেক, সে পৃথিবীটা আমার জন্য ছিল সংকীর্ণ। এমন সময় শুনতে পেলাম এক চিৎকারকারীর চিৎকার। সে সালা পর্বতের ওপর চড়ে উচ্চস্বরে ঘোষণা করছে—"ওহে কাব বিন মালিক, সুসংবাদ গ্রহণ করো!"

সাথে সাথে সিজদায় পড়ে গেলাম আমি। আমার মুক্তির সংবাদ এসে গেছে। আজ আমি মুক্ত হয়েছি। আমাদের তাওবা আল্লাহ গ্রহণ করেছেন বলে রাসুলুল্লাহ ﷺ ফজরের সালাতের পর মানুষের সামনে ঘোষণা দিলেন।

এরপর আমি যখন রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে তাঁকে সালাম দিলাম, দেখলাম, তাঁর চেহারা আনন্দে জ্বলজ্বল করছে। তিনি আমাকে বললেন, "সুসংবাদ গ্রহণ করো উত্তম এক দিনের, যেদিনটি তোমার জন্মের পর থেকে অতিবাহিত দিনগুলোর মাঝে সবচেয়ে উত্তম।"

আমি তখন বললাম, "এটা কি আল্লাহর পক্ষ থেকে, নাকি আল্লাহর রাসুল ﷺ-এর পক্ষ থেকে?"

তিনি বললেন, "না; বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে। আল্লাহ তাআলা নাজিল করেছেন :

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

"আর (তিনি অনুগ্রহ করলেন) সে তিনজনের প্রতিও, যারা (তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা থেকে) পেছনে থেকে গিয়েছিল। তারা অনুশোচনার আগুনে এমনই দগ্ধীভূত হয়েছিল যে, শেষ পর্যন্ত পৃথিবী পূর্ণ বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল। তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠল। তারা বুঝতে পারল যে, আল্লাহ ছাড়া তাদের কোনো আশ্রয়স্থল নেই। তাঁর পথে ফিরে যাওয়া ব্যতীত তাদের জন্য কোনো পথ খোলা নেই। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি অনুগ্রহ করলেন, যাতে তারা অনুশোচনায় তার দিকে ফিরে আসে। আল্লাহ অতিশয় তাওবা কবুলকারী, বড়ই দয়ালু।" [সুরা আত-তাওবা, ৯ : ১১৮]'[৪৩২]

কাব ﷺ-এর ঘটনাটি স্পষ্ট ও প্রসিদ্ধ একটি ঘটনা। তাদের অপরাধের কারণে রাসুলুল্লাহ ﷺ তাদের বর্জন করেছিলেন। এ ঘটনাতে তাদের জন্য উত্তম শিক্ষা ছিল, ছিল উত্তম প্রশিক্ষণ। যাতে তারা ভবিষ্যতে কখনো আর আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ﷺ-এর আনুগত্য ভঙ্গ না করে, দ্বীনবিরোধী কাজে লিপ্ত না হয়ে পড়ে। এ ঘটনায় আমাদের জন্যও রয়েছে উত্তম শিক্ষা ও নির্দেশনা।

হদের কোনো বিচার নিয়ে আসাকে অপছন্দ করতেন

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ বলেন, 'মুসলিমদের মধ্যে প্রথম যার হাত কেটে হদ প্রয়োগ করা হয়, সে লোকটাকে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নিয়ে আসা

---

৪৩২. সহিহুল বুখারি : ৪৪১৮, সহিহু মুসলিম : ২৭৬৯।

হলো। বলা হলো, "হে আল্লাহর রাসুল, এ লোকটা চুরি করেছে।" এ কথা শুনে চিন্তায় রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

তখন লোকেরা বলল, "হে আল্লাহর রাসুল, মনে হচ্ছে তার হাত কর্তন করা আপনি অপছন্দ করেছেন?"

রাসুলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন, "এখন হাত না কেটে আমার আর কী উপায় আছে?! তোমরা তোমাদের সাথির বিরুদ্ধে শয়তানের সহযোগী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছ। আল্লাহ হলেন ক্ষমাশীল। তিনি ক্ষমা করা পছন্দ করেন। কিন্তু কোনো কর্তৃত্বশীলের জন্য উচিত নয় যে, তার কাছে হদের বিচার আনা হলো; অথচ সে হদ প্রয়োগ করল না।" এতটুকু বলে রাসুলুল্লাহ ﷺ তিলাওয়াত করলেন :

وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

> "তারা যেন তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করেন? আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" [সুরা আন-নুর, ২৪ : ২২]'[৪৩৩]

হদ প্রয়োগের ক্ষেত্রে সুপারিশ গ্রহণ করতেন না

ওয়াজিব হদের ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ ﷺ এক বিন্দু ছাড় দিতেন না। এ ব্যাপারে তাঁর সবচেয়ে প্রিয়জনের সুপারিশও গ্রহণ করতেন না।

আয়িশা رضي الله عنها বলেন, 'মাখজুম গোত্রের এক মহিলা চুরি করল। এখন তার ওপর চুরি করার শাস্তি প্রয়োগ হবে। বিষয়টি কুরাইশদের ভাবিয়ে তুলল। রাসুলুল্লাহ ﷺ চুরি করার হদ হিসেবে তার হাত কাটার আদেশ দিলেন। কুরাইশরা এ বিষয়টি নিয়ে নিজেদের মাঝে আলোচনা করতে লাগল যে, কে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে কথা বলতে পারে? আলোচনায় ঠিক হলো, একমাত্র রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ভালোবাসার পাত্র উসামা বিন জাইদ رضي الله عنه-ই রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বলার সাহস করতে পারে। উসামা رضي الله عنه রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে কথা বললেন

---

৪৩৩. মুসনাদু আহমাদ : ৩৯৬৭। হাদিসের মান : হাসান।

এ ব্যাপারে। তার কথা শুনে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি বললেন, "তুমি কি আল্লাহর হদ বর্জনের ব্যাপারে সুপারিশ করছ?"

উসামা ﷺ বললেন, "আমার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন, হে আল্লাহর রাসুল।"

সেদিন বিকেলবেলা রাসুলুল্লাহ ﷺ বক্তব্য রাখলেন। শুরুতে আল্লাহর প্রশংসা করে বলা শুরু করেন—"হামদ ও সালাতের পর। নিশ্চয় তোমাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংসের কারণ ছিল, তাদের মাঝে যখন সম্ভ্রান্ত কেউ চুরি করত, তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর যখন দুর্বল কেউ চুরি করত, তার ওপর তারা হদ প্রয়োগ করত। আল্লাহর শপথ, যদি মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমাও চুরি করত, তবে অবশ্যই আমি তার হাত কাটতে দ্বিধা করতাম না।" তারপর মহিলাটির হাত কর্তনের নির্দেশ দিলেন; ফলে তার হাত কাটা হলো।'

আয়িশা ﷺ বলেন, 'এরপর সে মহিলা উত্তমরূপে তাওবা করল। তার বিয়ে হলো। সে আমার কাছে মাঝে মাঝে আসত। তার কোনো প্রয়োজন থাকলে আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে তা তুলে ধরতাম।'[৪৩৪]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, আয়িশা ﷺ বলেন, 'হদ প্রয়োগের পর সে নারী বলল, "আমার কি তাওবার কোনো সুযোগ আছে, হে আল্লাহর রাসুল?"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তুমি আজ গুনাহ থেকে সে রকম নিষ্কলুষ, যেমন নিষ্কলুষ থাকে শিশু তার জন্মের দিন।"'[৪৩৫]

▶ হাদিস থেকে বোঝা যায় :

- উলুল আমর তথা দায়িত্বশীলের নিকট যখন হদের বিচার চলে যায়, তখন সুপারিশ নিষিদ্ধ।

---

৪৩৪. সহিহুল বুখারি : ৪৩০৪, সহিহু মুসলিম : ১৬৮৮।

৪৩৫. মুসনাদু আহমাদ : ৬৬১৯। আহমাদ শাকিরের মতে হাদিসের সনদ সহিহ। অন্যদিকে শুআইব আরনাউত হাদিসটিকে জইফ বলেছেন।

ইবনে আব্দুল বার ﷺ বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত গুনাহের বিচার সুলতানের কাছে না পৌঁছে, ততক্ষণ পর্যন্ত একজন গুনাহগারের পক্ষে সুপারিশ করা উত্তম ও নেক কাজ। সুলতানের কাছে বিচার পৌঁছালে সে গুনাহের হদ প্রয়োগ করতে তিনি বাধ্য।

- যার ওপর হদ ওয়াজিব হয়েছে, তার পক্ষপাতিত্ব করা নিষিদ্ধ; চাই সে নিজের সন্তান হোক বা নিকটতম আত্মীয়স্বজন হোক কিংবা হোক উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। হদ প্রয়োগ করা ওয়াজিব হয়ে গেছে—এমন লোকের ব্যাপারে যে সুপারিশ করবে বা ছাড় দিতে বলবে, সে তিরস্কারের পাত্র হবে।[৪৩৬]

হদ প্রয়োগে অপরাধীর দুর্বলতা বিবেচনা করতেন

রাসুলুল্লাহ ﷺ হদ প্রয়োগের ক্ষেত্রে অপরাধীর দুর্বলতা বিবেচনা করতেন এবং শরিয়তে কোনো ছাড় থাকলে সে অনুযায়ী নির্দেশ দিতেন।

সাইদ বিন সাদ বিন উবাদা ﷺ বলেন, 'তাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি রোগে আক্রান্ত হয়ে হাড্ডিসার হয়ে পড়ে। তাদেরই কারও একজনের দাসী সে লোকের নিকট গেলে উত্তেজিত হয়ে সে দাসীর সাথে সংগম করে বসে। গোত্রের লোকজন তাকে দেখতে গেলে সে তাদের জানাল বিষয়টা। বলল, "আমার ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জেনে নাও। আমি অন্যের দাসীর সাথে সংগম করে ফেলেছি।"

তারা বিষয়টি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উত্থাপন করলেন। তিনি বললেন, "তোমরা তাকে একশ বেত্রাঘাত করো।"

বলা হলো, "ইয়া রাসুলাল্লাহ, তার মতো রুগ্‌ণ কাউকে ইতিপূর্বে আমরা দেখিনি। যদি আমরা তাকে একশ বেত্রাঘাত করি, তবে সে মারা যাবে। যদি আপনার কাছে তাকে উঠিয়ে নিয়ে আসি, তবে তার হাড়গোড় ভেঙে যাবে। তার গায়ে গোশত বলতে কিছুই নেই। কেবল হাড়ের ওপর কিছুটা চামড়া।"

---

৪৩৬. ফাতহুল বারি : ১২/৯৫।

তাদের কথা শুনে রাসুলুল্লাহ ﷺ আদেশ দিলেন, তারা যেন একশ পাতলা ডালবিশিষ্ট একটি বড় ডাল দিয়ে তাকে একবার প্রহার করে।'[৪৩৭]

ইমাম ইবনে হুমাম ﵀ বলেন, 'রুগ্‌ণ ব্যক্তি জিনা করলে যদি সে বিবাহিত হয়, তবে সে হত্যাযোগ্য। তাকে রজম করে হত্যা করতে হবে। এমন অবস্থায় জিনা করার কারণে সে রজমের অধিক যোগ্যও বটে।

পক্ষান্তরে রুগ্‌ণ ব্যক্তি যদি অবিবাহিত অবস্থায় জিনা করে, তবে সুস্থ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। সুস্থ হলে তাকে বেত্রাঘাত করা হবে। কারণ, রুগ্‌ণ অবস্থায় বেত্রাঘাতের শাস্তি প্রয়োগে তার মৃত্যু হতে পারে। কিন্তু যদি অপরাধী আরোগ্যহীন কোনো রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে, যেমন : কেউ যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হলে বা সময়ের পূর্বে জন্ম নেওয়ার কারণে রুগ্‌ণ হলে, তাকে একশ পাতলা ডালবিশিষ্ট বড় একটি ডাল দিয়ে একবার প্রহার করবে। একশটির প্রতিটি ডাল তার গায়ে অবশ্যই লাগতে হবে। তাই বলা হয়ে থাকে যে, মারার সময় ডালসমষ্টিকে চওড়া করে রাখতে হবে।'[৪৩৮]

ইবনুল কাইয়িম ﵀ বলেন, 'এ হাদিস থেকে বোঝা গেল, যার ওপর হদ প্রয়োগ করা হবে, সে যদি ওজরগ্রস্ত হয়, তবে তার ক্ষেত্রে শিথিলতা আছে। তাকে একশ ডাল দিয়ে বা একশ চাবুক একত্রে একবার মারলে হদ আদায় হয়ে যাবে।'[৪৩৯]

না বুঝে গুনাহ করলে শাস্তি দিতেন না

কেউ ভুলে বা না জেনে গুনাহ করলে তাকে শাস্তিও দিতেন না, তিরস্কারও করতেন না; বরং কোমল আচরণ দিয়ে তাকে সঠিকটা শিখিয়ে দিতেন।

মুআবিয়া বিন হাকাম সুলামি ﵁ বলেন, 'একদিন আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে জামাআতে সালাত আদায় করছিলাম। তখন এক লোক হাঁচি দিলে হাঁচির জবাবে আমি "ইয়ারহামুকাল্লাহ" বললাম। অন্যরা তখন আমার

---

৪৩৭. সুনানু আবি দাউদ : ৪৪৭২, সুনানু ইবনি মাজাহ : ২৮৭৪।

৪৩৮. ফাতহুল কাদির : ৫/২৪৫।

৪৩৯. ইগাসাতুল লাহফান : ২/৯৮।

প্রতি ক্রুদ্ধ দৃষ্টি ফেলল। আমি তখন বললাম, "আমার মা আমাকে হারিয়ে ফেলুক![৪৪০] তোমরা এভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছ কেন?" কিন্তু তারা কিছু না বলে, নিজেদের উরুর ওপর হাত দিয়ে প্রহার করল কয়েকবার।[৪৪১]

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি আমার মা-বাবা কুরবান হোক! তাঁর মতো উত্তম শিক্ষক আমি এর আগেও দেখিনি, এর পরেও দেখিনি। সালাত শেষে রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাকে না তিরস্কার করলেন, না প্রহার করলেন আর না গালি দিলেন। তিনি কোমল স্বরে বললেন, "সালাতের মাঝে কথা বলা উচিত নয়। সালাত কেবল তাসবিহ, তাকবির ও কুরআন তিলাওয়াতের জন্য।"'[৪৪২]

এই হাদিসে বিবৃত হয়েছে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর অনুপম চরিত্রের ছোট্ট একটি ঝলক। যে অনুপম চরিত্রের সাক্ষ্য দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। অজ্ঞের প্রতি তাঁর কোমলতা, উম্মাহর প্রতি তাঁর দরদ ও স্নেহ—এগুলো তো তাঁর মহান চরিত্রের দু-একটি দিকমাত্র।[৪৪৩]

গুনাহের উপকরণ নিজ হাতে দূর করতেন

কখনো গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি থেকে গুনাহের উপকরণটি তিনি নিজ হাতে দূর করতেন, যাতে তারা তার কদর্যতা অনুভব করতে পারে।

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ﷺ বলেন, 'একবার রাসুলুল্লাহ ﷺ এক লোকের হাতে স্বর্ণের আংটি দেখলেন। তিনি আংটিটা তার হাত থেকে খুলে দূরে নিক্ষেপ করলেন। অতঃপর বললেন, "তোমাদের কেউ কেউ আগুনের টুকরো নিয়ে হাতে ধরে রাখে!"

এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ চলে গেলে সে লোককে বলা হলো, "আংটিটা তুলে নাও। অন্য কাজে লাগাও।"

---

৪৪০. অর্থাৎ আমি নিজের প্রতি ভর্ৎসনা করলাম।

৪৪১. মুআবিয়া ﷺ-কে চুপ করার জন্য সাহাবিগণ উরুর ওপর হাত মেরেছিলেন। চুপ করানোর এ ধরনটা পূর্বে অনুমোদিত ছিল। পরবর্তী সময়ে এমন কেউ করলে 'সুবহানাল্লাহ' বলে তাকে চুপ করানোর বিধান স্থির হয়।

৪৪২. সহিহু মুসলিম : ৫৩৭।

৪৪৩. ইমাম নববি ﷺ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ৫/২০।

কিন্তু সে বলল, "কখনো না। যে জিনিস রাসুলুল্লাহ ﷺ নিজ হাতে নিক্ষেপ করেছেন, সেটি কখনো আমি নেব না।"'[৪৪৪]

ইমাম নববি ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রাসুল ﷺ-এর আদেশ ও নিষেধের অনুগত হওয়া, দুর্বল ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে আদেশ-নিষেধ লঙ্ঘন না করার ক্ষেত্রে এ হাদিসটি অত্যন্ত শিক্ষণীয়। রাসুলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন, তাই এ সাহাবি তাঁর আদেশ পালনে এতটুকু খুঁত রাখতেও রাজি হননি। সাহাবির এ আচরণ আমাদেরকে শরিয়তের আদেশ-নিষেধ একনিষ্ঠভাবে মানার গুরুত্ব শিখিয়ে যায়।

সাহাবি আংটিটা ত্যাগ করলেন অন্যদের জন্য বৈধ করে। দরিদ্র বা অন্য কেউ যদি সে আংটি নিতে চাইলে নিতে পারত। কেউ নিলে নিজের মতো ব্যবহার করতে পারে সে আংটিকে।

যদি আংটির মালিক সে সাহাবিও আংটিটা পরবর্তী সময়ে নিতেন, তবুও তাতে কোনো সমস্যা ছিল না। তার জন্য পুনরায় আংটিটা নিয়ে বিক্রি করে দেওয়া বা অন্য কাজে ব্যবহার করা জায়িজ হতো। কারণ, রাসুলুল্লাহ ﷺ সব দিক থেকে স্বর্ণের আংটির ব্যবহার নিষেধ করেননি; কেবল তা পরতে নিষেধ করেছিলেন। হাতে-গলায় পরা ব্যতীত বিক্রি করে দেওয়া বা অন্য কোনোভাবে তা ব্যবহার করা জায়িজ ছিল। কিন্তু তার দ্বীনদারি তাকে বাধা দিয়েছে। ফলে তিনি কোনো অভাবীর জন্য তা সাদাকা করার নিয়ত করে পরিত্যাগ করলেন।'[৪৪৫]

এ রকম আরেকটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে, আবু সালাবা খুশানি ﷺ-এর ঘটনা। 'নবিজি ﷺ তার হাতে স্বর্ণের আংটি দেখলে সাথে থাকা লাঠি দিয়ে আঘাত করতে লাগলেন তার হাতে। এরপর তিনি যখন অন্যদিকে মনোযোগ দিলেন, এ ফাঁকে আবু সালাবা ﷺ আংটিটি খুলে ফেলে দিলেন। কিছুক্ষণ পর নবিজি ﷺ তার দিকে তাকিয়ে দেখেন, তার আঙুলে আংটিটি নেই। তিনি বললেন, "মনে হচ্ছে, আমি তোমাকে কষ্টে ফেলে দিলাম, তোমার আর্থিক ক্ষতি করলাম!"'[৪৪৬]

---

৪৪৪. সহিহু মুসলিম : ২০৯০।

৪৪৫. ইমাম নববি ﷺ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ১৪/৬৬।

৪৪৬. সুনানুন নাসায়ি : ৫১৯০, মুসনাদু আহমাদ : ১৭২৯৫।

ইমাম ইবনে হিব্বান ﷺ এ হাদিসটি যে অধ্যায়ে এনেছেন, সে অধ্যায়ের নামকরণ করেছেন, 'বাড়াবাড়ি না করেই মুখে না বলে হাত দিয়ে কাউকে মন্দ থেকে নিষেধ করা জায়িজ।'[৪৪৭]

গুনাহের কদর্যতা বোঝাতে মুখ ফিরিয়ে নিতেন

আবু সাইদ খুদরি ﷺ বলেন, 'নাজরানের এক লোক রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসলেন। হাতে তার স্বর্ণের একটি আংটি ছিল। রাসুলুল্লাহ ﷺ তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, "তুমি আমার কাছে আসলে; অথচ তোমার হাতে আগুনের একটি টুকরো রয়েছে!"'[৪৪৮]

গুনাহগারের নাম সবার সামনে স্পষ্ট করে বলতেন না

প্রায় সময় অপরাধের তিরস্কারের সময় কারও নাম স্পষ্ট করে না বলে 'লোকদের কী হলো?'—এভাবে বলতেন।

আয়িশা ﷺ বলেন, 'তার কাছে বারিরা ﷺ আসলেন কিতাবাতের[৪৪৯] ব্যাপারে কিছু সাহায্য চাইতে।' আয়িশা ﷺ তাকে বললেন, 'তুমি চাইলে আমি তোমার মনিবের পাওনা পরিশোধ করে দেবো। তবে শর্ত হচ্ছে, তোমার উত্তরাধিকার-স্বত্ব থাকবে আমার। বারিরা ﷺ-এর মনিব বললেন, 'আপনি ইচ্ছে করলে তাকে মুক্ত করে দিন, তবে তার উত্তরাধিকার-স্বত্ব থাকবে আমাদের।'

আয়িশা ﷺ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ আসলে আমি বিষয়টা তাঁকে জানালাম।' তিনি বললেন, 'তাকে কিনে নিয়ে মুক্ত করে দাও। দাস-মুক্তকারীই আজাদকৃত দাসের উত্তরাধিকারী হয়।'

এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ মসজিদে এসে মিম্বারে উঠলেন এবং বললেন, 'লোকদের কী হলো যে, তারা এমন শর্ত আরোপ করে, যে শর্ত আল্লাহর কিতাবে নেই?! আল্লাহর কিতাবে নেই—এমন শর্ত যে আরোপ করবে, সে শর্তের কোনো মূল্য নেই; যদিও এরূপ শর্ত সে শতবার করুক।'[৪৫০]

---

৪৪৭. সহিহু ইবনি হিব্বান : ১/৫৩৮।

৪৪৮. সুনানুন নাসায়ি : ৫১৮৮।

৪৪৯. কিতাবাত হচ্ছে, অর্থের বিনিময়ে দাসত্ব থেকে মুক্তিসংক্রান্ত মনিবের সাথে কৃত চুক্তি।

৪৫০. সহিহুল বুখারি : ৪৫৬, সহিহু মুসলিম : ১৫০৪।

আবু হুমাইদ সায়িদি ﷺ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে বনি সুলাইম গোত্রের জাকাত উত্তোলনের জন্য নিয়োগ করলেন। তার নাম ছিল ইবনে লাতবিয়া। জাকাত উত্তোলন শেষে সে আসলো। রাসুলুল্লাহ ﷺ হিসেব চাইলে সে বলল, "এটা আপনাদের। আর এটা আমাকে হাদিয়া দেওয়া হয়েছে।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, "তাহলে তুমি তোমার বাবা-মায়ের ঘরে বসে থাকলেই পারতে? সেখানেও তোমার হাদিয়া পৌঁছে দেওয়া হতো, যদি তুমি সত্যবাদী হও!"

এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাদের উদ্দেশে খুতবা দিলেন। আল্লাহর প্রশংসা আদায় করে তিনি বললেন, "হামদ ও সালাতের পর। সে কর্মচারীর কী হলো, যাকে আমরা নিয়োগ দিলাম!? সে আমাদের কাছে এসে বলে, "এটা আপনাদের আর এটা আমাকে হাদিয়া দেওয়া হয়েছে।" সে কেন তার বাবা-মায়ের ঘরে বসে থাকল না? এরপর সে দেখত, তার হাদিয়া আসে কি না!

যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ—তাঁর শপথ, তোমাদের যে-ই কিছু আত্মসাৎ করবে, কিয়ামতের দিন নিজ কাঁধে বয়ে সে তা নিয়ে উপস্থিত হবে। যদি কেউ উট আত্মসাৎ করে, তবে সে উট তার কাঁধে বয়ে আসবে গরগর করে গর্জন করা অবস্থায়। যদি তা গাভি হয়, তবে সে গাভি কাঁধে বয়ে আসবে গর্জন করা অবস্থায়। যদি তা ছাগল হয়, তবে সে ছাগল কাঁধে বয়ে আসবে আওয়াজ করা অবস্থায়।" এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ দুহাত ওঠালেন। এমনকি তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখতে পেলাম আমরা। হাত উঠিয়ে তিনি তিনবার বললেন, "হে আল্লাহ, আমি কি পৌঁছে দিয়েছি?"'[৪৫১]

আয়িশা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবিজি ﷺ-এর নিকট কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে (অপছন্দনীয়) কোনো খবর আসলে, তিনি নাম ধরে বলতেন না যে, অমুকের কী হলো? বরং তিনি বলতেন, "লোকদের কী হলো যে, তারা এমন এমন বলে?!"'[৪৫২]

---

৪৫১. সহিহুল বুখারি : ২৫৯৭, সহিহু মুসলিম : ১৮৩২।

৪৫২. সুনানু আবি দাউদ : ৪৭৮৮।

ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন, 'কারও মাঝে অপছন্দনীয় কিছু দেখলে রাসুলুল্লাহ ﷺ সরাসরি তাকে সম্বোধন করতেন না; বরং তিনি নাম উল্লেখ না করে বলতেন, "লোকদের কী হলো, তারা এমন এমন বলে, এমন এমন করে?!"'[৪৫৩]

কখনো রাগান্বিত হতেন এবং কঠোর নিন্দা করতেন

ইমরান বিন হুসাইন ﷺ বলেন, 'আনসারদের একজন মৃত্যুর সময় তার ছয় দাসকে মুক্ত করে দেওয়ার অসিয়ত করে। এ ছয় দাস ছাড়া তার আর কোনো সম্পদ ছিল না। রাসুলুল্লাহ ﷺ বিষয়টা জানতে পেরে রেগে গিয়ে তাকে কঠিন কথা বললেন। বললেন, "আমি ইচ্ছে করেছি, তার জানাজা পড়ব না।"[৪৫৪]

এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ তার দাসগুলোকে ডেকে পাঠালেন। তাদের তিনটি ভাগে বিভক্ত করলেন। লটারি করলেন তাদের মাঝে। লটারিতে উত্তীর্ণ দুজনকে মুক্ত করে দিলেন। বাকি চারজনকে দাস করে রাখলেন।'[৪৫৫]

গুনাহগারের জানাজায় শরিক না হয়ে উম্মতকে সতর্ক করেছেন

কোনো কোনো গুনাহগারের জানাজায় শরিক না হয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ তাদের শাস্তি দিয়েছেন এবং উম্মতকে সতর্ক করেছেন, যাতে অন্যরা এমন গুনাহে লিপ্ত না হয়।

জাবির বিন সামুরা ﷺ বলেন, 'এক লোক অসুস্থ হয়ে পড়ল। তার মৃত্যুসংবাদ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। এদিকে তারই এক প্রতিবেশী এসে রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে জানাল, সে মারা গেছে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তুমি কীভাবে জানলে?"

সে জবাব দিল, "চারদিকে এ সংবাদই শোনা যাচ্ছে।"

---

৪৫৩. জাদুল মুহাজির ইলা রব্বিহি : ৬৭।

৪৫৪. 'এ সাহাবির মতো যেন অন্যরা এমনটা না করে; তাই রাসুল ﷺ তার জানাজা না পড়ার কথা ব্যক্ত করেছিলেন। নতুবা কয়েকজন সাহাবি তার জানাজা আদায় করে ফরজ দায়িত্ব আদায় করছেন।' -ইমাম নববি ﷺ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ১১/১৪০।

৪৫৫. সহিহু মুসলিম : ১৬৬৮, সুনানুন নাসায়ি : ১৯৫৮। 'আমি ইচ্ছে করেছি, তার জানাজা পড়ব না' এ অংশটা কেবল নাসায়িতে আছে। আর নাসায়ির হাদিসটিও সহিহ।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "না, সে মরেনি।"

এরপর লোকটি সেখান থেকে ফিরে আসলো। এসে সে আবারও সে সংবাদ শুনল। এবারও সে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বলল, "সে মারা গেছে।" কিন্তু নবিজি ﷺ বললেন, "না, সে মারা যায়নি।" লোকটি আবার ফিরে গিয়ে একই সংবাদ ছড়িয়ে পড়তে শুনল।

অসুস্থ ব্যক্তির স্ত্রী তাকে বলল, "আল্লাহর রাসুল ﷺ-এর কাছে যান। তাকে ঘটনা জানিয়ে আসুন।" সে প্রতিবেশী বলল, "আল্লাহ, আপনি তাকে (এ রোগীকে) অভিশপ্ত করুন। এরপর সে রোগীর কাছে গেল। দেখল, সে রোগী নিজের কাছে রাখা একটি তিরের ফলা গেঁথে আত্মহত্যা করেছে। প্রতিবেশী লোকটি রাসুল ﷺ-এর কাছে আসলেন। তাকে জানালেন, "লোকটি মারা গেছে।" রাসুলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কীভাবে জানলে?"

সে বলল, "আমি তাকে তির দিয়ে আত্মহত্যা করা অবস্থায় দেখেছি।"

রাসুলুল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি তাকে দেখেছ?"

লোকটি বলল, "জি।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তাহলে আমি তার জানাজা পড়ব না।"'[৪৫৬]

ইমাম তিরমিজি ؒ বলেন, 'এ ব্যাপারে আহলে ইলমের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। তাদের একদল বলেন, "কিবলামুখী হয়ে সালাত পড়ে—এমন প্রতিটি ব্যক্তির জানাজা আদায় করা হবে; যদিও সে আত্মহত্যাকারী হোক না কেন।" এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন ইমাম সুফইয়ান সাওরি ؒ ও ইমাম ইসহাক ؒ। অন্যদিকে ইমাম আহমাদ ؒ বলেন, "মুসলিমদের আমির আত্মহত্যাকারীর জানাজা পড়বে না; বরং অপর মুসলিমরা পড়বে।"'[৪৫৭]

---

৪৫৬. সুনানু আবি দাউদ : ৩১৮৫, সহিহু মুসলিম : ৯৭৮, সুনানুত তিরমিজি : ১০৬৮।
৪৫৭. সুনানুন নাসায়ি : ২/৩৭২।

ইমাম বাইহাকি ﵀ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ সে লোকটির জানাজা পড়বেন না বলেছিলেন, যেন অন্যরা তার মতো এমন গুনাহে লিপ্ত না হয়।'[৪৫৮]

ইমাম খাত্তাবি ﵀ বলেন, 'তার জানাজা না পড়ার অর্থ হচ্ছে, তাকে শাস্তি দেওয়া। যাতে অন্যরা এমন কিছু করা থেকে বিরত থাকে।'[৪৫৯]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ﵀ বলেন, 'যাদের মাঝে ইমান আছে, কিন্তু কবিরা গুনাহকারীদের মতো প্রকাশ্যে তারা পাপাচার করে থাকে, তাহলে কিছু মুসলিম এদের জানাজা অবশ্যই আদায় করবে। আত্মহত্যাকারী, গনিমতের মাল আত্মসাৎকারী, ঋণ পূরণ করে না—এমন ঋণগ্রহীতার জানাজা রাসুলুল্লাহ ﷺ পড়েননি। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণে অনেক সালাফ বিদআতিদের জানাজা আদায় করা থেকে বিরত থেকেছেন। যদি এখনো কেউ এমন গুনাহগারদের জানাজা আদায় না করে এ উদ্দেশ্যে যে, অন্যরা যেন এমন গুনাহ থেকে বিরত থাকে, তবে তা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহর উত্তম অনুসরণ হবে।'[৪৬০]

জাইদ বিন খালিদ জুহানি ﷺ থেকে বর্ণিত, 'খাইবারের দিন রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবিদের একজন মারা গেলে তাঁকে জানানো হলো। রাসুলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন, "তোমরা তোমাদের সাথির জানাজা আদায় করে নাও।" (রাসুলুল্লাহ ﷺ তার জানাজা পড়লেন না দেখে) সাহাবিদের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল ভয়ে। রাসুলুল্লাহ ﷺ তাদের উদ্দেশে বললেন, "তোমাদের এ সাথি গনিমতের মাল আত্মসাৎ করেছে।" রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কথা শুনে আমরা তার আসবাবপত্রের মাঝে তালাশ করে ইহুদিদের একটি পুঁতির মালা পেলাম, যার দাম ছিল মাত্র দুই দিরহাম!'[৪৬১]

---

৪৫৮. আস-সুনানুল কুবরা : ৪/১৯।

৪৫৯. আওনুল মাবুদ : ৮/৩২৮।

৪৬০. মাজমুউল ফাতাওয়া : ২৪/২৮৬।

৪৬১. সুনানু আবি দাউদ : ২৭১০, সুনানুন নাসায়ি : ১৯৫৯, সুনানু ইবনি মাজাহ : ২৮৪৮। ইমাম হাকিম ﵀ এ হাদিসকে শাইখাইনের শর্তে সহিহ বলেছেন : ২৫৮২; হাফিজ জাহাবি ﵀-ও তাঁর সাথে একাত্মতা পোষণ করেছেন।

আবু কাতাদা ﷺ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে যখন কোনো জানাজা সম্পর্কে বলা হতো, তিনি প্রথমে জিজ্ঞেস করতেন। যদি তার প্রশংসামূলক কিছু ভালো কথা বলা হতো, তিনি তার জানাজা আদায় করতেন। যদি তার নিন্দামূলক কিছু বলা হতো, তিনি তার পরিবারের লোকদের "তোমরা জানাজা পড়ে নাও" বলে দিতেন, কিন্তু নিজে সে জানাজায় অংশ নিতেন না।'[৪৬২]

ইমাম ইবনে হিব্বান ﷺ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ তাদের জানাজা না পড়ার কারণ এটা নয় যে, তাদের কৃত গুনাহের ফলে তাদের জানাজা পড়া জায়িজ ছিল না; বরং রাসুলুল্লাহ ﷺ কিছু লোকের জানাজা না পড়ার কারণ হচ্ছে, উম্মাহর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা রেখে যাওয়া। যাতে অন্য কেউ আর এমন গুনাহে লিপ্ত না হয়।'[৪৬৩]

---

৪৬২. মুসনাদু আহমাদ : ২২০৪৯।

৪৬৩. সহিহু ইবনি হিব্বান : ৫/৬৪।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মুনাফিকদের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ

রাসুলুল্লাহ ﷺ মানুষের অবস্থা ও অবস্থান অনুযায়ী তাদের সাথে আচার-ব্যবহার করতেন। মানুষ অবস্থাভেদে বিবিধ প্রকারে বিভক্ত। এ শ্রেণি-বিভাগের মাঝে একটি শ্রেণি সম্পর্কে জানা গুরুত্বপূর্ণ। তাদের সম্পর্কে জ্ঞান না রাখা গুরুতরও বটে। সে শ্রেণিটি হচ্ছে, মুনাফিক দল। যারা নিজেদের অভ্যন্তরে কুফর পোষণ করে, কিন্তু ওপরে ওপরে ইমানদার সাজে, তারাই মুনাফিক।

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ে মুনাফিকরা ছিল মদিনার সংখ্যালঘু একটি শ্রেণি। যারা বাহ্যিকভাবে ইসলামের মৌলনীতির প্রতি সম্মান দেখালেও গোপনে ছিল ঘোরবিরোধী। ওপরে ওপরে সাহাবিদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখত। কিন্তু ভেতরে ভেতরে হিংসায় জ্বলে মরত। যদি তারা চোখের উত্তাপে মুসলিমদের ভস্ম করে দিতে পারত, তবে তা-ই যেন তাদের জন্য দুনিয়ার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি হতো। মদিনার সামাজিক ন্যায়বিচার ও অনুপম নৈতিকতার পরিবেশে থেকেও তারা ইসলামের শত্রুদের সাথে আঁতাত করত। কাফির-মুশরিকদের কাছে বিভিন্ন সামরিক তথ্য পাচার করত। মিথ্যা তথ্য ও গুজব ছড়িয়ে মুসলিমদের মনের ভেতর ভয় ছড়ানোর জন্য প্রোপাগাণ্ডা চালাত।

নিফাক একটি মারাত্মক রোগ। কুফরের চেয়েও ভয়ংকর অপরাধ। তাই এ অপরাধের শাস্তিও কুফরের চেয়ে বেশি ভয়ানক। আল্লাহ্ তাআলা বলেন :

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا

'মুনাফিকদের আবাস হবে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে। আপনি তাদের জন্য কখনো কোনো সাহায্যকারী পাবেন না।'[৪৬৪]

মুনাফিকদের কুপ্রভাব ইসলামের প্রথম যুগের সাথেই সীমাবদ্ধ থাকেনি কেবল; বরং সব সময়ই এ শ্রেণিটি মুসলিমদের জন্য ক্ষতির কারণ হয়েছে, হচ্ছে এবং হতে থাকবে। এ শ্রেণিটির সাথে আমাদের আচার-আচরণের মাপকাঠি কেমন হবে, তা জানা অত্যন্ত জরুরি। কারণ, প্রকাশ্য শত্রুদের নিয়ে যদি আমাদের সকল মনোযোগ ও ব্যস্ততা ব্যয়িত হয়, তবে এ ফাঁকে মুনাফিক নামের গোপন এ শ্রেণিটি আমাদের চূড়ান্ত ক্ষতি করে বসবে। তাদের সাথে আমাদের আচরণের মাপকাঠি হবে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণনীতি। কারণ, তিনিই তো আমাদের আদর্শ। তাই জানতে হবে, এ বিষয়টিতে কেমন ছিলেন তিনি।

মুনাফিকদের কতিপয় নিদর্শন

- **মুমিন হওয়ার মিথ্যা দাবি**

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ

'আর মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে, যারা বলে, "আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ইমান এনেছি"—অথচ আদৌ তারা ইমানদার নয়।'[৪৬৫]

يُخَادِعُونَ اللهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ

'তারা আল্লাহ ও মুমিনদের প্রতারিত করার অপচেষ্টা করে। আসলে তারা নিজেদের অজান্তে নিজেরাই নিজেদের প্রতারিত করে। কিন্তু এটা তারা উপলব্ধি করতে পারে না।'[৪৬৬]

---

৪৬৪. সুরা আন-নিসা, ৪ : ১৪৫।

৪৬৫. সুরা আল-বাকারা, ২ : ৮।

৪৬৬. সুরা আল-বাকারা, ২ : ৯।

- ## পৃথিবীর বুকে বিশৃঙ্খলা ছড়ানো

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ - أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ

'তাদের যখন বলা হয়, পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করো না, তারা বলে, "আমরা তো সংশোধনকারী।" মূলত তারাই অশান্তি সৃষ্টিকারী, কিন্তু তারা তা বুঝতে পারে না।'[৪৬৭]

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ - وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ - وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ

'আর এমন কিছু লোক রয়েছে, যাদের পার্থিব জীবনের কথাবার্তা তোমাকে চমৎকৃত করবে। আর আল্লাহকে নিজের মনের কথার ব্যাপারে সাক্ষ্য স্থাপন করে সে। প্রকৃতপক্ষে সে কঠিন ঝগড়াটে লোক। যখন তোমার কাছ থেকে সে ব্যক্তি ফিরে যায়, তখন দেশের মধ্যে অনিষ্ট ঘটাতে এবং শস্যাদি ও পশুসমূহকে ধ্বংস করতে চেষ্টা করে। আর আল্লাহ ফাসাদ পছন্দ করেন না। যখন তাকে বলা হয়, আল্লাহকে ভয় করো, তখন অহংকার তাকে গুনাহর দিকে আকর্ষিত করে। জাহান্নামই তার জন্য যথেষ্ট। আর তা কতই-না জঘন্য আবাসস্থল!'[৪৬৮]

---

৪৬৭. সুরা আল-বাকারা, ২ : ১১-১২।

৪৬৮. সুরা আল-বাকারা, ২ : ২০৪-২০৬।

- **ইবাদতে অলসতা করা**

আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا

'নিশ্চয়ই মুনাফিকরা আল্লাহর সাথে প্রতারণা করার মানস পোষণ করে। আর আল্লাহও তাদের সে প্রতারণার সমুচিত জবাব দেন। যখন তারা সালাতে দাঁড়ায়, তখন আলস্যভরে দাঁড়ায়। তাদের সালাতের উদ্দেশ্য হয় লোকদের দেখানো। আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে তারা।'[৪৬৯]

- **মুমিনদের নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা**

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ

'আর তারা যখন ইমানদারদের সাথে মিশে, তখন বলে, "আমরা ইমান এনেছি।" আবার যখন তাদের শয়তানদের সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করে, তখন বলে, "আমরা তোমাদের সাথে রয়েছি। আমরা তো (মুসলমানদের সাথে) উপহাস করি মাত্র।"'[৪৭০]

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ ۙ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

---

৪৬৯. সুরা আন-নিসা, ৪ : ১৪২।

৪৭০. সুরা আল-বাকারা, ২ : ১৪।

'যারা (যেসব মুনাফিক) মুমিনদের মধ্যে স্বেচ্ছায় দান-সাদাকাকারীদের কটাক্ষ করে এবং (কটাক্ষ করে) যারা কষ্টার্জিত সামান্য বস্তু ছাড়া (দান করার মতো) কিছু পায় না তাদেরকে এবং তাদের নিয়ে বিদ্রুপ করে, আল্লাহ তাদের পাল্টা বিদ্রুপ করবেন। আর তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি।'[৪৭১]

- **মুমিনদের বিরুদ্ধে শত্রুতা ও ষড়যন্ত্র করে**

আল্লাহ তাআলা বলেন :

قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ

'শত্রুতাপ্রসূত বিদ্বেষ তাদের মুখ ফুটে বেরোয়। আর যা কিছু তাদের মনে লুকিয়ে রয়েছে, তা আরও অনেকগুণ বেশি জঘন্য।'[৪৭২]

إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا ۖ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ

'যদি তোমাদের কল্যাণ হয়, তা তাদের দুঃখ দেয়; আর যদি তোমাদের অকল্যাণ হয়, তাতে তারা আনন্দিত হয়। যদি তোমরা ধৈর্যশীল হও এবং তাকওয়া অবলম্বন করো, তবে তাদের চক্রান্ত তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। নিশ্চয় তারা যা কিছু করছে, আল্লাহ তা পরিবেষ্টন করে আছেন।'[৪৭৩]

الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

---

৪৭১. সুরা আত-তাওবা, ৯ : ৭৯।
৪৭২. সুরা আলি ইমরান, ৩ : ১১৮।
৪৭৩. সুরা আলি ইমরান, ৩ : ১২০।

'মুনাফিকরা তোমাদের কল্যাণ-অকল্যাণের প্রতীক্ষায় ওত পেতে থাকে। আল্লাহর ইচ্ছায় তোমরা বিজয়ী হলে তারা বলে, "আমরাও কি তোমাদের সাথে ছিলাম না?" অন্যদিকে কাফিরদের যদি আংশিক বিজয় হয়, তবে বলে, "আমরা কি তোমাদের আগলে রাখিনি এবং মুমিনদের কবল থেকে রক্ষা করিনি?"'[৪৭৪]

- **কাফিরদের সাথে মৈত্রী স্থাপন ও সহযোগিতা করা**

بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا - الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ
مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا

'মুনাফিকদের সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। যারা মুমিনদের পরিত্যাগ করে কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারা কি কাফিরদের নিকট সম্মান অনুসন্ধান করে? কিন্তু যাবতীয় সম্মানই আল্লাহর।'[৪৭৫]

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ
الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا
وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

'আপনি কি মুনাফিকদের দেখেননি? তারা তাদের আহলে কিতাবের কাফির হয়ে যাওয়া ভাইদের বলে, "তোমরা যদি বহিষ্কৃত হও, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে দেশ থেকে বের হয়ে যাব এবং তোমাদের ব্যাপারে আমরা কখনো কারও কথা মানব না। আর যদি তোমরা আক্রান্ত হও, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাহায্য করব।" আল্লাহ তাআলা সাক্ষ্য দেন যে, ওরা নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী।'[৪৭৬]

---

৪৭৪. সুরা আন-নিসা, ৪ : ১৪১।

৪৭৫. সুরা আন-নিসা, ৪ : ১৩৮-১৩৯।

৪৭৬. সুরা আল-হাশর, ৫৯ : ১১।

- **শরিয়ত ত্যাগ করা ও তাগুতের নিকট বিচার চাওয়া**

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ - وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ - وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ - أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

'তারা বলে, "আমরা আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসুলের প্রতি ইমান আনলাম এবং আনুগত্য করলাম।" কিন্তু এরপরও তাদের মধ্যেকার একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়। (প্রকৃতপক্ষে) তারা মুমিন নয়। তাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্য যখন তাদের আল্লাহ ও রাসুলের দিকে আহ্বান করা হয়, তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়। কিন্তু সত্য তাদের স্বপক্ষে হলে তারা বিনীতভাবে রাসুলের কাছে ছুটে আসে। তাদের অন্তরে কি রোগ আছে, না তারা ধোঁকায় পড়ে আছে? নাকি তারা ভয় করে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল তাদের প্রতি অবিচার করবেন? বরং তারাই তো অবিচারকারী!' [৪৭৭]

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا - وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا - فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا - أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا

---

৪৭৭. সুরা আন-নুর, ২৪ : ৪৭-৫০।

‘তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ করোনি, যারা দাবি করে যে—তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছিল—তার প্রতি তারা বিশ্বাস রাখে! অথচ তারা নিজেদের বিচার-মোকদ্দমা তাগুতের নিকট নিয়ে যেতে চায়। অথচ তাদের আদেশ করা হয়েছিল, যেন তাগুতকে অবিশ্বাস করে। পক্ষান্তরে শয়তান তাদের প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করতে চায়। আর যখন তাদের বলা হয় যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সেই দিকে এবং রাসুলের দিকে এসো, তখন তুমি মুনাফিকদের দেখবে, তারা তোমার থেকে মুখ ফিরিয়ে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে। যখন তাদের কৃতকার্যের জন্য তাদের ওপর বিপদ আপতিত হবে, তখন কী অবস্থা হবে? তখন তারা আল্লাহর নামে শপথ করতে করতে তোমার কাছে এসে বলবে, “কল্যাণ ও সম্প্রীতি ব্যতীত আমরা কিছুই কামনা করিনি।” এরা হলো সেসব লোক, যাদের মনের গোপন বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ অবগত। অতএব, আপনি ওদের উপেক্ষা করুন এবং ওদের সদুপদেশ দিয়ে এমন কোনো কথা বলুন, যা তাদের জন্য কল্যাণকর।’[৪৭৮]

- **তাওবা-ইসতিগফারকে তুচ্ছ মনে করে বিমুখ থাকা**

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ

‘যখন তাদের বলা হয়, তোমরা এসো, আল্লাহর রাসুল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তখন তারা মাথা ঘুরিয়ে নেয় এবং আপনি তাদের দেখেন যে, তারা অহংকার করে মুখ ফিরিয়ে নেয়।’[৪৭৯]

---

৪৭৮. সুরা আন-নিসা, ৪ : ৬০-৬৩।

৪৭৯. সুরা আল-মুনাফিকুন, ৬৩ : ৫।

- **মুমিনদের মাঝে অশ্লীলতার প্রচার-প্রসার করতে পছন্দ করা**

আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

'যারা পছন্দ করে যে, মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার বিস্তৃতি ঘটুক, তাদের জন্য আছে ভয়াবহ শাস্তি দুনিয়া ও আখিরাতে। আর আল্লাহ জানেন, কিন্তু তোমরা জানো না।'[৪৮০]

- **মুমিনদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক যুদ্ধ চালানো**

আল্লাহ তাআলা বলেন :

هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّوا ۗ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ

'তারা বলে, "রাসুলের সঙ্গী-সাথিদের জন্য অর্থ ব্যয় করো না; শেষে তারা এমনিতেই সরে পড়বে।" আসমান ও জমিনের ধন-ভান্ডার তো কেবল আল্লাহরই। কিন্তু মুনাফিকরা তা বোঝে না।'[৪৮১]

- **অসৎ কাজের আদেশ করা এবং সৎ কাজে নিষেধ করা**

আল্লাহ তাআলা বলেন :

الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ۚ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ۗ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

'মুনাফিক পুরুষ আর মুনাফিক নারী সব একরকম। তারা অন্যায় কাজের নির্দেশ দেয় আর সৎ কাজ করতে নিষেধ করে এবং (আল্লাহর

---

৪৮০. সুরা আন-নুর, ২৪ : ১৯।

৪৮১. সুরা আল-মুনাফিকুন, ৬৩ : ৭।

পথে ব্যয় করার ব্যাপারে) হাত গুটিয়ে রাখে। তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, তাই তিনিও তাদের ভুলে গেছেন। মুনাফিকরাই তো ফাসিক।'[৪৮২]

উম্মাহর বিপর্যয়ের পেছনে সবচেয়ে ক্ষতিকর হচ্ছে মুনাফিকরা। কারণ, তারা মুসলিমদের সাথে একই সমাজে থাকে। মুসলিমদের শক্তি ও দুর্বলতার কথা জানে। নিফাক সম্পর্কে ইবনুল কাইয়িম ﵀ যথার্থ উক্তি করেছেন। তিনি বলেন, 'নিফাক হচ্ছে অদৃশ্য এক দুরারোগ্য ব্যাধি।'[৪৮৩]

কিছু মানুষ দাবি করে, এসব মুনাফিক ইসলামের প্রথম যুগে ছিল। বর্তমানে তাদের কোনো অস্তিত্ব নেই। বলা বাহুল্য, এটি ভ্রান্ত দাবি। প্রতিটি যুগেই মুনাফিকদের অস্তিত্ব ছিল। যেমন শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ﵀ বলেন, 'মুনাফিকরা এখনো বর্তমান। কিয়ামত পর্যন্ত এদের অস্তিত্ব থাকবে।'[৪৮৪]

মক্কি জীবনে নিফাক সম্পর্কে কারও কোনো ধারণাই ছিল না। কেননা, হিজরতের পরেই এ শ্রেণিটির আবির্ভাব ঘটে। মক্কায় মুসলিমদের কোনো শক্তি ছিল না, তাদের আধিপত্য ছিল না; বরং মুশরিকরা ছিল শক্তিশালী ও আধিপত্যকারী। তাই এখানে কোনো মুশরিকের জন্য নিজের শিরক গোপন রাখার কোনো কারণ নেই।

মদিনায় যখন মুসলিমরা শক্তিশালী হলেন, তখনই উদ্ভব হয় মুনাফিক শ্রেণিটির। ভেতরে কুফরি পোষণ করত, আর ভীরুতার কারণে ও মুসলিমদের ধোঁকা দেওয়ার নিমিত্তে বাইরে ইসলাম প্রকাশ করত। এদের নেতা ছিল আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সালুল।[৪৮৫] নবিজি ﷺ-এর হিজরতের আগে সে ছিল আওস ও খাজরাজের ভাবী নেতা। কিন্তু রাসুলুল্লাহ ﷺ যখন হিজরত করে মদিনায় এলেন, তখন তার নেতা হওয়ার সম্ভাবনা পুরো শেষ হয়ে গেল। এরপর সে নিফাকের রাস্তা বেছে নিয়ে নিজেকে মুসলিম হিসেবে প্রকাশ করল।

---

৪৮২. সুরা আত-তাওবা, ৯ : ৬৭।

৪৮৩. মাদারিজুস সালিকিন : ১/৩৫৪।

৪৮৪. মাজমুউল ফাতওয়া : ৭/২১২।

৪৮৫. তার বাবার নাম, উবাই; মায়ের নাম, সালুল। পিতামাতা উভয়ের দিকে তাকে সম্বন্ধ করে ডাকা হতো।

ইবনে উবাই ওপরে ইসলাম প্রকাশ করত, কিন্তু ভেতরে ভেতরে হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরত। মুসলিমদের বিরুদ্ধে গোপনে ষড়যন্ত্র কষতে থাকত। মুসলিমদের ক্ষতি করার মোক্ষম সুযোগের অপেক্ষায় থাকত। মৃত্যু পর্যন্ত মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়ে গেছে সে। এতদসত্ত্বেও রাসুলুল্লাহ ﷺ ইবনে উবাইয়ের মনকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য তার সাথে কোমল ব্যবহার করতেন। ক্ষমা ও ধৈর্যের সাথে আচরণ করতেন।

ইসলামের প্রতি আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সালুলের শত্রুতার প্রথম ঘটনা ঘটেছে বদরের আগে। তখনো সে নিফাকের পথ গ্রহণ করে ইসলামের প্রকাশ করেনি।

উসামা বিন জাইদ ﷺ বলেন, '.একদিনের কথা। নবিজি ﷺ গাধায় চড়লেন। গাধার পিঠে একটি জিন ছড়ানো ছিল। তার নিচে ছিল একটি ফাদকি মখমল। পেছনে তিনি উসামা ﷺ-কে বসিয়ে নিলেন। গন্তব্য ছিল বনু হারিস বিন খাজরাজ। উদ্দেশ্য—অসুস্থ সাদ বিন উবাদা ﷺ-কে দেখতে যাওয়া। এ ঘটনা বদরের আগেকার।

যাওয়ার পথে একটি মজলিসের দেখা পেলেন। মুসলিম, মূর্তিপূজক মুশরিক ও ইহুদিদের মিশেল ছিল সে মজলিসটি। তাদের মাঝে যেমন আব্দুল্লাহ বিন উবাই ছিল, তেমনই ছিলেন আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা ﷺ। ইবনে উবাই তখনো ইসলাম প্রকাশ করেনি।

বাহন চলার ফলে উড়ন্ত ধুলা এসে মজলিসের লোকদের ঘিরে ধরল। ইবনে উবাই চাদরে মুখ-নাক ঢাকল। এরপর বলল, "আমাদের ওপর ধুলা উড়াবেন না।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ তাদের সালাম দিলেন।[৪৮৬] সেখানে থামলেন। বাহন থেকে নেমে তাদের দাওয়াত দিলেন আল্লাহর পথে। তিলাওয়াত করলেন কুরআনের আয়াত। তখন আব্দুল্লাহ বিন উবাই বলে উঠল, "হে লোক, যদি আপনার কথা সত্য হয়ে থাকে, তবে তা বেশ উত্তম কথা। কিন্তু আমাদের কষ্ট না দিয়ে

---

৪৮৬. মুসলিম ও কাফির একত্র হয়ে আছে এমন স্থানে তাদের সালাম দেওয়া জায়িজ। দেখুন, ইমাম নববি ﷺ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ১২/১৫৮।

এ মজলিসকে বিরক্ত না করে আপনার বাহনে ফিরে যান। আমাদের মধ্যকার যে আপনার কাছে যাবে, তাকে আপনি এসব শুনাবেন।"

এদিকে আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা ﵁ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর উদ্দেশে বললেন, "আমাদের মজলিস ধুলোয় ভরে দিন। আমরা সেটাই পছন্দ করি।"

তখন মুসলিম, মুশরিক ও ইহুদি—পরস্পরের মাঝে বিবাদ লেগে গেল। একজন আরেকজনকে মারতে উদ্যত হলো।'

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, 'যখন নবিজি ﷺ ইবনে উবাইয়ের কাছে আসলেন। সে বলে উঠল, "আমার থেকে দূরে থাকুন। আল্লাহর শপথ, আপনার গাধার দুর্গন্ধে আমি কষ্ট পাচ্ছি।"

তখন আনসারদের একজন জবাবে বললেন, "আল্লাহর শপথ, ইবনে উবাই, তোমার গায়ের গন্ধ থেকে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর গাধাটির গন্ধ অধিক উত্তম ও পবিত্র।"

তখন ইবনে উবাইয়ের গোত্রের এক লোক রেগে এসে সে আনসারি সাহাবিকে গালি দিল। তখন উভয়ের সাথি-সঙ্গীরা রাগে ফেটে পড়ল। কেউ খেজুরের ডাল দিয়ে মারতে লাগল, কেউ হাত দিয়ে, তো কেউ জুতো দিয়ে। আর নবিজি ﷺ তাদের শান্ত করার চেষ্টা করতে থাকলেন।'[৪৮৭]

উসামা ﵁-এর হাদিসে ফিরে যাই, 'এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ বাহনে চড়ে সাদ বিন উবাদা ﵁-এর কাছে চলে এলেন। তাকে বললেন, "সাদ, তুমি কি আবু হুবাবের কথা শুনোনি? সে এমন এমন বলেছে।"[৪৮৮]

সাদ ﵁ বললেন, "তাকে মাফ করে দিন, হে আল্লাহর রাসুল! আল্লাহর কসম, আপনাকে আল্লাহ যা দেওয়ার দিয়েছেন। কিন্তু এ লোককে জনগণ নেতৃত্বের মুকুট পরাতে চাইছিল। কিন্তু এরপর আল্লাহ সে নেতৃত্ব আপনার

---

৪৮৭. সহিহুল বুখারি : ২৬৯৯, সহিহু মুসলিম : ১৭৯৯।

৪৮৮. রাসুলুল্লাহ ﷺ আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের কুনিয়াত ধরে কথা বলছিলেন। কারণ, সে এ কুনিয়াতেই প্রসিদ্ধ ছিল। অথবা কারণটা ছিল ইবনে উবাইকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করা।

হাতে দিয়ে দিলেন। আর সে রাগে ফেটে পড়ল। সে রাগের কারণেই তার এমন আচরণ।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইবনে উবাইকে ক্ষমা করে দিলেন। নবিজি ﷺ ও তাঁর সাহাবিগণ মুশরিক ও আহলে কিতাবদের ক্ষমা ও মার্জনা করতেন। তাদের কষ্টের ওপর ধৈর্যধারণ করতেন। কেননা, এমনটাই তখন পর্যন্ত আল্লাহর আদেশ ছিল। আল্লাহ তাআলা বলেন :

لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا ۚ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

"অবশ্যই তোমরা তোমাদের ধনসম্পদ ও জীবনের ক্ষেত্রে পরীক্ষিত হবে। আহলে কিতাব ও মুশরিকদের নিকট থেকে তোমাদের বহু দুঃখজনক বাক্য শুনতে হবে। যদি তোমরা ধৈর্যধারণ করো এবং সংযমী হও, তাহলে অবশ্যই এটা দৃঢ় সংকল্পের অন্তর্গত।" [সুরা আলি ইমরান, ৩ : ১৮৬]

আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে ধৈর্যধারণ করতে ও সংযমী হতে আদেশ করেছেন। যতদিন না কিতালের আয়াত নাজিল হলো, ততদিন নবিজি ﷺ এ আয়াত অনুযায়ী মুশরিক ও ইহুদিদের ক্ষমা করে ধৈর্যধারণ করেছেন।'[৪৮৯]

রাসুলুল্লাহ ﷺ অনেক মুশরিক ও ইহুদির প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। তাদের অনেককে বন্দিত্ব থেকে মুক্ত করেছিলেন। অনেক মুনাফিককে তিনি অকাতরে ক্ষমা করে দিয়েছেন। হাদিস ও সিরাতের গ্রন্থগুলোতে এ রকম অনেক প্রসিদ্ধ ঘটনা এসেছে।

এ হাদিসের মাঝে আমরা নবিজি ﷺ-এর সহিষ্ণুতার অনুপম এক বর্ণনা দেখলাম। মুনাফিকদের সরদার রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে কষ্ট দিলেও তিনি কিন্তু রেগে যাননি। ইবনে উবাই এখানে কয়েকবার রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি কটু

৪৮৯. সহিহুল বুখারি : ৬২৫৪, সহিহু মুসলিম : ১৭৯৮।

আচরণ করেছে। প্রথমে সে বলল, 'আমাদের ওপর ধুলা উড়াবেন না।' এরপর সে চাদরে নিজের নাক ঢেকে নিল। এরপর নবিজি ﷺ-এর সাথে বেয়াদবি পর্যন্ত করল। তাঁকে অবজ্ঞা করে 'হে লোক' বলে সম্বোধন করল।

ইমাম নববি ﵀ বলেন :

'আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যের কষ্টের ওপর ধৈর্যধারণ করা, তাকে ক্ষমা করে দেওয়া, সংযমী হওয়ার সাথে সাথে তাকে আল্লাহর পথে আহ্বান করা ও তার অন্তর ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার বিষয়ে এ হাদিসটি এক অনুপম বর্ণনা।'[৪৯০]

দাওয়াতের প্রথম যুগে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি আদেশ ছিল ক্ষমা ও মার্জনার। فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ—'আল্লাহর নির্দেশ আসা পর্যন্ত তোমরা তাদের ক্ষমা করো এবং উপেক্ষা করো।' [সুরা আল-বাকারা, ২ : ১০৯] فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ—'অতএব তুমি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছ, তা প্রকাশ্যে প্রচার করো এবং মুশরিকদের উপেক্ষা করো।' [সুরা আল-হিজর, ১৫ : ৯৪]

মুসলিমদের শক্তিশালী হওয়া ও যুদ্ধ করার সামর্থ্য হওয়ার আগ পর্যন্ত কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকদের ক্ষমা করার আদেশ ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে কিতালের আয়াতের মাধ্যমে তা রহিত হয়ে যায়।

ইবনে সালুলের ধোঁকাবাজি ও প্রতারণা

বদর যুদ্ধের পর মুসলিমদের শক্তি বৃদ্ধি পেলে ইবনে সালুল ও অনেক মুশরিক প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিলেও বস্তুত তারা নিফাকি করে মুসলিমদের ধোঁকা দিচ্ছিল।

উসামা বিন জাইদ ﵁ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ যখন বদরে যুদ্ধ করলেন, তখন আল্লাহ তাআলা সে যুদ্ধে কাফিরদের বড় বড় ও কুরাইশদের নেতৃস্থানীয় লোকদের ধ্বংস করলেন। যুদ্ধ শেষে রাসুলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবিগণ গনিমতের সাথে কাফিরদের বড় বড় ও কুরাইশদের নেতৃস্থানীয় লোকদের বিশাল একটি

---

৪৯০. ইমাম নববি ﵀ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ১২/১৫৯।

দলকে বন্দী করে বিজয়ী বেশে মদিনায় ফিরে আসলেন। তখন ইবনে উবাই এবং তার সাথের মুশরিক ও মূর্তিপূজারিরা বলল, "ইসলাম তো বিজয়ী হয়ে গেছে। (এটি পরিবর্তন করার শক্তি তো আমাদের নেই, আমাদের কোনো আশাও আর বাকি নেই।") এরপর তারা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ইসলামের ওপর বাইআত হয়ে নিজেদের মুসলিম হিসেবে উপস্থাপন করল।'[৪৯১]

মূলত ইবনে উবাই ও তার সঙ্গীরা ভয় ও শঙ্কার কারণে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এ হাদিস থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে, মুসলিমরা যখন বিজয়ী ও শক্তিশালী থাকে, মুনাফিকরা তখন ভীত ও শঙ্কিত থাকে। ফলে তারা নিফাকি করে তাদের প্রাণ বাঁচায় এবং নিজেদের ষড়যন্ত্র চালিয়ে যায়। আর মুসলিমরা যখন দুর্বল থাকে, তখন মুনাফিকরা তাদের ক্ষতি করতে থাকে এবং বিবিধ কষ্টে নিপতিত করে তাদের।

মুনাফিকরা যদিও ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিয়েছিল, কিন্তু মুসলমান ও ইসলামের প্রতি তাদের শত্রুতা এতটুকুও কমেনি। তাদের গোপন ষড়যন্ত্র একটুও থামেনি। তারা ষড়যন্ত্রের নীলনকশা এঁকে চলছিল নিজেদের মধ্যে। মুসলিমদের ওপর আক্রমণ করার জন্য ওত পেতে থাকল একটা মোক্ষম সময়ের আশায়।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ﵀ বলেন, 'মুহাজিরদের মধ্যে কেউ মুনাফিক ছিলেন না। মুনাফিক সম্প্রদায়টি আনসারদের মধ্য থেকে উদ্ভূত হয়। কারণ, আনসাররা ছিলেন মদিনার অধিবাসী। যখন মদিনার সম্মানিত ব্যক্তিগণ ও অধিকাংশ মানুষজন ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখন বাকিদের নিফাকের রাস্তা অবলম্বন করে ইসলাম ঘোষণা করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকল না। কেননা, তখন ইসলাম সম্মানিত ও তাদের গোত্রের মাঝে বিজয়ী।

অন্যদিকে মক্কার সম্মানিত ব্যক্তিরা ও অধিকাংশ মানুষ ছিল কাফির। তাদের মধ্যে যে মনেপ্রাণে ইসলাম গ্রহণ করেছে, সে-ই ঈমান গ্রহণের কথা প্রকাশ করতেন। কারণ, যে-ই ইসলামের ঘোষণা দিত, সে নির্যাতিত হতো এবং হিজরত করতে হতো তাকে। মক্কায় ইসলাম গ্রহণের ঘোষণার অর্থ ছিল

---

৪৯১. সহিহুল বুখারি : ৪৫৬৬।

দুনিয়ার বিষয়ে বিপদাপন্ন হওয়া। আর মুনাফিকরা তাদের দুনিয়া বাঁচানোর জন্যই ইসলামের ঘোষণা দিয়েছিল।'[৪৯২]

মুনাফিকরা ইহুদিদের সাথে মিলে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করত

ইহুদিদের সাথে আঁতাত করে মুসলিমদের সমূলে উৎখাত করার জন্য মুনাফিকরা এক ঘোর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল। ইহুদিদের সাথে তাদের আঁতাত থাকার বিষয়টা বনি কাইনুকার অপরাধের পরও তাদের প্রতি মুনাফিকদের পক্ষাবলম্বনের আচরণ থেকে স্পষ্ট বুঝে আসে। বনি কাইনুকার সাথে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সন্ধি ছিল যে, কেউ কারও ওপর আক্রমণ করবে না এবং সীমালঙ্ঘন করবে না। কিন্তু বনি কাইনুকা সন্ধি ভঙ্গ করল।

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ﷺ বলেন, 'বদরের যুদ্ধে রাসুলুল্লাহ ﷺ কুরাইশদের পরাজিত করে মদিনায় এলেন। বনি কাইনুকার বাজারে ইহুদিদের একত্র করলেন। তাদের উদ্দেশে বললেন, "হে ইহুদিজাতি, কুরাইশদের মতো পরিণতি বরণ করার আগেই তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো।"[৪৯৩]

তারা বলল, "হে মুহাম্মাদ, আপনি নিজেই ধোঁকায় পড়বেন না। আপনি মূর্খ কুরাইশ জাতির সাথে যুদ্ধ করেছেন। তারা তো যুদ্ধই করতে জানে না। যদি আমাদের সাথে যুদ্ধ করতেন, তবে জানতেন, আসল যোদ্ধা কাকে বলে। আমাদের মতো কারও সাথে ইতিপূর্বে আপনার সাক্ষাৎ হয়নি।"

এরপর আল্লাহ তাআলা এ ব্যাপারে নাজিল করলেন :

قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ۚ وَبِئْسَ الْمِهَادُ

"যারা কুফরি করে তাদের বলে দাও, তোমরা অচিরেই পরাজিত হবে আর জাহান্নামের দিকে নীত হবে তোমরা। আর সেটা

---

৪৯২. আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা : ৩/৪৫০।

৪৯৩. অন্য একটি রিওয়ায়াতে এসেছে, 'নিশ্চয়ই তোমরা জানো, আমি আল্লাহর প্রেরিত নবি। আল্লাহ তোমাদের এ বিষয়ে ওয়াদা দিয়েছেন। তোমরা তা তোমাদের কিতাবেই পেয়েছ।' ইবনে ইসহাক ﷺ কৃত আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা : ১/৩১৩।

কতই না নিকৃষ্ট আবাসস্থান।" [সুরা আলি ইমরান, ৩ : ১২]'[৪৯৪]

আবু আওন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ সাকাফি ﷺ থেকে ইবনে হিশাম ﷺ বর্ণনা করেছেন, 'এক বেদুইন মুসলিম নারী তার উটের জিন নিয়ে বনি কাইনুকার বাজারে আসলো। জিনটি বাজারে বিক্রি করে স্বর্ণকারের দোকানে গিয়ে বসল। দোকানের কিছু লোক তার চেহারা দেখতে চাইলে তিনি পরিষ্কার অস্বীকার করে দিলেন। এদিকে স্বর্ণকার তার কাপড়ের একটি কোণা তার পিঠের দিকে বেঁধে দিল। এ মহীয়সী নারী উঠে দাঁড়ালে তার আবরণ প্রকাশ হয়ে পড়ে। এতে সে লোকগুলো হেসে উঠল। আর মুসলিম সে নারী জোরে চিৎকার করে উঠলেন।

এক মুসলিম পুরুষ এগিয়ে এসে সে স্বর্ণকারের ওপর হামলে পড়লেন। তাকে হত্যা করলেন। স্বর্ণকার ছিল জাতে ইহুদি। এবার ইহুদিরা চড়াও হলো এ মুসলিমের ওপর। তাকে হত্যা করে ফেলল। মুসলিমরা তখন ইহুদিদের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য অপর মুসলিমদের প্রতি সাহায্যের আবেদন করে চিৎকার করে উঠলেন। তারা ঘটনা শুনে প্রচণ্ড রেগে গেলেন। মুসলিমদের মাঝে ও বনি কাইনুকার মাঝে লড়াই অবধারিত হয়ে পড়ল।'[৪৯৫]

ইহুদিদের এ কাণ্ডের ফলে রাসুলুল্লাহ ﷺ যুদ্ধনীতি গ্রহণ করলেন। তাদের দুর্গ অবরোধ করল মুসলিমরা। তাদের ওপর প্রচণ্ড অবরোধ আরোপ করলেন রাসুলুল্লাহ ﷺ। শেষ পর্যন্ত তারা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সিদ্ধান্ত মেনে নেবে বলে আত্মসমর্পণ করল।

ইমাম ইবনে ইসহাক বলেন, 'আসিম বিন উমর বিন কাতাদা ﷺ আমাকে বলেছেন, "এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ তাদের অবরোধ করলেন। শেষ পর্যন্ত তারা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সিদ্ধান্ত মেনে নেবে বলে আত্মসমর্পণ করল। আল্লাহ তাআলা ইহুদিদের ওপর তাঁকে বিজয়ী করলেন। তখন ইবনে উবাই কাছে এগিয়ে এসে বলল, "হে মুহাম্মাদ, আমার মিত্রদের প্রতি সদ্ব্যবহার করুন।"

---

৪৯৪. সুনানু আবি দাউদ : ৩০০১। ইবনে হাজার ﷺ ফাতহুল বারিতে এ হাদিসটিকে হাসান বলেছেন। আবার আহমাদ শাকির ﷺ উমদাতুত তাফসিরে এ হাদিসকে সহিহ বলেছেন। আর আলবানি ﷺ এ হাদিসকে জইফ বলেছেন।

৪৯৫. ইবনে হিশাম ﷺ কৃত আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা : ২/৪৮।

ইতিপূর্বে বনি কাইনুকা ও ইবনে উবাইয়ের গোত্র খাজরাজের মাঝে মিত্রতা ছিল।

রাসুলুল্লাহ ﷺ কোনো জবাব দিলেন না।

সে আবার বলল, "হে মুহাম্মাদ, আমার মিত্রদের প্রতি সদ্ব্যবহার করুন।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

ইবনে উবাই এবার রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর বর্মের পকেটে তার হাত প্রবেশ করালো। রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে ছাড়তে বললেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারায় তখন রাগের প্রভাব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।[৪৯৬] তিনি বলে উঠলেন, "তোমার ধ্বংস হোক, ছাড়ো আমাকে!"

ইবনে উবাই বলল, "না, আল্লাহর কসম, আমি আপনাকে ততক্ষণ ছাড়ব না, যতক্ষণ না আপনি আমার মিত্রদের প্রতি সদ্ব্যবহার করছেন। তাদের মাঝে বর্মহীন চারশ লোক, বর্ম পরিহিত তিনশ ব্যক্তি আছে। তারা আমাকে আরব-আজমের লোকদের থেকে রক্ষা করে আসছে। আর আপনি তাদের এক সকালেই অনায়াসে হত্যা করে ফেলবেন?! আমি সামনেও বিপদের ভয় করি। (তখন আমার সহযোগী তো এরাই হবে। যদি আপনি তাদের হত্যা করে ফেলেন, তবে তো আমি বিপদে ফেঁসে যাব।)"

রাসুলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন, "ঠিক আছে।"'[৪৯৭]

ইবনে উবাই তখনো তার গোত্রের মাঝে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিল। তাই নবিজি ﷺ তার সুপারিশ গ্রহণ করে বনি কাইনুকার লোকগুলোকে হত্যা না করে মদিনার বাইরে বিতাড়িত করলেন। তাদের সাথে অস্ত্র ব্যতীত কেবল তাদের সম্পদ নেওয়ার অনুমতি দিলেন।

---

৪৯৬. সে সময় রাসুলুল্লাহ ﷺ শিরস্ত্রাণ পরিহিত ছিলেন না।

৪৯৭. ইবনে হিশাম রহ. কৃত আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ : ২/৪৮। সনদ হাসান, তবে মুরসাল।

উহুদ যুদ্ধে মুনাফিকরা প্রতারণা করে পথ থেকে ফিরে এল

উহুদ যুদ্ধের দিন মুনাফিকরা যুদ্ধ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে এক-তৃতীয়াংশ সৈন্য নিয়ে চলে গেলেও রাসুলুল্লাহ ﷺ তাদের কোনো শাস্তি দেননি।

জাইদ বিন সাবিত ﷺ বলেন, 'নবিজি ﷺ উহুদের ময়দানের উদ্দেশ্যে বের হলেন। এদিকে ময়দানের উদ্দেশ্যে বের হওয়া সৈন্যের একাংশ ফিরে চলে যায়। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবিদের মাঝে তখন দুভাগ হয়ে যায়। একভাগ বলল, "আমরা যুদ্ধ করব।" আরেক ভাগ বলল, "আমরা যুদ্ধ করব না।" তখন নাজিল হলো :

> فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا ۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ۖ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا
>
> "তোমাদের কী হলো যে, মুনাফিকদের ব্যাপারে (কী নীতি অবলম্বন করা হবে, তা নিয়ে) তোমরা দুদলে বিভক্ত হয়ে গেলে? বস্তুত আল্লাহ তাদের এ কার্যকলাপের কারণে তাদের উল্টো মুখে (ইসলাম থেকে কুফরের দিকে) ফিরিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, তোমরা কি তাকে সুপথ দেখাতে চাও? বস্তুত আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার জন্য কখনো পথ খুঁজে পাবে না।" [সুরা আন-নিসা, ৪ : ৮৮]'[৪৯৮]

'ময়দানের উদ্দেশ্যে বের হওয়া সৈন্যের একাংশ ফিরে চলে যায়'—অর্থাৎ আব্দুল্লাহ বিন উবাই ও তার সঙ্গী মুনাফিকরা ফিরে চলে যায়। এ বর্ণনায় নাম স্পষ্ট না এলেও মুসা বিন উকবা ﷺ-এর বর্ণনায় নাম স্পষ্টভাবে এসেছে। উহুদ যুদ্ধের প্রাক্কালে রাসুলুল্লাহ ﷺ মদিনায় মুসলিমদের সাথে পরামর্শে বসলেন। তখন একদল মুসলমান পরামর্শ দিলেন মদিনার ভেতরে থেকে যুদ্ধ করার। কিন্তু যুবকরা পরামর্শ দিল মদিনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর মত ছিল প্রথম পরামর্শের পক্ষে। আব্দুল্লাহ বিন উবাই

---

৪৯৮. সহিহুল বুখারি : ৪০৫০, সহিহু মুসলিম : ২৭৭৬।

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে একমত হয়েছিল তখন। কিন্তু রাসুলুল্লাহ ﷺ সিদ্ধান্ত দিলেন দ্বিতীয় পরামর্শের ওপর। তখন ইবনে উবাইও মদিনা থেকে বের হতে বাধ্য হলো। আব্দুল্লাহ বিন উবাই তার সঙ্গীদের উদ্দেশে বলেছিল, 'তিনি তাদের কথা মেনে নিলেন। আর আমার কথাটা ফেলে দিলেন। তবে কেনই-বা আমরা নিজেদের প্রাণ দিয়ে যুদ্ধ করব?' এরপর সৈন্যদের এক-তৃতীয়াংশ নিয়ে ফিরে গেল সে।

ইমাম ইবনে ইসহাক ﵀ তার বর্ণনায় উল্লেখ করেন, 'জাবির ﵁-এর পিতা আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন হারাম ﵁ ছিলেন খাজরাজ গোত্রের। তিনি ইবনে উবাইয়ের পেছনে এসে তাদেরকে আল্লাহর নামে শপথ করে ফিরে আসার অনুরোধ করলেন। কিন্তু তারা ফিরে আসতে অস্বীকৃতি জানাল। তখন তিনি বললেন, "আল্লাহ তোমাদের দূরে রাখুন, হে আল্লাহর দুশমনেরা! নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর নবিকে তোমাদের থেকে অমুখাপেক্ষী রাখবেন।"'[৪৯৯]

রাসুলুল্লাহ ﷺ দ্বীনের স্বার্থে মুনাফিকদের হত্যা করেননি

ইসলামের স্বার্থে নবিজি ﷺ মুনাফিকদের হত্যা করা থেকে বিরত থেকেছেন। মুনাফিকরা মুসলিমদের ভেতরেই আনাগোনা করত। মসজিদে নববিতে সালাত পড়ত। মুসলমানদের সাথে সুন্দর আচার-ব্যবহার করত। কিন্তু পরস্পর মিলিত হয়ে মুসলিমদের নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ থেকে শুরু করে মারাত্মক সব ষড়যন্ত্র করত। রাসুলুল্লাহ ﷺ জানতেন, তার সামনে হেঁটে যাওয়া এ আব্দুল্লাহ বিন উবাই মুনাফিক। ইবনে উবাইয়ের এ সঙ্গীটি মুনাফিক, ওই সঙ্গীটিও মুনাফিক। রাসুলুল্লাহ ﷺ মুনাফিকদের সকল দুরভিসন্ধি সম্পর্কেও ছিলেন সম্যক অবগত। কিন্তু তার পরেও দাওয়াতি কল্যাণের স্বার্থে তিনি মুনাফিকদের হত্যা করতেন না, হত্যা করার আদেশও দিতেন না।

জাবির বিন আব্দুল্লাহ ﵁ বলেন, 'আমরা একটি অভিযানে ছিলাম।[৫০০] মুহাজিরদের একজন এক আনসারিকে কৌতুকবশত আঘাত করলেন। কিন্তু আনসারি সাহাবি বিরূপভাবে নিল বিষয়টি। মুহাজির সাহাবির বিরুদ্ধে নিজ

---

৪৯৯. ইবনে হিশাম ﵀ কৃত আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ : ২/৬৪, ফাতহুল বারি : ৭/৩৫৬।
৫০০. যুদ্ধটি ছিল বনু মুসতালিকের যুদ্ধ।

গোত্রের লোকদের সাহায্য কামনায় ডাক দিয়ে বললেন, "ওহে আনসার!" এদিকে মুহাজির সাহাবিও নিজ গোত্রের লোকদের ডাক দিয়ে বললেন, "ওহে মুহাজিরগণ!"

রাসুলুল্লাহ ﷺ তাদের আওয়াজ শুনে বললেন, "জাহিলি যুগের ডাকাডাকি কেন?"

সাহাবিগণ রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে জানালেন, "হে আল্লাহর রাসুল, এক মুহাজির একজন আনসারিকে কৌতুকবশত কোমরে আঘাত করেছেন।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "এ রকম আহ্বান তোমরা ত্যাগ করো। এগুলো জঘন্য ও ঘৃণ্য।"

আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের কানেও গেল ব্যাপারটি। সে বলল, "মুহাজিররা এমন করেছে? আল্লাহর শপথ, মদিনায় ফিরে গেলে সম্মানিতরা নিচু লোকদের মদিনা থেকে বের করে দেবে।"[৫০১]

ইবনে উবাইয়ের কথা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পৌঁছাল। তখন উমর ﷺ দাঁড়িয়ে বললেন, "আল্লাহর রাসুল, আমাকে অনুমতি দিন, আমি এ মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দিই।"

নবিজি ﷺ তখন বললেন, "ছেড়ে দাও। নয়তো পরে মানুষরা বলবে, মুহাম্মাদ নিজের সাথিদের হত্যা করে।"'[৫০২]

---

৫০১. আব্দুর রাজ্জাক ﷺ-এর বর্ণনায় এসেছে, তিনি মা'মার বিন কাতাদা ﷺ থেকে মুরসাল সনদে বর্ণনা করেন, '...সকল মুনাফিক এরপর আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের কাছে ছুটল। তাকে বলল, তিনি আশা করেছিলেন তুমি তাদের ফিরিয়ে দেবে। কিন্তু তুমি তো তাদের কোনো ক্ষতি-উপকার কিছুই করতে পারলে না। তখন ইবনে উবাই বলল, মদিনাতে ফিরে গেলে আমরা সম্মানিতরা সেখান থেকে নিচু লোকদের বের করে দেবো।' সনদ মুরসাল জাইয়িদ। ইবনে হাজার ﷺ-ও এমনই বলেছেন। দেখুন, ফাতহুল বারি : ৮/৬৪৯।

ইমাম ইবনে ইসহাক ﷺ-এর বর্ণনায় এসেছে, 'ইবনে উবাই তার সাঙ্গোপাঙ্গোদের প্রত্যুত্তরে বলল, তারা (মুহাজিররা) এমন করেছে? আমাদের দেশে থেকে তারা আমাদের বিরোধিতায় লিপ্ত? আমরা ও এসব কুরাইশ বণিকদের উদাহরণ এমন, যেমন নাকি প্রবাদে বলা হয়, سمن كلبك يأكلك [দুধ কলা খাইয়ে কাল সাপ পোষা।]' আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ : ৪/৩৫৯।

৫০২. সহিহুল বুখারি : ৩৫১৮, সহিহু মুসলিম : ২৫৮৩।

ইমাম ইবনে ইসহাক ﵀ আরও যোগ করেন, 'এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "না; বরং সৈন্যদের সামনে চলার ঘোষণা দাও।" যদিও তখন চলার উপযুক্ত সময় ছিল না, তবুও মুসলিম সেনাদল সামনে এগিয়ে চলল।'[৫০৩]

উসাইদ বিন হুজাইর ﵁ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলেন। তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে ঘটনা জানালেন। উসাইদ ﵁ বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আপনিই হচ্ছেন সম্মানিত, আর সে হচ্ছে নিচু লোক।'

ইবনে উবাইয়ের পুত্রের নাম আব্দুল্লাহ ﵁। তিনি নিজ পিতার এমন কাণ্ডের কথা শুনতে পেয়ে নবিজি ﷺ-এর কাছে আসলেন। বললেন, 'আমি জানতে পেরেছি, আপনি আমার বাবাকে নিহত দেখতে চান। যদি তা-ই সত্যি হয়, তবে আমাকে আদেশ দিন। আমিই তার মাথা আপনার সামনে এনে হাজির করি।'

রাসুলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন, 'বরং আমরা তার সাথে সদয় ব্যবহার করব এবং তার সাথে সদ্ভাব বজায় রাখব, যতদিন সে আমাদের সাথে এ দুনিয়াতে থাকে।'[৫০৪]

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, 'এরপর ইবনে উবাইয়ের উদ্দেশে তার পুত্র বললেন, 'আল্লাহর কসম, আপনি ততক্ষণ পর্যন্ত মদিনায় ফিরে যেতে পারবেন না, যতক্ষণ না স্বীকার করেন যে, আপনি হচ্ছেন নিচু আর রাসুলুল্লাহ ﷺ হলেন সম্মানিত। অবশেষে ইবনে উবাই তা-ই স্বীকার করল।'[৫০৫]

---

৫০৩. অস্বাভাবিক সময়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ অগ্রসর হওয়ার আদেশ দেওয়ার পেছনের হিকমতটি পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। আর সেটা হচ্ছে, দুই সাহাবির মাঝে ঝগড়া ও ইবনে উবাইয়ের এমন স্পর্ধাজনক মন্তব্য যদি তখন মুসলিম শিবিরে ছড়িয়ে পড়ত, তবে তা সৈন্যদের আসল চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটাত। মুসলিম সৈন্যদের মাঝে তখন বিতর্কের সৃষ্টি হতো। এমনটা মোটেও শোভনীয় নয়। এ জন্য রাসুলুল্লাহ ﷺ সামনে অগ্রসর হওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন। মুসলিমগণ একদিন-একরাত হাঁটার পর তারা বেশ ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। দীর্ঘ ক্লান্তির সফর শেষে একটু বিশ্রামের সুযোগ হয়েছিল তাদের। তাই গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়েন তারা। ফলে তাদের মাঝে যে ফিতনা প্রসারের আশঙ্কা ছিল তা দমে যায়। - মারবিয়্যাতু গাজওয়াতি বনি মুসতালিক : ১/১৯০।

৫০৪. ইবনু হিশাম ﵀ কৃত আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ : ২/২৯১।

৫০৫. সুনানুত তিরমিজি : ১৫৮২।

ইমাম নববি ﵀ বলেন, 'এ হাদিসটি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সহিষ্ণুতার অনুপম নিদর্শন বহন করে।

যখন বড় কোনো ক্ষতি প্রতিহত করতে গিয়ে কোনো প্রশংসনীয় কাজ ত্যাগ করতে হয় কিংবা ছোট কোনো ক্ষতি স্বীকার করে নিতে হয়, তখন তা-ই করতে হবে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ মানুষদের সাথে আকৃষ্টময় আচরণ করতেন। বেদুইন ও মুনাফিকরা তাকে যে কষ্ট দিত, তার ওপর তিনি ধৈর্যধারণ করতেন; যাতে মুসলিমদের দাপট বিরাজমান থাকে। ইসলামের দাওয়াত পূর্ণতায় পৌঁছে, যারা ইসলাম গ্রহণ করার মতো অবস্থায় আছে, তাদের অন্তর যেন ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়, অন্যরাও যেন ইসলামের প্রতি আগ্রহী হয়। মানুষকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য রাসুলুল্লাহ ﷺ তাদের অর্থ দিয়েও সাহায্য করতেন।

এ কারণেই রাসুলুল্লাহ ﷺ মুনাফিকদের হত্যা করেননি। তারা ওপরে ওপরে নিজেদের মুসলিম হিসেবে জাহির করত। আর শরিয়ত আদেশ দিয়েছে মানুষের বাহ্যিকতা দেখে তার বিচার করতে এবং মানুষের অভ্যন্তরীণ বিষয়াদি আল্লাহর কাছে সোপর্দ করতে। এ সকল মুনাফিককেও রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবিদের মাঝে গণনা করা হতো। মুনাফিকরাও রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে যুদ্ধ করত। যদিও তাদের কারও উদ্দেশ্য থাকত দেশপ্রেম, জাতীয়তার চেতনা ও দুনিয়া অর্জন।'[৫০৬]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ﵀ বলেন, 'অনিষ্টতার পথ রুদ্ধ করার তৃতীয় দলিল : মদিনার মুনাফিকদের হত্যা করাই ছিল কল্যাণকর। কিন্তু রাসুলুল্লাহ ﷺ তাদের হত্যা করেননি। কারণ, হত্যা করলে মানুষ বলত, মুহাম্মাদ ﷺ নিজ সাথিদের হত্যা করে। এর ফলে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, তারা ইসলামের প্রতি বিরূপ ধারণা পোষণ করবে। যারা মুসলিম হয়নি, তারা এর কারণে ইসলাম থেকে দূরে সরে যাবে। আর এমন বিরূপতা সৃষ্টি করা হারাম।'[৫০৭]

---

৫০৬. ইমাম নববি ﵀ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ১৬/১৩৯।
৫০৭. ইকামাতুদ দলিল আলা ইবতালিত তাহলিল : ৩/৪৭১।

মুনাফিকদের ওপর ইসলামের প্রকাশ্য হুকুমগুলো প্রয়োগ করতেন

মুনাফিকদের সাথে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণনীতি ছিল—যতক্ষণ তারা ইসলাম প্রকাশ করত, ততক্ষণ তাদের ওপর ইসলামের প্রকাশ্য হুকুমগুলো প্রয়োগ করতেন।

দুনিয়ার বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ ﷺ একজন মুসলিমের সাথে যেমন আচরণ করতেন, একই রকম আচরণ করতেন মুনাফিকদের সাথে। প্রকাশ্য বিধানগুলোর ক্ষেত্রে মুসলিম ও মুনাফিকের মাঝে পার্থক্য করতেন না তিনি।

ইমাম শাফিয়ি ﵀ বলেন, 'কুফরিতে থাকার পর যে ব্যক্তি ইমানের বহিঃপ্রকাশ করল, তার জন্য একজন মুসলিমের বিধিবিধান প্রযোজ্য হবে। যেমন : ওয়ারিশ হওয়া, বিয়ে করা ইত্যাদি।'[৫০৮]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ﵀ বলেন, 'কেউ বাহ্যিকভাবে ইমান গ্রহণ করলেই পার্থিব জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট ইসলামের হুকুমগুলো প্রযোজ্য হয়ে থাকে। পার্থিব জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট ইসলামের হুকুমগুলো প্রযোজ্য হওয়ার জন্য কারও আন্তরিক ইমান জরুরি নয়। বাহ্যিকভাবে ইমান আনলেই দুনিয়াসংক্রান্ত বিধানগুলো তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। কিন্তু আখিরাতের সৌভাগ্য অর্জন করতে হলে আন্তরিক ইমান অত্যাবশ্যক।

মুনাফিকরা বলত, আমরা আল্লাহর প্রতি ইমান এনেছি, ইমান এনেছি আখিরাতের ওপর; অথচ আদতে তারা মুমিন ছিল না। তারা যদিও বাহ্যিকভাবে মুসলিমদের মতো চলাফেরা করত, সাহাবিদের সাথে সালাত পড়ত, রোজা রাখত, হজ করত, জিহাদও করত। মুসলিমরাও তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক বজায় রাখতেন, একে অপরের ওয়ারিশ হতেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর যুগের মুনাফিকদের ক্ষেত্রে এমনটাই দেখা গেছে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ এসব মুনাফিকদের ক্ষেত্রে কাফিরদের বিধান আরোপ করেননি। না তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ করেছেন, আর না ওয়ারিশ হওয়ার মতো প্রভৃতি বিধান তাদের ক্ষেত্রে হারাম করেছেন।

---

৫০৮. কিতাবুল উম্ম : ৬/১৬৬।

এমনকি যখন সবচেয়ে প্রসিদ্ধ মুনাফিক আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সালুল মারা গেল তার ছেলে আব্দুল্লাহ ﷺ তার ওয়ারিশ হলেন। ছেলে আব্দুল্লাহ ﷺ ছিলেন উত্তম মুমিনদের একজন। এমনিভাবে মুনাফিকদের মধ্য থেকে যে-ই মারা যেত, অন্যরা তার ওয়ারিশ হতো। আবার যখন কোনো মুনাফিকের মুসলিম কোনো আত্মীয় মারা যেতেন, অন্যান্য মুসলিমের সাথে সে মুনাফিকও তার ওয়ারিশ হতো। যদিও অজানা ছিল না যে, এ লোকটি একটা মুনাফিক। যদিও আখিরাতের জীবনে জাহান্নামের নিম্নস্তর তাদের জন্য অবধারিত ছিল, তবুও তারা মুমিনদের ওয়ারিশ হতো, মুমিনরাও তাদের ওয়ারিশ হতেন। এ ছাড়াও অন্যান্য হক ও হদের ক্ষেত্রে তারা মুসলিমদের মতোই বিবেচ্য হতো।'[৫০৯]

যতদিন এসব মুনাফিকের মাঝে কুফর বা নিফাকের স্পষ্ট আলামত পাওয়া না যেত, ততদিন তাদের সাথে মুসলিমদের মতো আচরণ করা হতো। যদি তাদের কারও মাঝে কুফর বা নিফাকের কোনো আলামত স্পষ্ট পাওয়া যেত এবং তা কুফর বা নিফাক বলে সাব্যস্ত হতো, তবে তখন তাদের সাথে কাফিরদের প্রতি আচরণ করার ন্যায় আচরণ করা হতো। তাদের ওপর রিদ্দার হদ কায়িম করা হতো।

আমাদের বর্তমান সময়ে অনেকের মাঝে স্পষ্ট নিফাক দেখা যায়। অনেক মানুষরূপী শয়তানের মাঝে স্পষ্ট কুফরি দেখা যায়। তারা তো হত্যার উপযুক্ত। কিন্তু একটি ভুল মানুষের মাঝে প্রচলন হয়ে গেছে। 'রাসুলুল্লাহ ﷺ মুনাফিকদের হত্যা করেননি' বলে তারা দলিল দেয় এবং মারাত্মক একটি ভুল করে বসে। এ ফাঁকে সেসব মুনাফিক ও মুরতাদ যা ইচ্ছে তা বলে যায় ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে।

দলিল দিতে গিয়ে ভুল করে বসা এসব লোক আসলে মুনাফিকদের সাথে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণনীতি পূর্ণরূপে বুঝতে পারেননি। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর যুগের মুনাফিকরা নিজেদের নিফাকি গোপন রাখত। যদিও-বা কখনো সখনো মুখ ফসকে নিফাকিমূলক কিছু বের হয়ে যেত, তবুও তাদের ওপর স্পষ্ট প্রমাণ প্রতিষ্ঠা হতো না। কেননা, তারা সাথে সাথে অস্বীকার করত এবং মিথ্যা শপথ করত। এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন :

---

৫০৯. মাজমুউল ফাতাওয়া : ৭/২০১। ঈষৎ পরিমার্জিত।

اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً

'তারা তাদের শপথসমূহকে ঢালরূপে ব্যবহার করে।'[৫১০]

অর্থাৎ তারা মিথ্যা শপথ করে নিজেদের প্রাণ বাঁচিয়ে নেয়।

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ

'তারা আল্লাহর নামে শপথ করে বলছে যে, তারা কিছুই বলেনি; অথচ নিশ্চিতই তারা কুফরি কথা বলেছিল।'[৫১১]

ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করতে তাদের ওজর ও শপথ গ্রহণ করতেন

জাইদ ﷺ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে আমরা এক যুদ্ধের সফরে বের হলাম। এ সফরে বেশ কষ্ট স্বীকার করতে হয়। আমি তখন আব্দুল্লাহ বিন উবাইকে তার সাথিদের উদ্দেশে বলতে শুনলাম, "তোমরা রাসুলের সঙ্গীদের জন্য ব্যয় করো না। এতে তারা তার আশপাশ থেকে চলে যাবে। আর মদিনায় ফিরে গেলে আমরা সম্মানিতরা হীন লোকদের বের করে দেবো।"

এ বিষয়টি আমি আমার চাচার[৫১২] কানে তুললাম। তিনি নবিজি ﷺ-এর কাছে বিষয়টি উপস্থাপন করলেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাকে ডাকলেন। আমি তাকে যেভাবে শুনেছি, সেভাবে বললাম। এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ আব্দুল্লাহ বিন উবাই ও তার সঙ্গীদের ডেকে পাঠালেন। কিন্তু তারা শপথ করে বলল যে, তারা এর কিছুই বলেনি। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ তাদের সত্যায়ন করলেন এবং আমাকে অবিশ্বাস করলেন। প্রবল এক উদ্বেগ গ্রাস করল আমাকে। এমন উদ্বেগ-বিমর্ষতা ইতিপূর্বে কখনো আমি অনুভব করিনি। আমি বাড়িতে চলে এলাম।[৫১৩]

---

৫১০. সুরা আল-মুনাফিকুন, ৬৩ : ২।

৫১১. সুরা আত-তাওবা, ৯ : ৭৪।

৫১২. চাচা দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে সাদ বিন উবাদা ﷺ। তিনি জাইদ ﷺ-এর আপন চাচা ছিলেন না। তারা দুজন ছিলেন খাজরাজ গোত্রের সদস্য। আর সাদ ﷺ ছিলেন গোত্রের নেতা।

৫১৩. এক বর্ণনায় এসেছে, রাসুল ﷺ জাইদ ﷺ-এর উদ্দেশে বললেন, 'হয়তো তুমি ভুল শুনেছ। তোমার হয়তো এ বিষয়ে বিভ্রম হয়েছে।' - ওয়াকিদি ﷺ কৃত আল-মাগাজি : ২/৪১৭। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর এমন বলার কারণ হচ্ছে, গোত্রের একজন নেতাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা এবং ছোট এক বালকের সত্যায়ন করার মতো পরিস্থিতি তখন ছিল না।

আমার চাচা আমাকে বললেন, "তুমি কি এটাই চাইছিলে যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ তোমাকে অবিশ্বাস করুক এবং তোমাকে ঘৃণা করুক!?"

তাদের কথায় আমার মনে প্রচণ্ড কষ্ট অনুভূত হলো। কষ্টটা ততক্ষণ ছিল, যতক্ষণ না আল্লাহ তাআলা সুরা মুনাফিকুন নাজিল করলেন :

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ

"মুনাফিকরা যখন তোমার নিকট আসে, তখন তারা বলে, "আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রাসুল।" আর আল্লাহ জানেন যে, তুমি নিশ্চয়ই তাঁর রাসুল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।"

هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّوا ۗ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ- يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ۚ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ

"তারাই বলে, "আল্লাহর রাসুলের সাহচর্যে যারা আছে, তাদের জন্য ব্যয় করো না। পরিণামে তারা আপনাআপনি (তার পাশ থেকে) সরে যাবে।" ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের ধনভাণ্ডার তো কেবল আল্লাহরই, কিন্তু মুনাফিকরা তা বোঝে না। তারা বলে, "আমরা মদিনায় প্রত্যাবর্তন করলে সম্মানিতরা হীন লোকদের বহিষ্কার করবেই।" কিন্তু সম্মান তো একমাত্র আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও মুমিনদেরই। কিন্তু মুনাফিকরা এটা জানে না।"[৫১৪]

---

৫১৪. সুরা আল-মুনাফিকুন, ৬৩ : ১, ৭-৮

এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি উপস্থিত হলে তিনি আমাকে আয়াতগুলো পড়ে শুনান এবং বলেন, "আল্লাহ তোমাকে সত্যায়ন করেছে, হে জাইদ।"[৫১৫]

জাইদ বিন আরকাম ﷺ বলেন, "এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ সেসব লোককে ডেকে পাঠালেন, যাতে তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে পারেন। কিন্তু তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়।"'[৫১৬]

হাদিস থেকে শিক্ষা

- যদিও কোনো সম্প্রদায়ের বড়দের থেকে ত্রুটি প্রকাশ পায়। প্রমাণও যদি তাদের ত্রুটির প্রতি ইঙ্গিত করে। তবুও তাদের ও তাদের সম্প্রদায়ের লোকদের আকৃষ্ট করার জন্য তাদের ভর্ৎসনায় শিথিলতা করতে হবে, তাদের ওজর-আপত্তি গ্রহণ করতে হবে, তাদের শপথের সত্যায়ন করতে হবে। দেখা গেছে সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় কাউকে তার ত্রুটির যথোচিত শাস্তি দিলে সম্প্রদায়ের তার অনুসারী সাধারণ লোকগুলো ইসলামের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে পড়বে।

- সাধারণ অবস্থায় যেসব কথা বলা জায়িজ নয়, সাধারণ অবস্থায় যেসব কথা গিবত ও চোগলখুরি হয়ে থাকে—ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা করলে ও গিবত-চোগলখুরির ক্ষতির চেয়ে অন্য কোনো কল্যাণ অগ্রাধিকার যোগ্য হলে সে ক্ষেত্রে এমন কথা প্রকাশ করা জায়িজ আছে।[৫১৭]

---

৫১৫. অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পেছনে সফর করতে থাকলাম। চিন্তার বিষণ্নতায় মাথা নত করে নিয়েছিলাম। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে এসে আমার কান মলে দিলেন এবং হাসি দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। যদি এ হাসির পরিবর্তে আমাকে দুনিয়াতে চিরস্থায়ী আবাস দেওয়া হতো, তবুও আমি এতটা খুশি হতাম না। এরপর আবু বকর ﷺ আসলেন আমার কাছে। বললেন, "রাসুলুল্লাহ ﷺ তোমাকে কী বললেন?" আমি বললাম, "তিনি কিছুই বলেননি। কেবল আমার কান মলে হেসে দিলেন।" আবু বকর ﷺ বললেন, "সুসংবাদ গ্রহণ করো।" এরপর উমর ﷺ এলেন আমার কাছে। আবু বকর ﷺ-কে যে উত্তর দিয়েছিলাম, তাকেও একই উত্তর দিলাম। পরদিন সকালবেলা রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাদের সুরা মুনাফিকুন শুনালেন। দেখুন, সুনানুত তিরমিজি : ৩৩১৩।

৫১৬. সহিহুল বুখারি : ৪৯০০, সহিহু মুসলিম : ২৭৭২, সুনানুত তিরমিজি : ২৭৭২।

৫১৭. ফাতহুল বারি : ৮/৬৪৬।

তাদের উদ্দেশ্য করে সুরা মুনাফিকুন তিলাওয়াত করতেন

মুনাফিকদের ভর্ৎসনা ও তাওবার প্রতি তাদের উৎসাহিত করতে প্রতি জুমআর সালাতে সুরা মুনাফিকুন তিলাওয়াত করতেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, 'নবিজি ﷺ জুমআর দিন ফজরের সালাতে (الم - تَنزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ) তথা সুরা সাজদা এবং (هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا) তথা সুরা দাহর তিলাওয়াত করতেন। আর জুমআর সালাতে সুরা জুমুআ ও সুরা মুনাফিকুন তিলাওয়াত করতেন।'[৫১৮]

হাদিসের ব্যাখ্যা

ইমাম নববি ﷺ বলেন, 'আলিমগণ বলেন, সুরা জমুআ পড়ার পেছনে হিকমত হচ্ছে, এ সুরাটিতে জুমআর ওয়াজিব করণীয়সহ অন্যান্য বিধান বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়াও বিবিধ নিয়মনীতি বর্ণিত হয়েছে। তাওয়াক্কুল, জিকিরসহ নানা বিষয়ে উৎসাহিত করা হয়েছে।

অন্যদিকে সুরা মুনাফিকুন তিলাওয়াত করতেন উপস্থিত লোকদের সাবধান করার জন্য, তাওবা করার প্রতি উৎসাহিত করার জন্য, এ ছাড়াও বিবিধ নিয়মনীতি জানানোর জন্য। কারণ, এ দিনই মসজিদে বেশি সংখ্যক মানুষ একত্রিত হতেন।'[৫১৯]

রাসুলুল্লাহ ﷺ যদিও ইবনে উবাইকে ক্ষমা করে দিতেন, তার সাথে কোমল আচরণ করতেন, তার দেওয়া প্রতিটি কষ্টে ধৈর্য ধরতেন, পরিশেষে ইবনে উবাইয়ের কটু আচরণের শিকার হলেন রাসুল-পরিবারের অন্যতম একজন সদস্য। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ এ মুনাফিকের সাথে আচরণে কঠোরতা করলেন এবং তার বিরুদ্ধে সাহায্য চাইলেন।

গাজওয়ায়ে বনি মুসতালিকের সময় মুনাফিকরা দুটি ষড়যন্ত্র করে। প্রথমটি ব্যর্থ হয়ে যায়। এরপর তারা জাহিলি যুগের নিকৃষ্ট গোত্রপ্রীতি ছড়িয়ে দেওয়ার

---

৫১৮. সহিহু মুসলিম : ৮৭৯।
৫১৯. ইমাম নববি ﷺ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ৬/১৬৭।

জন্য এক ঘোর ষড়যন্ত্র করে। মুনাফিকরা এবার আয়িশা ﵂-এর বিরুদ্ধে অপবাদ আনল। এটাকে কুরআনে 'ইফক' (অপকর্মের অপবাদ) বলা হয়েছে। এ ষড়যন্ত্রের মূলভাগে ছিল মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সালুল। আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ۚ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ

'যারা এ অপবাদ উত্থাপন করেছে, তারা তোমাদেরই একটি দল। এটাকে তোমাদের জন্য ক্ষতিকর মনে কোরো না; বরং তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তাদের প্রত্যেকের জন্য আছে প্রতিফল যতটুকু পাপ সে করেছে। আর এ ব্যাপারে যে নেতৃত্ব দিয়েছে, তার জন্য আছে মহাশাস্তি।'[৫২০]

ইফকের ঘটনায় প্রথম ইবনে সালুলই মুখ খোলে। লোকদের কাছে বলে বেড়ায়। তার মতাদর্শের মানুষগুলোকে একত্র করে তাদের কাছে বলে। প্রচার করতে থাকে। নিজের সাঙ্গোপাঙ্গোদের কাছে বারবার এটি তুলে ধরে।

তারা যখন এ কথাটি রটিয়ে দিতে সক্ষম হয়, তখন কিছু মুমিনের ওপরও প্রভাব ফেলে এটি। এ সকল মুমিনদের পদস্খলন ঘটে। তারাও মুনাফিকদের মতো বিষয়টি বলতে থাকে। যাচাই-বাছাই ছাড়াই এবং ইবনে উবাইয়ের কূটকৌশল না বুঝেই কয়েকজন মুমিন এ মারাত্মক গুনাহে জড়িত হয়ে পড়ে।

বিষয়টি একসময় গুরুতর রূপ ধারণ করতে শুরু করে। নবিজি ﷺ ও মুসলমানগণ বেশ কষ্ট অনুভব করতে লাগলেন। তখন নবিজি ﷺ সাহাবিদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখলেন। বললেন, 'কে আমাকে সাহায্য করবে এমন এক লোকের বিরুদ্ধে, যে কষ্ট দিতে দিতে এবার আমার পরিবার নিয়েও আমাকে কষ্টে ফেলে দিয়েছে। আল্লাহর কসম, আমি আমার পরিবারের ব্যাপারে উত্তম বৈ মন্দ কিছু জানি না। তারা এমন এক ব্যক্তিকে জড়িয়ে বলছে, যার ব্যাপারে

---

৫২০. সুরা আন-নুর, ২৪ : ১১।

উত্তম বৈ মন্দ কিছু জানি না আমি। সে আমার পরিবারের কাছে আমার সাথেই আসত।'

আওস গোত্রের সাদ বিন মুআজ ﷺ দাঁড়িয়ে বললেন, 'আল্লাহর রাসুল, আল্লাহর শপথ, আমি আপনাকে সাহায্য করব তার বিরুদ্ধে। যদি সে আওস গোত্রের কেউ হয়, তবে আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেবো। আর যদি সে খাজরাজ গোত্রের আমাদের ভাইদের কেউ হয়, তবে আপনি যেভাবে আদেশ দেন, সেভাবেই আমরা পালন করব।'

আয়িশা ﷺ বলেন, 'খাজরাজ গোত্রের নেতা সাদ বিন উবাদা—তিনি সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু তার গোত্রপ্রীতি তাকে মূর্খামিতে উদ্যত করেছে—তখন দাঁড়িয়ে গেলেন। সাদ বিন মুআজ ﷺ-এর উদ্দেশে বললেন, "আল্লাহর শপথ, তুমি মিথ্যে বলছ। তুমি তাকে হত্যা করবে না। তুমি তাকে হত্যা করতে পারবে না।" এবার সাদ বিন মুআজ ﷺ-এর চাচাতো ভাই উসাইদ বিন হুজাইর ﷺ দাঁড়িয়ে সাদ বিন উবাদাকে বললেন, "আল্লাহর শপথ, তুমি মিথ্যা বলছ। আমরা অবশ্যই তাকে হত্যা করব। তুমি একজন মুনাফিক, আরেকজন মুনাফিকের পক্ষে তর্ক করছ।"

আওস ও খাজরাজ একে অপরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হয়ে উঠল। এমনকি তাদের ঝগড়া যুদ্ধের ইচ্ছে পর্যন্ত গড়াল। রাসুলুল্লাহ ﷺ তখনো মিম্বরের ওপর। তিনি নেমে এসে তাদের শান্ত করলেন। তারাও চুপ হয়ে গেলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ-ও আর কিছু বললেন না।'[৫২১]

▶ হাদিস থেকে শিক্ষা

- বাতিলদের প্রতি পক্ষপাতিত্বের ফলে একজন ব্যক্তি মন্দ নামে ভূষিত হতে পারে।
- ঝগড়া হলে তা থামিয়ে দিতে হবে। ফিতনার আগুন নির্বাপণ করতে হবে। ফিতনার মাধ্যম ও কারণগুলো প্রতিহত করতে হবে।

---

৫২১. সহিহুল বুখারি : ২৬৬১, সহিহু মুসলিম : ২৭৭০।

- দুটি ক্ষতির মধ্য হতে কম ক্ষতিকরটি গ্রহণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কষ্ট হলেও ধৈর্যধারণ করতে হবে।
- কেউ অন্তরঙ্গ বন্ধু হলেও রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর বিরোধিতা করলে তার থেকে দূরে সরে আসতে হবে।
- যে ব্যক্তি কথা বা কাজের মাধ্যমে নবিজি ﷺ-কে কষ্ট দেবে, তাকে হত্যা করতে হবে। সাদ বিন মুআজ رضي الله عنه হত্যার কথা বললেন রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে, আর রাসুলুল্লাহ ﷺ-ও তার প্রতিবাদ না করে মৌনসম্মতি দিয়েছেন।[৫২২]

মুনাফিকরা সর্বদা মুসলিম সমাজে ফিতনা সৃষ্টির চেষ্টা করত। কখনো তারা মুসলমানদের জিহাদ বিমুখ করার চেষ্টা করত। যেমনটি তারা উহুদ যুদ্ধের সময় করেছিল। মুসলিম সেনাদলের এক-তৃতীয়াংশ নিয়ে তারা পেছনে ফিরে গিয়েছিল। কখনো তারা গোত্রচেতনা উসকে দিত। বনি মুসতালিকের ঘটনাটি এর একটি উদাহরণ। কখনো ইমানদার ও নেক লোকদের মন-মানসিকতায় বিকৃতি প্রবেশ করানোর চেষ্টা করত। যেমনটা তারা করেছিল মুমিন-জননী আয়িশা رضي الله عنها-এর ঘটনায়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ মুনাফিকদের এসব ষড়যন্ত্র হিকমত, ধৈর্য ও সতর্কতার সাথে মোকাবিলা করতেন। তারা একসময় হিদায়াত পাবে, সত্যের পথে ফিরে আসবে, এ আশায় তিনি তাদের ক্ষমা করে দিতেন।

একদল মুনাফিক তাবুক যুদ্ধে না যাওয়ার অনুমতি চাইল

রাসুলুল্লাহ ﷺ তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতি সম্পন্ন করলে একদল মুনাফিক জিহাদে না যাওয়ার জন্য অনুমতি চাইল। সময়টা ছিল নবম হিজরির রজব মাস। এ সময়ে সফর করা কষ্টকর ছিল, তখন চারদিকে খরাও ছিল প্রবল। সময়টা ছিল ফল পাকার। মানুষ এ সময়টা তাদের নতুন তোলা ফলের মাঝে, রৌদ্র ছেড়ে ছায়ায় কাটাতে চাইছিল। তাদের দৃষ্টি থেকেই বোঝা যেত, এ অবস্থায় যুদ্ধযাত্রা করা মোটেই তাদের জন্য সুখকর নয়।

---

৫২২. ফাতহুল বারি : ৮/৪৮০।

রাসুলুল্লাহ ﷺ যখন কোনো যুদ্ধে বের হতেন, তখন কোন স্থানে যুদ্ধ করবেন, কোন দিকে যুদ্ধ করবেন যাবতীয় বিষয় গোপন রাখতেন। দেখাতেন একটা, কিন্তু করতেন ভিন্নটা। যেমন যদি তিনি পূর্ব দিকে কোথাও যুদ্ধে যাওয়ার মনস্থ করতেন, তখন পশ্চিম দিকের বিভিন্ন বিষয় জিজ্ঞেস করতেন। সফরের জন্য প্রস্তুতি নিতেন। সকলে মনে করত তিনি পশ্চিম দিকেই যাত্রা করবেন।[৫২৩] কিন্তু তাবুক যুদ্ধের সময় তিনি স্পষ্ট সবকিছু উল্লেখ করে দিলেন। কারণ, একে তো দূরত্ব বেশি ছিল, তার ওপর সময়টা বেশ কষ্টকর ছিল।

অনেক মুনাফিক এসে যুদ্ধে না যাওয়ার জন্য সামান্য সামান্য ওজর দিতে লাগল। রাসুলুল্লাহ ﷺ তাদের ওজর কবুল করলেন, তাদের অব্যাহতি দিলেন।

অব্যাহতি যারা চেয়েছিল, আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সালুল ও জাদ বিন কাইস তাদের অন্যতম। মুনাফিকরা পরস্পর বলতে লাগল, তোমরা এ গরমে বের হোয়ো না। আল্লাহ তাআলা তাদের এ গোপন সলা-পরামর্শের কথা ফাঁস করে দিলেন। নবিজি ﷺ তাদের একাংশকে অনুমতি দিয়েছিলেন, সে জন্য আল্লাহ তাঁর নবিকে তিরস্কার করলেন :

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللهِ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ ۗ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا ۚ لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ - فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

'পেছনে থেকে যাওয়া লোকেরা আল্লাহর রাসুল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসে থাকতে পেরে আনন্দ লাভ করেছে, আর জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর রাহে জিহাদ করতে অপছন্দ করেছে এবং বলেছে, "এই গরমের মধ্যে অভিযানে বের হোয়ো না।" বলে দাও, "উত্তাপে জাহান্নামের আগুন প্রচণ্ডতম; যদি তাদের বিবেচনা শক্তি থাকত।" অতএব, তারা (দুনিয়ায়) সামান্য হেসে নিক। অতঃপর তারা (আখিরাতে) প্রচুর কাঁদবে সেসব কাজের বিনিময়ে, যা তারা অর্জন করেছিল।"[৫২৪]

---

৫২৩. ফাতহুল বারি : ৬/১৫৯। ঈষৎ পরিমার্জিত।

৫২৪. সুরা আত-তাওবা, ৯ : ৮১-৮২।

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوكَ وَلَٰكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ۚ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

'দুনিয়াবি কোনো স্বার্থ থাকলে আর যাত্রা সহজ হলে তারা অবশ্যই তোমার সাথে যেত। কিন্তু পথ তাদের কাছে দীর্ঘ ও ভারী মনে হয়েছে। অচিরেই তারা আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে, "আমরা যদি পারতাম, তাহলে অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে বের হতাম।" আসলে তারা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস করছে। আর আল্লাহ জানেন যে, তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।'[৫২৫]

'আমরা যদি পারতাম, তাহলে অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে বের হতাম।'—অর্থাৎ অচিরেই তারা শপথ করে করে বলবে যে, থেকে যাওয়ার পেছনে তাদের অনেক ওজর ছিল। তারা সেসব ডিঙিয়ে যুদ্ধ যাত্রা করতে সক্ষম ছিল না।

'আসলে তারা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস করছে'—জিহাদ না করে বসে থেকে, মিথ্যা বলে ও অবাস্তব কথা বলে তারা নিজেরা নিজেদের ধ্বংস করছে।

এরপর আল্লাহ তাআলা তাঁর নবিকে তিরস্কার করে বলেন :

عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ

'আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করেছেন। কারা সত্য বলেছে, তা স্পষ্ট না হতেই আর মিথ্যাবাদীদের তুমি না চিনেই কেন তাদের অব্যাহতি দিয়ে দিলে!'[৫২৬]

অর্থাৎ জিহাদ থেকে পেছনে থেকে যাওয়ার অনুমতি তাদের দিয়েছিলে তুমি, সে জন্য আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তাদের মাঝে যে সত্য

---

৫২৫. সুরা আত-তাওবা, ৯ : ৪২।
৫২৬. সুরা আত-তাওবা, ৯ : ৪৩।

বলছে, তার সত্য ওজর আছে না আছে, এসব পরীক্ষা না করেই তুমি তাদের অব্যাহতি দিয়ে দিলে![৫২৭]

তারা অব্যাহতির অনুমতি চাওয়ার সাথে সাথে কেন তুমি তাদের অনুমতি দিয়ে দিলে! যদি তুমি তাদের কাউকে অনুমতি না দিতে, তখন জানতে পারতে তাদের মাঝে সত্যিকারার্থে তোমার অনুসারী কে আর কে নয়। কারণ, তারা এর আগেও জিহাদে না গিয়ে বসে থেকেছে অনুমতি নেওয়া ছাড়াই।[৫২৮]

তাবুক থেকে ফেরার পথে রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে ব্যর্থ হত্যাচেষ্টা

তাবুক অভিযানে অংশগ্রহণকারী কিছু মুনাফিক যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে নবিজি ﷺ-কে হত্যাচেষ্টা করলেও আল্লাহ তাঁর নবিকে রক্ষা করেছেন।

পনেরোজন লোক এ কথায় একমত হলো, তারা রাতের বেলা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর বাহনকে পাহাড়ি পথে নিয়ে যাবে। তারা সেখানেই তাদের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করবে।

আবু তুফাইল ؓ বলেন, 'তাবুক অভিযান থেকে ফেরার পথে রাসুলুল্লাহ ﷺ একজন ঘোষণাকারীকে আদেশ দিলে সে ঘোষণা করল, রাসুলুল্লাহ ﷺ আকাবার[৫২৯] পথ ধরে সামনে এগোবেন। অন্য কেউ যেন এ পথে না আসে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ সে পথে এগোলেন। পেছনে ছিলেন হুজাইফা ؓ। আর আম্মার ؓ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর বাহন সামনে থেকে টেনে নিচ্ছিলেন। এ সময় হঠাৎ করে একদল মুখোশপরা অশ্বারোহীদল কোথা থেকে যেন উঠে এল। তারা আম্মার ؓ-কে ঘিরে ধরল। আম্মার ؓ তাদের সওয়ারিগুলোর মুখের ওপর অনবরত আঘাত করতে থাকলেন। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ হুজাইফা ؓ-কে বললেন, "যথেষ্ট হয়েছে। যথেষ্ট হয়েছে।" একসময় রাসুলুল্লাহ ﷺ বাহন থেকে নেমে এলেন। ততক্ষণে আম্মার ؓ-ও ফিরে এসেছেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ আম্মার ؓ-কে বললেন, "আম্মার, তুমি কি জানো এরা কারা?"

---

৫২৭. তাফসিরুস সাদি : ১/৩৩৮।

৫২৮. তাফসিরু ইবনি কাসির : ৪/১৩৯।

৫২৯. আকাবা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, পাহাড়ের পথ।

"এরা মুখোশ পরে এলেও তাদের অধিকাংশ বাহন আমার চেনা।" উত্তর দিলেন আম্মার ﷺ।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তুমি কি জানো, তাদের উদ্দেশ্য কী ছিল?"

আম্মার ﷺ উত্তর দিলেন, "আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল ﷺ অধিক জ্ঞাত।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তারা আল্লাহর রাসুলকে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে তাকে হত্যা করতে চাইছিল।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ সে লোকদের থেকে তিনজনের ওজর কবুল করলেন। তারা রাসুলুল্লাহ ﷺ কাছে এসে বলল, "আল্লাহর কসম, আমরা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ঘোষণাকারীর ঘোষণা শুনিনি। আর আমরা জানিও না, এ দলটা কী উদ্দেশ্যে এসেছিল।"

আম্মার ﷺ তখন বললেন, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, বাকি বারোজন দুনিয়ার জীবনে এবং সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দিন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল ﷺ-এর সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করল।"'[৫৩০]

এ মুনাফিকগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলা নাজিল করেন :

وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا

'তারা ষড়যন্ত্র করেছিল কিন্তু তাতে সফল হয়নি।'[৫৩১]

ইমাম নববি ﷺ বলেন :

'এ হাদিসে বর্ণিত আকাবা অঞ্চল মিনা প্রান্তরের প্রসিদ্ধ সে আকাবা নয়, যেখানে আনসার সাহাবিদের বাইআত সংঘটিত হয়েছিল। এ আকাবাটি

---

৫৩০. মুসনাদু আহমাদ : ২৩২৮০। হাইসামি ﷺ কৃত মাজমাউজ জাওয়ায়িদ : ৬/১৯৫; তার সনদের বর্ণনাকারী সহিহ হাদিসের বর্ণনাকারী। শাইখ শুআইব আরনাউত ﷺ বলেন, ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী তার সনদটি শক্তিশালী। এ ঘটনার সারাংশ সহিহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। দেখুন, সহিহু মুসলিম : ২৭৭৯।

৫৩১. সুরা আত-তাওবা : ৭৪।

তাবুকের পথে অবস্থিত। মুনাফিকরা রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে হত্যা করার জন্য এ স্থানে একত্রিত হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ তাদের ষড়যন্ত্র থেকে তাঁর রাসুল ﷺ-কে রক্ষা করলেন।'[৫৩২]

ইমাম ইবনে আসির বলেন :

'কিছু মূর্খ বলে, হাদিসে উল্লিখিত এ আকাবাটি হচ্ছে সে-ই আকাবা, ইসলামের প্রথম যুগে যেখানে বাইআত নেওয়া হয়েছিল। এসব মূর্খদের মতে বাইআত প্রদানকারীদের মধ্য থেকেই একদল মুখোশ পরে এসেছিল আক্রমণের উদ্দেশ্যে।

কিন্তু এমনটা মোটেই নয়। রাসুলুল্লাহ ﷺ তাবুক অভিযান থেকে ফেরার পথে এ আকাবাটিতে যাওয়ার ঘোষণা দিয়ে ঘোষণাকারী বলেছিল, কেউ যেন আকাবায় আবির্ভূত না হয়। যখন রাসুলুল্লাহ ﷺ আকাবার পথ ধরে চলছিলেন, তখন মুখোশ পরে উপস্থিত হয় মুনাফিকদের এ দলটি। যেন তাদের কেউ না চিনতে পারে। তারা নিশ্চয়ই গুরুতর কোনো মন্দের ইচ্ছে নিয়েই এসেছিল। কিন্তু আল্লাহ তাদের সফল হতে দেননি।'[৫৩৩]

মুনাফিকদের ভীতি প্রদর্শন করতেন

নবিজি ﷺ কখনো মুখোশধারী এ মুনাফিক দলটিকে ভীতি প্রদর্শন করতেন। হুজাইফা رضي الله عنه বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমার সাহাবিদের মাঝে বারোজন মুনাফিক আছে। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। জান্নাতের ঘ্রাণও তারা পাবে না। এদের জন্য জান্নাতে প্রবেশ করা এতটাই অসম্ভব, যেমন সুচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করা অসম্ভব। তাদের আটজনের জন্য দুবাইলাহ-ই যথেষ্ট হবে। দুবাইলাহ হচ্ছে একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। এটি তাদের কাঁধে উত্থিত হয়ে তাদের বুকের ভেতর ছড়িয়ে পড়বে। এরপর তাদের মৃত্যু হবে।"'[৫৩৪]

---

৫৩২. ইমাম নববি رحمه الله কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ১৭/১২৬।
৫৩৩. জামিউল উসুল মিন আহাদিসির রাসুল : ১/৯৩০৬।
৫৩৪. সহিহু মুসলিম : ২৭৭৯।

'আমার সাহাবিদের মাঝে'—অর্থাৎ তারা আমার সাহাবি বেশে তাদের মাঝে লুকিয়ে আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা আমার সাহাবিদের মধ্যে পরিগণিত নয়। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন :

> وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ ۖ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ۖ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ ۖ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ۚ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ
>
> 'তোমাদের চারপাশে কতক বেদুইন হলো মুনাফিক। আর মদিনাবাসীদের কেউ কেউ নিফাকিতে অনঢ়। তুমি তাদের চেনো না, আমি তাদের চিনি। আমি তাদের দ্বিগুণ শাস্তি দেবো, (ক্ষুধা বা নিহত হওয়া এবং কবরের শাস্তি)। অতঃপর তাদের মহাশাস্তির দিকে ফিরিয়ে আনা হবে।'[৫৩৫]

এসব লোক আমার সাহাবিদের বেশ ধরে আছে। বাহ্যিকভাবে তারা আমার সাহাবি। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তারা আমার বিপক্ষে।

'বারোজন মুনাফিক'—এরা সেসব লোক, যারা মুখোশ পরে এসেছিল। রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁর এ কথার মাধ্যমে আকাবার রাতে ঘটা সে ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। যেখানে আল্লাহ তাঁর রাসুল ﷺ-কে রক্ষা করেছেন এবং তাকে সেসব আক্রমণকারীর নাম জানিয়ে দিয়েছেন।'[৫৩৬]

'তাদের জন্য যথেষ্ট হবে'—অর্থাৎ তাদের অনিষ্টতা প্রতিহত করবে।

'এটি তাদের কাঁধে উত্থিত হবে'—অর্থাৎ তাদের কাঁধে গরম ফোঁড়া উঠবে। এ থেকে যে উত্তাপ বের হবে, তার তাপ তাদের বুকে ছড়িয়ে পড়বে। ফোঁড়াটিকে আগুনের বাতির সাথে তুলনা দেওয়া হয়েছে এ হাদিসে। যার অর্থ হচ্ছে, আগুনের শিখা।[৫৩৭]

---

৫৩৫. সুরা আত-তাওবা, ৯ : ১০১।

৫৩৬. ফাইজুল কাদির : ৪/৪৫৪।

৫৩৭. মিরকাতুল মাফাতিহ : ৯/৩৮১৬।

অর্থাৎ দুনিয়াতে তাদের শাস্তি হচ্ছে, এ আট মুনাফিককে আল্লাহ তাআলা এ রোগের মাধ্যমে ধ্বংস করবেন।[৫৩৮]

বারোজন মুনাফিকের নাম হুজাইফাকে জানিয়েছিলেন

নবিজি ﷺ বারোজন মুনাফিকের নাম কেবল হুজাইফা ﵁-কেই জানিয়েছিলেন।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ﵀ বলেন, 'তাবুক অভিযানে যাওয়ার আগে নবিজি ﷺ সাহাবিদের যুদ্ধে যাওয়ার হুকুম করলেন। কিছু সংখ্যক লোক অভিযানে অংশ না নিয়ে পেছনে থেকে গেল। তাবুক অভিযানে যারা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে গিয়েছিলেন, তাদের মাঝে একদল লোক তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা চালায়। তাদের ষড়যন্ত্র ছিল রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর বাহনকে উপত্যকায় নিয়ে গিয়ে সেখানে তাঁকে হত্যা করা। কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি আসলে তিনি ব্যাপারটি জানতে পারলেন। ষড়যন্ত্রকারী সেসব মুনাফিকের নামও জানানো হলো তাঁকে। রাসুলুল্লাহ ﷺ সেসব নাম হুজাইফা ﵁-এর কাছে গোপন করে রাখলেন। এ জন্য হুজাইফা ﵁-কে বলা হয়, "সাহিবুস সির" বা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর গোপন কথার ধারক। তিনি ছাড়া সাহাবিদের মধ্যে অন্য কেউ সে নামগুলো জানত না। সহিহ হাদিসে এমনটাই সাব্যস্ত হয়েছে।'[৫৩৯]

ইবনে কাসির ﵀ বলেন, 'মুনাফিকদের এ দলটির প্রত্যেকের নাম জানতেন হুজাইফা ﵁। রাসুলুল্লাহ ﷺ একমাত্র তাকেই বলেছেন। তিনি ছাড়া অন্য কেউ জানত না সে মুনাফিক দলে কে কে ছিল। এ জন্য হুজাইফা ﵁-কে "সাহিবুস সির" বা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর গোপন কথার ধারক বলা হতো।'[৫৪০]

উরওয়া বিন জুবাইর ﵀ বলেন, 'আমরা জানতে পেরেছি যে, তাবুক অভিযানের পর রাসুলুল্লাহ ﷺ নিজ বাহন থেকে নামলেন। তখন তাঁর ওপর ওহি অবতীর্ণ হলো। তাঁর বাহনটি হাঁটু গেড়ে বসেছিল। একটু পর সেটি লাগাম টেনে খুলে উঠে দাঁড়াল। হুজাইফা ﵁ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর বাহন দেখতে পেয়ে

---

৫৩৮. আল-মুফহিম : ৭/৩৩৪।

৫৩৯. মাজমুউল ফাতাওয়া : ৭/২১১।

৫৪০. তাফসিরু ইবনি কাসির : ৪/১৮২।

বাহনের লাগাম ধরে ফেললেন এবং সেটিকে নিয়ে হেঁটে চললেন। কিছুক্ষণ পর দেখলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ এক জায়গায় বসা। হুজাইফা ﷺ উটকে বসালেন এবং নিজেও পাশে বসে পড়লেন। যতক্ষণ রাসুলুল্লাহ ﷺ না উঠলেন, ততক্ষণ তিনি সেখানে বসে ছিলেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ তার কাছে এসে বললেন, "কে?"

- হুজাইফা বিন ইয়ামান।
- আমি তোমার কাছে গোপন কথা গচ্ছিত রাখছি। কারও কাছে তুমি এ গোপন কথা প্রকাশ করবে না। অমুক অমুকের জানাজা পড়তে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে।

একসময় রাসুলুল্লাহ ﷺ ইনতিকাল করলেন। আবু বকর ﷺ-এর খিলাফতকালও শেষ হয়ে এল। এরপর এল উমর ﷺ-এর শাসনকাল। উমর ﷺ-এর সময়ে যখনই কেউ মৃত্যুবরণ করত, তিনি ধারণা করতেন এ লোকটি হয়তো সে মুনাফিক দলের একজন। উমর ﷺ তখন এসে হুজাইফা ﷺ-এর হাত ধরতেন, তাকে জানাজা পড়ার জন্য নিয়ে যেতে চাইতেন। যদি হুজাইফা ﷺ তার সাথে যেতেন, তবে তিনি সে লোকের জানাজা পড়তেন। কিন্তু যদি হুজাইফা ﷺ তার হাত ছাড়িয়ে নিতেন এবং তার সাথে যেতে অস্বীকৃতি জানাতেন, তখন উমর ﷺ জানাজায় অংশগ্রহণ না করে তার সাথে চলে যেতেন এবং অন্যদের জানাজা পড়ে নেওয়ার আদেশ দিতেন।'[৫৪১]

কিছু লোক মনে করে, রাসুলুল্লাহ ﷺ হুজাইফা ﷺ-কে সকল মুনাফিকের নাম জানিয়েছেন। এটা ভুল ধারণা। স্বয়ং নবিজি ﷺ -ও সকল মুনাফিককে চিনতেন না। তিনি মুনাফিকদের নির্দিষ্ট একটা অংশকে চিনতেন এবং তাদের নামধাম ও পরিচয় জানতেন। অন্য একটা অংশকে বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে চিনতেন। আর নবিজি ﷺ কেবল হুজাইফা ﷺ-কে তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্রকারী মুনাফিকদের নাম বলেছিলেন।

---

৫৪১. আস-সুনানুল কুবরা, বাইহাকি : ১৭২৯৭।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ ۖ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ۖ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ ۖ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ۚ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ

'তোমাদের চারপাশে কতক বেদুইন হলো মুনাফিক। আর মদিনাবাসীদের কেউ কেউ নিফাকিতে অনঢ়। তুমি তাদের চেনো না, আমি তাদের চিনি। আমি তাদের দ্বিগুণ শাস্তি দেবো, (ক্ষুধা বা নিহত হওয়া এবং কবরের শাস্তি)। অতঃপর তাদের মহাশাস্তির পানে ফিরিয়ে আনা হবে।'[৫৪২]

এ আয়াত এ বিষয়ে দলিল যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ সকল মুনাফিককে চিনতেন না। আল্লাহ তাঁকে মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য জানিয়েছেন। সে বৈশিষ্ট্যের আলোকে তিনি কিছু মুনাফিককে চিনে নিতেন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ ۚ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ

'আমি ইচ্ছা করলে তোমাকে তাদের পরিচয় দিতাম; ফলে তুমি তাদের চেহারা দেখে তাদের চিনতে পারতে। তুমি অবশ্যই কথার ভঙ্গিতে তাদের চিনতে পারবে। আল্লাহ তোমাদের কাজ সম্পর্কে অবগত।' [সুরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ৩০][৫৪৩]

তাবুক যুদ্ধে মুমিনদের নিয়ে মুনাফিকদের ঠাট্টা-বিদ্রুপ

তাবুক অভিযানে মুনাফিকদের প্রকাশ্য অপরাধ ছিল, তারা মুমিনদের নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেছিল। এ ঠাট্টা করার কারণে রাসুলুল্লাহ ﷺ ঠাট্টাকারীকে বেঁধে রাখার শাস্তি দিয়েছেন।

---

৫৪২. সুরা আত-তাওবা, ৯ : ১০১।

৫৪৩. তাফসিরু ইবনি কাসির : ৪/২০৪।

আব্দুল্লাহ বিন উমর ﷺ বলেন, 'গাজওয়ায়ে তাবুকের এক মজলিসে একদিন এক লোক বলল, "আমি এ বেদুইনদের মতো এত পেটুক, এত মিথ্যুক, শত্রুসম্মুখে এত ভীতু লোক কখনো দেখিনি।"[৫৪৪]

তখন মজলিসে উপস্থিত একজন বলে উঠলেন, "তুমিই মিথ্যুক। তুমিই তো আসলে মুনাফিক। অবশ্যই আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে অবহিত করব।" রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে সে মুনাফিকের ঠাট্টার কথা পৌঁছাল। এ ব্যাপারে কুরআন নাজিল হলো।'

ইবনে উমর ﷺ বলেন, 'এরপর আমি তাকে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর উটের পেটের সাথে বাঁধা অবস্থায় দেখিছি। মাটির পাথরের সাথে সে আহত হচ্ছিল আর বলছিল, "হে আল্লাহর রাসুল, আমরা তো কেবল কথার কথা বলছিলাম এবং একটু কৌতুক করছিলাম।"'[৫৪৫]

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন : "أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ" তোমরা কি আল্লাহর সাথে, তাঁর হুকুম-আহকামের সাথে এবং তাঁর রাসুলের সাথে ঠাট্টা করছিলে?" [সুরা আত-তাওবা, ৯ : ৬৫]'[৫৪৬]

وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ - لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۚ إِن نَّعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ

'আর যদি তুমি তাদের কাছে জিজ্ঞেস করো, তবে তারা বলবে, "আমরা তো কথার কথা বলছিলাম এবং কৌতুক করছিলাম।" আপনি বলুন, "তোমরা কি আল্লাহর সাথে, তাঁর হুকুম-আহকামের

---

৫৪৪. এত পেটুক তথা এসব বেদুইনরা বেশি বেশি খায়, তাই তাদের পেট বড় হয়। তারা খাদ্যলোভী, তাই সব সময় খাবারকে ঘিরেই তাদের যত চিন্তা। এত মিথ্যুক তথা তারা কেবল মিথ্যা কথাই বলে বেড়ায়। এত ভীতু তথা শত্রুদের সামনে তারা ভীত থাকে। শত্রুদের সাথে লড়াই না করে তাদের সামনে থেকে পালায়। আদতে এসব দোষ পূর্ণরূপে মুনাফিকদের মাঝে পাওয়া যায়, মুমিনদের মধ্যে নয়। - ইবনে উসাইমিন কৃত শারহু রিয়াজিস সালিহিন : ২/১০১।
৫৪৫. অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, আমরা তো সফরের ক্লান্তি দূর করছিলাম কিছু কৌতুক করে।
৫৪৬. তাফসিরুত তাবারি : ১৬৯১২।

সাথে এবং তাঁর রাসুলের সাথে ঠাট্টা করছিলে!" তোমরা এখন অজুহাত দেখিয়ো না। তোমরা তো ইমান আনার পর কুফরি করেছ। যদিও আমি তোমাদের মধ্য হতে কতককে ক্ষমা করে দিই, তবুও কতককে শাস্তি দেবোই। কারণ, তারা অপরাধী ছিল।'[৫৪৭]

আল্লাহর দ্বীন নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা নিফাকের আলামত। আল্লাহকে নিয়ে, তাঁর হুকুম-আহকাম নিয়ে ও তাঁর রাসুল ﷺ-কে নিয়ে ঠাট্টা করা কুফর। এমন কর্ম দ্বীন থেকে বের করে দেয়। কারণ, দ্বীনের মূল ভিত্তি দাঁড়িয়ে আছে আল্লাহকে সম্মান করা, তাঁর দ্বীন ও রাসুল ﷺ-কে সম্মান করার ওপর। এসব ভিত্তির কোনোটিকে নিয়ে ঠাট্টা করা মূলভিত্তির বিরোধী ও বিপরীত। ইমান ভঙ্গের কারণগুলোর অন্যতম কারণ এটি।

হাদিসে আমরা দেখেছি, মুনাফিকটি যদিও ওজর পেশ করেছিল, কিন্তু রাসুলুল্লাহ ﷺ কেবল এতটুকুই বলেছিলেন, তোমরা কি আল্লাহর সাথে, তাঁর হুকুম-আহকামের সাথে এবং তাঁর রাসুলের সাথে ঠাট্টা করছিলে! তোমরা এখন অজুহাত দেখিয়ো না, তোমরা তো ইমান আনার পর কুফরি করেছ।

কেউ হয়তো বলতে পারেন, এ ঘটনায় তো দ্বীন নিয়ে সরাসরি কোনো বিদ্রুপ করেনি লোকটি; বরং মুমিনদের একটা অংশকে নিয়ে ঠাট্টা করা হয়েছে।

উত্তরে আমরা বলব, মুমিনদের সে অংশটাকে তাদের ব্যক্তিত্ব বা গোত্রের কারণে ঠাট্টা করা হয়নি; বরং তাদের দ্বীনের কারণে ঠাট্টা করেছিল সে লোকটি।

সুরা তাওবার একটি নাম الْفَاضِحَة (ফাঁসকারী/মুখোশ উন্মোচনকারী)। কারণ, এ সুরাটি মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচন করে দিয়ে তাদের আসল চেহারা উপস্থাপন করেছে সকলের সামনে। তাদের গোপন কথা, তাদের ষড়যন্ত্র, তাদের নিকৃষ্ট লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, তাদের বিদ্রুপ ও হিংসাত্মক কথাবার্তা, মুসলিম সমাজের ধ্বংসসাধনে তাদের গৃহীত পদক্ষেপ সব ফাঁস করে দেওয়া হয়েছে।

---

৫৪৭. সুরা আত-তাওবা, ৯ : ৬৫-৬৬।

সাইদ বিন জুবাইর ﷺ বলেন :

'আমি ইবনে আব্বাস ﷺ-কে বললাম, "সুরা তাওবা।" তিনি বললেন, "এটি الفَاضِحَة (ফাঁসকারী/মুখোশ উন্মোচনকারী)।" এ সুরাটি 'وَمِنْهُمْ' 'وَمِنْهُمْ' (তাদের একদল এ করেছে, তাদের একদল এ করেছে) বলে বলে আয়াত নাজিল হয়েই যাচ্ছিল। ফলে সবাই ধারণা করছিল, এমন কোনো লোক বাকি থাকবে না, যার সম্পর্কে সব বলা হবে না। সবারই কথা প্রকাশ করে দেওয়া হবে।'[৫৪৮]

মুনাফিকদের বিরুদ্ধে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর রাজনৈতিক পদক্ষেপ

মুনাফিকদের প্রকাশ্য সমাবেশস্থলগুলো ধ্বংস করা

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ - لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ

'আর যারা মসজিদ তৈরি করেছে ক্ষতিসাধন, কুফর আর মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং ইতিপূর্বে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করেছে, তাদের ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহারের নিমিত্তে, আর তারা অবশ্যই শপথ করবে যে, আমাদের উদ্দেশ্য সৎ বৈ মন্দ নয়। কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। হে মুহাম্মাদ, তুমি কখনো সেখানে দাঁড়াবে না। তবে প্রথম দিন থেকে যে মসজিদের ভিত্তি রাখা হয়েছে তাকওয়ার ওপর, সেটিই তোমার দাঁড়ানোর যোগ্যস্থান। সেখানে রয়েছে এমন লোক, যারা পবিত্রতাকে ভালোবাসে। আর আল্লাহ পবিত্র লোকদের ভালোবাসেন।'[৫৪৯]

---

৫৪৮. সহিহুল বুখারি : ৪৮৮২।

৫৪৯. সুরা আত-তাওবা, ৯ : ১০৭-১০৮।

'(وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا)'—অর্থাৎ মুমিনদের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে ও নিজেদের সমাবেশস্থল হিসেবে যারা মসজিদ স্থাপন করে।

(وَكُفْرًا)—অর্থাৎ অন্যরা মসজিদ তৈরি করে ইমানকে উদ্দেশ্য করে। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে কুফরি।

(وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ)—অর্থাৎ মুমিনদের মাঝে দেশত্ববোধের চেতনা, জাতীয়তার চেতনা সৃষ্টি করে তাদের মাঝে বিভেদ ও মতপার্থক্য তৈরির উদ্দেশ্যে তারা এ মসজিদ তৈরি করছে।

(وَإِرْصَادًا)—অর্থাৎ তাদের মসজিদ তৈরির আরেকটি উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি নিরুপদ্রব ঘাঁটি তৈরি করা।

(لِمَنْ حَارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ)—অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী লোকদের সাহায্য করার নিমিত্তে তারা এ মসজিদ তৈরি করে। যেমন : আবু আমির রাহিব। লোকটা প্রথমে মক্কার মুশরিকদের কাছে যায় রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর বিরুদ্ধে সাহায্য চাওয়ার জন্য। মক্কায় তার উদ্দেশ্য পূরণ না হলে রোম সম্রাট কাইসারের কাছে দাবি নিয়ে হাজির হয়। কিন্তু পথেই তার ইহলিলা সাঙ্গ হয়ে যায়। সে ও তার মুনাফিক ভাইয়েরা কাইসারের কাছ থেকে ওয়াদা ও সমর্থন পেয়েছিল।

(وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى)—অর্থাৎ তারা অবশ্যই তাদের এ মসজিদ তৈরির উদ্দেশ্য বলতে গিয়ে কসম করে বলবে, আমাদের উদ্দেশ্য ভালো বৈ মন্দ নয়। আমাদের উদ্দেশ্য দুর্বল, অক্ষম ও অসমর্থ লোকদের প্রতি অনুগ্রহ করা।

(وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ)—অর্থাৎ কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তারা মিথ্যুক। তাদের কসমের তুলনায় আল্লাহর সাক্ষ্যই অধিক সত্য।

(لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا)—অর্থাৎ যে মসজিদ ক্ষতির উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে, তুমি সে মসজিদে সালাত আদায় করবে না। সে মসজিদের কোনো প্রয়োজন নেই তোমার। আল্লাহ তোমাকে সে মসজিদ থেকে অভাবমুক্ত রেখেছেন।

(لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ)—আয়াতে বর্ণিত মসজিদটি হচ্ছে কুবা মসজিদ। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর মদিনা আগমনের পর এখানেই প্রথম সালাত আদায় করেন তিনি। এ মসজিদটির প্রতিষ্ঠা ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে, আল্লাহর স্মরণ ও দ্বীনের ভিত্তিগুলো প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে। এ মসজিদটি সুপ্রাচীন ও উত্তম।

(أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ)—অর্থাৎ এ মসজিদ তোমার সালাত পড়া ও আল্লাহর স্মরণ করার জন্য অধিক উত্তম। এর অধিকারীরাও উত্তম মানুষ। এ জন্য তাদের প্রশংসা করে আল্লাহ বলেন : (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا)—অর্থাৎ এখানকার লোকগুলো নিজেদের গুনাহ থেকে মুক্ত করতে পছন্দ করে। পছন্দ করে নাপাকি ও অপবিত্রতা থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে।

(وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ)—অর্থাৎ আর আল্লাহও তাদের অন্তরের পবিত্রতাকে ভালোবাসেন। তারা শিরক ও মন্দ স্বভাব থেকে মুক্ত। আল্লাহ তাদের বাহ্যিক পবিত্রতাকেও ভালোবাসেন। তারা নাপাকি ও অপবিত্রতা থেকে মুক্ত থাকে।'[৫৫০]

▶ আয়াত থেকে শিক্ষা

- এক মসজিদের ক্ষতির উদ্দেশ্যে পাশে আরেকটি মসজিদ তৈরি করা হারাম। ক্ষতির উদ্দেশ্যে তৈরি মসজিদটি ভেঙে ফেলা ওয়াজিব। মসজিদটি কিছু লোকের মন্দ উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে স্থাপন করা হয়েছে।
- কোনো কোনো আমল উত্তম হলেও মানুষের মন্দ নিয়ত সে আমলকে মন্দ কাজে পরিণত করে। ফলে একটি উত্তম আমল নিষিদ্ধ কাজে পরিণত হয়। যেমন : মসজিদ স্থাপন করা একটি উত্তম আমল। কিন্তু মসজিদে জিরার স্থাপন করা মন্দ কাজ।
- মুমিনদের মাঝে বিভেদ তৈরি করে—এমন প্রতিটি কাজই গুনাহ। এমন কর্মকাণ্ড থেকে অবশ্যই দূরে থাকতে হবে। একইভাবে মুমিনদের ঐক্যবদ্ধ করে, মুমিনদের মাঝে হৃদ্যতা সৃষ্টি করে—এমন প্রতিটি কাজই

---

৫৫০. তাফসিরুস সাদি : ১/৩৫১।

উত্তম। এমন কাজ করতে হবে, এমন কাজ করার জন্য অন্যকে আদেশ করতে হবে, উৎসাহিত করতে হবে।

- এ আয়াতগুলোতে গুনাহের স্থানগুলোতে সালাত পড়া, তা থেকে দূরে থাকা, তার ধারে কাছেও যাওয়া থেকে নিষেধ করা হয়েছে।
- স্থানের ওপর পাপের একটা প্রভাব থাকে। যেমন : মসজিদে জিরারের ওপর মুনাফিকদের পাপের প্রভাব পড়েছে এবং সেখানে সালাত পড়া নিষিদ্ধ হয়েছে। তেমনিভাবে পুণ্যকর্মেরও একটা প্রভাব থাকে। যেমন : মসজিদে কুবা। এমনকি আল্লাহ্ এ মসজিদের প্রশংসা করে বলেছেন :

لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ

'প্রথম দিন থেকে যে মসজিদের ভিত্তি রাখা হয়েছে তাকওয়ার ওপর, সেটিই তোমার দাঁড়ানোর যোগ্যস্থান।' [সুরা আত-তাওবা, ৯ : ১০৮]

মসজিদের কুবার বিশেষ মর্যাদা আছে। রাসুলুল্লাহ ﷺ প্রতি শনিবার মসজিদে কুবায় এসে সালাত আদায় করতেন।[৫৫১] রাসুলুল্লাহ ﷺ মসজিদে কুবায় সালাত পড়ার জন্য সাহাবিদের উৎসাহ দিতেন।[৫৫২]

- আয়াতগুলোতে বর্ণিত কারণগুলো বিশ্লেষণ করে চারটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি উৎকলিত হয়। সেগুলো হচ্ছে :

প্রত্যেক এমন কাজ, যাতে মুসলিমদের ক্ষতি আছে, অথবা যে কাজ আল্লাহর অবাধ্যতা (প্রতিটি পাপই কুফরের শাখা বিশেষ), অথবা যে কাজ করলে মুসলিমদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি হয়, অথবা যে কাজে আল্লাহর শত্রুদের সাহায্যে হয়—তা হারাম ও নিষিদ্ধ। এর বিপরীত কাজগুলোর বিপরীত হুকুম।

- আল্লাহর অবাধ্যতায় করা প্রতিটি পাপই পাপীকে আল্লাহ্ থেকে দূরে সরিয়ে নিতে থাকে। যতদিন অনবরত পাপের কাজ চলতে থাকে, ততদিন আল্লাহ্ থেকে একটু একটু করে দূরে সরতে থাকে পাপী। যতক্ষণ পর্যন্ত

---

৫৫১. সহিহুল বুখারি : ১১৯২, সহিহু মুসলিম : ১৩৯৯। ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত।
৫৫২. সুনানুত তিরমিজি : ৩২৪। উসাইদ বিন হুজাইর বলেন, রাসুল ﷺ বলেছেন, 'মসজিদে কুবায় সালাত পড়া উমরার সমান।' হাদিসটি সহিহ।

পাপ ছেড়ে পরিপূর্ণ তাওবা না করা হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত এ অধঃপতন চলতেই থাকে। যখন লজ্জা ও আফসোসের কারণে টুকরো টুকরো হয়ে যায় অন্তর, সে অন্তর থেকেই আসে পরিপূর্ণ তাওবা।

- মসজিদে কুবা তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাই মসজিদটি উত্তম। অন্যদিকে, যে মসজিদটি নবি ﷺ নিজ হাতে প্রতিষ্ঠা করেছেন, যে মসজিদ নির্মাণে রাসুলুল্লাহ ﷺ নিজে কাজ করেছেন, যে মসজিদটি আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসুল ﷺ-এর জন্য বাছাই করেছেন, বলা বাহুল্য সে মসজিদটি অধিক উত্তম হবে—সালাতের জন্য সেটি অতিউত্তম মসজিদ হবে।
- যে আমলের মূলভিত্তি ইখলাস ও রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণ, সে আমলই তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ আমলই আমলকারীকে জান্নাতে পৌঁছে দেবে। অন্যদিকে যে আমল মন্দ বাসনা ও বিদআত-গোমরাহির ওপর ভিত্তি করে করা হয়, সে আমল জাহান্নামীদের আমল। এ আমল আমলকারীকে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত করবে। আর আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না।[৫৫৩]

ইবনে কাসির ﷺ বলেন, 'এ আয়াতগুলো নাজিলের পটভূমি এ রকম, মদিনায় রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আগমনের আগের কথা। খাজরাজ গোত্রের আবু আমির রাহিব নামে এক লোক ছিল। জাহিলি যুগে এ লোকটি খ্রিষ্টান হয়ে যায়। আহলে কিতাবের ইলম শিখতে থাকে। তার মাঝে জাহিলি যুগের পৌত্তলিকতাময় বন্দনার অংশ ছিল। খাজরাজ গোত্রে তার বিশেষ মর্যাদা ছিল।

এরপর যখন রাসুলুল্লাহ ﷺ মদিনায় হিজরত করলেন, মুসলিমরাও রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পাশে জমায়েত হলেন; ইসলামের পতাকা বুলন্দ হলো, ইসলামের আওয়াজ উচ্চ হলো, আল্লাহ তাআলা বদর প্রান্তরে মুসলিমদের বিজয় দিলেন। তখন অভিশপ্ত আমির তার হিংসা ও শত্রুতা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল। মক্কার মুশরিক কুরাইশদের কাছে দৌড়ে গেল। তাদের কাছে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সাহায্য-সমর্থন চাইল।

---

৫৫৩. তাফসিরুস সাদি : ১/৩৫১।

আরবের যারা তার সাথে একমত হয়েছিল, তাদের সে এক কথায় আনল। উহুদের বছর তারা যুদ্ধের জন্য এল। এ যুদ্ধে মুসলিমদের জন্য তেমনই ছিল, যেমন আল্লাহ তাদের জন্য ফয়সালা করেছেন। আর সর্বশেষ সফলতা মুমিনদেরই।

এ পাপী উহুদের যুদ্ধের সময় মুসলিম ও কাফির দুই কাতারের মাঝখানে গর্ত খুঁড়ে রাখল। রাসুলুল্লাহ ﷺ সে গর্তগুলোরই একটিতে পড়ে গিয়েছিলেন। সেদিন তিনি আহত হলেন। তাঁর মুখে আঘাত লাগল। তাঁর ডান পাশের নিচের রুবাইয়া দাঁতগুলো ভেঙে গেল। তাঁর মাথায় আঘাত লাগল।

যুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে দ্বন্দ্ব যুদ্ধের জন্য আবু আমির এগিয়ে এল। নিজ গোত্র আনসারকে আহ্বান জানাল। তাকে সাহায্য করার জন্য আহ্বান জানাল। তার সাথে হাত মিলাবার জন্য বলল। কিন্তু আনসাররা তার কথা শুনে বলল, "আল্লাহ তোমাকে চোখ দেননি, হে ফাসিক, হে আল্লাহর শত্রু!" আনসাররা তাকে যা ইচ্ছে বললেন, গালি দিলেন। এরপর সে "আল্লাহর শপথ, আমি চলে আসার পর আবার দেখি, আমার কওমকে অকল্যাণ গ্রাস করে নিয়েছে" বলে ফিরে গেল।

মদিনা থেকে তার পালিয়ে আসার পূর্বে রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে দাওয়াত দিয়েছিলেন। তাকে কুরআন পড়ে শুনিয়েছিলেন। সে ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং অবাধ্যতা দেখায়। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বদদোয়া করে বলেছিলেন, সে যেন পলায়নপর হয়ে, বিতাড়িত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সে বদদোয়াই তার মৃত্যুর ক্ষেত্রে সত্য হয়েছে।

উহুদ যুদ্ধের পরের কথা। আমির দেখল, রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর প্রভাব-প্রতিপত্তি বেড়ে চলেছে। সে এবার রোমের বাদশা হিরাক্লিয়াসের কাছে গেল। তার কাছে নবিজি ﷺ-এর বিরুদ্ধে সাহায্য চাইল। হিরাক্লিয়াস তাকে সাহায্য করার ওয়াদা করে তার প্রতি অনুগ্রহ করে তাকে তার কাছে রেখে দেয়। আমির সেখান থেকে মদিনায় মুনাফিকদের কাছে চিঠি লিখে পাঠাত, তাদের আশা দিত, শীঘ্রই সে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য একটি সেনাবাহিনী নিয়ে আসছে। তার আসার পর রাসুলুল্লাহ ﷺ পরাজিত হবেন। আর তাকে

অপসারণ করে মদিনায় তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করবে।

আমির তার মুনাফিক সাথিদের আদেশ দিল, তারা যেন সুরক্ষিত একটি স্থান বানায়, যেখানে তার পত্রবাহক আসবে। সে ফিরে আসলে যে জায়গাটা তাদের জন্য ঘাঁটির কাজ দেবে।

তার আদেশ অনুযায়ী মুনাফিকরা মসজিদে কুবার পাশেই একটি মসজিদ বানাতে শুরু করে। রাসুলুল্লাহ ﷺ তাবুক যুদ্ধে বের হওয়ার আগেই তাদের মসজিদ নির্মাণ সম্পন্ন হয়। তারা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে তাদের সাথে যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানায়। তাদের সাথে তাদের মসজিদে সালাত পড়ার জন্য আহ্বান করে। যাতে তারা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মতি নিয়েছে বলে প্রমাণ দিতে পারে। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে তারা বলল, তারা মূলত দুর্বলদের সহজকরণের উদ্দেশ্যে মসজিদটি বানিয়েছে। শীতের সময় যাদের কষ্ট হয়, তাদের জন্য এ মসজিদ বানিয়েছে।

আল্লাহ তাআলা রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বাঁচিয়ে দিলেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "আমরা একটি সফরের প্রস্তুতিতে আছি। যখন ফিরব, তখন যাব ইনশাআল্লাহ।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ যখন তাবুক থেকে মদিনার উদ্দেশে রওনা হলেন। মদিনায় পৌঁছতে তখন হয়তো আর একদিন বা দিনের কিছু অংশ পরিমাণ দূরে ছিলেন, তখন জিবরাইল ﷺ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে মসজিদে জিরারের সংবাদ নিয়ে আসলেন। জানিয়ে দিলেন যে, এ মসজিদটি কুফরির উদ্দেশ্যে বানানো হয়েছে। তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত মসজিদে কুবা থেকে মুসলিমদের পৃথক করে এ মসজিদে এনে মুসলিমদের মাঝে বিচ্ছেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্য তাদের।

তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ মদিনায় আসার পূর্বেই মসজিদটি ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য একদল সাহাবিকে পাঠিয়ে দিলেন। আল্লাহ তাআলা নাজিল করলেন—

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ

"প্রথম দিন থেকে যে মসজিদের ভিত্তি রাখা হয়েছে তাকওয়ার ওপর, সেটিই তোমার দাঁড়ানোর যোগ্যস্থান।" [সুরা আত-তাওবা, ৯ : ১০৮]'[৫৫৪]

জাবির বিন আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন, 'মসজিদে জিরার যখন গুড়িয়ে দেওয়া হয়, তখন আমি তার ধোঁয়া দেখেছি।'[৫৫৫]

মুনাফিক সরদার আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের মৃত্যু

নবিজি ﷺ তাবুক অভিযান থেকে ফিরে আসার পর ইবনে সালুল মৃত্যুবরণ করে। রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে কাফন পরানোর জন্য আপন জামাটি দিলেন। তার জানাজাও তিনি পড়ালেন। যদিও তার কারণে রাসুলুল্লাহ ﷺ ও মুমিনদের অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছিল।

ইবনে উমর ﷺ বলেন, 'আব্দুল্লাহ বিন উবাই মারা গেলে তার পুত্র আব্দুল্লাহ ﷺ আসলেন নবিজি ﷺ-এর কাছে। অনুরোধ করে বললেন, "কাফন পরানোর জন্য আপনার জামাটি দিন, তার জানাজা আদায় করুন এবং তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ তার জামা দিয়ে বললেন, "কাফন পরানো শেষ হলে আমাকে খবর দেবে।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ এলেন। ততক্ষণে কবর দেওয়া হয়ে গেছে। রাসুলুল্লাহ ﷺ তার দেহ উঠাতে বললেন। মরদেহ ওঠানো হলে তিনি নিজ হাঁটুর ওপর তাকে রেখে মুখের লালা মাখিয়ে দিলেন।

উমর ﷺ বলেন, "যখন রাসুলুল্লাহ ﷺ তার জানাজা আদায় করতে গেলেন, তখন আমি তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে বললাম, "হে আল্লাহর রাসুল, আপনি ইবনে উবাইয়ের জানাজা পড়বেন? অথচ সে এমন এমন বলেছিল একদিন!" আমি ইবনে উবাইয়ের বলা কথাগুলো তাকে স্মরণ করিয়ে দিলাম। তিনি মুচকি হেসে বললেন, "আমার থেকে দূরে সরো, উমর।"

---

৫৫৪. তাফসিরু ইবনি কাসির : ৪/১৮৫।

৫৫৫. মুসতাদরাকুল হাকিম : ৮৭৬৪।

কিন্তু আমি যখন বারবার বলতে লাগলাম, তখন তিনি বললেন, "আমাকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। যদি সত্তরবারের বেশি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হতো, তবে আমি তা-ই করতাম।" এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ জানাজা আদায় করে চলে গেলেন সেখান থেকে।

একটু সময় পরই সুরা তাওবার দুটি আয়াত নাজিল হলো :

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِۦٓ ۖ إِنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَمَاتُوا۟ وَهُمْ فَٰسِقُونَ

"আর তাদের (মুনাফিকদের) কোনো লোক মারা গেলে তার (জানাজার) সালাত তুমি কখনোই আদায় করবে না। তাদের কবরের পাশে কখনো দাঁড়াবে না। তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সাথে কুফরি করেছে এবং তারা কুফরি অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করেছে।" [সুরা আত-তাওবা, ৯ : ৮৪]

উমর ﷺ বলেন, "সেদিন রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর আমার এ জবরদস্তিতে আমি বেশ লজ্জিত হয়েছি। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই অধিক জানেন।"'[৫৫৬]

ইবনে হাজার ﷺ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ উমর ﷺ-এর কথা মানেননি; বরং ইসলামের বাহ্যিক হুকুম অনুযায়ী ইবনে উবাইয়ের জানাজা আদায় করেছেন। তা ছাড়া ইবনে উবাইয়ের ছেলে আব্দুল্লাহ ﷺ-এর আত্মিক পরিশুদ্ধতায় কপটতা ছিল না। আসলেই আব্দুল্লাহ ﷺ-এর অন্তর ছিল পরিশুদ্ধ। তাই তার সম্মানার্থে, তার কওমকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করতে এবং জানাজা না পড়ার কারণে যে ক্ষতি আপতিত হতো, তা প্রতিহত করতে রাসুলুল্লাহ ﷺ ইবনে উবাইয়ের জানাজা আদায় করেন।'[৫৫৭]

ইমাম খাত্তাবি ﷺ বলেন, 'মুনাফিকদের জানাজা পড়ার ব্যাপারে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা আসার আগে রাসুলুল্লাহ ﷺ ইবনে উবাইয়ের জানাজা আদায়

৫৫৬. সহিহুল বুখারি : ১২৬৯, সহিহু মুসলিম : ২৭৭৪।

৫৫৭. ফাতহুল বারি : ৮/৩৩৬।

করেছেন। জানাজা পড়ার পেছনে কয়েকটি কারণ ছিল। প্রথমত, নামে হলেও ইবনে উবাই মুসলিমদের একজন ছিল। তার জানাজা আদায় করার পেছনে একটি কারণ ছিল রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর অনুপম সহানুভূতি। দ্বিতীয়ত, ইবনে উবাইয়ের ছেলে আব্দুল্লাহ ﷺ একজন খাঁটি সাহাবি ছিলেন। তার অন্তরের প্রশান্তির জন্য রাসুলুল্লাহ ﷺ তার বাবার জানাজা আদায় করেন। তৃতীয়ত, ইবনে উবাই ছিল খাজরাজ গোত্রের নেতা। খাজরাজ গোত্রকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার নিমিত্তে রাসুলুল্লাহ ﷺ তার জানাজা আদায় করেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ যদি ইবনে উবাইয়ের ছেলে আব্দুল্লাহ ﷺ-এর অনুরোধে সাড়া না দিতেন, তবে তা আব্দুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি অসম্মান করা হতো। বিষয়টি খাজরাজ গোত্রের জন্যও লজ্জাজনক হতো। জানাজা পড়া না-পড়ার মাঝে যেটি উত্তম ছিল, রাসুলুল্লাহ ﷺ সেটিই গ্রহণ করেছেন। এরপর যখন এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আসলো, রাসুলুল্লাহ ﷺ জানাজা পড়া থেকে বিরত থাকলেন।'[৫৫৮]

বলা হয়, ইবনে উবাইয়ের জন্য কাফন হিসেবে রাসুলুল্লাহ ﷺ নিজের জামা দেওয়ার পেছনে কারণ ছিল একটি ইহসানের বদলা দেওয়া। বদরের যুদ্ধের পর বন্দীদের মধ্যে আব্বাস ﷺ-ও ছিলেন। তার গায়ে অন্য কারও জামাই মানানসই হচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের জামা আব্বাস ﷺ-এর গায়ে মানানসই হয়েছিল। সুফইয়ান বিন উয়াইনা ﷺ বলেন, 'তারা মনে করেন যে, নবিজি ﷺ তাঁর জামা দেওয়ার কারণ হচ্ছে, ইহসানের প্রতিদান দিয়ে দেওয়া।'[৫৫৯]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ﷺ বলেন, 'যে বাহ্যিকভাবে মুসলিম, তার ক্ষেত্রে পরস্পর বিবাহ, ওয়ারিশ হওয়ার মতো ইসলামের বিধিবিধান প্রযোজ্য হবে। কিন্তু যার নিফাক ও নাস্তিকতা সম্পর্কে জানা যাবে, যে জানবে তার জন্য সে মুনাফিক-জিন্দিকের জানাজা আদায় করা জায়িজ নয়। যদিও মুনাফিকটি বাহ্যিকভাবে মুসলিমই হোক না কেন। কারণ, আল্লাহ তাআলা তাঁর নবিকে মুনাফিকদের জানাজা আদায় করতে নিষেধ করেছেন। এ ছাড়া যদি কারও ক্ষেত্রে

---

৫৫৮. ফাতহুল বারি : ৮/৩৩৬।

৫৫৯. সহিহুল বুখারি : ১৩৫০।

মুনাফিক হওয়া না-হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ থাকে আর সে যদি বাহ্যিকভাবে মুসলিম হয়ে থাকে, তবে তার জানাজা পড়া জায়িজ আছে।'[৫৬০]

জুলাস বিন সুয়াইদ ﵁ নিফাক থেকে তাওবা করেছিলেন

মুনাফিকদের মধ্যে যারা তাওবা করে মুসলিম হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে একজন হলেন, জুলাস বিন সুয়াইদ ﵁। জুলাস ﵁ তাবুক অভিযানে অংশ না নিয়ে পেছনে থেকে গিয়েছিলেন। এমনকি তাবুক অভিযানে অংশগ্রহণ না করতে মানুষকে কুমন্ত্রণাও দিয়েছিলেন। উমাইর বিন সাইদ ﵁ এতিম হওয়ায় তার অধীনেই লালিতপালিত হতে থাকেন। উমাইরের মা জুলাস ﵁-কে বিয়ে করেছিলেন। জুলাস ﵁ ভালোভাবেই উমাইর ﵁-এর লালনপালন করে আসছিলেন।

একদিন উমাইর ﵁ জুলাসকে বলতে শুনলেন, "যদি মুহাম্মাদ সত্যবাদী হয়, তাহলে তো আমরা গাধার চেয়ে নিকৃষ্ট!"

উমাইর ﵁ তখন জুলাসকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "হে জুলাস, আপনি আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় মানুষ ছিলেন। সকলের চাইতে আপনার কথাই আমার সবচেয়ে বেশি সুন্দর লাগে। আর আপনি যদি ঘৃণ্য কিছুতে লিপ্ত হন, তবে আমার নিকটই সবচেয়ে বেশি কষ্ট লাগে। আল্লাহর শপথ, আজ আপনি একটি কথা বললেন, তা যদি আমি কারও কাছে বলি, তবে আপনি লাঞ্ছিত হবেন। কিন্তু যদি আমি তা গোপন করি, তবে আমি ধ্বংস হয়ে যাব। তবে এ দুটির মাঝে একটি (প্রথমটি) অপরটির চাইতে সহজ।"

কিশোর উমাইর ﵁ এসে নবিজি ﷺ-কে সব জানালেন। নবিজি ﷺ জুলাসকে ডেকে পাঠালেন। জিজ্ঞেস করলেন, উমাইর যা বলল, তা সত্যি কি না। জুলাস তখন আল্লাহর কসম করে বলল, "উমাইর মিথ্যা বলছে। উমাইর যা বলল, আমি তা আদৌ বলিনি।"

উমাইর ﵁ বললেন, "আল্লাহর কসম, আপনি অবশ্যই এ রকম বলেছেন। আল্লাহর কাছে তাওবা করুন। যদি কুরআন নাজিল না হতো, যা আমাকে

---

৫৬০. আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা : ৩/১৭-১৯। ঈষৎ পরিমার্জিত।

আপনার মতো (মিথ্যাবাদী) বানিয়ে দেবে, তবে আমি কখনোই এ কথা বলতাম না। (অর্থাৎ আমার নিশ্চিত বিশ্বাস আছে যে, আপনার মিথ্যার ব্যাপারে কুরআন নাজিল হবে এবং আমি যে আপনার মতো মিথ্যাবাদী নই, তা প্রমাণ হয়ে যাবে।)"

এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ওহি আসলো। সকলে তখন চুপ হয়ে বসে আছেন। কোনো নড়াচড়া নেই কারও। ওহি যখন নাজিল হতো, তখন সাহাবিদের কেউই নড়তেন না আপন জায়গা থেকে। কিছুক্ষণ পর রাসুলুল্লাহ ﷺ মাথা তুললেন। তিলাওয়াত করলেন :

يَحْلِفُونَ بِاللهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا ۚ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ ۚ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ۖ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

"তারা আল্লাহর নামে শপথ করে বলছে যে, তারা কিছুই বলেনি; অথচ নিশ্চিতই তারা কুফরি কথা বলেছিল এবং ইসলাম গ্রহণের পর কাফির হয়ে গেল। আর তারা এমন বিষয়ের সংকল্প করেছিল, যা তারা কার্যকর করতে পারেনি। তারা শুধু এ কারণে প্রতিশোধ নিয়েছে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল স্বীয় অনুগ্রহে তাদের সম্পদশালী করেছেন। যদি তারা তাওবা করে, তাহলে তা তাদের জন্য উত্তম হবে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে আল্লাহ তাদের ইহকাল ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করবেন। আর ভূপৃষ্ঠে তাদের জন্য নেই কোনো রক্ষক ও সাহায্যকারী।"[৫৬১]

এরপর জুলাস মুখ খুললেন। বললেন, "আমি এ রকম বলেছি। আর আল্লাহ আমাকে তাওবার সুযোগ দিয়েছেন। আমি তাওবা করছি।" জুলাস رضي الله عنه নিজের গুনাহ স্বীকার করে উত্তমরূপে তাওবা করলেন। উমাইর বিন সাইদ رضي الله عنه-এরও লালনপালন করতে লাগলেন আগের মতো।

---

৫৬১. সুরা আত-তাওবা, ৯ : ৭৪।

উরওয়া ﵀ বলেন, "সে উমাইর ﵁ মৃত্যু পর্যন্ত সাহাবিদের মাঝে বিশেষ মর্যাদাপ্রাপ্ত বলে বিবেচিত হন।"'[৫৬২]

ইমাম ইবনে সিরিন ﵀ মুরসাল সূত্রের বর্ণনায় বলেন, 'যখন এ আয়াতটি নাজিল হলো, তখন নবিজি ﷺ উমাইর ﵁-এর কান ধরে আদর করে বললেন, "বেটা, তোমার কান ঠিকই আছে। তোমার রব তোমার সত্যায়ন করেছেন।"'[৫৬৩]

উমর বিন খাত্তাব ﵁ উমাইর ﵁-কে হিমসের গভর্নর পদে নিয়োগ দেন। পরিশেষে উমাইর ﵁ শামে মৃত্যুবরণ করেন। উমর ﵁ প্রায়ই বলতেন, 'যদি উমাইর ﵁-এর মতো কোনো ব্যক্তি আমার পাশে থাকত, তবে আমি তাকে মুসলিমদের কল্যাণে নিযুক্ত করতাম।'[৫৬৪]

মুনাফিকদের দেওয়া কষ্টে ধৈর্যধারণ করতেন

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﵁ বলেন, 'হুনাইনের দিন রাসুলুল্লাহ ﷺ গনিমত দেওয়ার সময় কিছু মানুষকে প্রাধান্য দিলেন। যেমন আকরা বিন হাবিস ﵁-কে একশটি উট দিলেন। উয়াইনা ﵁-কেও সমপরিমাণ দিলেন। এভাবে আরবের আরও বেশ কয়েকজন সম্মানিত ব্যক্তিকে বেশি করে গনিমতের সম্পদ দিলেন।

তখন এক লোক দাঁড়িয়ে বলল, "আল্লাহর কসম, এ বণ্টনে তিনি ইনসাফ করেননি। তার এ বণ্টন আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ছিল না।"

তখন আমি বললাম, "আল্লাহর কসম, আমি অবশ্যই রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে জানাব।" এরপর আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে সে লোকের কথা বললাম। রাসুলুল্লাহ ﷺ ঘটনা শুনে বেশ রেগে গেলেন। তাঁর চেহারা লাল

---

৫৬২. এ ঘটনাটি ইবনে জারির ﵀ তার তাফসির গ্রন্থে এনেছেন : ১৪/৩৬১; মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক : ১৮৩০। -ইবনে আব্দুল বার ﵀ বলেন, 'এ ঘটনাটি তাফসিরের গ্রন্থগুলোতে প্রসিদ্ধ।' দেখুন, আল-ইসতিআব : ১/৭৯।

৫৬৩. মুসান্নাফু আব্দির রাজ্জাক : ১৮৩০৪।

৫৬৪. উসুদুল গাবাহ : ১/৮৭৩।

হয়ে গেল। তখন আমি বৃথা আফসোস করতে থাকলাম, যদি আমি তাকে না বলতাম, তবেই ভালো হতো! এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ইনসাফ না করেন, তবে আর কে ইনসাফ করবে?" এরপর বললেন, "আল্লাহ মুসা ﷺ-এর ওপর দয়া করুন। তিনি এর চেয়েও বেশি কষ্ট পেয়েছেন এবং ধৈর্যধারণ করেছেন।"'[৫৬৫]

▶ হাদিস থেকে শিক্ষা

- মূর্খদের সাথে কথা না বলে তাদের এড়িয়ে চলতে হবে। কষ্ট ফেলে ধৈর্য ধরতে হবে। পূর্বসূরিদের অনুসরণ করতে হবে।

  যে সকল মুনাফিক রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে কষ্ট দিয়েছিল, রাসুলুল্লাহ ﷺ তাদের ক্ষেত্রে ধৈর্য ধরেছিলেন। অনেকবারই তারা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর উদ্দেশ্যে ঘৃণ্য কথা বলেছে। কিন্তু তিনি তাদেরকে আনুগত্যের মধ্যে রাখতে এবং অন্য যারা মুসলিম হয়নি, তাদের ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করতে মুনাফিকদের কিছু না করে ধৈর্যধারণ করতেন। কারণ, মুনাফিকদের এসব ঔদ্ধত্যের কারণে তাদের শাস্তি দিলে অমুসলিমরা 'মুহাম্মাদ তার সঙ্গীদের হত্যা করে' বলে ইসলাম গ্রহণ করবে না।

- গুণীজনের মাঝে যে দোষটা নেই, তাদের প্রতি সে দোষটা আরোপ করলে তারা অনেক সময় রাগান্বিত হন। রেগে যাওয়া সত্ত্বেও তারা ধৈর্যধারণ করেন। যেমন রাসুলুল্লাহ ﷺ ধৈর্যধারণ করেছেন মুসা ﷺ-এর আদর্শ অনুসরণ করে।[৫৬৬]

বৈশিষ্ট্য বর্ণনার সময় কোনো মুনাফিকের নাম নিতেন না

মুনাফিকদের ক্ষেত্রে তাঁর অনুসৃত পন্থা ছিল—তিনি তাদের বৈশিষ্ট্য ও কর্মকাণ্ড আলোচনা করার সময় কারও নাম বা পরিচিতি বলতেন না।

পূর্বেই আমরা জেনে এসেছি, রাসুলুল্লাহ ﷺ নিজেও কিছু মুনাফিককে নির্দিষ্ট করে চিনতেন না। কিন্তু তাদের নির্দিষ্ট করে না চেনার অর্থ এ নয় যে, তিনি

---

৫৬৫. সহিহুল বুখারি : ৩৪০৫, সহিহু মুসলিম : ১০৬২।
৫৬৬. ফাতহুল বারি : ৮/৫৬, ১০/৫১২।

মুনাফিকদের কর্মকাণ্ড ও বৈশিষ্ট্য জানতেন না। এমনটা মোটেই নয়; বরং নবিজি ﷺ ও তাঁর সাহাবিগণ কিছু মুনাফিককে নির্দিষ্ট করে চিনতেন আবার কিছু মুনাফিককে তাদের কর্মের মাধ্যমে চিনে নিতেন।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন :

وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ ۚ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ

'আমি ইচ্ছা করলে তোমাকে তাদের পরিচয় দিতাম। ফলে তুমি তাদের চেহারা দেখে চিনতে পারতে। তুমি অবশ্যই কথার ভঙ্গিতে তাদের চিনতে পারবে। আল্লাহ্ তোমাদের কাজ সম্পর্কে অবগত।'[৫৬৭]

ইবনে কাসির ﷺ বলেন, 'আল্লাহ্ তাআলা বলছেন, "হে মুহাম্মাদ, আমি ইচ্ছে করলে তোমাকে তাদের একেকজনের পরিচয় দিতে পারি। ফলে তাদের প্রত্যেককে তুমি চিনে নিতে পারবে অনায়াসে।" কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা তাঁর সৃষ্টিকে গোপন রাখার জন্য বাহ্যিকভাবে বিষয়গুলো নিরাপদে রাখার জন্য এবং গোপনীয়তা কেবল তাঁর জ্ঞানে সীমাবদ্ধ রাখার জন্য সকল মুনাফিকের পরিচয় তাঁর রাসুলকে জানাননি।

(وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ) অর্থাৎ তাদের মুখ থেকে যে কথা বেরোয়, তা তাদের মনের উদ্দেশ্য বুঝিয়ে দেবে অনায়াসে। তাদের কথা শুনেই, কথার তাৎপর্য থেকেই রাসুলুল্লাহ ﷺ বুঝতে পারবেন যে, সে কোন দলের।'[৫৬৮]

অনেক মুনাফিককে সাহাবিরা বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে চিনতেন

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ জুমআর সালাতের কথা বলতে গিয়ে বলেন, 'আমাদের ধারণা ছিল, চিহ্নিত মুনাফিক ব্যতীত কেউই সালাতের জামাআত ছাড়ত না।'[৫৬৯]

---

৫৬৭. সুরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ৩০।

৫৬৮. তাফসিরু ইবনি কাসির : ৭/৩২১।

৫৬৯. সহিহু মুসলিম : ৬৫৪।

কাব বিন মালিক ﷺ তার তাবুক অভিযানে অংশ না নেওয়ার ঘটনায় বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ তাবুক অভিমুখে রওনা করার পর আমি যখন ঘরের বাইরে বের হতাম, তখন কোনো আদর্শ মানুষ দেখতাম না। হয় কোনো নিফাকে আক্রান্ত মুনাফিকের সাথে দেখা হতো কিংবা আল্লাহ যাকে ছাড় দিয়েছেন, এমন দুর্বল ব্যক্তিকে দেখতাম।'[৫৭০]

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, এসব মুনাফিককে সাহাবিগণ তাদের বৈশিষ্ট্য, তাদের কথাবার্তা ও কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে চিনে নিতেন। এটি আল্লাহর অনুপম হিকমতের একটি উদাহরণ। আল্লাহ মুনাফিকদের নাম না বলে তাদের চিহ্ন ও বৈশিষ্ট্য বলে দিলেন। ফলে মুমিনরা এসব থেকে নিজেরাও দূরে থাকবে এবং এসব কর্মকাণ্ডকে সব সময় ভয় করবে।

সুরা তাওবা, সুরা নুর, সুরা বাকারা, সুরা নিসা, সুরা আহজাবসহ অন্যান্য সুরাগুলোতে মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্যের যে আলোচনা আছে, সেগুলোতে খেয়াল করলে যে কেউই বুঝতে পারবে, আজকের লেখক, সাংবাদিক, অভিনেতাদের কথাবার্তায় নিফাকির আলামত পাওয়া যায়। যে সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন, 'তুমি অবশ্যই কথার ভঙ্গিতে তাদের চিনতে পারবে।'[৫৭১]

মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য

রাসুলুল্লাহ ﷺ সাহাবিদের সামনে মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতেন। উদ্দেশ্য ছিল, বৈশিষ্ট্যগুলো তাদের জানানো এবং তাদের থেকে সতর্ক ও সাবধান করা। বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে :

- **ফজর ও ইশার সালাতে অলসতা**

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'ফজর ও ইশার সালাত জামাআতে আদায় করা মুনাফিকদের ওপর সবচেয়ে কঠিন ছিল। যদি তারা জানত, এ দুটিতে কী কল্যাণ আছে, তবে তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও আসত।'[৫৭২]

---

৫৭০. সহিহুল বুখারি : ৪৪১৮, সহিহু মুসলিম : ২৭৬৯।
৫৭১. সুরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ৩০।
৫৭২. সহিহুল বুখারি : ৬৫৭, সহিহু মুসলিম : ৬৫১।

ইবনে রজব ﷺ বলেন, 'অন্য ওয়াক্তগুলোর তুলনায় ফজর ও ইশার সময় মসজিদে এসে সালাত পড়া মুনাফিকদের জন্য অধিক কষ্টকর ছিল। কারণ, অলসতা ও লোকদেখানো তাদের চরিত্রের ভূষণ। যারা রিয়া করে, লোকদেখানোর জন্য ইবাদত করে, যখন মানুষ দেখে, তখনই তারা আমলগুলো করে। কিন্তু যখন মানুষ তাদের দেখে না, তখন আমল-ইবাদত করা কষ্টকর হয়ে যায় তাদের ওপর।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا·

"যখন তারা সালাতে দাঁড়ায়, তখন আলস্যভরে দাঁড়ায়। তাদের সালাতের উদ্দেশ্য হয় লোকদের দেখানো। আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে তারা।"[৫৭৩]

রাসুলুল্লাহ ﷺ এ দুই ওয়াক্তের সালাত অন্ধকারে আদায় করতেন। ফজরের সালাত অধিকাংশ সময় তিনি আঁধার থাকতে আদায় করতেন। আর ইশার সালাত দেরিতে আদায় করতেন। তখন মসজিদে কোনো বাতি থাকত না। তাই তখনো অন্ধকারেই সালাত আদায় করা হতো। এ দুই ওয়াক্তের সালাতে কেবল পুণ্যপ্রত্যাশী মুমিনরাই উপস্থিত হতেন। মুনাফিকরা এ দুই ওয়াক্তের সালাতে আসত না। তারা মনে করত, তারা না এলেও রাসুলুল্লাহ ﷺ টের পাবেন না।'[৫৭৪]

- **ওয়াক্তের শেষ পর্যন্ত বিলম্ব করে সালাত আদায় করা**

আনাস বিন মালিক ﷺ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মুনাফিকের সালাতের স্বরূপ হচ্ছে, সে সূর্যকে দেখতে থাকে। যখন সূর্য শয়তানের দুই শিংয়ের মাঝ দিয়ে অস্তপ্রায় হয়ে আসে, তখন সে সালাতে দাঁড়ায়।

---

৫৭৩. সুরা আন-নিসা, ৪ : ১৪২।

৫৭৪. ফাতহুল বারি : ৫/২৩।

তাড়াতাড়ি চার ঠোকর মেরে সালাত আদায় করে নেয়। তার সালাতে খুব কমই সে আল্লাহকে স্মরণ করে।"'[৫৭৫]

হাদিসের ব্যাখ্যা

'শয়তানের দুই শিংয়ের মাঝ দিয়ে' : কেউ বলেন, এ কথাটির বাহ্যিক অর্থ নিতে হবে এখানে। উদ্দেশ্য হচ্ছে, সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় শয়তান তার দুই শিং নিয়ে উপস্থিত হয় সূর্যের সামনে। এমনিভাবে অস্ত যাওয়ার সময়ও। কারণ, কাফিররা এ সময় সূর্যকে সিজদা করে। তাই তখন শয়তান এসে সূর্যের সাথে থাকে। যাতে সূর্যকে যারা পূজা করে, তারা যেন একপ্রকার শয়তানকেই পূজা করে এমনটা প্রতিভাত হয়। শয়তান ও তার সাঙ্গোপাঙ্গোরা তখন ভাবে সূর্যের পূজারিরা তাকেই পুজো দিচ্ছে।

কেউ বলেন, এ কথাটির রূপক অর্থ নিতে হবে। শয়তানের এক শিং ও দুই শিং বলতে উদ্দেশ্য হচ্ছে, শয়তানের প্রভাব-প্রতিপত্তি, তার ও তার সাঙ্গোপাঙ্গোদের বিজয়। মূল অর্থ হচ্ছে, সালাত দেরি করে একেবারে শেষ ওয়াক্তে আদায় করা শয়তানকে সম্মান করারই নামান্তর। শিং দিয়ে পশু যেমন মানুষকে ঠেকিয়ে রাখে, তেমনই শয়তান এদের তাড়াতাড়ি সালাত আদায় করার ক্ষেত্রে ঠেকিয়ে রাখে।

এ দুটি মতের মধ্যে প্রথম মতটিই সঠিক।[৫৭৬]

- **মিথ্যা কথা বলা, ওয়াদা ভঙ্গ করা, বিশ্বাসঘাতকতা করা**

আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, 'নবিজি ﷺ বলেন, "মুনাফিকের আলামত তিনটি : মিথ্যা বলা, ওয়াদা ভঙ্গ করা, আমানতের খিয়ানত করা।"'[৫৭৭]

আব্দুল্লাহ বিন আমর ﷺ থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ বলেন, 'যার মাঝে চারটি স্বভাব থাকবে, সে নিরেট মুনাফিক। অথবা যার মাঝে চারটি স্বভাবের একটি থাকবে, তার মাঝে নিফাকের একটি স্বভাব থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে

---

৫৭৫. সহিহু মুসলিম : ৬২২।

৫৭৬. ইমাম নববি ﷺ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ৫/১২৪।

৫৭৭. সহিহুল বুখারি : ৩৩, সহিহু মুসলিম : ৫৯।

এ স্বভাব ত্যাগ করবে। স্বভাব চারটি হচ্ছে : মিথ্যা বলা, ওয়াদা ভঙ্গ করা, বিশ্বাসঘাতকতা করা, অশ্লীল কথা[৫৭৮] বলা।'[৫৭৯]

- **মুনাফিকদের মাঝে উত্তম চরিত্র ও দ্বীনি বুঝ থাকে না**

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'দুটি বৈশিষ্ট্য কোনো মুনাফিকের মাঝে থাকে না। এক. উত্তম চরিত্র। দুই. দ্বীনি বুঝ।'[৫৮০]

হাদিসের ব্যাখ্যা

উত্তম চরিত্র বলে উদ্দেশ্য হচ্ছে, কল্যাণের পথের পথিক হওয়া, সালিহিনের মতো হওয়ার চেষ্টা করা, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল দোষত্রুটি থেকে মুক্ত হওয়া।

দ্বীনের বুঝ বলে উদ্দেশ্য হচ্ছে, দ্বীনের প্রকৃত অনুধাবন। দ্বীনের বুঝ একজন মানুষের মাঝে ভয় ও তাকওয়ার জন্ম দেয়। কিন্তু কিছু মানুষ নিজের সম্মানের আশায় ও ইলম বেচে খাওয়ার জন্য ইলম শিখে থাকে। তারা দ্বীনি বুঝের এ মহান স্তর থেকে অনেক দূরে। কারণ, তাদের দ্বীনি বুঝ জিহ্বার আগায় থাকে, অন্তরে নয়।[৫৮১]

- **দোদুল্যমানতা**

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'মুনাফিক হচ্ছে মাদি ছাগলের মতো। মাদি ছাগল দুই পুরুষ ছাগলের মাঝে ঘুরতে থাকে। একবার এর কাছে যায়, তো আবার এর কাছে যায়।'[৫৮২]

আল্লামা সিনদি ﷺ বলেন, 'মাদি ছাগল পুরুষ ছাগলের সঙ্গলাভের আশায় দুই পুরুষ ছাগলের মাঝে ঘুরপাক খায়। একজনের কাছে স্থির থাকে না।

---

৫৭৮. অর্থাৎ সত্যকে অপছন্দ করে এবং মিথ্যা ও ভ্রান্ত কথা বলে। অভিধান-প্রণেতাদের মতে, অশ্লীল কথার মূল হচ্ছে সরল পথকে অপছন্দ করা। দেখুন, ইমাম নববি ﷺ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ২/৪৮।

৫৭৯. সহিহুল বুখারি : ২৪৫৯, সহিহু মুসলিম : ৫৮।

৫৮০. সুনানুত তিরমিজি : ২৬৮৪।

৫৮১. তুহফাতুল আহওয়াজি : ৭/৩৭৮।

৫৮২. সহিহু মুসলিম : ২৭৮৪।

মুনাফিকরা প্রকাশ্যে মুমিনদের সাথে থাকে। ভেতরে ভেতরে নিজেদের মনস্কামনা পূরণ করতে ও ফাসাদ সৃষ্টিতে সাহায্যের জন্য মুশরিকদের কাছে যায়। এভাবে তারা নিজেদের মাদি ছাগল হিসেবে প্রমাণ করে। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর দেওয়া দৃষ্টান্ত অনুযায়ী মুনাফিকরা আদতে পুরুষত্বহীন হয়ে থাকে।'[৫৮৩]

মুনাফিকদের নিন্দনীয় স্বভাব-বৈশিষ্ট্য অনেক। সুরা তাওবা তাদের প্রতি লাঞ্ছনাকর কথাবার্তা ও তাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় পূর্ণ। আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন এ সুরায়। যাতে মুমিনগণ নিফাক ও মুনাফিকদের থেকে সতর্ক ও সাবধান থাকে।

রাসুলুল্লাহ মুনাফিকদেরকে মুমিনদের কষ্ট দিতে নিষেধ করতেন

আব্দুল্লাহ বিন উমর ؓ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ মিম্বরে আরোহণ করে উচ্চ আওয়াজে ডাক দিয়ে বললেন, "হে মুখে ইসলাম গ্রহণকারী দল, যাদের অন্তরে ইমান প্রবেশ করেনি, তোমরা মুসলিমদের কষ্ট দিয়ো না, কটু কথা বলে তাদের লজ্জা দিয়ো না, তাদের দোষ তালাশ কোরো না। কারণ, যে ব্যক্তি তার আপন মুসলিম ভাইয়ের দোষ তালাশ করবে, আল্লাহ তার দোষগুলো প্রকাশ করে দেবেন। আর আল্লাহ যার দোষত্রুটি প্রকাশ করে দেবেন, সে যদি নিজের ঘরের ভেতর লুকিয়েও থাকে, তবুও সে লাঞ্ছিত হবে।"'[৫৮৪]

আল্লাহ তাআলা বলেন :

> إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

> 'যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে, তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতে মর্মন্তুদ শাস্তি এবং আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না।'[৫৮৫]

---

৫৮৩. মিরকাতুল মাফাতিহ শারহু মিশকাতিল মাসাবিহ : ১/১৩০।
৫৮৪. সুনানুত তিরমিজি : ২০৩২।
৫৮৫. সুরা আন-নুর, ২৪ : ১৯।

মুনাফিক কর্তৃক সাহাবিদের কষ্টপ্রদানের কিছু খণ্ডচিত্র

আবু মাসউদ বদরি ﷺ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাদের সাদাকা করার আদেশ করলেন। তাই আমরা পিঠে বোঝা বহনের কাজ করে প্রাপ্ত মজুরি সাদাকা করতাম। আবু আকিল ﷺ এক সা' সাদাকা করল। আরেকজন তার চেয়ে কিছুটা বেশি সাদাকা করল।

মুনাফিকরা তখন বলল, "আল্লাহ এ সাদাকার মুখাপেক্ষী নন। আর অন্যরা তো লোক দেখানোর জন্য সাদাকা করে।" তখন আল্লাহ তাআলা নাজিল করলেন :

> الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ ۙ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
>
> "যারা (যেসব মুনাফিক) মুমিনদের মধ্যে স্বেচ্ছায় দান-সাদাকাকারীদের কটাক্ষ করে এবং (কটাক্ষ করে) যারা কষ্টার্জিত সামান্য বস্তু ছাড়া (দান করার মতো) কিছু পায় না তাদেরকে এবং তাদের নিয়ে বিদ্রুপ করে, আল্লাহ তাদের পাল্টা বিদ্রুপ করবেন। আর তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি।' [সুরা আত-তাওবা, ৯ : ৭৯][৫৮৬]

সাহাবিদের মধ্যে যারা দরিদ্র ছিলেন, তারা কম পরিমাণে সাদাকা করতে পারতেন। তাদের সাদাকা সম্পর্কে মুনাফিকরা বলত, "আল্লাহ তোমার সাদাকার মুখাপেক্ষী নন।" অন্যদিকে যে সকল সাহাবি ধনী ছিলেন, তারা বেশি পরিমাণে সাদাকা করতেন। তাদের সম্পর্কে মুনাফিকরা বলত, "তারা এত বেশি সাদাকা লোক দেখানোর জন্য করছে।"

মুনাফিকদের স্বভাব-চরিত্র এমনই ছিল। তারা মুমিনদের মিথ্যা দোষ দিত এবং তাদের নিয়ে বাজে মন্তব্য করত। সব সময় মুমিনদের সন্দেহের চোখে দেখত। মুমিনরা যে ভালো কাজই করত, তারা সে কাজেই দোষ ধরত।

---

৫৮৬. সহিহুল বুখারি : ৪৬৬৮, সহিহু মুসলিম : ১০১৮।

মুমিনদের মনে হীন উদ্দেশ্য আছে, এরূপ কথা বলে মুনাফিকরা তাদের দোষ বর্ণনা করত। যেমনই আমরাও বর্তমান সময়ে দেখছি, পত্র-পত্রিকাগুলোতে এমন কিছু মানুষের সমালোচনা করা হয়, যারা আদতে ভালো কাজ করছে। এমনটা ঘটার কারণ হচ্ছে, মুনাফিকরা উত্তম ও কল্যাণকর কাজ পছন্দ করে না। ভালো কাজ হোক, কল্যাণের কাজ বৃদ্ধি পাক, এটা তারা চায় না। তাই তারা কল্যাণকামীদের নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে। চাই সে কাজ মসজিদ, মাদরাসা যেখানেই হোক না কেন; মুনাফিকরা সবখানেই তাদের নাক গলাবে আর মুমিনদের নিন্দা করবে।

কখনো নির্দিষ্টভাবে কারও নিফাকি ফাঁস করে দিতেন

কখনো কখনো রাসুলুল্লাহ ﷺ নিজেই নির্দিষ্টভাবে কারও নিফাকি ফাঁস করে দিতেন, যাতে সাহাবিরা তার থেকে সাবধান থাকতে পারে।

আয়িশা رضي الله عنها বলেন, 'একদিন নবিজি ﷺ আমার কাছে এসে বললেন, "হে আয়িশা, অমুক অমুক লোক আমাদের দ্বীন—যার ওপর আমরা রয়েছি—সম্পর্কে জানে বলে আমার মনে হয় না।"'

লাইস বিন সাদ বলেন, 'তারা দুজন মুনাফিক ছিল।'[৫৮৭]

জাবির বিন আব্দুল্লাহ رضي الله عنه বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ এক সফর থেকে ফিরে আসছিলেন। যখন তিনি মদিনার নিকটবর্তী হলেন, তখন এক প্রচণ্ড বায়ু আঘাত হানল। মনে হচ্ছিল, এ বায়ুতে ধুলা উড়ে আরোহীকেও ধুলায় ঢেকে ফেলবে। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "কোনো এক মুনাফিকের মৃত্যুতে এ বাতাস প্রেরিত হয়েছে।"[৫৮৮] রাসুলুল্লাহ ﷺ যখন মদিনায় এলেন, তখন জানা গেল, এক জঘন্য মুনাফিকের মৃত্যু হয়েছে।'[৫৮৯]

---

৫৮৭. সহিহুল বুখারি : ৬০৬৮।

৫৮৮. অর্থাৎ মুনাফিকের জন্য শাস্তিস্বরূপ তার মৃত্যুর চিহ্ন হিসেবে এবং মদিনা ও আল্লাহর বান্দাদের জন্য শান্তির বার্তা নিয়ে প্রেরিত হয়েছে এ বাতাস।

৫৮৯. সহিহ মুসলিম : ২৭৮২।

সেদিন জাইদ বিন রিফাআ নামের এক মুনাফিক মারা যায়। সে ইহুদিদের মধ্য থেকে একজন মুনাফিক ছিল। বনি কাইনুকার নেতৃস্থানীয় লোকদের একজন ছিল সে। সে বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

সালামা বিন আকওয়া ﷺ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে আমরা এক জ্বরাক্রান্ত রোগীকে দেখতে গেলাম। আমি অসুস্থ লোকটার গায়ে হাত দিয়ে বললাম, "আল্লাহর কসম, এমন তাপে পুড়তে আমি আর কাউকে দেখিনি।"

তখন নবিজি ﷺ বললেন, "কিয়ামতের দিন এর চেয়ে অধিক তাপে পুড়বে—এমন ব্যক্তিদের সম্পর্কে আমি কি তোমাদের বলব না? ঘাড় ফিরিয়ে নেওয়া এই দুজন আরোহী।" রাসুলুল্লাহ ﷺ এমন দুজন লোককে দেখালেন, যারা তখন তাঁর সাহাবিদের মধ্যে গণ্য হতো।'[৫৯০]

ইমাম নববি ﷺ বলেন, 'সালামা ﷺ সে দুজন মুনাফিককে সাহাবি বলে উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে, তারা বাহ্যিকভাবে মুসলিম ছিল এবং রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গ গ্রহণ করেছিল। নতুবা সালামা ﷺ সত্যিকার অর্থে তাদের সাহাবি বলেননি।'[৫৯১]

আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, 'আমরা তখন খাইবার যুদ্ধে। রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাথে থাকা লোকদের একজন[৫৯২] সম্পর্কে বললেন, "এ লোকটা জাহান্নামি।" যখন যুদ্ধ শুরু হলো, সে লোকটা প্রচণ্ডভাবে যুদ্ধ করতে থাকল। একসময় সে বেশ আহত হয়ে পড়ল। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলা হলো, যাকে আপনি জাহান্নামি বলেছেন, সে আজ প্রচণ্ড বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছে এবং শহিদ হয়েছে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তার স্থান জাহান্নামে।" তখন কিছু মানুষের মনে সন্দেহ হলো। এ সময় জানানো হলো যে, সে লোক মারা যায়নি এখনো; বরং সে বেশ আহত অবস্থায় পড়ে আছে। যখন রাত ঘনিয়ে এল, তখন আর সে ধৈর্য রাখতে পারল না। আত্মহত্যা করল সে। নবিজি ﷺ-কে জানানো হলে তিনি বললেন, "আল্লাহু আকবার। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসুল।" এরপর তিনি বিলাল ﷺ-কে আদেশে দিলে বিলাল

---

৫৯০. সহিহু মুসলিম : ২৭৮৩।

৫৯১. ইমাম নববি ﷺ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ১৭/১২৮।

৫৯২. তার নাম কুজমান। সে মুনফিক ছিল। -ইমাম নববি ﷺ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ১৭/১২৩।

ﷺ মানুষের মাঝে ঘোষণা দিলেন, "মুসলিম ব্যতীত কেউই জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর আল্লাহ কোনো পাপী ব্যক্তির মাধ্যমেও এ দ্বীনকে সাহায্য করতে পারেন।"'[৫৯৩]

কখনো মুনাফিকদের কাউকে স্পষ্ট চিনিয়ে দিতেন

ইবনে আব্বাস ؓ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁর ঘরের ছায়ায় বসে ছিলেন। তখন ছায়া ধীরে ধীরে কমে আসছিল। রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবিদের উদ্দেশে বললেন, "এখন তোমাদের সামনে এক লোক আসবে। সে তোমাদের দিকে শয়তানের দৃষ্টিতে তাকাবে। তোমরা তাকে দেখলেও কোনো কথা বলবে না।"

একটু পর নীল চোখের এক লোক এল। রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে দেখে ডাক দিলেন। কাছে আসলে তাকে বললেন, "তোমরা আমাকে গালি দাও কেন?"

লোকটি বলল, "আপনি যেভাবে আছেন, সেভাবে থাকুন। আমি তাদের নিয়ে আসছি।"

লোকটি চলে গেল। একটু পর তার সঙ্গীদের নিয়ে আসলো এবং আল্লাহর নামে কসম করে বলল যে, তারা এ রকম কিছুই বলেনি, কিছুই করেনি। অতঃপর আল্লাহ তাআলা নাজিল করেন :

> يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ
>
> "যেদিন আল্লাহ তাদের সকলকে পুনরুত্থিত করবেন। অতঃপর তারা আল্লাহর সামনে শপথ করবে, যেমন তোমাদের সামনে শপথ করে। তারা মনে করবে যে, তারা সৎপথে আছে। সাবধান, তারাই তো আসল মিথ্যাবাদী!"'[৫৯৪]_[৫৯৫]

---

৫৯৩. সহিহুল বুখারি : ৪২০৪, সহিহ মুসলিম : ১১১।

৫৯৪. সুরা আল-মুজাদালা, ৫৮ : ১৮।

৫৯৫. মুসনাদু আহমাদ : ৩২৬৭, তাফসিরু ইবনি কাসির : ৮/৫৩; সনদ জাইয়িদ। শাইখ আহমাদ শাকির এ হাদিসের সনদকে সহিহ বলেছেন।

মুনাফিকদের সম্মান করতে নিষেধ করতেন

আব্দুল্লাহ বিন বুরাইদা ﵀ তার বাবা থেকে বর্ণনা করেন, তার বাবা বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা মুনাফিকদের নেতা বোলো না। কারণ, যদি তোমরা তাদের নেতা মনে করো, তবে তোমরা তোমাদের রবকে রাগান্বিত করলে।"'[৫৯৬]

হাদিসের ব্যাখ্যা

'তবে তোমরা তোমাদের রবকে রাগান্বিত করলে'—অর্থাৎ তোমরা তাঁকে ক্রোধান্বিত করলে। কারণ, নেতা বলে ডাকা মুনাফিকদের জন্য সম্মানজনক। কিন্তু তারা এ সম্মানের উপযুক্ত নয়। বলা হয়ে থাকে, এর অর্থ হচ্ছে, যদি কোনো মুনাফিক তোমাদের নেতা হয়ে থাকে, তবে তোমাদের ওপর তার আনুগত্য করা আবশ্যক হয়ে যাবে। তোমরা তার আনুগত্য করলে তোমাদের রব রাগান্বিত হবেন।[৫৯৭]

ইমাম ইবনে আসির ﵀ বলেন, 'তোমরা কোনো মুনাফিককে নেতা বোলো না। কারণ, তোমাদের নেতা যদি কোনো মুনাফিক হয়, তবে তোমাদেরও তো একই অবস্থা। আর এমন অবস্থার লোকদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হন না।'[৫৯৮]

কোনো মুনাফিককে ব্যাপক কোনো নেতৃত্ব ও দায়িত্ব দিতেন না

রাসুলুল্লাহ ﷺ মুসলিমদের সাথে যেমন আচরণ করতেন, মুনাফিকদের সাথেও দুনিয়ার বিষয়ে ঠিক তেমনই আচরণ করতেন। কিন্তু উম্মাহর কল্যাণে ব্যাপক দায়িত্বগুলোর ব্যাপারে তাদের নিরাপদ মনে করতেন না। তাই না কখনো তিনি কোনো মুনাফিককে অর্থ সংগ্রহের দায়িত্বে নিযুক্ত করেছেন, না কখনো কোনো যুদ্ধে আমির বানিয়েছেন, না কখনো মানুষের মাঝে বিচারের ভার দিয়েছেন, না কখনো সালাতে ইমামতির দায়িত্ব দিয়েছেন আর না কখনো অন্য কোনো দায়িত্বে তাদের নিযুক্ত করেছেন।

---

৫৯৬. সুনানু আবি দাউদ : ৪৯৭৭।

৫৯৭. আওনুল মাবুদ : ৭/৩০০৯।

৫৯৮. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ২/৪১৮।

তাদের দায়িত্ব না দেওয়া এবং তাদের বিশ্বাস না করার কারণ হচ্ছে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ﷺ-কে অস্বীকার করত। তারা আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও মুমিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত। এর সাথে সাথে তাদের মাঝে আমানতের লেশমাত্র না থাকায় তাদের কোনো দায়িত্ব দিতেন না। কেননা, নেতৃত্ব পর্যায়ের কোনো দায়িত্বে নিয়ুক্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে আমানত বা বিশ্বাসযোগ্যতা প্রধান শর্তগুলোর একটি।

হালের মুনাফিকরা আরও ভয়ংকর ও বেশি ফাসাদ সৃষ্টিকারী

আবু ওয়ায়িল ﷺ হুজাইফা বিন ইয়ামান ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, 'নবিজি ﷺ-এর যুগের মুনাফিকদের চাইতে আজকের মুনাফিকরা অধিক ভয়ংকর ও অনিষ্টকারী। নববি যুগে মুনাফিকরা তাদের কাজকর্ম লুকাত। কিন্তু এখনকার মুনাফিকরা প্রকাশ্যে তাদের কর্মকাণ্ড চালিয়ে যায়।'[৫৯৯]

ইবনে বাত্তাল ﷺ বলেন, 'নববি যুগের পরের সময়টাতে মুনাফিকরা আরও ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। নববি যুগে মুনাফিকরা তাদের কথাবার্তা গোপন করত। তাই তাদের অনিষ্টতা অন্যদের গ্রাস করত না।'[৬০০]

ইবনে তিন ﷺ বলেন, 'হুজাইফা ﷺ-এর কথা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, নববি যুগের মুনাফিকগুলো প্রকাশ্যে কোনো অনিষ্ট করতে পারত না। কিন্তু পরবর্তী যুগের মুনাফিকগুলো প্রকাশ্যেই নিফাকি কথাবার্তা বলে বেড়াতে শুরু করে। তারা কখনো তাদের কুফরির কথা স্পষ্ট বলেনি। তবে তাদের মুখ থেকে উদ্গীরিত কথা থেকেই তাদের কুফরি বুঝে আসত। তারা তাদের কথার মাধ্যমেই চিহ্নিত হয়ে যেত।'[৬০১]

ইবনে হাজার ﷺ বলেন, 'ইবনে বাত্তাল ﷺ-এর কথার সমর্থন পাওয়া যায় বাজ্জার ﷺ-এর উল্লিখিত বর্ণনায়। বাজ্জার ﷺ আসিমের সূত্রে আবু ওয়ায়িল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, আবু ওয়ায়িল ﷺ বলেন, "আমি হুজাইফা ﷺ-এর

---

৫৯৯. সহিহুল বুখারি : ৭১১৩।
৬০০. শারহু সহিহিল বুখারি : ১০/৫৭।
৬০১. ফাতহুল বারি : ১৩/৭৪।

কাছে জানতে চাইলাম, আজকের দিনে নিফাক অধিক অনিষ্টকর, নাকি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে নিফাক অধিক অনিষ্টকর ছিল?”

হুজাইফা رضي الله عنه নিজের কপাল চাপড়ে জবাব দিলেন, “হায়, আজকের দিনে প্রকাশ্যে নিফাক চলছে। অন্যদিকে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে মুনাফিকরা তাদের নিফাকি গোপন করে চলত।”’[৬০২]

মুসলিম উম্মাহ নিফাকের মতো দ্বিতীয় কোনো ভয়ংকর অনিষ্টের সম্মুখীন হয়নি। না অতীতকালে, না বর্তমানে, আর না ভবিষ্যতে এমন কোনো ক্ষতিকর কিছু থাকবে, যা নিফাকের চেয়ে অধিক ভয়ংকর হবে। মুনাফিকরা সবচেয়ে বেশি অনিষ্টকারী, সবচেয়ে বেশি বিপজ্জনক। মুনাফিকরা তাদের কাফির ভাইদের পক্ষ থেকে ইসলাম ও মুসলিমদের ওপর সর্বদা বিরাজমান একটি সমস্যা। কারণ, মুনাফিকরা আমাদের মতো একই রঙের হয়ে থাকে। তাদের চামড়া আর আমাদের চামড়া একই হয়ে থাকে। তারা আমাদের মতো একই ভাষায় কথা বলে। আমাদের মতো ইসলামের শিআরগুলো প্রকাশ্যে পালন করে থাকে। আমাদের মতো ইসলাম প্রকাশ করে থাকে এবং আমাদের সাথে জামাআতে অংশ নেয়। বাহ্যিকভাবে তাদের সাথে আমাদের কোনো পার্থক্য নেই বললেই চলে। কিন্তু তারা কখনো মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে ক্লান্তিবোধ করে না; বরং সর্বদাই মুসলিমদের ধ্বংসের জন্য ষড়যন্ত্র করতে থাকে। আমাদের শত্রুদের সাহায্য করতে মুসলিমদের চাইতে তাদের সাথেই বেশি বন্ধুত্ব রক্ষা করে চলে। এ জন্য আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও মুমিনগণ মুনাফিকদের বিপদ থেকে সতর্ক করেন, তাদের ক্ষতি থেকে সাবধান করেন, সতর্কতা অবলম্বনের জন্য আদেশ করেন এবং সজাগ থাকতে বলেন।

মুনাফিকদের থেকে কতটুকু সতর্ক থাকা আবশ্যক—তা জানার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, নিফাক ও মুনাফিক বিষয়ে কুরআনের সতেরোটি মাদানি সুরায় আলোচনা হয়েছে। ইবনুল কাইয়িম رحمه الله বলেন, ‘মনে হয় পুরো কুরআনেই তাদের আলোচনায় পূর্ণ।’[৬০৩]

---

৬০২. মুসনাদুল বাজ্জার : ২৯০০।

৬০৩. মাদারিজুস সালিকিন : ১/৩৫৮।

রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁর উম্মতের ওপর খারাপ নেতৃত্বকারী আবির্ভূত হওয়ার আশঙ্কা করেছেন। উমর বিন খাত্তাব ﷺ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমি আমার উম্মতের ওপর সবচেয়ে বেশি যে বিপদটাকে ভয় করি, সেটা হচ্ছে এমন সব মুনাফিক, যারা মুখে জ্ঞানের কথা বলবে।"'[৬০৪]

মুনাবি ﷺ বলেন, 'এমন সব মুনাফিক, যারা মুখে জ্ঞানের কথা বলবে'—অর্থাৎ ইলমের অধিকারী ও মুখে জ্ঞানের কথা বলে। কিন্তু তার অন্তরে ইলম নেই, তার আমলও নেই। আদতে সে ভ্রষ্ট আকিদার ধারকবাহক। বকবক করে মানুষকে ধোঁকায় ফেলে দেয়। তাদের কথার মাঝে গোমরাহি লুকিয়ে থাকে।'[৬০৫]

ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন, 'ইসলামের সামনে মুনাফিকরা হচ্ছে ভীষণ বড় বিপদ। কারণ, মুনাফিকরা ইসলামের প্রতিই সম্বন্ধিত হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা ইসলামের শত্রু। তাদের মুখ থেকে বের হওয়া প্রতিটি কথায় শত্রুতা থাকে। কিন্তু মূর্খরা মনে করে তাদের কথায় বুঝি জ্ঞান ও শুদ্ধি ঝরে পড়ছে! এটা মূর্খতার চূড়ান্ত। অনিষ্টতার শেষ সীমা।

আল্লাহই ভালো জানেন, না জানি ইসলামের কত আশ্রয়স্থল তারা ধ্বংস করেছে! ইসলামের কত দুর্গ ধ্বংসে তাদের হাত রয়েছে! ইসলামের কত ইলম তারা নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে! বর্তমানেও ইসলাম ও মুসলিমগণ মুনাফিক নামের এ ভয়ংকর বিপদের সাথে লড়ে চলেছে। বর্তমানেও তারা গোপনে গোপনে তাদের ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। আর তারা দাবি করছে যে, তারা আসলে সংশোধনের কাজ করছে। তারা নাকি সংশোধনকারী। অথচ আল্লাহ বলেছেন :

أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ

'সাবধান, মূলত তারাই অশান্তি সৃষ্টিকারী, কিন্তু তারা তা বুঝতে পারে না।' (সুরা আল-বাকারা, ২ : ১২)'[৬০৬]

৬০৪. মুসনাদু আহমাদ : ১৪৪।
৬০৫. আত-তাইসির বি-শারহিল জামিয়িস সগির : ১/৫২।
৬০৬. মাদারিজুস সালিকিন : ১/৩৫৫।

পঞ্চম অধ্যায়

সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণবিধি

প্রথম পরিচ্ছেদ

সাধারণ নারীদের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ

নারীদের প্রতি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ ছিল দয়া, স্নেহ ও সহানুভূতিপূর্ণ। কারণ, রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর চরিত্রই ছিল এমন সুন্দর ও সুশোভিত। মানুষের প্রতি দয়া ও সহানুভূতিতে পূর্ণ ছিল তাঁর হৃদয়। বলা বাহুল্য, নারীদের দুর্বলতা ও অসহায়ত্বের কারণে স্নেহ ও সহানুভূতির সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তাদের। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি। বলা বাহুল্য, অন্য সব ক্ষেত্রে তিনি যেমন আমাদের আদর্শ, ঠিক এ দিকটাতেও তিনি আমাদের আদর্শ। তাই নারীদের সাথে তাঁর আচরণনীতির মোকাবিলায় দ্বিতীয় কারও উদাহরণ টেনে আনা একেবারেই মূর্খতার কাজ হবে।

নারীদের প্রতি উত্তম আচরণ করার নির্দেশ দিতেন

আমর বিন আহওয়াস ﷺ থেকে বর্ণিত, 'তিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বিদায় হজে উপস্থিত ছিলেন। বিদায় হজের খুতবায় রাসুলুল্লাহ ﷺ প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা করলেন। তাঁর স্তুতি কীর্তন করলেন। কিছু কথা স্মরণ করে দিলেন এবং কিছু উপদেশ দিলেন। পরিশেষে বললেন, "তোমরা নারীদের প্রতি উত্তম আচরণ করার উপদেশ গ্রহণ করো।"'[৬০৭]

অর্থাৎ তাদের প্রতি উত্তম আচরণ করো, কোমল আচরণ করো এবং স্নেহ-সহানুভূতির সাথে তোমরা তাদের নিয়ে জীবনযাপন করো।[৬০৮]

---

৬০৭. সুনানুত তিরমিজি : ১১৬৩, সুনানু ইবনি মাজাহ : ১৮৫১। হাদিসের মান : হাসান।
৬০৮. ফাতহুল বারি : ৬/৩৬৮।

নারীদেরকে পুরুষদের অর্ধাংশ গণ্য করতেন

আয়িশা ﵂ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, "নারীরা পুরুষদেরই অংশ।"'[৬০৯]

অর্থাৎ স্বভাব-চরিত্রে নারীরা পুরুষদেরই মতো। যেন তারা পুরুষদের থেকে নির্গত একটা অংশ।[৬১০]

আল্লাহ তাআলা শরিয়তের কিছু বিধানের ক্ষেত্রে নারীদের ছাড় দিয়েছেন। যেমন : জুমআ ও জিহাদ। আবার কিছু বিধান বাড়িয়ে দিয়েছেন। যেমন : হিজাব পরিধান করা।

উম্মে উমারা আনসারি ﵂ থেকে বর্ণিত, 'তিনি নবিজি ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, "আমি দেখছি, পবিত্র কুরআনের প্রতিটি আয়াতই পুরুষদের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হচ্ছে। কোথাও নারীদের কোনো উল্লেখ নেই। এরপর আল্লাহ তাআলা নাজিল করলেন :

> إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

> "নিশ্চয় মুসলমান পুরুষ, মুসলমান নারী, ইমানদার পুরুষ, ইমানদার নারী, অনুগত পুরুষ, অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ, সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ, ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ, বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ, দানশীল নারী, রোজা পালনকারী পুরুষ, রোজা পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হিফাজতকারী পুরুষ, যৌনাঙ্গ হিফাজতকারী নারী,

---

৬০৯. সুনানুত তিরমিজি : ১১৩, সুনানু আবি দাউদ : ২৩৬।

৬১০. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ২/৪৯২।

আল্লাহর অধিক জিকিরকারী পুরুষ ও অধিক জিকিরকারী নারী—
তাদের জন্য আল্লাহ্ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।'"[৬১১-৬১২]

এভাবে আল্লাহ্ তাআলা নারীদের কথাও কুরআনে স্পষ্ট আনলেন এবং দশটি বিষয়ে পুরুষদের সাথে তাদেরও প্রশংসা করলেন।

পুরুষদের মতো নারীদেরও বাইআত করাতেন

রাসুলুল্লাহ ﷺ পুরুষদের মতো নারীদের বাইআত করাতেন। তবে তাদের হাত স্পর্শ করতেন না। বাইআত হচ্ছে, এক ধরনের চুক্তি ও প্রতিজ্ঞা। এর গুরুত্ব অত্যধিক। বাইআতের মাধ্যমে কিছু শর্তের ওপর অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হয়। জীবনের প্রতিটি সময় এ শর্তগুলো যথাযথভাবে পালন করতে হয়।

আল্লাহ্ তাআলা নারীদের বাইআত নেওয়ার ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি আদেশ করে বলেন :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ۙ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

'হে নবি, মুমিনা নারীরা যখন তোমার নিকট এসে বাইআত হয় এই মর্মে যে, তারা আল্লাহর সাথে কোনো শরিক স্থির করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদের হত্যা করবে না, তারা সজ্ঞানে কোনো অপবাদ রটাবে না এবং ভালো কাজে তোমাকে অমান্য করবে না, তখন তাদের বাইআত গ্রহণ করো এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'[৬১৩]

---

৬১১. সুরা আল-আহজাব, ৩৩ : ৩৫।

৬১২. সুনানুত তিরমিজি : ৩২১১।

৬১৩. সুরা আল-মুমতাহিনা, ৬০ : ১২।

সাদি ﷺ বলেন, 'আয়াতে বর্ণিত শর্তগুলোকে 'মুবাআয়াতুন নিসা' বা মহিলাদের বাইআত বলা হয়। নারীরা নারী-পুরুষ উভয়ের ওপর অর্পিত ফরজ ও ওয়াজিব কর্তব্যগুলো সর্বদা আদায় করার ওপর বাইআত করতেন। পুরুষদের অবস্থা, স্তর বিবেচনায় তাদের কর্তব্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীদের চেয়ে ভিন্ন হতো। তারা তাদের সেসব কর্তব্যও পালন করতেন।

নবিজি ﷺ আল্লাহর আদেশের পূর্ণ অনুসরণ করতেন। যখন নারীরা তাঁর কাছে আসত, তিনি তাদের বাইআত গ্রহণ করতেন। তাদেরকে আয়াতে বর্ণিত শর্তগুলো দিয়ে বাইআত গ্রহণ করতেন। শান্ত করতেন তাদের অস্থির অন্তর। পূর্বে তাদের মাধ্যমে কোনো কমতি হয়ে থাকলে তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। পরিশেষে, তাদের অন্তর্ভুক্ত করে নিতেন মুমিনদের মাঝে। বাইআতের শর্তগুলো হলো :

(لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا)—অর্থাৎ তোমরা আল্লাহকে এক বলে মানবে। তাওহিদে বিশ্বাসী হবে। এক আল্লাহর ইবাদত করবে।

(وَلَا يَزْنِينَ)—অর্থাৎ জাহিলি যুগে পতিতাবৃত্তি চরম আকারে বিরাজমান ছিল। নারীরা উপপতি গ্রহণ করত। এ বাইআতের মাধ্যমে নারীদের ইসলামে প্রবেশ করিয়ে এসবে না জড়ানোর শপথ নেওয়া হচ্ছে।

(وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ)—অর্থাৎ জাহিলি যুগে নারীদের মাঝে সন্তান হত্যার প্রচলন ছিল। এ বাইআতে সে ঘৃণিত কর্মটিও নিষিদ্ধ হচ্ছে।

(وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ)—বুহতান হচ্ছে, অন্য কারও ওপর অপবাদ আরোপ করা। অর্থাৎ তারা কখনো কোনো অবস্থাতেই অপবাদ দেওয়ার মতো ঘৃণ্য কর্মে লিপ্ত হবে না; চাই সে অপবাদ তাদের ও তাদের স্বামীকে জড়িয়ে হোক বা অন্য কারও সম্পর্কে হোক।

(وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ)—অর্থাৎ আল্লাহ যেন বলছেন, তারা আপনার কোনো আদেশেরই অবাধ্য হবে না। কারণ, আপনার প্রতিটি আদেশই ভালো কাজের আদেশ হবে। তারা যেসব আদেশে আপনার আনুগত্য করবে, তার

কিছু হচ্ছে—উচ্চস্বরে কেঁদে কেঁদে, কাপড় ছিড়ে, নখ দিয়ে মুখ আঁচড়ে, জাহিলি কথা বলে মাতম করা থেকে বিরত থাকা।

(فَبَايِعْهُنَّ)—অর্থাৎ আপনি প্রদত্ত শর্তগুলো তাদের ওপর আরোপ করে, তাদের বাইআত নিন।

(وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ)—অর্থাৎ তাদের গুনাহের কারণে এবং তাদের সুশোভিত করার জন্য আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন আল্লাহর আছে।

(إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ)—অর্থাৎ গুনাহগারদের জন্য আল্লাহর ক্ষমার অভাব নেই। পাপ করে যারা তাওবা করে, তিনি তাদের মার্জনা করেন।

(رَّحِيمٌ)—অর্থাৎ তাঁর রহমত প্রতিটি বস্তুকে বেষ্টন করে আছে। তার অনুগ্রহ সারা দুনিয়ায় ছেয়ে আছে।'[৬১৪]

উমাইমা বিন রুকাইকা ﵂ বলেন, 'আনসারি কয়েকজন মহিলার সাথে আমিও রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসলাম বাইআত হওয়ার জন্য। আমরা বললাম, "হে আল্লাহর রাসুল, আমরা আপনার হাতে এই মর্মে বাইআত হচ্ছি যে, আমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করব না, চুরি করব না, জিনা করব না, কারও প্রতি অপবাদ আরোপ করব না এবং আপনার কোনো আদেশের অবাধ্য হব না।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "সামর্থ্য অনুযায়ী পালন করবে।"

আমরা বললাম, "আল্লাহ ও তাঁর রাসুল আমাদের প্রতি অতি দয়ার্দ্র। আপনার হাত এগিয়ে দিন আমরা বাইআত হই।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন, "আমি কোনো (গাইরে মাহরাম) নারীর হাত স্পর্শ করি না। একজন নারীর জন্য আমার কথা যেমন, একশজন নারীর জন্যও তেমন।"'[৬১৫]

---

৬১৪. তাফসিরুস সাদি : ১/৮৫৭।

৬১৫. সুনানুন নাসায়ি : ৪১৮১, সুনানুত তিরমিজি : ১৫৯৭, সুনানু ইবনি মাজাহ : ২৮৭৪।

তিনি মুহাজির মুমিন নারীদের পরীক্ষা নিতেন

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রী আয়িশা রা. বলেন, 'মুমিন নারীগণ হিজরত করে এলে রাসুলুল্লাহ ﷺ তাদের পরীক্ষা করে নিতেন। কারণ, আল্লাহ্ তাআলা বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ...

> "হে মুমিনগণ, ইমানদার নারীরা যখন তোমাদের কাছে হিজরত করে আসে, তখন তাদের পরখ করে দেখো (তারা সত্যিই ইমান এনেছে কি না)।..."[৬১৬]

আয়িশা রা. বলেন, "যখন তারা বাইআতের শর্তগুলো মেনে নিত, তখন তারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বলে গণ্য হতো। যে সকল নারী বাইআতের শর্তগুলো মেনে নিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ তাদের উদ্দেশে বলতেন, "যাও তোমরা। আমি তোমাদের বাইআত করলাম।" আল্লাহর কসম, রাসুলুল্লাহ ﷺ কখনো কোনো নারীর হাত স্পর্শ করতেন না। স্রেফ কথার মাধ্যমে তাদের বাইআত করতেন। আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায় তিনি মহিলাদের বাইআত গ্রহণ করতেন। বাইআত গ্রহণ শেষে তাদের বলতেন, "আমি মৌখিকভাবে তোমাদের বাইআত করেছি।"'[৬১৭]

অর্থাৎ তিনি কেবল মুখেই তাদের বাইআত করতেন। পুরুষদের থেকে বাইআত নেওয়ার সময় তাদের সাথে মুসাফাহা করতেন। নারীদের থেকে বাইআত নেওয়ার সময় তাদের হাত স্পর্শ করতেন না।[৬১৮]

মহিলাদের সাথে কোমল আচরণ করতেন

রাসুলুল্লাহ ﷺ স্নেহ, দয়া, কোমলতা ও সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ করতেন মহিলাদের প্রতি। কারণ, নারীরা সাধারণত দুর্বল হয়ে থাকে। এ জন্য রাসুলুল্লাহ ﷺ নারীদের ক্ষেত্রে 'الْقَوَارِير—কাচের বোতল' অভিধাটি ব্যবহার করতেন।

---

৬১৬. সুরা আল-মুমতাহিনা, ৬০ : ১০।

৬১৭. সহিহুল বুখারি : ২৭১৩, সহিহু মুসলিম : ১৮৬৬।

৬১৮. ফাতহুল বারি : ৮/৬৩৬।

আনাস বিন মালিক ﷺ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ কোনো এক সফরে ছিলেন। তখন আনজাশা নামক কালো এক কিশোর গান গেয়ে উট চালাচ্ছিল। বেশ মিষ্টি ছিল তার কণ্ঠটা। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, "আনজাশা, উট ধীরে চালাও, তুমি কিছু কাচপাত্র (মহিলা) সাথে নিয়ে সফর করছ।"'

আবু কিলাবা ﷺ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ এমন শব্দে কথা বললেন, যদি তোমাদের কেউ সে শব্দ ব্যবহার করে কথা বলতে, তবে সেটা ঠাট্টা হিসেবে ধরা হতো।'[৬১৯]

মুসনাদে আহমাদের বর্ণনায় এসেছে, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "আনজাশা, ধ্বংস হোক তোমার! কাচপাত্রগুলোর (মহিলাদের) প্রতি দয়া করো।"'[৬২০]

নবিজি ﷺ মহিলাদের কাচপাত্রের সাথে তুলনা করেছেন। কারণ, নারীরা সাধারণত কাচের বোতলের মতোই নরম, কমনীয় ও দুর্বল কাঠামোর হয়ে থাকে।[৬২১]

রাসুলুল্লাহ ﷺ আনজাশাকে বললেন, 'মহিলাদের প্রতি দয়া করো।'—এর কারণ কী?

এই প্রশ্নের উত্তরে আলিমদের মতানৈক্য রয়েছে।

কেউ বলেন, 'সুমিষ্ট কণ্ঠের অধিকারী ছিল আনজাশা। সে পুরুষদের সাথে থেকে যেমন উট চালনার গান গেয়ে উট হাঁকিয়ে চলত। তেমনই মহিলাদের সাথে থেকেও উট চালনার গান গাইত। কারণ, তখনো যৌবন পুরোপুরি আসেনি তার মাঝে, কিন্তু ধীরে ধীরে তার মাঝে যৌবন আসছিল। তাই নারীরা তার মাধ্যমে ফিতনায় পড়ার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছিল বলে রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে গান গাইতে নিষেধ করলেন।'

আর কেউ বলেন, 'দয়া করা বলতে উটের গতি কমাতে বলেছিলেন রাসুলুল্লাহ ﷺ। কারণ, উট যখন উট-চালনার গান শুনত, তখন উট গানের তালে

---

৬১৯. সহিহুল বুখারি : ৬১৪৯, সহিহু মুসলিম : ২৩২৩।
৬২০. মুসনাদু আহমাদ : ১২৩৫০।
৬২১. ফাতহুল বারি : ১০/৫৪৫।

উত্তেজিত হয়ে জোর গতিতে চলতে শুরু করত। এতে আরোহী কষ্ট পেত। নারীগণ দুর্বল গড়নের হওয়ার কারণে উটের দ্রুত ধাবমান ধকল সইতে না পারার যথেষ্ট আশঙ্কা থাকত। নারীদের কোনো ক্ষতি হওয়ার বা উট থেকে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকত। রাসুলুল্লাহ ﷺ তাই আনজাশাকে গান গাইতে নিষেধ করলেন।'

কুরতুবি ؒ তার 'আল-মুফহিম' গ্রন্থে উভয় অভিমতকে সঠিক বলে ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ মহিলাদের কাচপাত্রের সাথে তুলনা করেছেন। কারণ, নারীদের ওপর কোনো কিছুর প্রভাব খুব তাড়াতাড়ি পড়ে যায়। তারা কঠিন কিছুর ধকল সইতে পারে না। উট দ্রুত গতিতে চালানোর জন্য গান গাইতে থাকলে তা দ্রুত গতিতে চলবে। ওদিকে নারীদের উট থেকে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হবে, অথবা বেশি জোরে চলার কারণে তারা কষ্ট পাবে। দ্রুত চলার কারণে বিপদ হতে পারে বিধায় রাসুলুল্লাহ ﷺ আনজাশাকে গান গাইতে নিষেধ করলেন। অথবা গান শোনার কারণে তাদের অন্তরে খারাপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে, এ আশঙ্কায় রাসুলুল্লাহ ﷺ আনজাশাকে গান গাইতে নিষেধ করলেন।'[৬২২]

বিশেষ গুণের কারণে কুরাইশ-নারীদের প্রশংসা করতেন

আবু হুরাইরা ؓ বর্ণনা করেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ একদিন বললেন, "উট-আরোহী নারীদের (আরব্য নারীদের) মধ্যে কুরাইশের নেক নারীরাই সর্বোত্তম। তারা তাদের এতিম শিশুদের প্রতি স্নেহশীল এবং তাদের স্বামীদের ধনসম্পত্তির উত্তম রক্ষক হয়ে থাকে।"'[৬২৩]

(তারা তাদের এতিম শিশুদের প্রতি স্নেহশীল) : অর্থাৎ পিতৃহারা শিশুর প্রতি অন্যান্য নারীর তুলনায় তারা বেশি স্নেহশীল হয়ে থাকে। এতিম শিশুর প্রতিপালন করে। বিবাহের দরকার থাকলেও শিশুটির প্রতিপালনে ব্যাঘাত

---

৬২২. ফাতহুল বারি : ১০/৫৬৪, আল-মুফহিম লিমা উশকিলা মিন তালখিসি কিতাবি মুসলিম : ১৯/৪৩।

৬২৩. সহিহুল বুখারি : ৫০৮২, সহিহ মুসলিম : ২৫২৭।

ঘটতে পারে বলে তারা বিয়ে করে না। কেননা, তারা যদি অন্য ঘরে বিয়ে করে নেয়, তবে তাদের মমতা ও স্নেহে ঘাটতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

(তাদের স্বামীদের ধনসম্পদের উত্তম রক্ষক হয়ে থাকে) : তারা অন্য নারীদের তুলনায় স্বামীর ধনসম্পদ রক্ষার ব্যাপারে অধিক সতর্ক ও বিশ্বস্ত। স্বামীর অর্থকড়ি অপচয় করে না তারা।[৬২৪]

মুহাল্লিব ﷺ বলেন, 'দুটি কারণে এ হাদিসে কুরাইশ নারীদেরকে আরবের অন্য নারীদের চেয়েও উত্তম বলা হয়েছে।

এক. সন্তানবাৎসল্য। সন্তান প্রতিপালনে তারা গুরুত্ব দেয় বেশি এবং সন্তানের উত্তম পরিচর্যা করে।

দুই. বিশ্বস্ততার সাথে স্বামীর সম্পদের হিফাজত করা।'[৬২৫]

নারীদের তালিমের প্রতি গুরুত্বারোপ করতেন

নারীদের প্রয়োজনীয় ইলম শেখানোর প্রতি রাসুলুল্লাহ ﷺ গুরুত্বারোপ করতেন। সপ্তাহে একটি দিন নির্দিষ্ট করে তাদের উপদেশ ও নির্দেশনা দিতেন।

আবু সাইদ খুদরি ﷺ বলেন, 'একদিন রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এক নারী এসে বলল, "হে আল্লাহর রাসুল, পুরুষরা কথা বলে আপনার পুরো সময়টা নিয়ে নেয়। আমাদের সুযোগ হয় না। তাই আমাদের জন্য একদিন ঠিক করে দিন। সেদিন আমরা আপনার কাছে আসব, আর আল্লাহ্ আপনাকে যে ইলম শিখিয়েছেন, তা থেকে আপনি আমাদের শেখাবেন।"[৬২৬]

রাসুলুল্লাহ ﷺ উত্তর দিলেন, "তোমরা এ রকম এ রকম দিনে অমুক স্থানে একত্র হবে।"[৬২৭]

---

৬২৪. ফাতহুল বারি : ৯/১২৫।

৬২৫. শারহু সহিহিল বুখারি : ৭/৫৪৪।

৬২৬. বুখারির রিওয়ায়াতে আছে, 'মহিলারা নবিজি ﷺ-এর উদ্দেশে বলল, 'পুরুষরা আপনার পুরো সময়টা নিয়ে নিচ্ছে। তাই আমাদের জন্য একদিন নির্দিষ্ট করে দিন, যেদিন আমরা আপনার কাছে শিখব।'

৬২৭. ইমাম আহমাদের রিওয়ায়াতে (হাদিস : ৭৩১০) আছে, রাসুল ﷺ উত্তর দিলেন, 'অমুকের ঘর তোমাদের জন্য নির্ধারিত।'

নির্দিষ্ট স্থানে মহিলারা একত্র হলেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ এলেন তাদের কাছে। তাদের ইলম শেখালেন, উপদেশ দিলেন এবং নির্দেশনা দিলেন। রাসুলুল্লাহ তাদের যা বলেছিলেন, তার একাংশ হচ্ছে—তোমাদের মধ্যে কোনো নারীর নাবালেগ তিনটি সন্তান মৃত্যুবরণ করলে, এ সন্তানরা তার জন্য জাহান্নামের প্রতিবন্ধক হয়ে তাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাবে।"

তখন এক মহিলা বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল, দুজন হলেও কি? দুজন হলেও কি?"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "হাঁ, দুজন হলেও, দুজন হলেও, দুজন হলেও।"'[৬২৮]

এ হাদিসে দ্বীনি ইলমের প্রতি নারী সাহাবিদের অদম্য স্পৃহা ও আগ্রহের বিষয়টি স্পষ্ট প্রতিভাত হচ্ছে। বুখারি ﵀ এই হাদিসটিকে 'নারীদের প্রতি আমিরের উপদেশ ও শিক্ষাপ্রদান অধ্যায়' শীর্ষক অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন।

(নাবালেগ সন্তান) : গুনাহের বয়সে পৌঁছেনি। অর্থাৎ এর পূর্বেই মারা যায়। কেননা, বালেগ হওয়ার পরই তাদের গুনাহ লিপিবদ্ধ করা হয়। এখানে নাবালেগ অবস্থায় মারা যাওয়ার কথাটির রহস্য সম্ভবত এটা যে, বালেগ হয়ে গুনাহ করে মারা গেলে সেটা বাবা-মায়ের জন্য আরও অধিক পেরেশানির কারণ হবে।'[৬২৯]

▶ হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয় :

- নারী সাহাবিগণ ইলম শেখার প্রতি অত্যন্ত আগ্রহী ও উৎসাহী ছিলেন।
- মুসলিমদের মৃত শিশুরা জান্নাতের অধিবাসী।
- যার দুটি শিশুসন্তান মারা যাবে, তারা তার মায়ের জন্য জাহান্নামের প্রতিবন্ধক হবে।[৬৩০]

---

৬২৮. সহিহুল বুখারি : ১০২, সহিহু মুসলিম : ২৬৩৪।
৬২৯. ফাতহুল বারি : 1/১৯৬।
৬৩০. ফাতহুল বারি : 1/১৯৬।

- একজন শিক্ষক ও নসিহতকারীকে শ্রোতার মানসিক অবস্থার প্রতি খেয়াল করতে হবে। এ বিষয়ে যত্নবান হতে হবে। সর্বোত্তম শিক্ষক রাসুলুল্লাহ ﷺ জানতেন, মহিলাদের অন্তরে তাদের সন্তানদের প্রতি কেমন মায়ামমতা বিরাজ করে। সন্তান হারানোর ব্যথা তাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টকর হয়। তাই সন্তান হারানোর ফলে প্রাপ্ত পুণ্যের কথা জানিয়ে তিনি তাদের মন শান্ত করলেন।

নারীদের উপদেশ দেওয়ার প্রতি বেশ আগ্রহী ছিলেন

জাবির বিন আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন, 'ইদের দিন আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সালাত আদায় করলাম। খুতবার আগে আজান ও ইকামত ছাড়া তিনি সালাত পড়ালেন। সালাত শেষে বিলাল ﷺ-এর ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। অতঃপর আল্লাহকে ভয় করার ও তাঁর আনুগত্য করার আদেশ করলেন এবং মানুষদের উপদেশ দিলেন।

এরপর সেখান থেকে নারীদের কাছে আসলেন। তাদের উপদেশ দিলেন। বললেন, "তোমরা সাদাকা করবে। কারণ, অধিকাংশ নারীরা জাহান্নামের ইন্ধন হবে।" মহিলাদের মাঝখান থেকে গালে তিলবিশিষ্ট এক নারী দাঁড়িয়ে বলল, "কেন, হে আল্লাহর রাসুল?"

রাসুলুল্লাহ ﷺ উত্তর দিলেন, "কারণ, তোমরা অধিক হারে অভিযোগ করো এবং স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ হও।"'[৬৩১]

জাবির ﷺ বলেন, 'এরপর নারীরা তাদের অলংকার খুলে সাদাকা করতে লাগল। তারা তাদের কানের দুল ও আংটি খুলে বিলাল ﷺ-এর কাপড়ে নিক্ষেপ করতে লাগল।'[৬৩২]

---

৬৩১. অর্থাৎ নারীরা স্বামীর অধিকার ও অনুগ্রহ অস্বীকার করে। স্বামীর অনুগ্রহের কথা গোপন রাখে এবং বেশি বেশি অভিযোগ করে।

অন্য এক রিওয়ায়াতে এসেছে, রাসুল ﷺ বলেন, 'স্ত্রীর প্রতি যদি স্বামী এক যুগ ধরে সদাচরণ করতে থাকে, এরপর স্ত্রী যদি সামান্য কোনো কিছু কোনোদিন তার মাঝে দেখে, সাথে সাথে স্ত্রী বলে উঠবে, আমি তোমার থেকে কখনো সদাচরণ পাইনি।' দেখুন, সহিহুল বুখারি : ২৯, সহিহু মুসলিম : ৯০৭।
৬৩২. সহিহু মুসলিম : ৮৮৫।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইদের সালাত পড়াতে এসে যখন দেখলেন, অনেক মানুষ একত্র হয়েছে, তখন স্বভাবতই মহিলাদের কাতার পুরুষদের কাতারের পেছনে হওয়ায় মহিলারা বেশ দূরে পড়ে যায়। রাসুলুল্লাহ ﷺ দেখলেন, তারা খুতবা শুনতে পাবে না। তাই ইলম শেখার ক্ষেত্রে তাদের অধিকার আদায় করার জন্য রাসুলুল্লাহ ﷺ নিজেই তাদের কাছে গিয়ে উপদেশ ও নির্দেশনা দিলেন।

ইমাম নববি ﵀ বলেন, 'শিক্ষক ইলম শেখানোর সময় যদি মহিলারা শুনতে না পায়, তবে পুরুষদের শেখানো থেকে অবসর হয়ে কোনো ফিতনা ও ক্ষতির আশঙ্কা না থাকলে মহিলাদের কাছে এসে তাদের ইলম শেখানো মুসতাহাব।'[৬৩৩]

বর্তমানে মাইক, সাউন্ডবক্স ইত্যাদি সাউন্ড সিস্টেমের মাধ্যমে আওয়াজ উঁচু করা যায়। তাই মহিলাদের কাছে এসে তাদের ইলম শেখানোর কোনো প্রয়োজন নেই।

▶ হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয় :

- নারীদের ইলম শেখানো, তাদের উপদেশ দেওয়া, ইসলামের বিধিবিধান জানানো শরিয়তের দৃষ্টিতে মুসতাহাব ও প্রশংসনীয় কাজ।

  ইবনে জুরাইজ ﵀ বলেন, 'আমি আতা ﵀-এর কাছে জানতে চাইলাম, বর্তমান সময়ে নারীদের উপদেশ দেওয়া আমিরের কর্তব্য কি না? আতা ﵀ জবাব দিলেন, "এটা নারীদের অধিকার। কেন তারা তাদের অধিকার আদায় করে না?"'[৬৩৪]

- রাসুলুল্লাহ ﷺ স্নেহশীল হয়ে নারীদের উপদেশ দিয়েছেন। তাদের প্রতি কঠোর হননি, রূঢ় আচরণ করেননি।

ইবনে হাজার ﵀ বলেন, 'সে সময়টা তাদের জন্য কঠিন কষ্টের সময় হলেও তারা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কথা শুনে দ্রুত গতিতে নিজেদের অলংকার সাদাকা করতে লাগলেন। এ থেকে বোঝা যায়, দ্বীনি কাজে তাদের মর্যাদা ছিল অতি

---

৬৩৩. ইমাম নববি ﵀ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ৬/১৭৪।

৬৩৪. সহিহুল বুখারি : ৯৬১, সহিহু মুসলিম : ৮৮৫।

উন্নত। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আদেশের আনুগত্যের প্রতি তারা ছিল বেশ আগ্রহী ও উৎসাহী। তাদের আনুগত্যে রাসুলুল্লাহ ﷺ ছিলেন সন্তুষ্ট।'[৬৩৫]

কখনো অল্প সাদাকায় অধিক বারাকাহ্ পাওয়া যায়

অনেক সময় অল্প সম্পদ দান করলেও, আল্লাহ্ তা কবুল করে নেন এবং তাতে প্রবৃদ্ধি দান করেন; ফলে এই অল্প সম্পদই অধিক সম্পদের চেয়ে বেশি বলে প্রমাণিত হয়।

আবু হুরাইরা ﷺ বর্ণনা করেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, "এক দিরহাম এক লাখ দিরহামের ওপর বিজয় হয়।"

সাহাবিগণ জানতে চাইলেন, "কীভাবে?"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "এক ব্যক্তির নিকট দুটি দিরহাম ছিল। সে একটি দিরহাম দান করল। অন্যদিকে আরেকজন ব্যক্তি তার সম্পদের স্তূপের নিকট গেল এবং বিরাট সম্পদ থেকে এক লাখ দিরহাম দান করল।..."'[৬৩৬]

সাদাকার প্রতি মহিলাদের অনেক বেশি উৎসাহিত করতেন

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ-এর স্ত্রী জাইনাব ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাদের বললেন, "হে নারীসমাজ, তোমরা সাদাকা করো; যদিও অলংকার থেকেই তোমাদের সাদাকা করতে হোক না কেন।"'

জাইনাব ﷺ বলেন, 'এরপর আমি আব্দুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ফিরে এলাম। তাকে বললাম, "আপনি তো অসচ্ছল। এদিকে রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাদের সাদাকা করতে আদেশ করেছেন। আপনি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়ে জেনে আসুন, আপনাকে সাদাকা দিলে যথেষ্ট হবে, নাকি অন্য কাউকে সাদাকা করতে হবে।" আব্দুল্লাহ ﷺ বললেন, "বরং তুমি গিয়ে জেনে আসো।"

এরপর আমিই রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলাম। দেখলাম, আনসারি এক নারী রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর দরোজায় দাঁড়িয়ে আছে। সেও তা-ই জানতে এসেছে,

---

৬৩৫. ফাতহুল বারি : ২/৪৬৯।
৬৩৬. সুনানুন নাসায়ি : ২৫২৭। হাদিসের মান : হাসান।

যা জানার জন্য আমি আসলাম। কিন্তু রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর প্রবল গাম্ভীর্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বের কারণে আমরা তাঁর কাছে যেতে ইতস্তত করছিলাম। তখন বিলাল رضي الله عنه বের হয়ে এলেন আমাদের কাছে। আমরা তাকে বললাম, "রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়ে তাঁর কাছে বলুন, দরোজায় দুজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছে। তারা জানতে চাইছে, তারা তাদের স্বামী ও সন্তানদের ওপর সাদাকা করলে কি তা সাদাকা আদায় হবে? তবে আমাদের পরিচয় তাঁকে বলবেন না।"

এরপর বিলাল رضي الله عنه রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়ে তাঁকে তাদের কথা বললেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ জবাব না দিয়ে জানতে চাইলেন, "তারা কারা?"

বিলাল বললেন, "জনৈক আনসার মহিলা এবং জাইনাব।"

রাসুলুল্লাহ জানতে চাইলেন, "কোন জাইনাব?"

বিলাল বললেন, "আব্দুল্লাহর স্ত্রী জাইনাব।"

এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "এ সাদাকায় তারা দ্বিগুণ সাওয়াব পাবে। আত্মীয়তা রক্ষার সাওয়াব ও সাদাকার সাওয়াব।"'[৬৩৭]

▶ হাদিস থেকে বোঝা যায় :

- নিকটাত্মীয়দের সাদাকা করার প্রতি উৎসাহ। তবে ওয়াজিব সাদাকা হলে তা এমন আত্মীয়কে দেওয়া যাবে না, যার ভরণপোষণের দায়িত্ব দাতার কাঁধে ন্যস্ত।
- আত্মীয়তা-সম্পর্ক রক্ষা করার প্রতি উৎসাহ।
- স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রী নিজ সম্পদ থেকে দান করতে পারবে।
- নারীদের উপদেশ দেওয়া এবং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে ভালো কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার বিষয়ে দায়িত্বশীলদের উৎসাহিত করা হয়েছে এ হাদিসে।

---

৬৩৭. সহিহুল বুখারি : ১৪৬৬, সহিহু মুসলিম : ১০০০।

- ফিতনা থেকে নিরাপদ হলে নারীদের সাথে পরপুরুষ কথা বলতে পারবে।
- গুনাহের কারণে পাকড়াও হওয়ার ভয় এবং গুনাহের কারণে যে আজাব আপতিত হবে, তার ভয় দেখাতে হবে মানুষদের।
- অধিক জ্ঞানী আলিম জীবিত থাকলেও তার চেয়ে কম জ্ঞানসম্পন্ন আলিম ফতোয়া দিতে পারবেন।
- ইলমের অধিকারী হলেও আরও বেশি ইলম অন্বেষণ করতে হবে এবং আগ্রহ থাকতে হবে।[৬৩৮]
- ফতোয়া জিজ্ঞেসকারী তার নামপরিচয় গোপন করে ফতোয়া জিজ্ঞেস করতে পারবে। ইবনে মাসউদ ﷺ-এর স্ত্রী বিলাল ﷺ-কে বলেছিলেন, 'আমরা কে, তা তাঁকে জানাবেন না।'

নারীরাই সবচেয়ে বেশি সাদাকা করতেন

আবু সাইদ খুদরি ﷺ বলেন, 'ইদুল ফিতর ও ইদুল আজহার দিন রাসুলুল্লাহ ﷺ প্রথমে সালাতে দাঁড়াতেন। সালাতের সালাম ফিরিয়ে মানুষের অভিমুখী হতেন। মানুষজন তাদের সালাতের স্থানে বসা থাকত। যদি কোনো অভিযান প্রেরণের প্রয়োজন থাকত, তবে তা মানুষের নিকট উপস্থাপন করতেন। অথবা অন্য কোনো প্রয়োজন থাকলে, আদেশ করতেন তিনি। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলতেন, "তোমরা সাদাকা করো, তোমরা সাদাকা করো, তোমরা সাদাকা করো।"

অতঃপর (তাঁর আদেশ পেয়ে) নারীরাই সবচেয়ে বেশি সাদাকা করত।'[৬৩৯]

তাদের বেশি বেশি জিকির করতে উদ্বুদ্ধ করতেন

ইউসাইরা ﷺ হতে বর্ণিত—তিনি মুহাজির নারী ছিলেন—তিনি বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাদের উদ্দেশে বললেন, "তোমরা অবশ্যই তাসবিহ (سُبْحَانَ اللهِ), তাহলিল (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ), তাকদিস (سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ অথবা سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ) পড়বে। আঙুলে গুনে গুনে

৬৩৮. ফাতহুল বারি : ৩/৩৩০।
৬৩৯. সহিহুল বুখারি : ৩০৪, সহিহ মুসলিম : ৮৮৯।

জিকির করবে। কিয়ামতের দিন আঙুলগুলোকে জিজ্ঞেস করা হবে এবং এগুলোকে কথা বলার জন্য আদেশ করা হবে। তাই তোমরা উদাসীন হয়ে আল্লাহর রহমত থেকে বিস্মৃত হোয়ো না।'''[৬৪০]

ইবনে ইল্লান ﷺ বলেন, 'আঙুলে গোনার প্রকৃতি দুভাবে হতে পারে। এক. প্রতি আঙুলের গিরায় গিরায় গণনা করা। দুই. গিরায় গিরায় না গুনে পুরো আঙুল ধরে গণনা করা।

আঙুলের গিরায় গিরায় গণনার ক্ষেত্রে প্রতিবার জিকিরের সময়ে একটি গিরায় বৃদ্ধাঙ্গুল রাখতে হবে। পুরো আঙুলে গণনার সময় প্রতিবার জিকিরের সময় একটি আঙুল ভাঁজ করবে।'[৬৪১]

পুরো আঙুলে গণনা করা হোক বা আঙুলের গিরায় গিরায় ধরে গণনা করা হোক, উভয় পদ্ধতিরই অবকাশ আছে এখানে।

তিবি ﷺ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে জিকিরের সময় আঙুল দিয়ে হিসাব করতে উৎসাহিত করেছেন। কারণ, এতে তারা নিজেদের আঙুল দিয়ে যে গুনাহ করেছে, সে গুনাহ মুছে যাবে এবং তারা মার্জনাপ্রাপ্ত হবে।

(কিয়ামতের দিন আঙুলগুলোকে জিজ্ঞাসা করা হবে) : অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আঙুলকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, তারা কোন কাজে ব্যবহৃত হয়েছে, তার মাধ্যমে কোন কর্মগুলো সাধিত হয়েছে।

(এগুলোকে কথা বলার জন্য আদেশ করা হবে) : অর্থাৎ আঙুলগুলোকে কথা বলার আদেশ করলে, এগুলো ব্যক্তির পক্ষে অথবা বিপক্ষে কথা বলবে। আঙুল দিয়ে কৃত কর্মগুলোর ফিরিস্তি দিতে থাকবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

---

৬৪০. সুনানুত তিরমিজি : ৩৫৮৩, সুনানু আবি দাউদ : ১৫০৫, মুসনাদু আহমাদ : ২৬৫৪৯। হাদিসের মান : হাসান।

৬৪১. আল-ফুতুহাতুর রব্বানিয়াহ : ৩/২৫০।

"যেদিন তাদের কৃতকর্মের ব্যাপারে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে তাদের জিহ্বা, তাদের হাত ও তাদের পা।"[৬৪২]

(তাই তোমরা উদাসীন হোয়ো না...) : অর্থাৎ তাই তোমরা জিকির থেকে উদাসীন হোয়ো না। জিকির পরিত্যাগ কোরো না।

(আল্লাহর রহমত থেকে বিস্মৃত হোয়ো না) : মোল্লা আলি কারি ﷬ বলেন, 'এখানে আল্লাহর রহমতকে বিস্মৃত হওয়ার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর রহমত আসার মাধ্যমকে ভুলে যাওয়া। অর্থাৎ তোমরা যদি জিকির না করো, তবে তোমরা তার সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে। তাই জিকির পরিত্যাগ করার অর্থ হচ্ছে রহমত পরিত্যাগ করা। তোমরা জিকির থেকে উদাসীন হলে আল্লাহও তোমাদের ওপর রহম করবেন না।'[৬৪৩]

তাদের উপকারী দোয়া শেখাতেন

রাসুলুল্লাহ ﷺ যে সকল মহীয়সী নারীদের ইলম শিখিয়েছেন, তাদের মধ্যে আসমা বিনতে উমাইস ﷞ অন্যতম। তিনি দায়ি ছিলেন। ছিলেন গাম্ভীর্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে তিনি ইলম শেখাতেন, উপদেশ দিতেন তাদের। দূর-দূরান্ত থেকে লোকেরা তার কাছে আসত 'হাবশায় হিজরতের ফজিলত' সম্পর্কে শোনার জন্য।

সেই আসমা বিনতে উমাইস ﷞ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, "আমি কি তোমাকে কিছু শব্দ শিখিয়ে দেবো না, যেগুলো তুমি বিপদের সময় বলবে? সেগুলো হচ্ছে : اَللهُ اَللهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا [আল্লাহ, আল্লাহ, আমার রব, আমি তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করি না।]"'[৬৪৪]

নারীরা গর্ভধারণ, সন্তান জন্মদান, স্বামীর কঠোরতা, সন্তান লালনপালনসহ প্রভৃতি ক্ষেত্রগুলোতে কষ্টের সম্মুখীন হয়। তাই প্রতিটি নারীর কর্তব্য হচ্ছে, কষ্ট ও বিপদ থেকে মুক্তির জন্য এ দোয়াটি পড়া।

---

৬৪২. সুরা আন-নুর, ২৪ : ২৪।

৬৪৩. তুহফাতুল আহওয়াজি : ১০/৩১।

৬৪৪. সুনানু আবি দাউদ : ১৫২৫, সুনানু ইবনি মাজাহ : ৩৮৮২।

তবে কষ্ট ও বিপদের সময় রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পঠিত দোয়াটি হচ্ছে :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ

'সহনশীল মহান আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। বিশাল আরশের অধিপতি আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। আসমান-জমিনের রব ও মহান আরশের মালিক ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই।'[৬৪৫]

ইমাম তাবারি ﷺ বলেন, 'সালাফ এ দোয়াটি পড়তেন। তারা এ দোয়ার নাম দিয়েছিলেন, دعاء الكرب বা বিপদের দোয়া।'[৬৪৬]

বিভিন্ন উৎসব ও নেকির মজলিসে তাদের উপস্থিত হতে উৎসাহ দিতেন

বিভিন্ন উৎসব বা বিশেষ সময়ে কল্যাণ লাভের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট স্থলে তাদের উপস্থিত হওয়ার জন্য উৎসাহিত করতেন।

উম্মে আতিয়া ﷺ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ ঋতুবতী তরুণী, কুমারী নির্বিশেষে আমাদের সকল নারীকে ইদের দিন বের হয়ে কল্যাণ এবং মুসলিমদের জমায়েত ও দোয়ায় অংশগ্রহণ করার নির্দেশ দিলেন। অবশ্য ঋতুবতী নারীদের সালাতের স্থান থেকে দূরে থাকতে বলা হয়েছে। তখন এক নারী দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রাসুল, আমাদের কারও যদি ওড়না না থাকে?"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তবে তার সাথি তাকে নিজ ওড়না পরতে দেবে।"'[৬৪৭]

অর্থাৎ তার সাথি তাকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত থেকে একটি ওড়না ধার দেবে।[৬৪৮]

الْعَوَاتِقُ শব্দটি عَاتِقَةٌ শব্দের বহুবচন। যার অর্থ হচ্ছে নবউদ্ভিন্না তরুণী। কেউ কেউ বলেন, 'বাবার বাড়িতে বসবাসরত অবিবাহিত তরুণীকে عَاتِقَةٌ বলা হয়।'[৬৪৯]

---

৬৪৫. সহিহুল বুখারি : ৬৩৪৬, সহিহু মুসলিম : ২৭৩০।
৬৪৬. ইমাম নববি ﷺ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ১৭/৪৭।
৬৪৭. সহিহুল বুখারি : ৩৫১, সহিহু মুসলিম : ৮৯০।
৬৪৮. ফাতহুল বারি : ১/৪২৪।
৬৪৯. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৩/১৭৯।

ذَوَاتُ الْخُدُورِ ঘরের কোণে আলাদা কক্ষে বসবাসরত কুমারী মেয়েকে বলা হয় ذَوَاتُ الْخُدُورِ।

▶ **হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয় :**

- নারীরা দুই ইদের জামাআতে উপস্থিত হওয়া মুসতাহাব। চাই সে নারী যুবতি হোক বা বৃদ্ধা হোক; চাই সে বিবাহিত হোক বা অবিবাহিত হোক। উম্মে আতিয়া ﵂ বর্ণিত এ হাদিসে ইদের সময় ঘর থেকে বের হওয়ার এ বিধানের কারণ হচ্ছে, এতে নারীরা কল্যাণপ্রাপ্ত হবে এবং মুসলিমদের দোয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারবে এবং এ দিনের বরকত ও পবিত্রতা অর্জন করতে পারবে।
- হায়িজা নারী জিকির করতে পারবে। মসজিদ ব্যতীত ইলম ও জিকিরের মজলিসের মতো কল্যাণময় স্থানগুলোতেও আসতে পারবে।[৬৫০]

নারী সাহাবিগণ জুমআয় অংশগ্রহণ করতেন

উম্মে হিশাম বিনতে হারিসা বিন নুমান ﵂ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ জুমআর খুতবায় সুরা কাহফ তিলাওয়াত করতেন। জুমআর সালাতে শুনে শুনেই আমি সুরা কাহফ মুখস্থ করে ফেলেছি।' তিনি আরও বলেন, 'আমাদের ও রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর রান্না একই রান্নাঘরে রান্না করা হতো।'[৬৫১]

আলিমগণ বলেন, 'জুমআর খুতবার জন্য সুরা কাহফ নির্বাচন করার কারণ হচ্ছে, এ সুরা পুনরুত্থান, মৃত্যু, ভীতিজনক উপদেশ ও কঠিন ধমকসংবলিত একটি সুরা।

আর এ নারী সাহাবি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর অবস্থাদি জানতেন এবং তার বাড়ি ও রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর বাড়ি পাশপাশি তা বোঝানোর জন্য তিনি বললেন, "আমাদের ও রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর রান্না একই রান্নাঘরে রান্না করা হতো।"'[৬৫২]

---

৬৫০. ফাতহুল বারি : ১/৪২৪, ২/৪৭০।

৬৫১. সহিহু মুসলিম : ৮৭৩।

৬৫২. ইমাম নববি ﵀ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ৬/১৬১।

নারী সাহাবিগণ তাঁর সাথে জামাআতে ফরজ সালাতসমূহ আদায় করতেন

আয়িশা ﵂ বলেন, 'আমরা নারীরা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ফজরের সালাত আদায় করতাম। নিজেদের সর্বাঙ্গ কাপড়ে ঢেকে আমরা সালাতে উপস্থিত হতাম। সালাত শেষে সকলে এমন সময় বাড়িতে ফিরে আসতাম যে, অন্ধকারের কারণে কাউকে চেনা যেত না।'[৬৫৩]

▶ হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয় :

- জামাআতে সালাত আদায় করার জন্য রাতের বেলায়ও নারীদের মসজিদে উপস্থিত হওয়া প্রশংসনীয়। দিনের বেলায় মসজিদে সালাত আদায় করার জন্য আসা জায়িজ হওয়া তো আরও বেশি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। কারণ, দিনের তুলনায় রাতের বেলা মন্দ কিছু ঘটার সম্ভাবনা বেশি থাকে। তবে নারীরা তখনই সালাতের জামাআতে উপস্থিত হতে পারবে, যখন কোনো ফিতনার আশঙ্কা থাকবে না। অন্যথায় পারবে না।
- ফজরের সালাত প্রথম ওয়াক্তে আদায় করে নেওয়া মুসতাহাব।[৬৫৪]

নারীদের মসজিদে আসতে বারণ করতে নিষেধ করতেন

আব্দুল্লাহ বিন উমর ﵄ বলেন, 'উমর ﵁-এর এক স্ত্রী ফজর ও ইশার সালাত মসজিদে জামাআতের সাথে আদায় করতেন। তাকে বলা হলো, "আপনি কেন মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করেন; অথচ আপনি জানেন যে, উমর ﵁ এটা অপছন্দ করেন এবং এটাকে মর্যাদাহানিকর মনে করেন?"

উমর ﵁-এর স্ত্রী বললেন, "তবে কেন উমর ﵁ নিজে আমাকে নিষেধ করছেন না?"

আসলে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিষেধ তাকে বাধা দিয়েছে। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা আল্লাহর বান্দিদের মসজিদে আসতে বাধা দিয়ো না।"'[৬৫৫]

---

৬৫৩. সহিহুল বুখারি : ৩৭২, সহিহু মুসলিম : ৬৪৫।
৬৫৪. ফাতহুল বারি : ২/৫৬।
৬৫৫. সহিহুল বুখারি : ৯০০, সহিহু মুসলিম : ৪৪২।

বাইরে যাওয়ার সময় সুগন্ধি ব্যবহার করতে নিষেধ করতেন

আবু হুরাইরা ﵁ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, "তোমরা আল্লাহর বান্দিদের মসজিদে আসতে বাধা দিয়ো না। কিন্তু তারা যেন সুগন্ধি না মেখে বের হয়।"'[৬৫৬]

আজিমাবাদি ﵀ বলেন, 'মুসলিমের বর্ণনায় জাইনাব ﵂ থেকে বর্ণিত, "রাসুলুল্লাহ ﷺ নারীদের সুগন্ধি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। কারণ, এতে পুরুষদের বাসনা জেগে ওঠে। সুগন্ধি নিষিদ্ধ হওয়ার সাথে সাথে সুন্দর পোশাক, প্রকাশ হয় এমন অলংকার, আড়ম্বরপূর্ণ সাজসজ্জাও নিষিদ্ধ। কারণ, এগুলোও পুরুষদের বাসনা জাগরিত করে।"'[৬৫৭]

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﵁-এর স্ত্রী জাইনাব ﵂ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাদের বললেন, "তোমাদের কেউ মসজিদে এসে সালাতের জামাআতে উপস্থিত হতে চাইলে সে যেন সুগন্ধি না মাখে।"'[৬৫৮]

আবু হুরাইরা ﵁ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে নারী সুগন্ধি দ্রব্যের ধোঁয়া গ্রহণ করে, সে যেন আমাদের সাথে ইশার সালাতে উপস্থিত না হয়।"'[৬৫৯]

আবু মুসা ﵁ থেকে বর্ণিত, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, "কোনো নারী সুগন্ধি মেখে কোনো মজলিসের পাশ দিয়ে গেলে সে এমন এমন।"'[৬৬০] অর্থাৎ জিনাকারিণী।

কারণ, সুগন্ধি মেখে সে পুরুষের কামোত্তেজনা জাগিয়ে তোলে। সুগন্ধি মাখার কারণে পুরুষরা তার প্রতি দৃষ্টি দেয়। আর যে ব্যক্তি নারীর দিকে তাকায়, তার চোখের জিনা হয়। তাই যে নারী নিজ থেকেই জিনার কারণ হচ্ছে, সে পাপী নয় তো কী![৬৬১]

---

৬৫৬. সুনানু আবি দাউদ : ৫৬৫।
৬৫৭. আওনুল মাবুদ : ২/১৯২।
৬৫৮. সহিহু মুসলিম : ৪৪৩।
৬৫৯. সহিহু মুসলিম : ৪৪৪।
৬৬০. সুনানু আবি দাউদ : ৪১৭৩, সুনানুত তিরমিজি : ২৭৮৬।
৬৬১. তুহফাতুল আহওয়াজি : ৮/৫৮।

নারীদের জন্য মসজিদে না গিয়ে বাড়িতে সালাত আদায় করা উত্তম

ইবনে উমর ﷺ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা নারীদের মসজিদে আসতে নিষেধ কোরো না। তবে বাড়িতে সালাত পড়াই তাদের জন্য উত্তম।"'[৬৬২]

ফিতনা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মহিলাদের বাড়িতে সালাত আদায় করা উত্তম। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে মহিলাগণ বেপর্দা চলতেন না, সাজসজ্জাও করতেন না বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময়। তখন মহিলাদের বাড়িতে সালাত আদায় করা উত্তম বলেছেন স্বয়ং রাসুলুল্লাহ ﷺ। বর্তমানে পর্দার লঙ্ঘন ও সাজসজ্জা বেড়ে যাওয়ার কারণে মহিলাদের বাড়িতে সালাত আদায় করার দিকটি আরও বেশি পোক্ত হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে আয়িশা ﷺ-এর কথাটি প্রণিধানযোগ্য।[৬৬৩]

নারী-সাহাবিদের খোঁজখবর নিতেন

রাসুলুল্লাহ ﷺ নারী সাহাবিদের খোঁজখবর নিতেন। উত্তম আমলের সময় কেউ অনুপস্থিত থাকলে তার অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞেস করতেন।

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ﷺ বলেন, 'নবিজি ﷺ হজ থেকে ফিরে এসে উম্মে সিনান আনসারি ﷺ-কে বললেন, "আমাদের সাথে হজে যেতে কীসে তোমাকে বাধা দিল?"

উম্মে সিনান ﷺ বললেন, "আমার স্বামীর কেবল দুটি পানি টানার উট আছে। একটিতে চড়ে তিনি ও তার ছেলে হজে গিয়েছেন। অন্যটি দিয়ে আমাদের দাস পানি বহনের কাজ করেছে।"

---

৬৬২. সুনানু আবি দাউদ : ৫৬৭।

৬৬৩. ফাতহুল বারি : ২/৩৪৯। ইবনে হাজার ﷺ আয়িশা ﷺ-এর যে উক্তিটির কথা বলতে চাচ্ছেন, তা হচ্ছে, আয়িশা ﷺ বলেন, 'রাসুল ﷺ যদি বর্তমান সময়ের নারীদের অবস্থা দেখতেন, তবে অবশ্যই মসজিদে আসতে তাদের সেভাবে নিষেধ করতেন, যেভাবে বনি ইসরাইলের মহিলাদের নিষেধ করা হয়েছিল।' দেখুন, সহিহুল বুখারি : ৮৬৯, সহিহু মুসলিম : ৪৪৫।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তাহলে রমাজানে উমরা আদায় করে নেবে। কারণ, তা আমার সাথে হজ করার মতো।"'[৬৬৪]

উম্মে মাকিল রা. বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ যখন বিদায় হজ আদায় করেন, তখন আমাদের কেবল একটি উট ছিল। সে উটটিও আবু মাকিল রা. আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিয়েছিলেন। এদিকে আমরা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ি। আবু মাকিল রা. এ সময় মারা যান। নবিজি ﷺ হজ আদায়ের জন্য রওনা হয়ে যান।

রাসুলুল্লাহ ﷺ হজ শেষে মদিনায় ফিরে এলে আমাকে বললেন, "উম্মে মাকিল, আমাদের সাথে হজের সফরে বের হলে না কেন?"

আমি বললাম, "আমরা তো প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। কিন্তু আবু মাকিল রা. মারা গেলেন। আমাদের একটি উট ছিল। সেটায় করেই আমরা হজে যাব বলে স্থির করেছিলাম। কিন্তু আবু মাকিল রা. উটটি আল্লাহর রাহে দান করার জন্য অসিয়ত করে গিয়েছিলেন।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তুমি সেটায় চড়ে হজে বের হলে না কেন? হজ তো আল্লাহর রাস্তাই হয়ে থাকে। এখন যেহেতু আমাদের সাথে হজ করার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে তোমার, তাই তুমি রমাজানে উমরা করে নাও। কারণ, তা হজের মতোই।"'[৬৬৫]

ইবনে হাজার রহ. বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ উম্মে মাকিল রা.-কে জানালেন, সাওয়াবের ক্ষেত্রে রমাজানের উমরা হজের মতোই। এখানে এ অর্থ নেওয়া মোটেই সমীচীন হবে না যে, ফরজ আদায় না করে তদস্থলে রমাজানে উমরা করে নিলেই যথেষ্ট হবে। কারণ, আলিমদের সর্বসম্মতিক্রমে উমরা কখনো ফরজ হজের স্থলে যথেষ্ট হয় না।'[৬৬৬]

বোঝার স্বার্থে একটি উদাহরণ উল্লেখ করছি। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, একবার সুরা ইখলাস পড়া কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ পড়ার সমান।[৬৬৭] এখন কেউ

---

৬৬৪. সহিহুল বুখারি : ১৮৬৩, সহিহু মুসলিম : ১২৫৬।

৬৬৫. সুনানু আবি দাউদ : ১৯৮৯, সুনানুত তিরমিজি : ৯৩৯, সুনানু ইবনি মাজাহ : ২৯৯৩।

৬৬৬. ফাতহুল বারি : ৩/৬০৪।

৬৬৭. সহিহুল বুখারি : ৬৬৪৩, সহিহু মুসলিম : ৮১১।

যদি মানত করে যে, সে সুস্থ হলে একবার কুরআন খতম করবে, অতঃপর সে লোকটিকে আল্লাহ সুস্থ করলেন, এখন সে যদি সুরা ইখলাস তিনবার তিলাওয়াত করে নেয়, তবে কি তা কুরআন খতম হয়েছে বলে ধর্তব্য হবে?

উত্তর হচ্ছে, না। সুরা ইখলাস তিনবার পড়া পুরো কুরআন পড়ার স্থলে যথেষ্ট হবে না।

ইমাম আহমাদ ﵀ ও অন্যান্য ইমামগণ হাদিসের অংশ 'হজ তো আল্লাহর রাস্তাই হয়ে থাকে'—এর ওপর ভিত্তি করে বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ফরজ হজ আদায়ের খরচ জোগাড় করতে পারে না, সে হজ করার জন্য জাকাতের অংশ নিতে পারবে। কারণ, এ হাদিস মোতাবেক হজও "ফি সাবিলিল্লাহ"-এর অন্তর্ভুক্ত।

মসজিদ থেকে নারীদের সবার আগে বের হওয়ার সুযোগ করে দিতেন

রাসুলুল্লাহ ﷺ নারীদের প্রতি খেয়াল রাখতে সালাত শেষে বসে থাকতেন, যাতে নারীরা বের হতে পারে এবং পুরুষদের সাথে সংমিশ্রণ না ঘটে।

উম্মে সালামা ﵂ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ সালাতের সালাম ফেরালেই মহিলাগণ মসজিদ থেকে বের হয়ে যেত। রাসুলুল্লাহ ﷺ ওঠার আগে কিছুক্ষণ বসে থাকতেন।'

ইমাম জুহরি ﵀ বলেন, 'আল্লাহই অধিক জানেন, আমার ধারণা, নারীরা যেন পুরুষদের মসজিদ থেকে বের হওয়ার আগেই বাড়ি গিয়ে পৌছাতে পারে, সে জন্য রাসুলুল্লাহ ﷺ কিছু সময় বসে থাকতেন।'[৬৬৮]

উম্মে সালামা ﵂ আরও বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ সালাতের সালাম ফেরালেই নারীরা মসজিদ থেকে বের হয়ে পড়তেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ মসজিদ থেকে বের হওয়ার আগে আগে তারা নিজেদের বাড়িতে চলে যেতেন।'[৬৬৯]

---

৬৬৮. সহিহুল বুখারি : ৮৩৭।
৬৬৯. সহিহুল বুখারি : ৮৫০।

▶ হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয় :

- ইমামকে মুক্তাদিদের অবস্থার প্রতি খেয়াল রাখতে হবে।
- অসতর্কতা কখনো কখনো হারাম কাজে প্রবৃত্ত করতে পারে।
- অপবাদের আশঙ্কা হয়—এমন স্থান থেকে দূরে থাকতে হবে।
- নির্জন বাড়িতে তো দূরের কথা, জনমানুষের মাঝে রাস্তায়ও নারী-পুরুষের সংমিশ্রণ শরিয়তের দৃষ্টিতে অপছন্দনীয়।[৬৭০]

নারীদের জন্য শেষ দিকের কাতার নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'পুরুষদের জন্য সর্বোত্তম কাতার হচ্ছে, প্রথম কাতার। আর সর্বনিকৃষ্ট হচ্ছে শেষ কাতার। মহিলাদের জন্য সর্বোত্তম কাতার হচ্ছে শেষ কাতার। আর সর্বনিকৃষ্ট হচ্ছে প্রথম কাতার।'[৬৭১]

ইমাম নববি ﵀ বলেন, 'এ হাদিসের সম্বোধন পাত্র হচ্ছেন সেসব নারী-পুরুষ, যারা একত্রে সালাত আদায় করছেন। এ ক্ষেত্রে নারীদের জন্য শেষ কাতার উত্তম এবং প্রথম কাতার মন্দ। কিন্তু নারীরা যদি পৃথক সালাত আদায় করেন। তখন প্রথম কাতারই সর্বোত্তম এবং শেষ কাতার মন্দ।

নারীদের জন্য শেষ কাতার উত্তম হওয়ার কারণ হচ্ছে, এতে নারী-পুরুষের সংমিশ্রণ হবে না। নারীরা পুরুষদের দেখবে না, পুরুষরা নারীদের দেখবে না। নারী-পুরুষের কাতারে বিভাজন থাকলে পুরুষরা নারীদের নড়া-চড়া দেখে এবং কথাবার্তা শুনে তাদের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার ব্যাপারটি থাকবে না।'[৬৭২]

নারীদের আসা-যাওয়ার জন্য আলাদা দরোজা করে দিয়েছিলেন

ইবনে উমর ﵄ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ একবার বলেছিলেন, "আমরা যদি এ দরোজাটি মহিলাদের জন্য ছেড়ে দিতাম!"'

---

৬৭০. ফাতহুল বারি : ২/৩৩৬।
৬৭১. সহিহু মুসলিম : ৪৪০।
৬৭২. ইমাম নববি ﵀ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ৪/১৫৯।

নাফি ﵀ বলেন, 'এরপর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ইবনে উমর ﵄ সে দরোজা দিয়ে কখনো প্রবেশ করেননি।'[৬৭৩]

হাদিসটি এ বিষয়ে দলিল যে, মসজিদে নারী-পুরুষের সংমিশ্রণ হবে না; বরং নারীরা মসজিদের এক পাশে ইমামের অনুসরণে সালাত আদায় করবে। দ্বিতীয় আরেকটি বিষয় এখানে উল্লেখ না করলেই নয়। তা হচ্ছে, সুন্নাত অনুসরণের বেলায় আব্দুল্লাহ বিন উমর ﵄ অত্যন্ত দৃঢ় ছিলেন। মসজিদে নববির যে দরোজাটি মহিলাদের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছিল, তিনি সে দরোজা দিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত কখনো প্রবেশ করেননি।[৬৭৪]

রাস্তায় নারী-পুরুষের সংমিশ্রণকে নিষেধ করতেন

আবু উসাইদ আনসারি ﵁ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় দেখলেন, রাস্তায় নারী-পুরুষ সংমিশ্রণ হয়ে গেছে। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ নারীদের উদ্দেশে বললেন, "তোমরা দেরি করে ফেলেছ। এখন রাস্তার মাঝ দিয়ে চলা তোমাদের জন্য সমীচীন নয়; বরং তোমরা রাস্তার পাশ ধরে চলো।" রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আদেশের পর নারীরা রাস্তার পাশ দিয়ে দেয়ালের পাশ ঘেঁষে চলতে লাগল। এমনকি দেয়ালের সাথে তাদের কাপড় আটকে যেত।'[৬৭৫]

নারীদের হাতে মেহেদি লাগাতে বলতেন

আয়িশা ﵂ বলেন, 'এক মহিলা পর্দার আড়াল থেকে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর দিকে একটি কিতাব এগিয়ে দিলেন। কিন্তু রাসুলুল্লাহ ﷺ তা না নিয়ে হাত গুটিয়ে নিলেন। মহিলাটি বলল, "হে আল্লাহর রাসুল, আমি আপনার দিকে কিতাব বাড়িয়ে দিলাম, কিন্তু আপনি তা নিলেন না কেন?" রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "আমি বুঝতে পারছি না, এটা নারীর হাত নাকি পুরুষের হাত!" মহিলা বলল, "এটা নারীরই হাত।" রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "যদি তুমি নারী হতে, তবে তোমার নখ মেহেদিতে রাঙিয়ে রাখতে।"'[৬৭৬]

---

৬৭৩. সুনানু আবি দাউদ : ৪৬২।
৬৭৪. আওনুল মাবুদ : ২/৯২।
৬৭৫. সুনানু আবি দাউদ : ৫২৭২।
৬৭৬. সুনানু আবি দাউদ : ৪১৬৬, সুনানুন নাসায়ি : ৫০৮৯।

ইবনে হাজার ﷺ বলেন, 'নারীদের চামড়া ঢেকে দেওয়ার জন্য রাসুলুল্লাহ ﷺ মেহেদি লাগানোর আদেশ করেছেন। কোনটি পুরুষের হাত, কোনটি নারীর হাত, সেটি পার্থক্য করার জন্য নারীদের হাত মেহেদি দিয়ে রাঙানো মুসতাহাব।'[৬৭৭]

কোনো শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনলে নামাজ সংক্ষিপ্ত করতেন

সালাতের জামাআতে দাঁড়িয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ কোনো শিশুর কান্না শুনলে নারীদের প্রতি স্নেহপরবশ হয়ে সালাত সংক্ষিপ্ত করতেন।

আনাস বিন মালিক ﷺ বলেন, 'নবিজি ﷺ বলেন, "সালাতে দাঁড়িয়ে সালাত দীর্ঘ করার ইচ্ছে থাকে। কিন্তু যখন কোনো শিশুর কান্নার আওয়াজ পাই, তখন সালাত সংক্ষিপ্ত করে ফেলি। শিশুর কান্নার কারণে মায়ের অন্তরে কেমন ভীষণ প্রতিক্রিয়া করে, তা আমি জানি।"'[৬৭৮]

(মায়ের অন্তরে কেমন ভীষণ প্রতিক্রিয়া করে) : শিশুর কান্নার কারণে মায়ের অন্তরে যে চিন্তা ও উদ্বিগ্নতা উদ্ভূত হয়, এখানে সে প্রতিক্রিয়ার কথাই বলা হয়েছে।[৬৭৯]

▶ হাদিস থেকে বোঝা যায় :

- ইমামকে মুক্তাদিদের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে হবে। তাদের কল্যাণের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। সালাতে যেন তারা কোনো কষ্টের সম্মুখীন না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে; চাই সে কষ্ট ভীষণ হোক বা সামান্যই হোক।
- নারীরা পুরুষদের পেছনে মসজিদে সালাত আদায় করা জায়িজ।
- যেসব শিশু মসজিদের পবিত্রতা বজায় রাখতে সক্ষম নয়, সেসব শিশুকে মসজিদে না আনা উচিত হলেও শিশুদের মসজিদে আনা জায়িজ।[৬৮০]

---

৬৭৭. ফাইজুল কাদির : ৫/৩৩০।
৬৭৮. সহিহুল বুখারি : ৭০৯, সহিহু মুসলিম : ৪৬৯।
৬৭৯. ইমাম নববি ﷺ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ৪/১৮৭।
৬৮০. ইমাম নববি ﷺ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ৪/১৮৭।

লাজনাতুদ দায়িমার (স্থায়ী ফিকহ-বোর্ড) আলিমদের ফতোয়া

যদি শিশুর ভালো-মন্দ পার্থক্য করার বুঝশক্তি থাকে, তবে জামাআতের সাথে সালাতে অভ্যস্ত করার জন্য তাকে নিয়ে মসজিদে উপস্থিত হওয়া জায়িজ। নবিজি ﷺ থেকে সহিহ সনদে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, 'সাত বছরে উপনীত হলে তোমরা তোমাদের সন্তানদের সালাতের আদেশ করবে। দশ বছরে সালাত না পড়লে তাদের প্রহার করবে এবং এ বয়সে তাদের বিছানা পৃথক করে দেবে।[৬৮১] কিন্তু শিশু যদি ভালো-মন্দ পার্থক্য করার বুঝশক্তি সম্পন্ন না হয়, তবে মসজিদে তাদের না আনাই উত্তম। কারণ, তারা না সালাত বুঝবে, না জামাআতের অর্থ বুঝবে; বরং অন্য মুসল্লিদের কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।'[৬৮২]

ঝাড়ুদার নারীর জানাজা পড়তে না পেরে আফসোস করেছিলেন

নারীদের প্রতি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সহানুভূতির একটি প্রমাণ হচ্ছে, মসজিদ ঝাড়ুদার নারীর মৃত্যুর পর তার জানাজা পড়তে না পারায় আফসোস করেছিলেন তিনি।

আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, 'এক কৃষ্ণাঙ্গ নারী মসজিদে নববি ঝাড়ু দিতেন। একদিন রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে দেখতে না পেয়ে তার সম্পর্কে জানতে চাইলেন। তখন সাহাবিগণ বললেন, "সে তো মারা গেছে।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমরা আমাকে জানালে না কেন?" সাহাবিগণ যেন সে নারীর বিষয়টিকে তুচ্ছভাবে নিয়েছিল। এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "আমাকে তার কবর দেখিয়ে দাও।" সাহাবিগণ রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে তার কবর দেখিয়ে দিলে তিনি সেখানে তার জানাজা আদায় করলেন।'[৬৮৩]

---

৬৮১. সুনানু আবি দাউদ : ৪৯৫।

৬৮২. ফাতাওয়া লাজনাতুদ দায়িমা : ৫/২৬৩।

৬৮৩. সহিহুল বুখারি : ৪৫৮, সহিহু মুসলিম : ৯৫৬।

▶ হাদিস থেকে বোঝা যায় :

- মসজিদ পরিষ্কার করার ফজিলত।
- কোনো সেবক বা বন্ধুকে না দেখলে তার সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে হবে।
- নেককার মানুষের জানাজায় অংশগ্রহণ করার প্রতি উৎসাহ।
- সদ্য দাফনকৃত কারও জানাজা আদায় করতে না পারলে তার কবরের সামনে গিয়ে তার জানাজা আদায় করা মুসতাহাব।
- মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা করার প্রমাণ।[৬৮৪]

কোনো নারীর মর্যাদায় আঘাত এলে তাদের অন্তর প্রশান্ত করতেন

আবু মুসা ﵁ বলেন, 'আমরা ইয়ামানে ছিলাম। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর হিজরতের কথা আমাদের কাছে পৌঁছালে আমি ও আমার দুই ভাইসহ আমরা মোট ৫৩ কি ৫৪ জন হিজরতের নিয়তে রওনা হলাম। ভাইদের মধ্যে আমিই ছিলাম কনিষ্ঠ। বাকি দুই ভাই হলেন—আবু বুরদা ﵁ ও আবু রুহম ﵁।

নৌকায় চড়ে একসময় আমরা নাজ্জাশির হাবশায় পৌঁছালাম। সেখানে জাফর বিন আবু তালিব ﵁ ও তাঁর সাথিদের সাথে একত্র হলাম আমরা। জাফর ﵁ আমাদের বললেন, "রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাদের এখানে পাঠিয়েছেন। আমাদের আদেশ করেছেন এখানে থাকার জন্য। তাই তোমরাও আমাদের সাথে এখানে থাকো।"

আমরা জাফর ﵁ ও তাঁর সাথিদের সাথে থেকে গেলাম হাবশায়। এরপর সকলে একসাথে মদিনার উদ্দেশে রওনা করলাম। রাসুলুল্লাহ ﷺ যখন খাইবার বিজয় করেন, তখন আমরা মদিনায় এসে উপস্থিত হলাম। সে যুদ্ধে আমরাও অংশগ্রহণ করি। (অথবা আবু মুসা ﵁ বললেন,) তিনি খাইবারের গনিমত থেকে আমাদের কিছু অংশ দিলেন। খাইবারে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে যে-ই অংশ নিয়েছিলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে গনিমতের অংশ দিয়েছিলেন। জাফর ﵁ ও তার সাথিরাও গনিমতের অংশ পেয়েছিলেন।

---

৬৮৪. ফাতহুল বারি : ১/৫৫৩।

কিছু মানুষ আমাদের তথা নৌকা চড়ে আমরা যারা মাত্র হাবশা থেকে এলাম, তাদের বলতে লাগল, হিজরতের ক্ষেত্রে আমরা তোমাদের চেয়ে অগ্রগামী।

আসমা বিনতে উমাইস ﵂ আমাদের সাথেই এসেছিলেন হাবশা থেকে। হাবশায় যারা নাজ্জাশির কাছে হিজরত করেছিলেন, তিনি তাদেরই একজন। তিনি নবিজি ﷺ-এর স্ত্রী হাফসা ﵂-এর কাছে গেলেন সাক্ষাৎ করবেন বলে। আসমা ﵂ যখন হাফসা ﵂-এর কাছে, তখন উমর ﵁ আসলেন তার মেয়ে হাফসা ﵂-এর কাছে। উমর ﵁ আসমা ﵂-কে দেখে জানতে চাইলেন, "কে সে?"

হাফসা ﵂ বললেন, "আসমা বিনতে উমাইস ﵂।"

উমর ﵁ বললেন, "হাবশা থেকে এসেছেন যিনি? সাগর পার হয়ে এসেছেন যিনি?"

আসমা ﵂ উত্তর দিলেন, "জি, আমিই সে।"

উমর ﵁ তখন বললেন, "হিজরতের ক্ষেত্রে আমরা তোমাদের অগ্রবর্তী। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর তোমাদের চাইতে আমাদের অধিকার বেশি।"

উমর ﵁-এর কথা শুনে উমাইস ﵂ রাগান্বিত হয়ে বললেন, "কখনো না। আল্লাহর কসম, আপনারা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ আপনাদের ক্ষুধার্তদের খাইয়েছেন, মূর্খদের শিখিয়েছেন। আর আমরা ছিলাম দূর দেশে। শত্রুবেষ্টিত ছিলাম হাবশায়।[৬৮৫] এসবই ছিল আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের জন্য। আল্লাহর শপথ, আপনার কথা রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে না বলা পর্যন্ত আমি না কোনো খাবার খাব, না কোনো কিছু পান করব। আমরা সব সময় ভয় ও বিপদের মাঝে ছিলাম হাবশায়। এ বিষয়টি আমি নবিজি ﷺ-এর কাছে উপস্থাপন করব, তাঁকে জিজ্ঞেস করব এ ব্যাপারে। আল্লাহর কসম, আমি এতটুকুও মিথ্যা বলব না, কথাকে বিকৃত করেও বলব না, এতটুকুও বাড়িয়ে বলব না।"

---

৬৮৫. তারা বাহ্যিক অর্থে রাসুল ﷺ থেকে বহু দূরে ছিলেন। কাফির শত্রুদের মাঝে ছিলেন তারা। কারণ, হাবশায় কেবল নাজ্জাশি মুসলিম ছিলেন। অন্য সবাই ছিল কাফির। নাজ্জাশি তার ইমান গোপন করেছিল। -ইমাম নববি ﵀ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ১৬/৬৫।

নবিজি ﷺ যখন এলেন, আসমা ﵂ তখন তাঁকে বললেন, "হে আল্লাহর নবি, উমর ﵁ এমন এমন বলেছেন।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তুমি তাকে কী বললে?"

আসমা ﵂ বললেন, "আমি তাকে এমন এমন বলেছি।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ এবার বললেন, "তোমাদের চেয়ে তাদের অধিকার বেশি নয় আমার ওপর। উমর ﵁ ও তার সাথিরা কেবল একটি হিজরত করেছে। আর তোমরা নৌকাওয়ালারা তো দুই হিজরতের অধিকারী।"'

আসমা ﵂ বলেন, 'এ ঘটনার পর আবু মুসা ﵁ ও নৌকাওয়ালারা আমার কাছে দলে দলে আসতে থাকল। আমার কাছে এ ঘটনা সম্পর্কে জানতে চাইত সবাই। তাদের জন্য এটিই ছিল দুনিয়ার সবচেয়ে আনন্দদায়ক বিষয়। অন্য কোনো কিছুতে এতটা সন্তুষ্ট হয়নি তারা। তাদের নিকট এর চেয়ে মাহাত্ম্যপূর্ণ কথা দ্বিতীয়টি ছিল না।' আসমা ﵂ আরও বলেন, 'আবু মুসা ﵁ আমার কাছে এ হাদিসটি বারবার শুনতে চাইতেন।'[৬৮৬]

নারীদের সাথে তাঁর আচরণের মূল কাঠামো ছিল ধৈর্য ও স্নেহ

সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস ﵁ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপবিষ্ট ছিলেন কয়েকজন কুরাইশ নারী। তারা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে প্রশ্ন করছিলেন, নানান বিষয় জানতে চাইছিলেন তাঁর কাছে। তাদের কণ্ঠস্বর উঁচু ছিল রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কণ্ঠের তুলনায়। এমন সময় উমর ﵁ এসে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। উমর ﵁ অনুমতি চাইতেই নারীরা সকলে পর্দার আড়ালে চলে গেল।

নবিজি ﷺ অনুমতি দিলে উমর ﵁ ভেতরে এলেন। দেখলেন, নবিজি ﷺ হাসছেন। উমর ﵁ বললেন, "আল্লাহ আপনার মুখ সদা হাস্যোজ্জ্বল রাখুন। হে আল্লাহর রাসুল, আপনার জন্য আমার বাবা-মা কুরবান হোক।"

৬৮৬. সহিহুল বুখারি : ৪২৩১, সহিহু মুসলিম : ২৫০৩।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "আমি এ নারীদের প্রতি আশ্চর্য হলাম। তারা আমার কাছেই ছিল। কিন্তু যখনই তোমার কণ্ঠস্বর শুনল, তখন তারা পর্দার আড়ালে চলে গেল।"

উমর ﷺ বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল, তাদের ওপর কর্তব্য হচ্ছে, আপনাকে বেশি ভয় করা।"

এরপর উমর ﷺ মহিলাদের দিকে মুখ করে বললেন, "হে নিজেদের প্রাণের শত্রু, তোমরা আমাকে ভয় করছ; অথচ রাসুল ﷺ-কে ভয় করছ না!?"

ভেতর থেকে নারীদের আওয়াজ এল, "আপনি অধিক কঠোর ও রাগী।"[৬৮৭]

রাসুলুল্লাহ ﷺ উমর ﷺ-কে থামিয়ে বললেন, "থামো হে উমর, সে সত্তার কসম—যাঁর হাতে আমার প্রাণ, শয়তান যখন তোমাকে কোনো রাস্তায় চলতে দেখে, তখন শয়তান আর সে রাস্তা দিয়ে এগোয় না, অন্য রাস্তা ধরে সে।"[৬৮৮]

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কথাটি বাহ্যিক অর্থেই ধর্তব্য। কারণ, সত্যিকার অর্থেই শয়তান যে রাস্তায় উমর ﷺ-কে চলতে দেখে, উমর ﷺ-এর ভয়ে সে ওই রাস্তা ত্যাগ করে অন্য রাস্তা ধরে। কারণ, উমর ﷺ-কে শয়তান অনেক ভয় করত। পাছে না উমর ﷺ তাকে কিছু করে বসেন।

এ হাদিস থেকে বোঝা যায়, কোমল আচরণ, ধৈর্য ও স্নেহশীলতা অনেক উত্তম। এ উত্তমতা ততক্ষণ বজায় থাকে, যতক্ষণ শরিয়তের কোনো বিধান এগুলোর কারণে না ছুটে যায়। তাই আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ

---

৬৮৭. আলিমগণ বলেন, 'আধিক্যতার শব্দ ব্যবহার এখানে উত্তম হিসেবে নয়; বরং এটা স্রেফ কঠোরতার জন্য ব্যবহার করেছেন নারী সাহাবিরা। রাসুলুল্লাহ ﷺ কেবল তাদের প্রতিই রাগান্বিত হতেন, যারা আল্লাহর কোনো হক আদায় করে না। অন্যদিকে, উমর ﷺ সাধারণ কোনো মাকরুহ কাজ করতে দেখলে বা কোনো মুসতাহাব ছুটে যেতে দেখলে কঠোরতা করতেন অন্যদের ওপর। এ জন্যই নারী সাহাবিগণ তার ক্ষেত্রে আধিক্যতাবোধক শব্দ ব্যবহার করেছেন। দেখুন, ফাতহুল বারি : ৭/৪৭।

৬৮৮. সহিহুল বুখারি : ৩৬৮৩, সহিহু মুসলিম : ২৩৯৭।

'আর মুমিনদের জন্য আপনার স্নেহের ডানা মেলে দিন।'[৬৮৯]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ

'যদি আপনি রূঢ় মেজাজ ও কঠিন হৃদয়ের হতেন, তবে অবশ্যই তারা আপনার নিকট হতে সরে যেত।'[৬৯০]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

'মুমিনদের প্রতি তিনি বড়ই স্নেহশীল, করুণাপরায়ণ।'[৬৯১][৬৯২]

বিধবাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন

রাসুলুল্লাহ ﷺ নারীদের প্রতি স্নেহশীল ছিলেন। নারীদের মধ্যে বিধবাগণ তো তাঁর দয়া ও স্নেহশীলতার অধিক উপযুক্ত। রাসুলুল্লাহ ﷺ ছিলেন অনুপম চরিত্রের অধিকারী। কখনো তিনি বিধবাদের দেখে অহংকার করতেন না। তাদের সাথে কথা বলতে, তাদের প্রয়োজন পূরণে কখনো সংকোচবোধ করতেন না।

আব্দুল্লাহ বিন আবু আওফা ﷺ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ অধিক পরিমাণে জিকির করতেন। অনর্থক কথা ও কাজ একেবারেই করতেন না। সালাত দীর্ঘ করে আদায় করতেন। খুতবা সংক্ষিপ্ত করে সমাপ্ত করতেন। বিধবা ও মিসকিনের প্রয়োজন পূরণে তাদের সাথে হেঁটে যেতে কখনো সংকোচবোধ করতেন না।'[৬৯৩]

---

৬৮৯. সুরা আল-হিজর, ১৫ : ৮৮।
৬৯০. সুরা আলি ইমরান, ৩ : ১৫৯।
৬৯১. সুরা আত-তাওবা, ৯ : ১২৮।
৬৯২. ইমাম নববি ﷺ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ১৫/১৬৫।
৬৯৩. সুনানুন নাসায়ি : ১৪১৪।

বিধবাদের সাহায্য করার ফজিলত বলতেন

তিনি ইরশাদ করেছেন, 'বিধবা ও মিসকিনের জন্য চেষ্টাকারী আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদের মতো। অথবা সে লোকের মতো, যে লোক দিনে রোজা রাখে এবং রাতে কিয়াম করে থাকে।'[৬৯৪]

ইমাম নববি ﷺ বলেন, 'চেষ্টাকারী অর্থ, যে তাদের জন্য কামাই করে। বিধবা হলো, যার স্বামী নেই; চাই সে বিয়ে করুক বা না করুক। কেউ কেউ বলে, যে স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একাকী আছে, সে বিধবা।'

ইবনে কুতাইবা ﷺ বলেন, 'বিধবাদের أَرْمَلَةٌ বলা হয়। কারণ, তাদের মাঝে إِرْمَال পাওয়া যায়। إِرْمَال অর্থ হচ্ছে, স্বামী না থাকার কারণে আপতিত দারিদ্র্য এবং সম্বলহীন হওয়া। তাই যখন কোনো লোকের রসদ শেষ হয়ে যায়, তখন বলা হয় أَرْمَلَ الرَّجُلُ অর্থাৎ লোকটি সম্বলহীন হলো।

নারীদের প্রয়োজন দ্রুত মিটিয়ে দিতেন

আনাস বিন মালিক ﷺ বলেন, 'এক মহিলা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল, আমার একটা প্রয়োজন ছিল আপনার কাছে।" রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "হে অমুকের মা, তুমি একটু রাস্তায় অপেক্ষা করো, আমি তোমার প্রয়োজন মেটাবার ব্যবস্থা করছি।" এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ রাস্তার একপাশে তার সাথে দেখা করে তার প্রয়োজন মিটিয়ে দিলেন।'[৬৯৫]

এ হাদিসটিতে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর বিনম্রতার অনুপম দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হয়েছে। এ নারীটির সাহায্যের প্রয়োজন পড়ল আর রাসুলুল্লাহ ﷺ সাথে সাথে তার প্রয়োজনে সাড়া দিয়ে তার প্রয়োজন পূরণ করলেন।

৬৯৪. সহিহুল বুখারি : ৫৩৫৩, সহিহু মুসলিম : ২৯৮২।
৬৯৫. সহিহু মুসলিম : ২৩২৬।

▶ হাদিস থেকে বোঝা যায় :

- রাসুলুল্লাহ ﷺ মানুসের সাথে ও তাদের কাছাকাছি থাকতেন, যাতে তাঁকে দেখে মানুষ তাঁর অনুসরণ করতে পারে এবং বিভিন্ন প্রয়োজনে তাঁর কাছে সহজে আসতে পারে। এভাবে মানুষের কাছে থাকা সকল দায়িত্বশীলদের উচিত।
- মুসলিমদের কল্যাণের জন্য তিনি প্রয়োজনে কষ্ট সহ্য করতেন।
- কেউ নিজের অভাব নিয়ে উপস্থিত হলে রাসুলুল্লাহ ﷺ তা পূর্ণ করতেন।
- সাধারণ একজন মহিলার সাথেও তিনি নিঃসংকোচে কথা বলেছেন। এটা তাঁর অনুপম বিনম্রতার বহিঃপ্রকাশ।[৬৯৬]

আনাস বিন মালিক ﷺ বলেন, 'যদি মদিনার কোনো দাসী এসে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর হাত ধরে কোথাও নিয়ে যেতে চাইত, তবে রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে সে অনায়াসে নিয়ে যেতে পারত যেখানে তার ইচ্ছে হতো।'[৬৯৭]

ইবনে হাজার ﷺ বলেন, 'এখানে হাত ধরে নিয়ে যাওয়ার অর্থ হলো, কোনো দাসী রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে তার প্রয়োজন পূরণ করিয়ে দেওয়ার আবেদন করলে তিনি তাতে সাড়া দিতে কোনোরূপ কুণ্ঠাবোধ করতেন না। এমনকি তার প্রয়োজন যদি মদিনার বাইরের কোনো জায়গায় হয়, তিনি সেখানে গিয়ে তার প্রয়োজন মেটাতেন। এটা প্রমাণ করে, রাসুলুল্লাহ ﷺ অত্যধিক বিনয়ী ও নম্র ছিলেন এবং সব ধরনের অহংকার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন।'[৬৯৮]

ফায়দা : এই হাদিস থেকে বোঝা যায়, দাসী রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর হাত ধরেছে; অথচ অন্য হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ কোনো (গাইরে মাহরাম) মহিলার হাত স্পর্শ করেননি—এ বিরোধের নিরসন কী?

---

৬৯৬. ইমাম নববি ﷺ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ১৫/১৮২। ঈষৎ পরিমার্জিত।

৬৯৭. মুসনাদু আহমাদ : ১১৫৩০। বুখারি ﷺ তাঁর তালিকে এ হাদিসটি এনেছেন, হাদিস : ৬০৭২।

৬৯৮. ফাতহুল বারি : ১০/৪৯০।

উত্তর : উলামায়ে কিরাম এর কয়েকটি উত্তর দিয়েছেন—

১. এখানে হাত ধরার কথা বলে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর অত্যধিক বিনয়-নম্রতা বোঝানো হয়েছে; যেমনটি ইবনে হাজার رحمه الله বলেছেন।[৬৯৯]

২. অনেক ক্ষেত্রে স্বাধীন মহিলার হুকুমের সাথে দাসীর হুকুমের ভিন্নতা রয়েছে। দাসীকে ক্রয় করা যায়, বিক্রয় করা যায়। এ জন্য গাইরে মাহরাম পুরুষদের সাথে দাসীর পর্দা করা জরুরি নয়।

৩. সম্ভবত ওই দাসী সাবালিকা ছিল না। এই উত্তরটাই অধিক যথার্থ। [শেষের উত্তর দুটি আব্দুল আজিজ রাজিহি رحمه الله দিয়েছেন।][৭০০]

নারীদের প্রতি সদাচরণ করতেন

রাসুলুল্লাহ ﷺ নারীদের প্রতি সদাচরণ করতেন, তাদের যথাযথভাবে সম্মান করতেন, বিশেষ করে যদি কোনো নারী মাহাত্ম্যবিশিষ্ট হতেন অথবা তাঁর প্রতি কোনো নারীর অবদান থাকত, তবে তার প্রতি থাকত বিশেষ সদাচরণ ও সম্মান।

- **সুয়াইবা**

সুয়াইবা ছিলেন আবু লাহাবের দাসী। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর জন্মের পর সর্বপ্রথম তিনিই তাঁকে দুধ পান করিয়েছিলেন। হালিমা সাদিয়া رضي الله عنها-এর আগেই। সে সময় সুয়াইবার কোলে তার এক ছেলেও ছিল। তার নাম মাসরুহ। এর আগে সুয়াইবা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর চাচা হামজা رضي الله عنه-কে এবং পরে আবু সালামা বিন আব্দুল আসাদকে দুধ পান করিয়েছিলেন।[৭০১]

ইমাম ইবনে সাদ رحمه الله বলেন, 'সুয়াইবা রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে দুধ পান করিয়েছিলেন। মক্কায় থাকাকালে রাসুলুল্লাহ ﷺ তার সাথে সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। খাদিজা رضي الله عنها-ও তাকে সম্মান করতেন। সুয়াইবা ছিলেন আবু

---

৬৯৯. ফাতহুল বারি : ১০/৪৯০।

৭০০. বলেছেন শাইখ আব্দুল আজিজ আর-রাজিহি। ইসলামওয়েব।

৭০১. উসুদুল গাবাহ : ১/৮।

লাহাবের দাসী। রাসুলুল্লাহ ﷺ একবার তাকে কিনে নিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আবু লাহাব বিক্রি করেনি।

রাসুলুল্লাহ ﷺ যখন হিজরত করে মদিনায় চলে এলেন, আবু লাহাব তখন সুয়াইবাকে আজাদ করে দেয়। মদিনা থেকে রাসুলুল্লাহ ﷺ সুয়াইবার জন্য বিভিন্ন উপঢৌকন ও পোশাকাদি পাঠাতেন।'[৭০২]

ইবনে হাজার রহ. বলেন, 'সিরাত প্রণেতাগণ সুয়াইবার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে মতানৈক্য পোষণ করেন। সিরাত গ্রন্থগুলোতে এতটুকু এসেছে যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে সম্মান করতেন। খাদিজা রা.-কে বিয়ে করার পর সুয়াইবা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসতেন। মদিনা থেকে রাসুলুল্লাহ ﷺ তার জন্য উপঢৌকন পাঠাতেন। শেষ পর্যন্ত খাইবার বিজয়ের পর সুয়াইবা মৃত্যুবরণ করেন। এ সময় তার ছেলে মাসরুহও মৃত্যুবরণ করেন।'[৭০৩]

- **উম্মে আইমান রা.**

উম্মে আইমান রা. ছিলেন রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতিপালনকারিণী। তার আসল নাম, বারাকা বিনতে সালাবা বিন আমর বিন হুসাইন বিন মালিক বিন সালামা বিন আমর বিন নুমান। তিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর মা আমিনার দাসী ছিলেন।[৭০৪]

আনাস রা. বলেন, 'আনসাররা নবিজি ﷺ-কে খেজুর গাছ হাদিয়া দিলেন। যখন বনি কুরাইজা ও বনি নাজিরের ওপর তিনি জয়লাভ করলেন, আনসাররা তাদের দেওয়া খেজুর গাছগুলো ফেরত চাইল। আমার পরিবারের লোকেরা আমাকে বলল, "আমি যেন রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়ে তাঁর কাছে বিষয়টা নিবেদন করি। নিবেদন করি, যেন রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে দেওয়া খেজুর গাছগুলো বা কিছু খেজুর গাছ তিনি ফিরিয়ে দেন তাদের।"

নবিজি ﷺ-কে যে খেজুর গাছগুলো দেওয়া হয়েছিল, তিনি সেগুলো উম্মে আইমান রা.-কে দিয়েছিলেন। আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসলে তিনি

---

৭০২. আল-ইসাবাহ ফি তামিজিস সাহাবা : ৭/৫৪৮।
৭০৩. ফাতহুল বারি : ৯/১৪৫।
৭০৪. আল-ইসাবাহ : ১৪/২৯১, তারিখু দিমাশক : ৪/৩০২।

আমাকে সেগুলো দিলেন। কিন্তু উম্মে আইমান ﵂ এসে আমার কাঁধে কাপড় পেঁচিয়ে বললেন, "আল্লাহর কসম, আমি তোমাকে সেগুলো দেবো না। রাসুলুল্লাহ ﷺ সেগুলো আমাকে দিয়েছেন।"

নবিজি ﷺ বললেন, "উম্মে আইমান, তাকে ছাড়ুন। সেগুলোর বদলে আপনাকে আমি এত এত গাছ দেবো।"

উম্মে আইমান ﵂ বললেন, "সে সত্তার শপথ—যিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, কক্ষনো নয়।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে বলতে থাকলেন, "এত এত আপনাকে দিলাম। এমনকি রাসুলুল্লাহ ﷺ দশগুণ বা প্রায় দশগুণের মতো দিলে তখন গিয়ে উম্মে আইমান ﵂ রাজি হলেন।"'[৭০৫]

ইমাম নববি ﵀ বলেন, 'উম্মে আইমান ﵂-এর ঘটনায় বলা হয়েছে, যতক্ষণ না রাসুলুল্লাহ ﷺ দশগুণ পর্যন্ত বাড়ালেন, ততক্ষণ উম্মে আইমান ﵂ রাজি হননি। উম্মে আইমান ﵂ রাজি না হওয়ার কারণ হচ্ছে, তিনি সে খেজুর গাছগুলো সারা জীবনের জন্য দান করা হয়েছে বলে মনে করেছেন। তিনি মনে করেছেন কাউকে দাসের মালিক বানিয়ে দিলে যেমন সব সময়ের জন্য সে দাসের মালিক হয়ে যায়, তেমনই খেজুর গাছগুলোর ক্ষেত্রেও একই হুকুম।

নবিজি ﷺ উম্মে আইমান ﵂-এর অন্তর প্রশান্ত করতে চাইছিলেন। এ জন্য তিনি তাকে কয়েকগুণ বিনিময় দিয়ে রাজি করিয়ে আনাস ﵁-এর পরিবারের গাছগুলো তাদের ফিরিয়ে দিলেন। পুরো ঘটনা থেকে উম্মে আইমান ﵂-এর প্রতি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মান প্রদানের বিষয়টি পোক্ত হয়। কারণ, উম্মে আইমান ﵂ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পরিচর্যা ও প্রতিপালন করেছিলেন শিশুবেলায়।'[৭০৬]

ইমাম নববি ﵀ আরও বলেন, 'আলিমগণ বলেন, মুহাজিরগণ যখন মদিনায় এলেন, মদিনার আনসারগণ তাদেরকে নিজেদের গাছগুলো দিতে লাগলেন

---

৭০৫. সহিহুল বুখারি : ৪১২০, সহিহু মুসলিম : ১৭৭১।
৭০৬. ইমাম নববি ﵀ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ১২/১০১।

জীবিকার জন্য। কতক মুহাজির সেগুলোকে নিঃশর্তে গ্রহণ করলেন। আবার কতক মুহাজির গাছ ও জমিনে কাজ করে নিজে অর্ধেক ফসল নিয়ে বাকিটা গাছ ও জমিনের মালিককে দেওয়ার শর্তে রাজি হলেন। এ মুহাজিরগণ স্রেফ দান হিসেবে গাছগুলো নেওয়ার প্রতি আগ্রহী ছিলেন না। এটা তাদের আত্মমর্যাদার কথা প্রকাশ করে। আর তাদের এ শর্তটা ছিল বর্গাচাষের শর্ত বা সে শর্তের কাছাকাছি।

মুসলিমদের হাতে খাইবার বিজয় হলে মুহাজিররা ধনী হলেন। তাদের আর সে গাছগুলোর কোনো প্রয়োজন রইল না। তখন মুহাজিরগণ আনসারদের নিকট তাদের গাছগুলো ফিরিয়ে দিলেন।'[৭০৭]

আনাস ﵁ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর মৃত্যুর পরের সময়ের কথা। আবু বকর ﵁ উমর ﵁-কে উদ্দেশ্য করে বললেন, "চলুন, যেভাবে রাসুলুল্লাহ উম্মে আইমান ﵂-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে যেতেন, আমরাও তার সাক্ষাতে যাই।" তাঁরা যখন উম্মে আইমান ﵂-এর কাছে উপস্থিত হলেন, তিনি কেঁদে উঠলেন। তারা দুজন জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কাঁদছেন কেন? আল্লাহর কাছে যা আছে, তা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য উত্তম।"

উম্মে আইমান ﵂ বললেন, "আমি এ জন্য কাঁদছি না যে, আমি জানি না, আল্লাহর কাছে যা আছে, তা তাঁর রাসুল ﷺ-এর জন্য উত্তম কি উত্তম না। বরং আমি এ জন্য কাঁদছি যে, আকাশ থেকে ওহি আসা বন্ধ হয়ে গেছে।"

উম্মে আইমান ﵂-এর কথায় আবু বকর ﵁ ও উমর ﵁-এরও কান্না এসে গেল। তাঁরাও উম্মে আইমান ﵂-এর সাথে কাঁদতে থাকলেন।'[৭০৮]

▶ হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয় :

- নেককারদের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাওয়া ও তার ফজিলত।
- নেককার ব্যক্তি তার চেয়ে কম নেককারের সাক্ষাতে যেতে কোনো বাধা নেই।

---

৭০৭. ইমাম নববি ؒ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ১২/৯৯।

৭০৮. সহিহু মুসলিম : ২৪৫৪।

- বন্ধুর অনুপস্থিতিতে তার প্রিয়জনের সাথে বা সে যার সাক্ষাতে যেত, তার সাথে সাক্ষাৎ করতে যাওয়া উচিত।
- পুরুষরা দলবেঁধে কোনো নেককার নারীর সাক্ষাতে যেতে পারে, তার কথা শুনতে যেতে পারে।
- আলিম ও বড়জন কারও সাক্ষাতে যাওয়ার সময় বা রোগশয্যায় কাউকে দেখতে গেলে, তার সাথে সঙ্গী নিয়ে যেতে পারবেন।
- বন্ধুবান্ধব ও নেককারদের বিচ্ছেদ ব্যথায় উদ্বিগ্ন হয়ে কাঁদা যায়। যদিও তারা ইনতিকাল করে সুউচ্চ অবস্থানে গিয়েও থাকেন।[৭০৯]

স্ত্রীর বান্ধবীদের সম্মান করতেন

আয়িশা ﷺ বলেন, 'খাদিজা ﷺ-এর প্রতি আমি যতটা ঈর্ষাপরায়ণ হয়েছি অন্য কোনো নারীর প্রতি এতটা ঈর্ষা কখনো আমার জন্মেনি। অথচ আমি তাকে কখনো দেখেনি। কিন্তু নবিজি ﷺ তার আলোচনা অনেক বেশি করতেন। যখনই ছাগল জবাই করতেন, গোশতকে তিনি কয়েক ভাগ করে নিতেন। এরপর সেগুলো খাদিজা ﷺ-এর বান্ধবীদের কাছে পাঠাতেন।

আমি তাঁকে কখনো কখনো বলতাম, "মনে হচ্ছে খাদিজা ﷺ ব্যতীত দুনিয়াতে দ্বিতীয় কোনো নারী নেই!"

তিনি বলতেন, "আল্লাহ খাদিজার ভালোবাসা আমার অন্তরে গেঁথে দিয়েছেন। আর খাদিজা আমার সন্তানদের মা।"'[৭১০]

আয়িশা ﷺ বলেন, 'এক বৃদ্ধা নবিজির কাছে আসলো। তখন নবিজি ﷺ আমার পাশে ছিলেন। তিনি তাকে বললেন, "কে তুমি?" মহিলা বলল, "আমি জাসসামা মুজানিয়্যাহ।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "বরং তুমি হাসসানা মুজানিয়্যাহ। তোমাদের কী খবর? কেমন আছ তোমরা? আমরা চলে আসার পর তোমাদের দিনকাল কেমন চলছে?"

---

৭০৯. ইমাম নববি ﷺ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ১৬/১০।

৭১০. সহিহুল বুখারি : ৩৮১৮, সহিহু মুসলিম : ২৪৩৫।

মহিলাটি বলল, "ভালো। হে আল্লাহর রাসুল, আপনার প্রতি আমার বাবা-মা উৎসর্গ হোক।"

মহিলাটি চলে গেলে আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বললাম, "হে আল্লাহর রাসুল, আপনি এ বৃদ্ধ মহিলার সাথে এত সুন্দর করে সদাচরণ করলেন কেন?"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "আয়িশা, খাদিজা ؓ যখন বেঁচে ছিল, তখন এ নারী আমাদের কাছে আসতেন। আর পুরোনো বন্ধুদের প্রতি সদাচরণ করা ইমানের অংশ।"'[৭১১]

মৃত সাহাবির পরিবারের সঙ্গে সদাচরণ করতেন

আনাস ؓ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ নারীদের মধ্যে কেবল তাঁর স্ত্রীদের কাছে যেতেন। আর কেবল উম্মে সুলাইম ؓ-এর বাড়িতে যাতায়াত করতেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ তার কাছে এসে তাকে সহানুভূতি জানাতেন। এ ব্যাপারে তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি বললেন, "আমি তার প্রতি স্নেহশীল হই। কারণ, তার ভাই আমার সাথেই জিহাদে অংশ নিয়ে শহিদ হয়।"'[৭১২]

উম্মে সুলাইম বিনতে মিলহান আনসারি ؓ। আনাস ؓ-এর মা। তিনি জন্মগত নামে নয়; বরং তার উপনাম উম্মে সুলাইম নামেই প্রসিদ্ধ ছিলেন। তার নামের ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে।

'তার ভাই'—বলে উদ্দেশ্য হচ্ছে, হারাম বিন মিলহান ؓ। তিনি বিরে মাউনার ঘটনায় শাহাদত বরণ করেন।

▶ হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয় :

- দ্বীনি ভাই, বন্ধুর মৃত্যুর পর তার পরিবারের সুবিধা-অসুবিধা দেখাশোনা করা, তাদের কাছে যাওয়া-আসা করা উচিত।

নবিজি ﷺ উম্মে সুলাইমের বাড়িতে যাতায়াত করে তার অন্তর প্রশান্ত করতেন, তাকে সহানুভূতি জানাতেন। কারণ, তার ভাই হারাম বিন মিলহান রাসুলুল্লাহ

---

৭১১. মুসতাদরাকুল হাকিম : ১/১৭।

৭১২. সহিহুল বুখারি : ২৮৪৪, সহিহু মুসলিম : ২৪৫৫।

ﷺ-এর সাথে (তাঁর নির্দেশে) জিহাদে অংশ নিয়ে শহিদ হন। তাই রাসুলুল্লাহ ﷺ সাহাবি হারাম ﷺ-এর মৃত্যুর পর তার পরিবর্তে তার বোনের নিকট এসে তাকে সহানুভূতি জানাতেন।[৭১৩]

স্বামীদের সংশোধন করতেন

নারীদের প্রতি তাঁর সহানুভূতির আরেকটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে, কোনো নারী তার স্বামী থেকে যথোচিত আচরণ না পেলে তিনি স্বামীদের সংশোধন করতেন।

আয়িশা ﷺ বলেন, 'একদিন খুইয়াইলা বিনতে হাকিম ﷺ আমার কাছে আসলেন। তিনি ছিলেন উসমান বিন মাজউন ﷺ-এর স্ত্রী। রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে জীর্ণ-শীর্ণ অবস্থায় দেখে আমাকে বললেন, "আয়িশা, খুয়াইলার কী জীর্ণ অবস্থা!"

আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসুল, খুয়াইলা এমন এক নারী, যার স্বামী থেকেও নেই। তার স্বামী দিনে রোজা থাকে আর রাতে কিয়ামুল লাইল আদায় করে পার করে দেয়। খুয়াইলাকে সময় দেয় না; তার হক আদায় করে না। যেন সে খুয়াইলার স্বামীই নয়।"

এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ উসমান বিন মাজউন ﷺ-কে ডেকে পাঠালেন। উসমান ﷺ আসলে তাকে বললেন, "উসমান, তুমি কি আমার সুন্নাতের প্রতি অনীহ?!"

উসমান ﷺ বললেন, "আল্লাহর শপথ, কখনো নয়। আমি তো আপনার সুন্নাত তালাশ করি।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তবে আমি ঘুমাই, সালাত আদায় করি। কখনো রোজা রাখি, কখনো রোজা রাখি না। আমি নারীদের বিবাহ করি। উসমান, আল্লাহকে ভয় করো। কারণ, তোমার ওপর তোমার স্ত্রীর অধিকার আছে। তোমার ওপর তোমার মেহমানের অধিকার রয়েছে। তোমার ওপর তোমার নিজের অধিকার আছে। তাই কোনো দিন রোজা রাখবে, কোনো দিন রোজা রাখবে না। রাতের কিছু অংশ সালাত আদায় করবে, কিছু অংশ ঘুমোবে।"'[৭১৪]

---

৭১৩. ফাতহুল বারি : ৮/৪৬১।

৭১৪. সুনানু আবি দাউদ : ১৩৬৯, মুসনাদু আহমাদ : ২৫৭৭৬।

(তোমার ওপর তোমার স্ত্রীর অধিকার রয়েছে) : ইমাম খাত্তাবি ﷺ বলেন, হাদিসাংশটির উদ্দেশ্য হচ্ছে, তুমি সারা দিন রোজা রেখে ও সারা রাত সালাত পড়ে শক্তিহীন হয়ে পড়লে তোমার স্ত্রীর অধিকার আদায় করতে পারবে না।

(তোমার ওপর তোমার মেহমানদের অধিকার রয়েছে) : হাদিসের এ অংশটি এ মাসআলার জন্য দলিল যে, কোনো নফল সিয়াম পালনকারীর নিকট মেহমান এলে মেহমানের সাথে খাবার খাওয়ার জন্য রোজা ভাঙা মুসতাহাব। যাতে মেহমানের মন আনন্দিত হয় এবং মেজবানের প্রতি মেহমানের ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। কারণ, মেজবান তার জন্য নিজের রোজা ভেঙে তাকে একপ্রকার সম্মান করেছে।[৭১৫]

নারীরা কোনো উপকার করলে তার যথাযথ প্রতিদান দিতেন

নারীদের কারও অবদান কখনো ভুলতেন না তিনি; বরং তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হতেন এবং তাদের প্রতি সদাচরণ করতেন।

ইমরান ﷺ বলেন, 'নবিজি ﷺ-এর সাথে আমরা এক সফরে ছিলাম। আমরা রাতের বেলা অগ্রসর হতাম। একদিন শেষ রাতে আমরা এক জায়গায় ঘুমিয়ে পড়লাম। মুসাফিরের জন্য সে ঘুমের চেয়ে মধুর কোনো কিছু হতে পারে না।

পরদিন সূর্যের গরম আলো আমাদের জাগিয়ে তুলল। আমাদের মাঝে প্রথম জেগেছিলেন আবু বকর ﷺ। এরপর অমুক, এরপর অমুক। চতুর্থবারে জেগে উঠলেন উমর বিন খাত্তাব ﷺ।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ঘুমালে আমরা কেউ তাঁকে জাগিয়ে তুলতাম না। যতক্ষণ না তিনি জেগে উঠছেন, আমরা অপেক্ষা করতাম। কারণ, আমরা জানতাম না, ঘুমের ভেতর কী ঘটছে।[৭১৬]

---

৭১৫. আওনুল মাবুদ : ৪/১৭০।

৭১৬. সাহাবিগণ রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে ঘুম থেকে জাগাতেন না। কেননা, ঘুমের মধ্যে ওহি নাজিলের সম্ভাবনা ছিল। তাই রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে জাগিয়ে ওহি নাজিলের মাঝে ব্যাঘাত ঘটে কি না, তাই তারা ভয়ে তাঁকে জাগাতেন না।

উমর ﷺ জেগে উঠে মানুষের অবস্থা দেখলেন (সকলে ঘুমিয়ে; অথচ সালাতের সময় অতিক্রম হয়ে গেছে)। উমর ﷺ ছিলেন উচ্চকণ্ঠের অধিকারী। তিনি জোরেশোরে তাকবির দিলেন। উমর ﷺ তাকবির দিতে থাকলেন, আর তার স্বরও চড়তে থাকল। তার আওয়াজে নবিজি ﷺ জেগে উঠলেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ জেগে উঠলে সকলে তাঁর নিকট ওজর পেশ করল। তিনি বললেন, "সমস্যা নেই। সামনে অগ্রসর হও।"[৭১৭]

কাফেলা এগিয়ে চলল। একটু সামনে গিয়েই আবার থামল। রাসুলুল্লাহ ﷺ তাদের অজু করতে বলে নিজেও অজু করে নিলেন। সালাতের জন্য ডাকা হলো। সকলকে নিয়ে তিনি সালাত আদায় করলেন।

সকলের সালাত শেষে দেখা গেল একজন পৃথক হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। জামাআতের সাথে সালাত আদায় করেননি তিনি। রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "হে অমুক, সবার সাথে সালাত আদায় করলে না কেন?"

সে বলল, "আমার গোসল ফরজ হয়েছে, কিন্তু পানি নেই।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তুমি মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করে নাও। সেটাই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।"

এরপর নবিজি ﷺ-এর সাথে কাফেলা এগিয়ে চলল। কাফেলার লোকেরা পিপাসার অভিযোগ করলে তিনি থামলেন। একজনকে[৭১৮] ডাকলেন, সাথে ডাকলেন সাথে আলি ﷺ-কে। বললেন, "তোমরা দুজন গিয়ে পানির খোঁজ করো। আমরা যখন এগিয়ে চললাম, দেখলাম, এক উষ্ট্রারোহী নারী। তার পায়ের কাছে পানির দুটি মশক বাঁধা।"

আমরা তাকে বললাম, "পানি কোথা থেকে এনেছ?"

---

৭১৭. সময়মতো সালাত না পড়তে পারার কারণে সাহাবিদের অন্তর অস্থির ছিল। তাঁরা আফসোস করছিলেন। তাঁরা যেহেতু ইচ্ছে করে এমন করেনি, তাই রাসুলুল্লাহ ﷺ 'কোনো সমস্যা নেই' বলে তাঁদের সান্ত্বনা দিলেন।

৭১৮. তিনি ছিলেন বর্ণনাকারী সাহাবি স্বয়ং ইমরান বিন হুসাইন ﷺ।

- অনেক দূর, অনেক দূর! আশা করে লাভ নেই। তোমরা পানি খুঁজে পাবে না।

- তোমার ও তোমার পরিচিতজনদের মাঝে দূরত্ব কতটুকু?

- একদিন ও একরাতের পথ।

- আমাদের সাথে চলো তবে।

- কোথায়?

- আল্লাহর রাসুলের কাছে।

- যাকে সাবিয়ি (ধর্ম পরিবর্তনকারী) বলা হয়, তার কাছে?

- হাঁ, তোমরা যাঁর ব্যাপারে এ কথাটি বলো, তাঁর কাছে চলো।

(বর্ণনাকারী বলেন) এরপর মহিলাকে নিয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসলেন তারা দুজন। তাকে ঘটনার বিবরণ দিলেন। মহিলাটি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কেও তা-ই বলল, যা আমাদের বলেছিল। আরও বলল, "তার দুটি এতিম সন্তান আছে।" এরপর মহিলাকে নামানো হলো তার উট থেকে। দুটি পাত্র আনতে বললেন রাসুলুল্লাহ ﷺ। মশকের মুখ দিয়ে পানি ঢাললেন পাত্র দুটিতে। এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ মশকদুটির ওপরের মুখ বন্ধ করে দিয়ে নিচের মুখ দুটি খুলে দিলেন।[৭১৯]

"পানি পান করো, পানি পান করো" বলে মানুষদের ডাকা হলো। এরপর আমরা চল্লিশজন মানুষ পানি পান করলাম। তৃষ্ণার্ত ছিলাম আমরা। পানি পান করে পরিতৃপ্ত হলাম। আমাদের কাছে যতটি মশক ও পাত্র ছিল, সবগুলোতে পানি ভরে নিলাম। তবে আমরা উটকে পানি পান করাইনি। আমরা এত পানি নেওয়ার পরও সে মশকদুটি থেকে যেন পানি উপচে পড়ছে! এর মাঝে যার গোসল ফরজ হয়েছিল, তাকে এক পাত্র পানি দিয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "যাও, এ পানি দিয়ে গোসল করে নাও।"

আর মহিলাটি তখন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল, তার পানি দিয়ে কী করা হচ্ছে। আল্লাহর শপথ, পানি নেওয়া শেষ হলো। কিন্তু মনে হচ্ছিল, মশকদুটি

---

৭১৯. মশকের ওপরের মুখের চেয়ে নিচের মুখ দিয়ে বেশি পানি পড়ে।

থেকে যখন পানি নেওয়া শুরু করি আমরা, তখনকার চাইতে এখন মশকদুটি আরও বেশি পানিতে ভরে আছে। নবিজি ﷺ আমাদের বললেন, "তোমাদের কাছে যা আছে, এ মহিলার জন্য একত্র করো।"

কেউ আজওয়া খেজুর আনল, কেউ আটা আনল, কেউ ছাতু আনল। এভাবে তার জন্য অনেক খাদ্যদ্রব্য জমা করা হলো একটি কাপড়ে। এরপর মহিলাকে উটে উঠিয়ে দেওয়া হলো। কাপড়টি পুঁটলি করে উটের ওপর তার সামনে রাখা হলো। রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, "যাও। এ খাদ্য হতে তোমার পরিবারকে খাওয়াও। তুমি জানো, আমরা তোমার পানি থেকে এতটুকু কম করিনি; বরং আল্লাহই আমাদের পানি দিয়েছেন।"

এরপর মহিলা তার পরিবারের কাছে আসলো। দেরি হওয়ার কারণ জানতে চাইল তারা। বলল, "তোমাকে কীসে আটকে রেখেছিল, হে অমুক?"

মহিলা উত্তর দিল, "আশ্চর্যজনক এক ঘটনা ঘটল। দুজন লোক আমার সামনে এল। এরপর আমাকে নিয়ে "ধর্ম পরিবর্তনকারী" বলা হয় যাকে, তার কাছে নিয়ে গেল। এরপর তিনি এমন এমন করলেন।" এরপর মহিলা তার মধ্যমা ও তর্জনি আঙুলদ্বয় আকাশের দিকে তুলে বলল, "আল্লাহর কসম, নিশ্চয় তিনি আসমান ও জমিনের মাঝে সবচেয়ে বড় জাদুকর। অথবা তিনি সত্যিই আল্লাহর রাসুল।"

মুসলিমরা কখনো সে এলাকার মুশরিকদের ওপর অতর্কিতে হামলা করলেও কখনো সে মহিলার গোত্রের ওপর হামলা করতেন না। একদিন মহিলা তার গোত্রকে বলল, "আমার বিশ্বাস, এরা (মুসলিমরা) ইচ্ছে করেই আমাদের ছেড়ে দিচ্ছে। তবুও কি তোমরা ইসলামে প্রবেশ করবে না?" গোত্রের লোকেরা মহিলার কথা মানল। তারা সবাই ইসলামে প্রবেশ করল।'[৭২০]

রাসুলুল্লাহ ﷺ সে মহিলার যথাযথ সমাদর করলেন। তার অবদানের যথাযথ মর্যাদা দিলেন। তার জন্য খাবার একত্র করলেন। তার কর্মের কারণে তার গোত্রকেও সমাদরের অন্তর্ভুক্ত করলেন।

---

৭২০. সহিহুল বুখারি : ৩৪৪, সহিহু মুসলিম : ৬৮২।

আইনি ﷺ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ সে মহিলাকে, তার গোত্র ও ভূমিকে আক্রমণ না করে তার অবদানের যথাযথ প্রতিদান দিলেন।'[৭২১]

▶ **হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয় :**

- কারও সালাত ছুটে গেলে, স্মরণ আসার পর আদায় করে দেবে; যদিও ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাক।

- পানির প্রয়োজন যখন তীব্র হয়ে যায়, তখন যার কাছে পানি পাওয়া যায়, তার কাছ থেকে নিতে হবে এবং তাকে বিনিময় দিয়ে দিতে হবে। যেমন এ মহিলাকে দেওয়া হয়েছিল।

- এ হাদিসে নবিজি ﷺ-এর মুজিজা বর্ণিত হয়েছে। রাসুলুল্লাহ ﷺ পুরো বাহিনীকে অজু করালেন, তাদের পানি পান করালেন, গোসলও করালেন। এসবই করলেন মশকের নিচের দিকের মুখটি খুলে দিয়ে। পানিসংক্রান্ত কাজ শেষ হলো। কিন্তু দেখা গেল মশকদুটি তখনো পরিপূর্ণ পানিতে।

- এ হাদিসে মানুষের প্রতি সদাচরণের শিক্ষা রয়েছে। নবিজি ﷺ সে মহিলার সম্মান বজায় রাখলেন মহিলার গোত্রের মাঝে। তার গোত্রের ওপর কখনো আক্রমণ করা হয়নি; মহিলার পানি পান করানোর বদৌলতে। আর সম্মান করা ও আক্রমণ না করার কারণ ছিল মহিলা ও তার গোত্রের ইসলাম গ্রহণের আশায়।

- কোনো কাফিরের প্রতি দয়া দেখিয়ে তাকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার শিক্ষা পাই আমরা এ হাদিস থেকে। ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্যই সে মহিলার গোত্রের ওপর হামলা করা হয়নি। এরপর তারা বুঝতে পেরে নিজ থেকেই ইসলাম গ্রহণে এগিয়ে আসলো এবং সত্যকে আপন করে নিল।[৭২২]

---

৭২১. উমদাতুল কারি : ৪/৩২।

৭২২. শারহু সহিহিল বুখারি : ১/৪৮৭।

নম্রতার সাথে নারীদের ভুল সংশোধন করে দিতেন

নারীদের কাউকে ভুল করতে দেখলে রাসুলুল্লাহ ﷺ স্নেহের সাথে নরম কণ্ঠে তার ভুল ধরিয়ে দিতেন।

আনাস বিন মালিক رضي الله عنه বর্ণনা করেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ এক মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যিনি কবরের পাশে বসে কাঁদছিলেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তুমি আল্লাহকে ভয় করো এবং সবর করো।" মহিলাটি বলল, "আমার কাছ থেকে চলে যান। আপনার ওপর তো আমার মতো মুসিবত আসেনি।" সে নবিজি ﷺ-কে চিনতে পারেনি (বিধায় এমন কথা বলেছে)। পরে তাকে বলা হলো যে, তিনি নবিজি ﷺ। তখন সে নবিজি ﷺ-এর দরোজায় হাজির হলো। সেখানে কোনো পাহারাদার পেলে না। সে আরজ করল, "আমি আপনাকে চিনতে পারিনি।" রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "সবর তো বিপদের প্রথম অবস্থাতেই।"'[৭২৩]

অর্থাৎ উত্তম সবরকারী হচ্ছে সে, যে বিপদ আপতিত হওয়ার সাথে সাথে সবর করে। অন্যদিকে যে দেরিতে সবর করে, তার সবর প্রথম পর্যায়ের মতো উত্তম হয় না। তার সাওয়াবও কম হয়। কারণ, দিন যত গড়াবে, মানুষ তত দুঃখ ভুলে যায়, কষ্ট ভুলে যায়—তখন সবর করাও সহজ হয়ে যায়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ প্রদত্ত উত্তরের ব্যাখ্যা

রাসুলুল্লাহ ﷺ প্রথমে সে নারীকে তাকওয়া ও ধৈর্যের আদেশ করেছিলেন। কিন্তু রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে চিনতে না পেরে সে নারী বিরূপ আচরণ করে বসে। এরপর ক্ষমা চাইতে আসলে রাসুলুল্লাহ ﷺ তার প্রত্যুত্তর দিলেন আরেকটি কথা যোগ করে। সেটি হচ্ছে, সবরের আসল স্থল হচ্ছে দুঃখ অবস্থার প্রথম সময়টি। এ সবরেই সাওয়াব মিলে বেশি।[৭২৪]

(আল্লাহকে ভয় করো এবং সবর করো) : হাদিসের ভাষ্য থেকে বোঝা যাচ্ছে, এ নারী অতিরিক্ত কাঁদার কারণে বা তার ক্রন্দন বিলাপে পরিণত

---

৭২৩. সহিহুল বুখারি : ১২৮৩, সহিহ মুসলিম : ৯২৬।
৭২৪. ফাতহুল বারি : ৩/১৫০।

হওয়ার কারণে রাসুলুল্লাহ ﷺ তার উদ্দেশে এ কথাটা বলেছেন। অন্যথায় স্বাভাবিকভাবে কাঁদলে তো কোনো সমস্যা নেই। স্বাভাবিক ক্রন্দনের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞাও নেই।

মহিলাটি যখন রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ক্ষমা চাইতে আসে, তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ যে উত্তরটি দিয়েছিলেন, এ ধরনের উত্তরকে বলা হয় 'উসলুবুল হাকিম' তথা প্রজ্ঞাময় উত্তর। প্রশ্নকারী যে প্রশ্নটি করেন, সেটি যদি প্রয়োজনীয় প্রশ্ন বা যথাযথ প্রশ্ন না হয়, তখন উত্তরদাতা যথাযথ ও প্রয়োজনীয় প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া উসলুবুল হাকিমের অন্তর্ভুক্ত।[৭২৫]

হাদিস থেকে আমরা অনায়াসে বুঝতে পারি যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ যেন বলছেন, ক্ষমা চাওয়ার দরকার নেই। আমি নিজের জন্য রাগান্বিত হই না; বরং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমি রাগান্বিত হই। তুমি বরং এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ের দিকে নজর দাও।...

▶ **হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয় :**

- কেউ না জানলে তাকে জানানোর ক্ষেত্রে বিনয়ী হওয়া, কোমল আচরণে আগলে নিয়ে শিখিয়ে দেওয়া, দুঃখ-কষ্টে নিপতিত ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া, বিরূপ আচরণ করে ক্ষমা চাইলে ক্ষমা করে দেওয়া, সর্বদা সকলের ক্ষেত্রে আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকারের আমল করে যাওয়া।
- একজন বিচারক সাধারণ মানুষের জন্য সহজগম্য হবেন।
- কেউ সৎ কাজের আদেশ করলে, তাকে না চিনলেও তার কথা গ্রহণ করে আমল করতে হবে।
- ধৈর্যহীনতা নিষিদ্ধ কর্ম। সে জন্য রাসুলুল্লাহ ﷺ এ নারী সাহাবিকে সবরের সাথে সাথে আল্লাহকে ভয় করার আদেশ দিয়েছেন।
- দাওয়াত বা নসিহা করার সময় মানুষের দেওয়া কষ্টের ওপর ধৈর্যধারণ করার প্রতি উৎসাহ।

---

৭২৫. আল-ইদাহ ফি উলুমিল বালাগাহ : ২/১১০।

মহিলাদের প্রহার করতে নিষেধ করেছেন

ইয়াস বিন আব্দুল্লাহ বিন আবু জুবাব ﷺ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমরা আল্লাহর দাসীদের মেরো না।" এরপর উমর ﷺ এসে রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে জানালেন, "মহিলারা তাদের স্বামীর অবাধ্য হয়।" অতঃপর রাসুলুল্লাহ ﷺ মহিলাদের মৃদু আঘাতের অনুমতি দেন।

এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীদের কাছে মহিলারা এসে তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে লাগল। তখন রাসুল ﷺ বললেন, "মুহাম্মাদের পরিবারের কাছে অনেক মহিলা স্বামীদের নিয়ে অভিযোগ করেছে। যারা নিজের স্ত্রীকে প্রহার করে, তারা তোমাদের মধ্যে ভালো মানুষ নয়।"'[৭২৬]

তাই নারীদের মন্দ আচরণে ধৈর্যধারণ করা এবং তাদের প্রহার না করা উত্তম ও অধিক সুন্দর।[৭২৭]

তাওবাকারী নারীর সঙ্গে পূর্বের মতো সদাচার করার নির্দেশ দিতেন

ইমরান বিন হুসাইন ﷺ বলেন, 'জুহাইনা গোত্রের এক নারী গর্ভবতী অবস্থায় রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, "হে আল্লাহর নবি, আমি হদযোগ্য। আমার ওপর হদ কায়িম করুন।"

নবিজি ﷺ তার অভিভাবককে ডেকে বললেন, "এ নারীর প্রতি সদাচরণ করো। সন্তান প্রসব হলে তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে।" রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আদেশ পালন করা হলো যথাযথভাবে। তাকে নিয়ে আসা হলো। রাসুলুল্লাহ ﷺ আদেশ দিলে মহিলার কাপড় শক্ত করে বাঁধা হলো। এরপর তিনি রজম করার আদেশ করলেন। রজম শেষে রাসুলুল্লাহ ﷺ তার জানাজা আদায় করলেন।

তখন উমর ﷺ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর উদ্দেশে বললেন, "হে আল্লাহর নবি, আপনি জিনাকারীর জানাজা আদায় করলেন?"

---

৭২৬. সুনানু আবি দাউদ : ২১৪৬, সুনানু ইবনি মাজাহ : ১৯৮৫।

৭২৭. আওনুল মাবুদ : ৬/১৩০।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "সে এমন তাওবা করেছে, যদি তার তাওবা মদিনার সত্তরজন লোকের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হয়, তবে তাদের সকলের জন্য তা যথেষ্ট হবে। তুমি এর চেয়ে উত্তম তাওবা দেখেছ? সে তো তাওবা করতে গিয়ে আল্লাহর জন্য নিজের জীবন পর্যন্ত দিয়ে দিয়েছে।"'[৭২৮]

গামিদি মহিলার অভিভাবককে রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, 'এ নারীর প্রতি সদাচরণ করো। সন্তান প্রসব হলে তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে।'

সদাচরণের আদেশ করার দুটি কারণ।

এক. মহিলার আত্মীয়-স্বজনরা লজ্জার কারণে আত্মসম্মানের বশবর্তী হয়ে তার ক্ষতি করতে পারে। সে জন্য রাসুলুল্লাহ ﷺ সাবধানতাবশত আদেশ করলেন, যেন তার প্রতি তারা সদাচরণ করে।

দুই. মহিলা তাওবা করার কারণে রাসুলুল্লাহ ﷺ দয়াপরবশ হয়ে তার প্রতি সদাচরণ করার জন্য আদেশ করেছেন। কারণ, তার তাওবার পরে মানুষের মনে তার প্রতি ঘৃণার কারণে তাকে তারা কষ্টদায়ক কথাবার্তা শোনাবে। রাসুলুল্লাহ ﷺ তাই আগ থেকেই সেগুলো নিষেধ করে দিলেন।[৭২৯]

মাখজুম গোত্রের এক মহিলা চুরি করে হদপ্রাপ্ত হয়। আয়িশা ﷺ বলেন, 'সে উত্তমরূপে তাওবা করেছিল। এরপর তার বিয়ে হয়। সে আমার কাছে আসত। আর আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে তার প্রয়োজন তুলে ধরতাম।'[৭৩০]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'হদ কায়িমের পর মাখজুমি নারী রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর উদ্দেশে বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল, আমার জন্য তাওবা করার কোনো পথ আছে কি?"

রাসুলুল্লাহ ﷺ জবাব দিলেন, "জন্মের দিন সন্তান যেমন গুনাহ থেকে মুক্ত থাকে, তেমনই তুমিও আজ গুনাহমুক্ত।"'[৭৩১]

---

৭২৮. সহিহু মুসলিম : ১৬৯৬।
৭২৯. ইমাম নববি ﷺ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ১১/২০৫।
৭৩০. সহিহুল বুখারি : ৪৩০৪, সহিহু মুসলিম : ১৬৮৮।
৭৩১. মুসনাদু আহমাদ : ৬৬১৯, আহমাদ শাকিরের মতে, হাদিসটি সহিহ। শুআইব আরনাউত বলেন, হাদিসটি জইফ।

কোনো নারী হাদিয়া পাঠালে তা গ্রহণ করতেন

আনাস বিন মালিক ﷺ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ বিয়ে করলেন। স্ত্রীকে নিয়ে ঘরে এলেন। আমার মা উম্মে সুলাইম ﷺ আমাকে বললেন, "আমাদের উচিত রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে কিছু হাদিয়া দেওয়া।"

আমি বললাম, "দিন।"

উম্মে সুলাইম ﷺ খেজুর, ঘি ও পনিরে মিশ্রিত হাইসা বানিয়ে সেগুলো একটি পাত্রে রাখলেন। আমাকে বললেন, "আনাস, এগুলো নিয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে যাও। তাকে বলবে, এগুলো আমার মা পাঠিয়েছেন। আপনাকে সালাম জানিয়েছেন। বলবে, এগুলো আমাদের পক্ষ থেকে আপনার জন্য হাদিয়া, হে আল্লাহর রাসুল।"

আমি খাবারের পাত্রটা নিয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে চলে এলাম। তাকে বললাম, "আমার মা আপনাকে সালাম জানিয়েছেন। বলেছেন, এগুলো আমাদের পক্ষ থেকে আপনার জন্য স্বল্প হাদিয়া, হে আল্লাহর রাসুল।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "এখানে রাখো।" এরপর বললেন, "তুমি গিয়ে অমুক, অমুক, অমুককে ডেকে আনো। আর পথে যাকে পাবে, তাকে দাওয়াত দিয়ে আসবে।" রাসুলুল্লাহ ﷺ কয়েকজনের নাম বলে তাদের দাওয়াত দিতে বললেন। আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর বলা নাম অনুযায়ী এবং যার সাথেই দেখা হলো, তাকে দাওয়াত দিলাম। ফিরে এসে দেখি, ঘর লোকে পরিপূর্ণ। রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, "আনাস, খাবারের পাত্রটা আনো।"

আমি পাত্রটা এনে রাখলাম। দেখলাম, রাসুলুল্লাহ ﷺ হাইসার মাঝে হাত রেখে আল্লাহ যা ইচ্ছে করেছেন, তা বললেন। এরপর দশজন দশজন করে ডাকতে লাগলেন। বললেন, "দশজন দশজন করে গোল হয়ে বসো।" প্রত্যেকে যেন তার সামনের অংশ থেকে খায়। সবাই খেয়ে তৃপ্ত হলো। একদল বের হলে অন্য দল প্রবেশ করত। এভাবে সকলের খাওয়া শেষ হলো। রাসুলুল্লাহ ﷺ এবার আমাকে বললেন, "আনাস, পাত্রটা উঠিয়ে নাও।"

আমি পাত্রটা ওঠালাম। আমি জানি না, যখন পাত্রটা রেখেছিলাম, তখন বেশি ওজন ছিল, নাকি যখন পাত্রটা ওঠালাম তখন বেশি ওজন ছিল!'[৭৩২]

খাবারের আধিক্যতার মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর স্পষ্ট একটি মুজিজা প্রকাশিত হলো এ ঘটনায়।[৭৩৩]

সাহল رضي الله عنه বলেন, 'এক মহিলা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসলো একটি বয়নকৃত বুরদাহ নিয়ে। তার ঝালর অক্ষয় ছিল।[৭৩৪] মহিলা বলল, "আমি নিজ হাতে আপনার জন্য এটি বয়ন করেছি। এখন আপনার কাছে নিয়ে আসলাম আপনার পরিধানের জন্য।" রাসুলুল্লাহ ﷺ চাদরটি নিলেন। তাঁর প্রয়োজনও ছিল চাদরের। এরপর চাদরটি লুঙ্গি হিসেবে পরিধান করে বাইরে এলেন।

এক লোক চাদরের সৌন্দর্য বর্ণনা করে বলল, "কত সুন্দর চাদর! আমাকে এটি পরিধানের জন্য দিন।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "হ্যাঁ।"

এরপর আল্লাহ যতক্ষণ ইচ্ছে করলেন, ততক্ষণ রাসুলুল্লাহ ﷺ মজলিসে বসা ছিলেন। এরপর ঘরে ফিরে চাদরটি ভাঁজ করে সে লোকের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তখন উপস্থিত লোকেরা বলল, "তুমি ঠিক করলে না। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর প্রয়োজন ছিল এ চাদরটির। তুমি চেয়ে বসলে। তুমি তো জানো রাসুলুল্লাহ ﷺ কাউকে ফিরিয়ে দেন না।"

লোকটি বলল, "আল্লাহর শপথ, আমি সাধারণভাবে পরিধানের জন্য এটি চাইনি। আমি চাদরটা চেয়েছি আমার কাফন হিসেবে।"

সাহল رضي الله عنه বলেন, "এ কাপড়টিই তার কাফন হিসেবে ব্যবহৃত হয় পরে।"'[৭৩৫]

---

৭৩২. সহিহু মুসলিম : ১৪২৮।

৭৩৩. ইমাম নববি رحمه الله কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ৯/২৩২।

৭৩৪. কাপড়টা নতুন ছিল।

৭৩৫. সহিহুল বুখারি : ১২৭৭।

▶ হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয় :

- রাসুলুল্লাহ ﷺ ছিলেন অনুপম চরিত্রের অধিকারী। ছিলেন বিস্তর মহানুভবতার অধিকারী।
- কেউ হাদিয়া দিলে রাসুলুল্লাহ ﷺ সে হাদিয়া গ্রহণ করতেন।
- কারও পরনে সুন্দর পোশাক প্রভৃতি দেখলে তার প্রশংসা করা জায়িজ। প্রশংসা হতে পারে পরিধানকারীকে পোশাকের মূল্য-মর্যাদা জানানো, অথবা হতে পারে বৈধভাবে তার নিকট সেটি চেয়ে নেওয়ার জন্য।
- প্রকাশ্যভাবে কারও আচরণে আদবের বিপরীত কিছু দেখলে, যদিও তার কর্ম হারামের পর্যায়ে নাও হয়, তবুও তার বিরোধিতা করা শরিয়তসম্মত।
- কোনো কিছুর প্রয়োজন হওয়ার পূর্বে তা প্রস্তুত করা জায়িজ।[৭৩৬]

কোনো নারী খানার দাওয়াত করলে গ্রহণ করতেন

আনাস বিন মালিক ﷺ বলেন, 'আমার মা উম্মে সুলাইম ﷺ রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে খাবারের দাওয়াত দিলেন। সে খাবার তিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর জন্যই তৈরি করেছিলেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ খাবার খেয়ে বললেন, "ওঠো, আমি তোমাদের নিয়ে সালাত আদায় করব।"

আমি চাটাই আনার জন্য উঠে গেলাম। আমাদের চাটাইটি অধিক ব্যবহারের কারণে কালো হয়ে গিয়েছিল। আমি সেটাতে পানি ছিটিয়ে পরিষ্কার করে নিলাম। রাসুলুল্লাহ ﷺ সেটার ওপরে দাঁড়ালেন সালাতের জন্য। আমি ও এতিম[৭৩৭] বালক রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পেছনে কাতার করে দাঁড়ালাম। আর নারীদের দাঁড়ানোর জায়গা ছিল আমাদের পেছনের কাতারে। রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিয়ে দুই রাকআত সালাত আদায় করলেন। এরপর চলে গেলেন।'[৭৩৮]

---

৭৩৬. ফাতহুল বারি : ৩/১৪৪।

৭৩৭. জুমাইরা বিন সাদ আল-হুমাইরি ﷺ। তিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কৃতদাস ছিলেন।

৭৩৮. সহিহুল বুখারি : ৩৮০, সহিহ্ মুসলিম : ৬৫৮।

▶ হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয় :

- বিয়ের ভোজ না হয়ে সাধারণ কোনো ভোজের দাওয়াত হলেও তা গ্রহণ করা যায়। কোনো মহিলা দাওয়াত দিলে ফিতনা হওয়ার আশঙ্কা না থাকলে সে দাওয়াত গ্রহণ করা যায়।
- মহিলাদের সালাত শেখানোর জন্য বাড়িতে নফল সালাত জামাআতে আদায় করা যায়। কারণ, সালাতের কিছু সূক্ষ্ম বিষয় হয়তো নারীদের নিকট অস্পষ্ট থাকতে পারে।
- সালাত পড়ার আগে সালাতের জায়গা পরিষ্কার করে নিতে হয়। শিশুরা প্রয়োজন হলে পুরুষদের কাতারে দাঁড়াতে পারে। আর মহিলাদের কাতার হবে সবার পেছনে। এ ক্ষেত্রে যদি মহিলা একজনই হয়, তবে একজনকে নিয়ে মহিলাদের কাতার হবে।[৭৩৯]

অসুস্থ নারীদের দেখতে যেতেন

জাবির বিন আব্দুল্লাহ ﵁ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ উম্মে সায়িব ﵁-এর নিকট এলেন। তাকে বললেন, "উম্মে সায়িব, তোমার কী হয়েছে, কাঁদছ কেন?"

উম্মে সায়িব ﵁ বলল, "জ্বর। আল্লাহ এর অমঙ্গল করুন।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "জ্বরকে গালমন্দ করো না। কারণ, জ্বর এমনভাবে আদম-সন্তানের গুনাহ দূর করে, যেভাবে কামারের হাপর লোহার মরীচিকা দূর করে।"'[৭৪০]

জংধরা লোহাকে যখন আগুনের মাঝে দেওয়া হয়, তখন তার সব মরীচিকা দূর হয়ে লোহা পরিষ্কার হয়ে যায়; তেমনই জ্বর মানুষের গুনাহকে দূর করে দেয়।

উম্মে আলা ﵁ বলেন, 'আমি যখন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ি, রাসুলুল্লাহ ﷺ তখন আমাকে দেখতে আসেন। তিনি বলেন, "সুসংবাদ গ্রহণ করো, হে

---

৭৩৯. ফাতহুল বারি : ১/৪৯০।

৭৪০. সহিহ মুসলিম : ২৫৭৫।

উম্মে আলা। কারণ, অসুখের মাধ্যমে একজন মুসলিমের গুনাহগুলো আল্লাহ এমনভাবে মিটিয়ে দেন, যেমনভাবে আগুন স্বর্ণ-রৌপ্যের ময়লা দূর করে।"'[৭৪১]

ইমাম মুনজিরি ﷺ বলেন, 'উম্মে আলা ছিলেন হাকিম বিন হিজাম ﷺ-এর ফুফু। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে বাইআত হওয়া নারীদের একজন ছিলেন তিনি।'[৭৪২]

আবু উমামা বিন সাহল ﷺ বলেন, 'আওয়ালি গোত্রের এক নারী অসুস্থ হয়ে পড়ল। রাসুলুল্লাহ ﷺ অসুস্থদের দেখতে যেতেন। তাকে দেখতে এসে বলে গেলেন, "এ নারী মারা গেলে আমাকে জানাবে।"

সে রাতে মহিলাটি মারা যায়। লোকেরা তাকে দাফনও করে ফেলে নবিজি ﷺ-কে না জানিয়ে। সকালবেলা তিনি সে নারী সম্পর্কে জানতে চাইলেন। তখন তারা বলল, "আমরা আপনাকে ঘুম থেকে জাগানো সমীচীন মনে করিনি, হে আল্লাহর রাসুল।"

এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ সে নারীর কবরের নিকট আসলেন। অতঃপর চারটি তাকবির বলে তার জানাজা আদায় করলেন।'[৭৪৩]

ইবনে আব্দুল বার ﷺ বলেন, 'এ হাদিস প্রমাণ করে, (গাইরে মাহরাম) বৃদ্ধা নারী অসুস্থ হয়ে পড়লে তাদের দেখতে যাওয়াতে বাধা নেই। তবে গাইরে মাহরাম নারী যদি বৃদ্ধা না হয়, তাহলে তার কাছে না গিয়ে তার মাহরাম কারও থেকে খোঁজখবর নেবে।'[৭৪৪]

নারীদের কেউ দোয়া চাইলে দোয়া করতেন

আনাস ﷺ বলেন, 'নবিজি ﷺ উম্মে সুলাইম ﷺ-এর বাড়িতে আসলেন। তখন তিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে খেজুর ও মাখন নিয়ে আসলেন। কিন্তু রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমাদের মাখন পাত্রে রেখে দাও এবং তোমাদের

৭৪১. সুনানু আবি দাউদ : ৩০৯২।

৭৪২. আত-তারগিব ওয়াত তারহিব : ৪/১৪৮।

৭৪৩. সুনানুন নাসায়ি : ১৯০৭, সহিহুল বুখারি : ৪৫৮, সহিহু মুসলিম : ৯৫৬।

৭৪৪. আত-তামহিদ : ৬/২৫৫।

খেজুর থলিতে রেখে দাও। আমি আজ রোজাদার।" এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ ঘরের এক কোণে গিয়ে নফল সালাত আদায় করলেন। অতঃপর উম্মে সুলাইম ؓ ও তার পরিবারের লোকজনের জন্য দোয়া করলেন।

উম্মে সুলাইম ؓ বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল, আমার এক কলিজার টুকরো আছে।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ জানতে চাইলেন, "সে কে?"

উম্মে সুলাইম ؓ জবাব দিলেন, "আপনার ছোট্ট সেবক আনাস। তার জন্য দোয়া করুন আল্লাহর কাছে।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ আখিরাতের এমন কোনো কল্যাণ বাদ নেই, যার দোয়া আমার জন্য করলেন না এবং দুনিয়ার এমন কোনো কল্যাণ বাকি নেই, যা তিনি আমার জন্য আল্লাহর কাছে চাইলেন না। তিনি দোয়া করলেন, "হে আল্লাহ, আপনি তাকে সম্পদ ও সন্তান দান করুন এবং তাতে বরকত দান করুন।"[৭৪৫]

এতটুকু বলার পর আনাস ؓ বলেন, "রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর দোয়ার বরকতে আমি আনসারদের অন্যতম ধনাঢ্য ব্যক্তি হয়ে উঠলাম। আর আমার মেয়ে উমাইনা বলেছে, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ বসরায় আসার পূর্বে আমার একশ বিশজন সন্তানসন্ততিকে দাফন করা হয়েছে।"'[৭৪৬]

এরপর আনাস ؓ ৯৩ হিজরি সাল পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। তার বয়স একশর কাছাকাছি হয়েছিল।

আনাস ؓ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ আমার জন্য তিনটি জিনিসের দোয়া করলেন। যার মাঝে দুটির বাস্তবায়ন আমি নিজ চোখে দেখেছি। আর তৃতীয়টি আশা করি আখিরাতে পূর্ণ হবে।'[৭৪৭]

---

৭৪৫. তাবাকাতু ইবনি সাদির (৭/১৪) রিওয়ায়াতে এসেছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ দোয়ায় বলেছিলেন, 'হে আল্লাহ আপনি তাকে অনেক ধনসম্পদ, সন্তানসন্ততি ও দীর্ঘ জীবন দান করুন। তার পাপরাশি ক্ষমা করে দিন।' ফাতহুল বারি : ৪/২২৯।

৭৪৬. সহিহুল বুখারি : ১৮৪৬।

৭৪৭. সহিহু মুসলিম : ২৪৮১।

সায়িব বিন ইয়াজিদ ﷺ বলেন, 'আমার খালা আমাকে নিয়ে নবিজি ﷺ-এর নিকট আসলেন। বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল, আমার এ ভাগনে অসুস্থ।" রাসুলুল্লাহ ﷺ আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে আমার জন্য বরকতের দোয়া করলেন। এরপর অজু করলেন তিনি। আমি তাঁর অজুর পানি থেকে কিছুটা পান করলাম। এরপর আমি তাঁর পেছনে দাঁড়ালে তাঁর নবুওয়াতের মোহর দেখলাম। তা ছিল পাখির ডিমের মতো।'[৭৪৮]

ইবনে হাজার ﷺ বলেন, 'হাদিসে ব্যবহৃত زِرُّ الحَجَلَةِ এর الحَجَلَةِ। অর্থ হচ্ছে পাখি। এর ওপর ভিত্তি করে বলা যায়, زِرُّ বলে উদ্দেশ্য হচ্ছে শুভ্রতা। এ কথাটার সত্যায়ন আরেকটি হাদিসে পাওয়া যায়। যেখানে বলা হয়েছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নবুওয়াতের মোহর ছিল কবুতরের ডিমের মতো।'[৭৪৯]

কোনো কোনো নারীর নাম পরিবর্তন করে অন্য নাম রাখতেন

ইবনে উমর ﷺ বলেন, 'উমর ﷺ-এর এক কন্যার নাম ছিল আসিয়া। রাসুলুল্লাহ ﷺ তার সে নাম পরিবর্তন করে রাখলেন জামিলা।'[৭৫০]

পূর্বে একটি হাদিসে আমরা দেখেছি, রাসুলুল্লাহ ﷺ জাসসামা মুজানিয়্যাহর নাম পরিবর্তন করে হাসসানা মুজানিয়্যাহ রাখেন।

ইমাম নববি ﷺ বলেন, 'এ হাদিসগুলোর সারমর্ম হচ্ছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ মন্দ ও নিকৃষ্ট নামগুলো পরিবর্তন করে সুন্দর নাম রাখতেন তাদের। এ রকম অনেক হাদিসেই বর্ণিত হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ অনেক সাহাবির নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম রেখেছিলেন তাদের।'[৭৫১]

মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আতা ﷺ বলেন, 'আমি আমার কন্যার নাম রাখলাম, বাররা (পুণ্যবতী)। কিন্তু জাইনাব বিনতে আবু সালামা ﷺ আমাকে বললেন, "রাসুলুল্লাহ ﷺ এ নাম রাখতে নিষেধ করেছেন। আমার নামও বাররা ছিল।

৭৪৮. সহিহুল বুখারি : ১৮৩।
৭৪৯. ফাতহুল বারি : ৬/৫৬২।
৭৫০. সহিহ মুসলিম : ৩৯৮৮।
৭৫১. ইমাম নববি ﷺ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ১৪/১২০।

কিন্তু রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, "তোমরা নিজেরা নিজেদের এমন মনে কোরো না। আল্লাহই জানেন তোমাদের মধ্যে কে পুণ্যবান আর কে পুণ্যবান নয়।"

তখন সাহাবিরা বলেছিলেন, "তাহলে আমরা কী নাম রাখব?"

রাসুলুল্লাহ ﷺ তখন উত্তর দিয়েছিলেন, "তোমরা তার নাম রাখো জাইনাব।"'[৭৫২]

পুরুষ সাহাবিদের নামও তিনি পরিবর্তন করতেন

রাসুলুল্লাহ ﷺ তার অনেক পুরুষ সাহাবির নাম পরিবর্তন করে সুন্দর নামকরণ করেছিলেন। তিনি আসি (অবাধ্য) নামের সাহাবিদের নাম পরিবর্তন করে মুতি' (অনুগত) রাখতেন।

আব্দুল্লাহ বিন মুতি' ﷺ নিজ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'কুরাইশদের আসি নাম বিশিষ্টদের মধ্য থেকেই যে-ই ইসলাম গ্রহণ করত, রাসুলুল্লাহ ﷺ তার নাম রাখতেন মুতি'।[৭৫৩] তার (আব্দুল্লাহ ﷺ-এর পিতার) নামও আসি ছিল। রাসুলুল্লাহ ﷺ তার নামও মুতি' রাখলেন।'[৭৫৪]

ইবনে মুসাইয়িব ﷺ স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, 'তার পিতা রাসুল ﷺ-এর নিকট আসলেন। রাসুল ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার নাম কী?" তিনি উত্তর দিলেন, "হাজান (চিন্তা-পেরেশানি)।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তুমি সাহল (সহজ)।"

আমার পিতা বললেন, "হাজান নামটা আমার বাবার দেওয়া। এ নাম আমি পরিবর্তন করব না।"'

ইবনে মুসাইয়িব ﷺ বলেন, 'এরপর থেকে সব সময় আমাদের সাথে চিন্তা-উদ্বিগ্নতা লেগেই আছে।'[৭৫৫]

---

৭৫২. সহিহু মুসলিম : ২১৪২।
৭৫৩. দেখুন, ইমাম নববি ﷺ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ১২/১৩৪।
৭৫৪. সহিহু মুসলিম : ১৭৮২।
৭৫৫. সহিহুল বুখারি : ৬১৯০।

উসামা বিন আখদারি ﷺ বলেন, 'এক লোকের নাম ছিল আসরাম (পরিত্যক্ত/কর্তিত)। সে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে আসা দলের একজন ছিল। রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার নাম কী?" সে উত্তর দিল, "আমি আসরাম।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "বরং তুমি জুরআ (বীজ/খেত)।"'[৭৫৬]

আমাদের উচিত সন্তানদের মন্দ নাম না রেখে ভালো ও সুন্দর নাম বাছাই করা।

বৃদ্ধা নারীর সাথেও কখনো কৌতুক করতেন

হাসান ﷺ বলেন, 'এক বৃদ্ধা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, "হে আল্লাহর রাসুল, আমার জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ যেন আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ তার উদ্দেশে বললেন, "হে অমুকের মা, জান্নাতে কোনো বৃদ্ধা প্রবেশ করবে না।"

এরপর বৃদ্ধা কাঁদতে কাঁদতে সেখান থেকে চলে যায়। রাসুলুল্লাহ ﷺ এরপর বললেন, "তোমরা তাকে জানিয়ে দাও, জান্নাতে কোনো নারী বৃদ্ধা অবস্থায় প্রবেশ করবে না। জান্নাতে তারা যুবতি হয়ে প্রবেশ করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً - فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا - عُرُبًا أَتْرَابًا

> "আমি জান্নাতি রমণীগণকে বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তাদের করেছি চিরকুমারী, সোহাগিনী ও সমবয়স্কা।" (সুরা আল-ওয়াকিয়া, ৫৬ : ৩৫-৩৭)'[৭৫৭]

রাসুলুল্লাহ ﷺ বৃদ্ধার সাথে কৌতুক করে তাকে বোঝাতে চেয়েছেন যে, জান্নাতে কেউ তার মতো বৃদ্ধা হয়ে প্রবেশ করবে না; বরং সকলেই তেত্রিশ বছর বয়সী যুবক-যুবতি হবে।

---

৭৫৬. সুনানু আবি দাউদ : ৪৯৫৪। সনদ জাইয়িদ।

৭৫৭. তিরমিজি ﷺ শামায়িলে বর্ণনা করেছেন। পৃষ্ঠা নং ১৯৯। হাদিসের মান : সহিহ।

স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন রক্ষা করার জন্য স্ত্রীর নিকট সুপারিশ করতেন

বারিরা ﷺ-কে আজাদ করা হলে তিনি তার কৃতদাস স্বামীর সাথে বৈবাহিক জীবন রাখতে চাইলেন না। তাই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াকেই তিনি বেছে নিলেন।[৭৫৮] নবিজি ﷺ বারিরার স্বামীর হয়ে তার কাছে সুপারিশ করে বললেন, যেন সে ফিরে যায়। কিন্তু বারিরা ﷺ বললেন, 'তার কাছে আমার কোনো প্রয়োজন নেই।'

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, 'বারিরা ﷺ-এর স্বামী ছিল একজন কৃতদাস। তার নাম ছিল মুগিস ﷺ। আমার মনে হচ্ছে, আমি এখনো মুগিস ﷺ-কে বারিরা ﷺ-এর পেছনে কাঁদতে কাঁদতে যেতে দেখছি। দেখতে পাচ্ছি, তার চোখ থেকে পানি এসে দাড়ি ভিজিয়ে দিচ্ছে।

নবিজি ﷺ তখন আব্বাস ﷺ-কে বলেছিলেন, "আব্বাস, বারিরার প্রতি মুগিসের এ ভালোবাসা, অন্যদিকে মুগিসের প্রতি বারিরার অনীহায় কি আপনি আশ্চর্য নন?"

নবিজি ﷺ বারিরা ﷺ-এর উদ্দেশে বলেছিলেন, "আহ! যদি বারিরা মুগিসের কাছে ফিরে যেত!"[৭৫৯]

বারিরা ﷺ জবাবে বললেন, "আপনি কি আমায় আদেশ করছেন?"

রাসুলুল্লাহ ﷺ তার উত্তরে বললেন, "না; বরং আমি সুপারিশ করছি।"

বারিরা ﷺ তখন উত্তর দিলেন, "তবে তার কাছে আমার কোনো প্রয়োজন নেই।"'[৭৬০]

বারিরা ﷺ-এর কথার অর্থ হচ্ছে, যদি আপনি আমাকে আদেশ না করে থাকেন, তবে আমি এ বিবাহ বিচ্ছেদ করাই বেছে নেব।

---

৭৫৮. কারণ, কোনো দাস-দাসীর বিবাহ হলে, পরবর্তী সময়ে দাসী স্বাধীন হয়ে গেলে তার পূর্বস্বামীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক রাখা না-রাখার বিষয়ে তার স্বাধীনতা থাকে।

৭৫৯. সুনানুন নাসায়ির বর্ণনায় (৫৩৩২) এসেছে, নবি ﷺ বলেছেন, 'যদি তুমি মুগিসের কাছে ফিরে যেতে! কারণ, সে তো তোমার বাচ্চার পিতা।'

৭৬০. সহিহুল বুখারি : ৫২৮৩।

নারীদেরকে বিবাহের ব্যাপারে পরামর্শ দিতেন

ফাতিমা বিনতে কাইস ﵂ বলেন, 'তার স্বামী তাকে তিন তালাক দিয়ে ইদ্দত পালনের জন্য স্থান ও খরচ দিতে অপারগতা প্রকাশ করেছে। রাসুলুল্লাহ ﷺ-ও এমন ফয়সালা দিলেন এবং তাকে একজন সাহাবির ঘরে ইদ্দত পালনের সময়টা থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন।'

ফাতিমা ﵂ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, "ইদ্দত পালন শেষে আমাকে বলবে।"

আমার ইদ্দত পালন শেষ হলো একসময়। আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে জানালাম, "মুআবিয়া বিন আবু সুফইয়ান ﵁ এবং আবু জাহম ﵁ আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "আবু জাহমের কাঁধে সব সময় ঋণের বোঝা থাকে। আর মুআবিয়া তো কপর্দকহীন; তুমি বরং উসামা বিন জাইদকে বিয়ে করো।"

কিন্তু উসামা বিন জাইদ ﵁-কে আমি পছন্দ করলাম না। রাসুলুল্লাহ ﷺ আবার বললেন, "তুমি উসামাকে বিয়ে করো।"'

ফাতিমা ﵂ হাত দিয়ে ইশারা করে বললেন, 'উসামা ﵁ এমন এমন।' ফাতিমা ﵂ বলে চললেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, "আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর রাসুল ﷺ-এর আনুগত্য তোমার জন্য উত্তম হবে।"

এরপর আমি উসামার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলাম। তারপর আল্লাহ তাআলা এতে এত কল্যাণ দান করলেন যে, আমি ঈর্ষার পাত্রে পরিণত হলাম।'[৭৬১]

ইমাম নববি ﵀ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ উসামা বিন জাইদ ﵁-এর কথা বলে তার দ্বীনদারি, তার মর্যাদা, তার উত্তম চরিত্রের কথা জানালেন ফাতিমা বিনতে কাইস ﵂-কে। এরপর বিয়ের কথা বললেন। কিন্তু ফাতিমা ﵂

---

৭৬১. সহিহু মুসলিম : ১৪৮০।

উসামা ﷺ-কে বিয়ে করা অপছন্দ করলেন। কারণ, একে তো উসামা বিন জাইদ একজন কৃতদাস। তার ওপর তিনি ছিলেন অতি কালো বর্ণের। নবিজি ﷺ বারবার ফাতিমা ﷺ-কে উৎসাহ দিতে থাকলেন।

ফাতিমা বিনতে কাইস ﷺ কল্যাণের কথা বুঝতে পেরে রাজি হয়ে গেলেন। আর হলোও তা-ই। তাদের সংসারে কল্যাণ বর্ষিত হলো। এ জন্যই ফাতিমা ﷺ বলেছিলেন, "আল্লাহ আমাদের সংসারে আমার জন্য এমন কল্যাণ দান করলেন যে, আমি অন্যদের নিকট ঈর্ষার পাত্রে পরিণত হলাম।"'[৭৬২]

ইবনে উসাইমিন ﷺ বলেন, 'এ হাদিসে আমরা দেখেছি, রাসুলুল্লাহ ﷺ দুজন সাহাবির মন্দগুণ বর্ণনা করেছেন। তিনি এ বর্ণনা তাদের দোষত্রুটি বর্ণনার জন্য দেননি; বরং নসিহত হিসেবে কল্যাণের স্বার্থে সত্যটা বলেছেন। নিন্দা করা এবং কল্যাণের স্বার্থে কারও মন্দ তুলে ধরার মাঝে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে।

এমনিভাবে, কেউ যদি আপনার কাছে জানতে আসে যে, আমি কি অমুকের কাছে ইলম শিখব? যার কথা জিজ্ঞেস করা হয়েছে, আপনি যদি তার ব্যাপারে জানেন যে, সে আলিম বিকৃত মতের অনুসারী, তবে দ্বিধাহীন হয়ে প্রশ্নকারীকে বলবেন, তার কাছে তুমি ইলম শিখো না।

এভাবে যদি সে আলিমের আকিদাতে বা চিন্তা কিংবা মতাদর্শে ত্রুটি থাকে, যে ত্রুটি পরামর্শ গ্রহণকারীর মাঝেও প্রভাব বিস্তার করতে পারে বলে আপনি ধারণা করেন, তবে নিঃসংকোচে পরামর্শ গ্রহণকারীকে বলবেন, না, তুমি তার কাছে ইলম শিখবে না। তার মাঝে এ ভুল আছে। তার এ এ বিকৃত চিন্তাধারা আছে।'[৭৬৩]

সাহাবিদের জন্য পুণ্যবতী নারীদের কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠাতেন

আনাস বিন মালিক ﷺ বলেন, 'নবিজি ﷺ জুলাইবাব ﷺ-এর জন্য এক আনসারি মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন মহিলার পিতার কাছে। তার পিতা রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলল, "আমি মেয়ের মায়ের সাথে পরামর্শ করে জানাচ্ছি আপনাকে।"

---

৭৬২. ইমাম নববি ﷺ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ১০/৯৮।
৭৬৩. শারহু রিয়াজিস সালিহিন : ৬/১১০।

নবিজি ﷺ বললেন, "ঠিক আছে তবে।"

মেয়ের পিতা তার স্ত্রীর কাছে এসে ঘটনা খুলে বলল। তখন মেয়ের মা বলে উঠল, "না, আল্লাহর কসম, আল্লাহর রাসুল কি জুলাইবাব ছাড়া অন্য কাউকে পাননি! অথচ আমরা মেয়ের ব্যাপারে অমুক অমুককে ফিরিয়ে দিয়েছি!"

ওদিকে বিয়ের পাত্রী আড়াল থেকে শুনছিল সব। তার বাবা রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে নিষেধ করার জন্য রওনা হচ্ছিল প্রায়। তখন মেয়েটি বলে উঠল, "আপনারা কি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কথার ওপরে নিষেধ করতে যাচ্ছেন!? যদি তিনি আপনাদের জন্য এটা ভালো মনে করেন, তবে আমাকে জুলাইবাবের কাছেই বিয়ে দিয়ে দিন।"

মেয়েটি যেন তার বাবা-মার দিব্যচক্ষু খুলে দিল। তারা দুজন বলল, "তুমি সঠিক বলেছ।"

মেয়ের বাবা রাসুলুল্লাহ ﷺ কাছে এসে বলল, "আপনি যদি তার ব্যাপারে ভালো মনে করেন, তবে আমরাও রাজি।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "আমি তার প্রতি সন্তুষ্ট।"

এরপর উভয়ের বিয়ে হয়ে যায়। এরপর একদিন মদিনাবাসীর ওপর শত্রুরা উদ্যত হলে জুলাইবাব رضي الله عنه তাদের বিরুদ্ধে লড়তে যায়। লড়াই শেষে তাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। আর তার চারপাশে পাওয়া যায় কিছু মুশরিকের লাশ, যাদেরকে জুলাইবাব একাই ধরাশায়ী করেছিলেন।' আনাস رضي الله عنه বলেন, 'এরপর আমি দেখলাম, মদিনার মাঝে সবচেয়ে বেশি বিয়ের প্রস্তাব আসা নারী ছিল সেই মেয়েটি।'[৭৬৪]

নারীর সম্মতি ছাড়া কাউকে বিয়ে দিতেন না

উকবা বিন আমির رضي الله عنه বলেন, 'নবিজি ﷺ এক ব্যক্তিকে বললেন, "অমুক নারীর সাথে তোমার বিয়ে দিলে কি তুমি সন্তুষ্ট হবে?" লোকটি বলল, "জি।"

---

৭৬৪. মুসনাদু আহমাদ : ১১৯৪৪। হাদিসটি শাইখাইনের শর্তানুযায়ী সহিহ।

রাসুলুল্লাহ ﷺ এরপর মহিলাকে বললেন, "অমুকের সাথে তোমার বিয়ে যদি দিই, তবে তুমি সন্তুষ্ট হবে?" মহিলাটি বলল, "জি।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ এরপর উভয়ের বিয়ে দিলেন। লোকটি সে মেয়েটির সাথে একত্রে সংসার করতে লাগল। কিন্তু তার জন্য মোহর নির্ধারণ করেনি, তাকে কিছু দেয়ওনি। লোকটি হুদাইবিয়াতে অংশ নিয়েছিল। যে হুদাইবিয়াতে অংশ নিয়েছিল, খাইবারের গনিমতে তার জন্য একটা অংশ ছিল। যখন লোকটি মৃত্যুর নিকটবর্তী, তখন সে সাথিদের বলল, "রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাকে অমুকের সাথে বিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আমি সে নারীকে কোনো মোহর দিইনি। তাকে কোনো কিছুই দিইনি। আমি তোমাদের সাক্ষী করে রাখছি, আমি তাকে মোহর হিসেবে আমার খাইবারের অংশটা দিলাম।" মহিলাটি স্বামীর দেওয়া মোহর এক লক্ষ দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে দিল।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "সে বিয়েই উত্তম, যে বিয়ে সহজে হয়।"'[৭৬৫]

অর্থাৎ কম খরচে, সহজ প্রস্তাবে যে বিয়ে হয়। এ হাদিসে মহিলাটির সৌভাগ্য ও প্রবৃদ্ধির প্রমাণ পাওয়া যায়। কারণ, বিয়ে হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে হৃদ্যতার সম্পর্ক। তাই বিয়ের ক্ষেত্রে সহজতাই কাম্য। যখন এ সহজতা পুরো বিয়ের মাঝে পাওয়া যায়, তখন বরকত ছড়িয়ে পড়ে তাদের জীবনে। আর মোহর দেওয়ার ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ততা ছেড়ে অনায়াসে আদায়যোগ্য মোহর নির্ধারণ করা এবং অলিমাসহ বিয়ের অন্যান্য দিকের খরচ কম হওয়া হাদিসে বর্ণিত সহজতার অন্তর্ভুক্ত।[৭৬৬]

পিতা মেয়ের অমতে বিয়ে দিলে সে বিয়ে নাকচ করে দিতেন

খানসা বিনতে খিজাম আনসারি ﷺ থেকে বর্ণিত, 'তার পিতা তাকে বিয়ে দিলেন। তখন তিনি সাইয়িবা (অকুমারী) ছিলেন। তিনি এ বিয়ে অপছন্দ করলেন এবং রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসলেন। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বিবাহ বাতিল করে দিলেন।'[৭৬৭]

---

৭৬৫. সুনানু আবি দাউদ : ২১১৭।
৭৬৬. ফাইজুল কাদির : ৩/৪৮২।
৭৬৭. সহিহুল বুখারি : ৫১৩৯।

এ হাদিসটি প্রমাণ করে, অকুমারী মেয়েকে তার অমতে বিয়ে দেওয়া জায়িজ নয়। এ হাদিসের ওপর ভিত্তি করে বলা যায়, কেউ নিজের অকুমারী মেয়েকে তার অমতে বিয়ে দিলে সে বিয়ে জায়িজ হবে না এবং তা বাতিল হয়ে যাবে।[৭৬৮]

নারীদের অভিযোগের সমাধান করে দিতেন

খাওলা বিনতে সালাবা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর কসম, সুরা মুজাদালার শুরুর আয়াতগুলো আমার ও আওস বিন সামিত ﷺ-এর ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলা নাজিল করেছেন।

আমি ছিলাম আওসের স্ত্রী। তিনি বৃদ্ধ ছিলেন। মাঝে মাঝে তিনি মন্দ আচরণ করতেন এবং রাগের বশবর্তী হয়ে পড়তেন। একদিন তিনি আমার কাছে আসলে আমি তার কোনো ভুলের সংশোধন করে দিলাম। এতে তিনি রাগান্বিত হয়ে পড়লেন এবং বলে বসলেন, "তুমি আমার কাছে আমার মায়ের পিঠের মতো।" এ কথা বলে আওস আমার কাছ থেকে চলে গেলেন। তারপর নিজ গোত্রের সভার স্থানে গিয়ে কিছু সময় কাটিয়ে আসলেন। অতঃপর আমার কাছে এসে আমার নিকটবর্তী হতে চাইলেন। আমি তখন বললাম, "কক্ষনো না! যাঁর হাতে খাওলার প্রাণ—তাঁর কসম করে বলছি, আপনি আমার কাছে আসবেন না। আপনি যা বলার বলেছেন। আমাদের বিষয়টি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল ﷺ মীমাংসা করা পর্যন্ত আপনি আমার নিকট আসবেন না।" আমার কথায় কোনো ফল হলো না। আওস আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আমি সাধ্যমতো তাকে প্রতিরোধ করলাম। একজন মহিলা যে রকম স্বাভাবিকভাবে কোনো দুর্বল বৃদ্ধের ওপর বিজয়ী হয়, আমিও সেভাবে বিজয়ী হলাম। তাকে সরিয়ে দিলাম আমার ওপর থেকে। এরপর ঘর থেকে বেরিয়ে আমার এক প্রতিবেশীর কাছ থেকে তার কাপড় ধার নিলাম। এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম। তার সামনে বসলাম। ঘটনার বিবরণ দিলাম তার কাছে। আমি আওসের মন্দ স্বভাবের ব্যাপারে তাঁর নিকট অভিযোগ করলাম। রাসুলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন, "খাওলা, তোমার চাচাতো ভাই (স্বামী) বুড়ো মানুষ। তার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো।"

---

৭৬৮. আওনুল মাবুদ : ৬/৯০।

আমি তখন বললাম, "আল্লাহর কসম, যতক্ষণ না এ ব্যাপারে কুরআন নাজিল হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি ক্ষান্ত হব না।" এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে কাপড়ে ঢেকে দেওয়া হলো—ওহি নাজিলের সময় যেভাবে তাকে কাপড়ে ঢেকে দেওয়া হয়, সেভাবে। এরপর যখন তিনি স্বাভাবিক হলেন, তখন বললেন, "হে খাওলা, তোমার ও তোমার স্বামীর ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বিধান নাজিল করেছেন।" এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ তিলাওয়াত করলেন :

قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللهِ وَاللهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (١) الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (٢) وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٣) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٤)

"যে নারী তার স্বামীর বিষয়ে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং অভিযোগ পেশ করছে আল্লাহর দরবারে, আল্লাহ তার কথা শুনেছেন। আল্লাহ আপনাদের উভয়ের কথাবার্তা শুনেন। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু শুনেন, সবকিছু দেখেন। তোমাদের মধ্যে যারা তাদের স্ত্রীগণকে মাতা বলে ফেলে, তাদের স্ত্রীগণ তাদের মাতা নয়। তাদের মাতা কেবল তারাই, যারা তাদের জন্ম দিয়েছে। তারা তো অসমীচীন ও ভিত্তিহীন কথাই বলে। নিশ্চয় আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল। যারা তাদের স্ত্রীদের মাতা বলে ফেলে, অতঃপর নিজেদের উক্তি প্রত্যাহার করে, তাদের কাফফারা হলো, একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি দাস মুক্ত করবে। এটা তোমাদের জন্য উপদেশ। আল্লাহ খবর রাখেন তোমরা যা করো।

আর যে ব্যক্তির দাসমুক্তির সামর্থ্য নেই, সে একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে ধারাবাহিকভাবে দুই মাস রোজা রাখবে। যে এতেও অক্ষম হয়, সে ষাটজন মিসকিনকে আহার করাবে। এটা এ জন্য, যাতে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো। এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি। আর কাফিরদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আজাব।"[৭৬৯]

রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, "তার কাছে যাও, তাকে বলো একটি দাস মুক্ত করতে।"

আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসুল, আল্লাহর কসম, তার সে সামর্থ্য নেই।"

- তাহলে সে ধারাবাহিক দুই মাস রোজা রাখবে।
- আল্লাহর শপথ, হে আল্লাহর রাসুল, তিনি তো বেশ বৃদ্ধ। রোজা রাখার সামর্থ্যও তার নেই।
- তাহলে সে যেন এক অসাক খেজুর ষাটজন মিসকিনকে খাওয়ায়।
- আল্লাহর শপথ, হে আল্লাহর রাসুল, তার এমন সামর্থ্যও নেই।
- তাহলে আমি তাকে এক আরক পরিমাণ খেজুর দিয়ে সাহায্য করব।

খাওলা ﷺ বলেন, তখন আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসুল, আমিও তাকে এক আরক খেজুর দিয়ে সাহায্য করব।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমার এ সিদ্ধান্ত যথার্থ ও উত্তম হয়েছে। এবার গিয়ে তার পক্ষ থেকে সাদাকা করে দাও। আর তোমার স্বামীর ব্যাপারে কল্যাণকামী হও।"'

খাওলা ﷺ বলেন, 'এরপর আমি তেমনই করলাম, যেমন রাসুলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ করেছেন।'[৭৭০]

---

৭৬৯. সুরা আল-মুজাদালা, ৫৮ : ১-৪।

৭৭০. মুসনাদু আহমাদ : ২৬৭৭৪, সুনানু আবি দাউদ : ২২১৪।

নারীদের যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি দিতেন

আহতদের চিকিৎসা করা ও খাদ্য তৈরি করা প্রভৃতি কাজের জন্য রাসুলুল্লাহ ﷺ নারীদের যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি দিতেন।

রুবাইয়ি' বিনতে মুআওবিজ ﷺ বলেন, 'আমরা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে যুদ্ধে অংশ নিতাম। যোদ্ধাদের পানি পান করাতাম। সেবা-শুশ্রূষা করতাম। আহত ও নিহতদের মদিনায় পাঠিয়ে দিতাম।'[৭৭১]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'আমরা নবিজি ﷺ-এর সাথে যুদ্ধে অংশ নিতাম। যোদ্ধাদের পানি পান করাতাম, আহতদের চিকিৎসা করতাম, নিহতদের মদিনায় স্থানান্তর করতাম।'

আনাস বিন মালিক ﷺ বলেন, 'উম্মে সুলাইম ﷺ ও আনসারদের কতক নারীকে সঙ্গে নিয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ যুদ্ধে যেতেন। তারা যোদ্ধাদের পানি করাতেন এবং আহতদের চিকিৎসা করতেন।'[৭৭২]

আনাস ﷺ আরও বলেন, 'উহুদের দিন আমি দেখলাম, আয়িশা ﷺ ও উম্মে সুলাইম ﷺ পানির পাত্র বহন করে আনছেন এবং আহতদের পানি পান করাচ্ছেন। পানি শেষ হয়ে গেলে আবার তারা পাত্র ভরে এনে আগের মতো পানি পান করাচ্ছেন।'[৭৭৩]

উম্মে আতিয়া আনসারি ﷺ বলেন, 'আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। তাদের শিবিরের পেছনে থাকতাম আমি। তাদের জন্য খাবার তৈরি করতাম। আহতদের চিকিৎসা করতাম। রোগীদের সেবা-শুশ্রূষা করতাম।'[৭৭৪]

ইমাম নববি ﷺ বলেন, 'এ হাদিস প্রমাণ করে নারীদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা, পানি পান করার ক্ষেত্রে তাদের সাহায্য নেওয়া, চিকিৎসাসেবাসহ এমন সব

---

৭৭১. সহিহুল বুখারি : ২৬৭০।
৭৭২. সহিহু মুসলিম : ১৮১০।
৭৭৩. সহিহুল বুখারি : ৩৮১১, সহিহু মুসলিম : ৪০৬৪।
৭৭৪. সহিহ মুসলিম : ৩৩৮০।

সেবা প্রদান করা জায়িজ। তবে নারীরা চিকিৎসাসেবা দেবে শুধু তাদের স্বামী ও মাহরামদের। অন্যদের সেবা করার সময় তাদের স্পর্শ করা যাবে না। অবশ্য একান্ত প্রয়োজন হলে সেটা ভিন্ন কথা।'[৭৭৫]

ইবনে হাজার ﷺ বলেন, 'যুদ্ধের ময়দানে জরুরি মুহূর্তগুলোতে গাইরে মাহরামদেরও চিকিৎসা করতে পারবে নারীরা। তবে যথাসম্ভব নজরের হিফাজত ও হাত দিয়ে স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।'[৭৭৬]

মাহমুদ বিন লাবিদ ﷺ বলেন, 'সাদ ﷺ-এর চাচা খন্দকের দিন আহত হন। রুফাইদা ﷺ নামক এক নারীর কাছে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়। আহতদের সেবা করতেন রুফাইদা ﷺ। সন্ধ্যাবেলা নবিজি ﷺ সাদ ﷺ-এর চাচার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলতেন, "আজ সন্ধ্যায় কেমন বোধ হচ্ছে?" আবার সকালবেলা যাওয়ার সময় বলতেন, "আজ সকালে কেমন বোধ হচ্ছে?" আর সাদ ﷺ-এর চাচা তার জবাব দিতেন।'[৭৭৭]

সতর্কবাণী

নারী স্বাধীনতার কথা বলে এমন কিছু দুষ্কৃতকারী এ সকল হাদিস দিয়ে উন্মুক্ত কর্মক্ষেত্রে নারীদের যোগদানের ব্যাপারে দলিল দেয়। তাদের এ দলিলগ্রহণ বাতিল। কোথায় অফিসে টেবিলের পেছনে বসে কাজ করা আর কোথায় যুদ্ধের ময়দানে আহতদের চিকিৎসা দেওয়া এবং নিহতদের স্থানান্তরের কাজ করা! এ দুটি কখনো সমান নয়।

যেখানে রক্তে মাখামাখি হয়ে থাকে মানুষের দেহ, পড়ে থাকে লাশের পর লাশ—সেখানে কারও মাঝে প্রবৃত্তির কামনা উত্থিত হয় না বা ফিতনা হওয়ারও কোনো সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু অন্যদিকে এসি রুমের অফিসে ফিতনা হওয়ার ও প্রবৃত্তির কামনা চরিতার্থ করার ব্যাপক ও জোর সম্ভাবনা থাকে। যুদ্ধের ময়দানে সেবাদানকারী নারী আর অফিসের টেবিলের পেছনে আবেদনময়ী ভঙ্গিতে বসে থাকা তরুণী কখনো কি সমান হতে পারে?!

---

৭৭৫. ইমাম নববি ﷺ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ১২/১৮৮।
৭৭৬. ফাতহুল বারি : ১০/১৩৬।
৭৭৭. আল-আদাবুল মুফরাদ : ১১২৯।

যুদ্ধের ময়দানে নারীদের হত্যা করতে নিষেধ করতেন

আব্দুল্লাহ বিন উমর ﷺ বলেন, 'কোনো এক যুদ্ধের পর রাসুলুল্লাহ ﷺ ময়দানে এক নারীর লাশ দেখতে পেলেন। এরপর তিনি নারী ও শিশুদের হত্যা করতে নিষেধ করে দেন।'[৭৭৮]

ইমাম নববি ﷺ বলেন, 'এ হাদিসের ওপরে আমল করার ব্যাপারে আলিমদের ইজমা রয়েছে যে, নারী ও শিশুরা যদি যুদ্ধে যোগ না দেয়, তবে তাদের হত্যা করা হারাম।'[৭৭৯]

নিজ স্ত্রীদের নারী জাতির আদর্শ হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক দায়িত্বশীলকে তার দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবেন যে, সে কি তার দায়িত্ব আদায় করেছে না আদায় করেনি। এভাবে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা তাকে নিজ পরিবারের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন।'[৭৮০]

স্বামীকে তার স্ত্রীর শিক্ষা, স্ত্রীকে কল্যাণের কথা বলা, স্ত্রীকে সঠিক দিশা দেখানোর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে। নারীদের মাঝে আজ অনেক প্রকারের মন্দ স্বভাব ও মন্দ কাজ বাসা বেঁধে বসেছে। মন্দের এ সয়লাবের অন্যতম কারণ হচ্ছে, পুরুষরা নারীদের শিক্ষার ব্যাপারে অবহেলা করছে।

অথচ রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীদের ইবাদত ও নফল আমলের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করার শিক্ষা দিতেন। যেমন :

- রমজানের শেষ দশক আসলে রাসুলুল্লাহ ﷺ উম্মুল মুমিনদের ঘুম থেকে জাগিয়ে দিতেন। কিয়ামুল লাইল ও ইবাদতে মশগুল হতে বলতেন।
- ইখলাসের সাথে ইবাদত করার শিক্ষা দিতেন তাদের।

---

৭৭৮. সহিহুল বুখারি : ৩০১৫, সহিহু মুসলিম : ১৭৪৪।
৭৭৯. ইমাম নববি ﷺ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ১২/৪৮।
৭৮০. নাসায়ি ﷺ কৃত আস-সুনানুল কুবরা : ৯১৭৪। এমনই বর্ণনা রয়েছে সহিহুল বুখারি : ৭৯৩ ও সহিহু মুসলিম : ১৮২৯-এ।

- মন্দ ও অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় গ্রহণের প্রক্রিয়া শেখাতেন।
- সকাল-সন্ধ্যার জিকিরের মতো উপকারী জিকিরগুলো শেখাতেন তাদের।
- সহজ ও উত্তম ইবাদতসমূহ শিখিয়ে দিতেন তাদের।
- পরিবারের সদস্যদের আদেশ করতেন, তারা যেন ইবাদতে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে।
- স্ত্রীদের উপদেশ দিতেন, সাদাকার প্রতি উৎসাহিত করতেন, উত্তমভাবে সম্পদ ব্যয় করার উপদেশ দিতেন।
- উত্তম কথা বলার শিক্ষা দিতেন। এমনকি অমুসলিমদের বিরুদ্ধেও অশ্লীল কথা বলতে নিষেধ করতেন।
- পরিবারের কাউকে মন্দ কাজ করতে দেখলে তিনি চুপ থাকতেন না; বরং খুব দ্রুত তা প্রতিহত করতেন।

এ বিষয়ে দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'স্ত্রীদের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণবিধি' অংশে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ এ সকল শিক্ষার মাধ্যমে নিজ স্ত্রীদের গড়ে তুলেছেন অনুপম আদর্শ হিসেবে। অন্য মুমিন নারীদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا

'আল্লাহর আয়াত ও জ্ঞানের কথা, যা তোমাদের গৃহে পঠিত হয়, তা তোমরা স্মরণ রাখবে; আল্লাহ অতিসূক্ষ্মদর্শী, সর্ববিষয়ে অবহিত।'[৭৮১]

৭৮১. সুরা আল-আহজাব, ৩৩ : ৩৪।

কুরআন আমাদের বলে, আদম ﷺ-কে সৃষ্টি করার পর হাওয়া ﷺ-কে সৃষ্টি করা হয়েছে তাঁরই একটা অংশ থেকে। নারীদের যেমন রয়েছে বিশেষ মর্যাদা, তেমনই বিশেষ দায়িত্বও রয়েছে তাদের প্রতি। কিন্তু মানব-ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখি, অন্ধকার যুগে নারীদের তাদের প্রাপ্য অধিকার তো দেওয়া হতোই না, উল্টো তাদের ওপর করা হতো নানারকম অত্যাচার ও নির্যাতন। মুহাম্মাদ ﷺ এসে নারীদের ওপর থেকে নির্যাতনের এ ধারাবাহিকতার সমাপ্তি ঘটান। নারীদের ফিরিয়ে দেন তাদের আসল মর্যাদা। গড়ে তোলেন নিজ স্ত্রী ও নারী সাহাবিদের এমন এক উচ্চতর শিক্ষায়—যার মাধ্যমে তারা পরবর্তী যুগের আদর্শ হিসেবে অধিষ্ঠিত হয়েছেন সম্মানের উচ্চাসনে।

কিন্তু একবিংশ শতাব্দীর জাহিলিয়াতের নগ্ন আক্রমণে নারীদের আসল মর্যাদা আজ ভূলুণ্ঠিত। শিকার হচ্ছে তারা পুরুষদের পাশবিক আক্রমণের। নারীদের এ লাঞ্ছনাময় জীবন থেকে মুক্তি দিতে পারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শিক্ষা। তাই জানতে হবে, মানতে হবে নারীদের সাথে কেমন ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ আর শিখতে হবে নারী সাহাবিদের দেওয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শিক্ষার অনুপম পাঠ। সত্যি বলতে, অন্য সময় থেকে আজকের এ নাজুক পরিস্থিতিতেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শিক্ষার অধিক মুখাপেক্ষী আমাদের নারীসমাজ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বয়স্কদের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ

পৃথিবীটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নির্ধারণ করে দেওয়া নিয়মকানুনের ওপর চলে। আল্লাহর নির্ধারিত নিয়মানুযায়ীই মানুষ কয়েকটি স্তরের মাঝে পার করে দুনিয়ার জীবনটা। প্রথমে মানুষ দুর্বল শিশু থাকে, এরপর আসে শক্তিময় যৌবন, পরিশেষে আসে দুর্বল বার্ধক্য।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

> اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۖ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ
>
> 'তিনিই আল্লাহ, যিনি দুর্বল অবস্থায় তোমাদের সৃষ্টি করেন, অতঃপর দুর্বলতার পর শক্তিদান করেন, অতঃপর শক্তির পর দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। আর তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।'[৭৮২]

ইসলাম বার্ধক্যে উপনীত মানুষগুলোর প্রতি বিশেষ সুরক্ষা দেওয়ার প্রতি উৎসাহিত করে। তারা দুর্বল, তাদের সেবার প্রয়োজন বেশি। জীবন পরিক্রমার এ অংশটা বেশ কষ্টের। তাই এরাই হচ্ছেন বিশেষ সুরক্ষার মুখাপেক্ষী ও সম্মানের অধিকারী।

আনাস ﷺ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ প্রায় সময় দোয়া করতেন :

اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ وَالكَسَلِ، وَالجُبْنِ وَالهَرَمِ

---

৭৮২. সুরা আর-রুম, ৩০ : ৫৪।

"হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা ও বার্ধক্য থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"'[৭৮৩]

সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস ﵁ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ দোয়া করতেন :

وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ العُمُرِ

"হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট জীবনের নিকৃষ্টতম অংশে উপনীত হওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"'[৭৮৪]

সাদি ﵀ বলেন, 'জীবনের নিকৃষ্ট অংশ বলতে উদ্দেশ্য হচ্ছে, জীবনের তুচ্ছতম ও দুর্বলতম সময়। কারণ, বৃদ্ধ হলে মানুষের শারীরিক ও আধ্যাত্মিক—দুই শক্তিই কমে যায়। এমনকি মানুষের মস্তিষ্কও দুর্বল হয়ে পড়ে এ সময়ে। কাউকে সে চিনতে পর্যন্ত পারে না স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার কারণে।'[৭৮৫]

ইমাম নববি ﵀ বলেন, 'জীবনের নিকৃষ্টতম সময় বলে উদ্দেশ্য হচ্ছে, বার্ধক্যের সময়টা। যেমন এর পরের রিওয়ায়াতে স্পষ্ট শব্দে বার্ধক্যের কথা এসেছে। বার্ধক্য থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনার কয়েকটি কারণ। প্রথমত, এ সময়টাতে বুদ্ধিভ্রষ্টতা দেখা দেয়। মানুষের স্মৃতিশক্তি, বুদ্ধিমত্তা, অনুভূতি, বোধশক্তি তালগোল পাকিয়ে যায়। বেশি পরিমাণে ইবাদত করা যায় না শারীরিক অক্ষমতার কারণে। কিছু কিছু ইবাদতের ক্ষেত্রে অলসতা চলে আসে।'[৭৮৬]

বৃদ্ধদের প্রতি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর বিশেষ মনোযোগ ছিল। বয়সের এ স্তরের শ্রেণিটি স্বাভাবিকভাবে বিশেষ যত্নের উপযুক্ত। তা ছাড়া নবিজি ﷺ ছিলেন মানুষের প্রতি আচরণে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ। তাই বলা বাহুল্য, জীবন পরিক্রমার এ শ্রেণিটির প্রতি তিনিই সবচেয়ে বেশি সহানুভূতিশীল, দয়াশীল ও সদাচরণকারী হবেন। এক কথায় বলতে গেলে, দুর্বল শিশু, নারী ও বৃদ্ধদের প্রতি রাসুলুল্লাহ ﷺ ছিলেন বিশেষ যত্নশীল।

---

৭৮৩. সহিহুল বুখারি : ২৮৩৩, সহিহু মুসলিম : ২৭০৬।
৭৮৪. সহিহুল বুখারি : ২৮২২।
৭৮৫. তাফসিরুস সাদি : ১/৪৪৪। ঈষৎ পরিমার্জিত।
৭৮৬. ইমাম নববি ﵀ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ১৭/২৯।

নেক আমলের অধিকারী বৃদ্ধকে উত্তম মানুষ গণ্য করতেন

আবু বাকরা ﷺ বলেন, 'এক লোক রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জানতে চাইলেন, "হে আল্লাহর রাসুল, সর্বোত্তম লোক কে?"

রাসুলুল্লাহ ﷺ জবাব দিলেন, "যার বয়স বেশি হয় এবং আমল উত্তম হয়।"

পুনরায় লোকটি জানতে চাইল, "সর্বনিকৃষ্ট লোক কে?"

রাসুলুল্লাহ ﷺ জবাব দিলেন, "যার বয়স বেশি হয় এবং আমল মন্দ হয়।"'[৭৮৭]

তিবি ﷺ বলেন, 'সময়টা যেন ব্যবসায়ীর মূলধন। ব্যবসায়ী তার মূলধন সে ক্ষেত্রটিতেই ব্যয় করে, যেখানে ব্যয় করলে সে লাভবান হবে। লাভের হিসেবে মূলধন যত বেশি, লাভও হয় তত বেশি। তাই যে মানুষটি সুন্দর আমল দিয়ে নিজের জীবনকে সঠিক কাজে ব্যয় করবে, সেই তো সফল, সাফল্য তার জন্যই। আর যে মানুষটি নিজের জীবনের মূলধন নষ্ট করবে, সে স্পষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত।'[৭৮৮]

রাসুলুল্লাহ ﷺ আরও বলেন, 'সে মুমিনই আল্লাহর কাছে উত্তম, যে মুসলিম হিসেবে বৃদ্ধ হয়েছে। তার উত্তম হওয়ার কারণ তার "সুবহানাল্লাহ", "আল্লাহু আকবার" ও "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" পাঠ করা।'[৭৮৯]

আল্লাহর রাসুল ﷺ আরও বলেন, 'তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই সর্বোত্তম, যে তোমাদের মধ্যে অধিক বয়স্ক এবং সুন্দর আমলের অধিকারী।'[৭৯০]

উম্মতের প্রতি বৃদ্ধদের সম্মান করার নির্দেশ দিতেন

আবু মুসা আশআরি ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'বৃদ্ধ মুসলিম, কুরআনের প্রতি সীমালঙ্ঘন ও কুরআনকে উপেক্ষা করেনি—কুরআনের

---

৭৮৭. সুনানুত তিরমিজি : ২৩২০।
৭৮৮. তুহফাতুল আহওয়াজি : ৬/৫১২।
৭৮৯. মুসনাদু আহমাদ : ১৪০৪।
৭৯০. মুসতাদরাকুল হাকিম : ১২৫৫।

এমন ধারকবাহক এবং ন্যায়পরায়ণ শাসককে সম্মান করা আল্লাহকে সম্মান করার অন্তর্ভুক্ত।'[৭৯১]

(বৃদ্ধ মুসলিমকে সম্মান করার অর্থ) : সভা-মজলিসে তার প্রতি সম্মান দেখানো, তার প্রতি সদাচরণ করা, কোমল আচরণে তাকে আগলে রাখা ইত্যাদি।

এমন বান্দার প্রতি সম্মান করা তার রবকে সম্মান করার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণ হচ্ছে, বয়স্কদের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে আল্লাহর কাছে। তারা অন্যদের চেয়ে ইসলাম গ্রহণে অগ্রবর্তী। অন্যদের ওপর তাদের অধিকারও রয়েছে। সমাজে তাদের স্বীকৃত মর্যাদা রয়েছে। সর্বোপরি, ইসলাম তাদের এমন সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছে; তাই তাদের সম্মান করার অর্থ আল্লাহকে সম্মান করা।

কুরআনের ধারকবাহকদের সম্মান করার অর্থ, কুরআনের পাঠক, কুরআনের হাফিজ ও কুরআনের মুফাসসিরকে সম্মান করা।

(কুরআনের প্রতি সীমালঙ্ঘন করেনি) : তথা আমল করার ক্ষেত্রে সীমাতিক্রম করে না। কুরআনের যে শব্দগুলোর অর্থ অস্পষ্ট ও গোপন রাখা হয়েছে, সেগুলোর পেছনে মাত্রাতিরিক্ত লেগে থাকে না।

(কুরআনকে উপেক্ষা করেনি) : তথা কুরআন থেকে দূরে সরে যায়নি। কুরআন তিলাওয়াত পরিত্যাগ করেনি; বরং যথাযথভাবে কুরআন তিলাওয়াত করেছে, তার অর্থ আত্মস্থ করেছে এবং তদনুযায়ী আমল করেছে।'[৭৯২]

রাসুলুল্লাহ ﷺ এ হাদিসে বয়স্ক মুসলিম, কুরআনের ধারকবাহক ও ন্যায়পরায়ণ শাসকের কথা একত্রে এনেছেন। বয়স্কদের কথা বলেছেন সবার আগে। যেন তিনি বলতে চেয়েছেন, তোমরা যেমন ন্যায়পরায়ণ শাসক, নেতা ও বিচারককে সম্মান করে থাকো, তেমনই সম্মান করবে বয়স্কদের। তোমরা যেমন কুরআনের ধারকবাহকদের সম্মান করো, ঠিক তেমনই বয়স্কদেরও সম্মান করবে।

---

৭৯১. সুনানু আবি দাউদ : ৪৮৪৩।
৭৯২. আওনুল মাবুদ : ১৩/১৩২।

আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, 'এক বৃদ্ধ নবিজি ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য আসলেন। লোকেরা তার জন্য জায়গা প্রশস্ত করতে সময় নিল। এতে রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, যে আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না এবং আমাদের বৃদ্ধদের সম্মান করে না।"'[৭৯৩]

অন্য রিওয়ায়াতে এসেছে, 'যে আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া করে না, আমাদের বড়দের অধিকার বোঝে না, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।'[৭৯৪]

(আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়) : তথা সে আমাদের ধর্মীয় নীতির অনুসরণ করেনি। এ হাদিসে বর্ণিত বারাআত বা সম্পর্কচ্ছেদ রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, আসল অর্থে নয়। রাসুলুল্লাহ ﷺ এমন ব্যক্তিকে 'মুসলিমদের দলভুক্ত নয়' বলার কারণ হচ্ছে, মুসলিমরা সবাই তাদের বড়দের শ্রদ্ধা করে। মুসলিম সমাজের কাউকেই এমন পাওয়া যাবে না, যারা নিজেদের বয়স্কদের সম্মান করে না।

(অধিকার বোঝে না) : তথা বয়স্করা যে সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র, তাদের সে রকম উপযুক্ত শ্রদ্ধা ও সম্মান করে না।

(আমাদের বৃদ্ধদের সম্মান করে না) : কথাটি 'বৃদ্ধদের সম্মান করে না' এর চাইতে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। 'আমাদের বৃদ্ধদের সম্মান করে না' বলে রাসুলুল্লাহ ﷺ বোঝাতে চেয়েছেন, যে তাদের সাথে কথায়, কাজে বা ইশারায় সীমালঙ্ঘন করে, সে যেন স্বয়ং রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি সীমালঙ্ঘন করে। কারণ, হাদিসে তিনি বয়স্কদের কেবল বৃদ্ধ বলেননি; বরং তার সাথে 'আমাদের' শব্দটি যুক্ত করেছেন।

সাহাবিগণ যথাযথভাবে বয়স্কদের অধিকার আদায় করতেন

ইবনে কাসির ﷺ তালহা বিন উবাইদুল্লাহ ﷺ-এর একটি কথা উল্লেখ করেন, 'প্রচণ্ড অন্ধকার এক রাতে উমর ﷺ একটি বাড়িতে প্রবেশ করেন। পরদিন সকালে আমি সে বাড়িতে উপস্থিত হই। সে বাড়িতে দেখি, অন্ধ এক বৃদ্ধা

---

৭৯৩. সুনানুত তিরমিজি : ১৯১৯।

৭৯৪. সুনানু আবি দাউদ : ৪৯৪৩।

বসে আছেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনার কাছে এ লোকটি এসেছিল কেন?"

তিনি উত্তর দিলেন, "সে এত এত সময় ধরে আমার সেবা করে। আমার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলো এনে দেয়। আমার কষ্ট দূর করে দেয়।"'[৭৯৫]

বয়স্কদের প্রতি এমন যত্ন-আত্তি ও শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণের উদাহরণগুলো অমুসলিম সমাজের জন্য বড়ই লজ্জাজনক। কারণ, তারা নিজ সমাজের বয়স্কদের সমাদর করে না, তাদের প্রতি সদাচরণ করে না। অমুসলিম সমাজে বয়স্করা এমনভাবে জীবনযাপন করে; যেন এ পৃথিবীতে তাদের আত্মীয় বলতে কখনো কেউ ছিল না।

এক গবেষণায় দেখা গেছে, পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে বয়স্কদের অধিকার লুণ্ঠিত হচ্ছে আশঙ্কাজনক হারে। অবহেলা ও দারিদ্র্যের মাঝে কাটছে তাদের জীবন। বয়স্কদের বৃহৎ একটা অংশ তাদের জীবন পার করছে কোনো ধরনের জীবনোপকরণ ব্যতীত।

৩২টি রাষ্ট্রে জরিপ চালিয়ে 'বয়স্কদের অবস্থা ২০০২' শিরোনামে একটি গবেষণা নথিভুক্ত হয়েছে। এতে উঠে এসেছে এক চরম সত্য। বয়স্কদের অনেকেই সঠিক চিকিৎসা ও শিক্ষার অভাবে ভুগছে। সরকার এবং বাজেট প্রণেতারা তাদের ভুলে গেছে। তাই মানবেতর জীবনযাপন করছে এ শ্রেণিটি।

গবেষকদের একজন বলেন, 'যখন আপনার বয়সসীমা ষাট ছোঁয়, আপনার সাথে এমন আচরণ করা হবে, যেন আপনি মানুষই নন।'

এমনকি কোনো কোনো পাষাণ হৃদয়ের মানুষ বয়স্কমুক্ত পৃথিবী চায়। কারণ, বয়স্করা কোনো ধরনের উপকারে আসে না। তারা নাকি কেবলই একটা বোঝা!

বিষয়টা আরও জটিল আকার ধারণ করছে। কারণ, সারা বিশ্বে বয়স্কদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে প্রতিনিয়ত।

---

৭৯৫. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৭/১৫৩।

বিশ্বব্যাপী পরিচালিত এ পরিসংখ্যান অনুযায়ী :

- বিংশ শতাব্দী বয়স্কদের সংখ্যা বৃহৎ পরিসরে বৃদ্ধি পেতে দেখেছে পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রে।
- ১৪০০ হিজরি মোতাবেক ১৯৮০-ইসায়িতে বিশ্বে বয়স্কদের সংখ্যা ছিল ৩৭৬ মিলিয়ন।
- ১৪১০ হি./১৯৯০ ইসায়িতে এ সংখ্যা ৮% বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ৪২৭ মিলিয়নে।
- ১৪২০ হি./২০০০ সালে বয়স্কদের সংখ্যা পৌঁছে যায় ৫৯০ মিলিয়নে।
- ধারণা করা হচ্ছে, ১৪৪০ হি./২০২০ সাল[৭৯৬] নাগাদ বয়স্কদের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে পৌঁছে যাবে ১১৭১ মিলিয়নে। ফলে পৃথিবীবাসীর মধ্যে ২৫%-ই হবে বৃদ্ধ।[৭৯৭]

বর্তমান ইউরোপীয় সমাজের মূল জনসংখ্যা বুড়িয়ে যাচ্ছে সময়ের সাথে সাথে। অন্যদিকে তাদের জন্মহারও কম। সে জন্য আপনি তাদের মাঝে যুবকদের সংখ্যা কমই পাবেন।

পক্ষান্তরে আমাদের মুসলিম সমাজে আপনি যুবকদের সংখ্যা পাবেন তাদের চেয়ে বেশি। কারণ, আমাদের জন্মহার তাদের চেয়ে ঢের বেশি।

ইউরোপের বৃদ্ধরা তাদের সন্তানদের থেকে কেবল কটু আচরণই পায়। সমাজ তাদের অবহেলা করে। তাই তারা বলে, বৃদ্ধ হলে যখন আমাদের পরিণতি এমন হয়, তবে কেন সন্তান জন্মদান ও সন্তান পালন! এর চেয়ে কুকুরই ঢের ভালো। তাই অবাধ্য সন্তানের চাইতে কুকুর প্রতিপালনের প্রতিই বেশি ঝুঁকছে তারা।

এ জন্যই আমরা তাদের কুকুরপ্রীতি ও কুকুর লালনপালনের প্রতি এত আগ্রহ দেখি। পশ্চিমা দেশগুলোতে কুকুরের হাসপাতাল, কুকুরের হোটেল, পোশাক ইত্যাদি পাওয়া যায় যত্রতত্র।

---

৭৯৬. মূল বইতে এভাবে আছে। অবশ্য ২০২০ ইসায়ি হিসেবে হিজরি সন ১৪৪১ হওয়ার কথা। (-অনুবাদক)

৭৯৭. সূত্র : http://fac.ksu.edu.sa/assalmanea/publications

একদিকে তারা কুকুর পালনের প্রতি যেমন আগ্রহী, তেমনই অনীহা শিশু পালনের প্রতি। তাই মানবশিশু মারা যায় অকালে ক্ষুধা ও রোগে ভুগে।

আল্লাহর করুণায় আমাদের মুসলিম সমাজের বয়স্করা সমাদর, সদাচরণ ও সম্মান পেয়ে থাকেন ছোটদের কাছ থেকে। ইসলাম আমাদের শেখায় এবং উৎসাহ দেয় মাতাপিতা ও বয়স্কদের সম্মান ও সদাচরণ করতে। আমাদের বয়স্কদের কাউকে যখন হাসপাতালের বিছানায় থাকতে হয়, সন্তানরা তখন পালাক্রমে তাদের সেবা করে। আশপাশের মানুষজন তাদের দেখার জন্য হাসপাতালে ভিড় করে। এমনকি এতটুকু সময় পর্যন্ত তাদের একাকী কাটাতে হয় না।

দুর্বলতার কথা বিবেচনা করে তাদের ডেকে পাঠাতেন না

তাদের বয়স ও দুর্বলতার কথা চিন্তা করে তিনিই তাদের কাছে যেতেন, তাঁর কাছে আসতে তাদের বাধ্য করতেন না।

'মক্কা-বিজয়ের পরের কথা। মসজিদে হারামে প্রবেশ করলেন রাসুলুল্লাহ ﷺ। ইত্যবসরে আবু বকর ؓ তার পিতা আবু কুহাফাকে নিয়ে এলেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে দেখে বললেন, "তুমি বৃদ্ধকে বাড়িতে রাখলে না কেন, আমিই তার কাছে যেতাম।"

আবু বকর ؓ বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল, আপনি তার কাছে যাওয়ার চাইতে তিনি আপনার কাছে হেঁটে আসাই সমীচীন।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তাকে সমানে বসাও।" আবু কুহাফাকে বসানো হলো। রাসুলুল্লাহ ﷺ তার বুক মুছে দিলেন। তাকে বললেন, "ইসলাম গ্রহণ করুন।" আবু কুহাফা ইসলাম গ্রহণ করলেন।'[৭৯৮]

এ বয়োবৃদ্ধের প্রতি কয়েকটি দিক থেকে সম্মান দেখিয়েছেন রাসুলুল্লাহ ﷺ। প্রথমত, রাসুলুল্লাহ ﷺ-ই তার কাছে তার বাড়িতে যেতে চেয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, তাকে তার সামনে বসাতে বলেছিলেন তিনি। তৃতীয়ত, তিনি নিজ হাতে তার বুক মুছে দিয়ে তাকে সমাদর করেছেন।

---

৭৯৮. মুসনাদু আহমাদ : ২৭০০১।

তাদের উত্তম পদ্ধতিতে অভ্যর্থনা জানাতেন

ইতিপূর্বে খাদিজা ﵂-এর বান্ধবী এক বৃদ্ধার আলোচনা করেছি আমরা। 'একবার মদিনায় রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এ বৃদ্ধা আসলেন। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ তার কুশলাদি জানতে চেয়ে বললেন, "আপনাদের কী অবস্থা? কেমন আছেন আপনারা? আমাদের পরে কেমন কাটছে দিনকাল?"

বৃদ্ধা চলে যাওয়ার পর আয়িশা ﵂ বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল, এ বৃদ্ধাকে এমন অভ্যর্থনার কারণ কী?"

রাসুলুল্লাহ ﷺ উত্তর দিয়েছিলেন, "হে আয়িশা, খাদিজা যখন বেঁচে ছিল, তখন সে আমাদের কাছে আসত। আর পুরোনো বন্ধুর প্রতি উত্তম আচরণ করা ইমানের অংশ।"'[৭৯৯]

রাসুলুল্লাহ ﷺ সম্মান ও সমাদরের সাথে অভ্যর্থনা করলেন বৃদ্ধার। জানতে চাইলেন তার কুশলাদি। সামান্য এক বৃদ্ধার প্রতি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর এমন উন্নত আচরণ প্রমাণ করে রাসুলুল্লাহ ﷺ কতটা অনুপম চরিত্র ও আচরণের অধিকারী ছিলেন।

তাদের সাথে হাস্যরস করতেন

এ হাদিসটি একটু আগেই গত হয়েছে আমাদের আলোচনায়। 'এক বৃদ্ধা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, "হে আল্লাহর রাসুল, আমার জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ যেন আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ তার উদ্দেশে বললেন, "হে অমুকের মা, জান্নাতে কোনো বৃদ্ধা প্রবেশ করবে না।"

এরপর বৃদ্ধা কাঁদতে কাঁদতে সেখান থেকে চলে যায়। রাসুলুল্লাহ ﷺ এরপর বললেন, "তোমরা তাকে জানিয়ে দাও, জান্নাতে কোনো নারী বৃদ্ধা হয়ে প্রবেশ করবে না। জান্নাতে তারা যুবতি হয়ে প্রবেশ করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

৭৯৯. মুসতাদরাকুল হাকিম : ৪০।

إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً - فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا - عُرُبًا أَتْرَابًا

"আমি জান্নাতি রমণীগণকে বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তাদের করেছি চিরকুমারী, সোহাগিনী ও সমবয়স্কা ।" (সুরা আল-ওয়াকিয়া, ৫৬ : ৩৫-৩৭)'[৮০০]

বৃদ্ধদের আল্লাহর রহমতের আশা দিতেন

আমর বিন আবাসা ﷺ বলেন, 'জুড়োখুড়ো এক বৃদ্ধ লাঠিতে ভর দিয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসলেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল, আমার যৌবনের অনেক পাপ-পঙ্কিলতা আছে। আল্লাহ কি আমায় ক্ষমা করবেন?"

রাসুলুল্লাহ ﷺ উত্তর দিলেন, "আপনি কি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"-এর সাক্ষ্য দেননি?"

বৃদ্ধ বলল, "অবশ্যই। আমি আরও সাক্ষ্য দিই যে, আপনি আল্লাহর রাসুল।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তাহলে তো আপনার সকল পাপ-পঙ্কিলতা ক্ষমা করে দিয়েছেন আল্লাহ তাআলা।"'[৮০১]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'এরপর বৃদ্ধ "আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার" বলতে বলতে প্রস্থান করলেন সেখান থেকে।'[৮০২]

যুদ্ধে বৃদ্ধদের হত্যা করতে নিষেধ করতেন

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর যুদ্ধ-নির্দেশিকার অন্যতম ছিল, কোনো বয়স্ক ব্যক্তিকে হত্যা করবে না, যদি না সে যুদ্ধে সাহায্য করে থাকে।

বুরাইদা বিন হুসাইব ﷺ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ যখন কোনো সারিয়া প্রেরণ করতেন, তখন বলতেন, "তোমরা কোনো বয়োবৃদ্ধকে হত্যা করবে না।"'[৮০৩]

---

৮০০. তিরমিজি ﷺ শামায়িলে বর্ণনা করেছেন, পৃষ্ঠা নং ১৯৯। হাদিসের মান : সহিহ।
৮০১. মুসনাদু আহমাদ : ১৮৯৩৯।
৮০২. ইবনে আবিদ দুনিয়া ﷺ কৃত হুসনুজ জন বিল্লাহ, পৃষ্ঠা নং ১৪৪।
৮০৩. তাহাবি ﷺ কৃত শারহু মাআনিল আসার : ৫১৮৪। হাদিসটি সহিহ হওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি।

ইমাম তাহাবি ﷬ বলেন, 'যে সকল বৃদ্ধ যুদ্ধে অংশ নিয়ে বা পরামর্শ দিয়ে শত্রুদের সাহায্য করেনি, দারুল হারবের বৃদ্ধদের হত্যা না করার এ আদেশ কেবল তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

দুরাইদ হত্যার হাদিসে এসেছে, 'দুরাইদসহ কয়েকজন বৃদ্ধকে হত্যা করা হয়। তাদের হত্যা করার ক্ষেত্রে শরয়ি নিষেধাজ্ঞা ছিল না। কেননা, তারা পরামর্শ দিয়ে যুদ্ধে শত্রুদের সাহায্য অব্যাহত রেখেছিল। যদিও তারা সরাসরি অস্ত্র হাতে যুদ্ধে নামেনি। তাদের পরামর্শগুলো সরাসরি অস্ত্র হাতে যুদ্ধে নামার চেয়েও ভয়ানক ছিল। মুসলিমদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, তাকে হত্যা করাই প্রতিষেধক হয়ে থাকে। তাই যখন কোনো বৃদ্ধ মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে, তাকে হত্যা করতে হবে।

এ মাসআলার দলিল হচ্ছে, হানজালা ﷜-এর ভাই রবাহ ﷜-এর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ এক নিহত নারীকে দেখে বলেছিলেন, "এ নারী তো যুদ্ধে অংশ নেয়নি..."[৮০৪] অর্থাৎ যে যুদ্ধে অংশ নেয়নি, সে হত্যাযোগ্য নয়। আর যে যুদ্ধে অংশ নিয়েছে, সে হত্যাযোগ্য। রাসুলুল্লাহ ﷺ বয়স্কদের হত্যার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জানালেন। সে নিষেধাজ্ঞার মাঝেই তিনি জানিয়ে দিলেন যে, কখন তাদের হত্যা করতে হবে।

দুরাইদ বিন সিম্মাহর হাদিস থেকে আমরা স্পষ্ট দলিল পাই যে, কোনো নারী যদি কোনো বয়োবৃদ্ধের মতোই যুদ্ধে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করে, তবে সে হত্যাযোগ্য। এ সকল হাদিসের মর্মার্থ এটিই।'[৮০৫]

বিভিন্ন কাজে বয়স্কদের প্রাধান্য দিতেন

- **কথাবার্তায় বড়দের প্রাধান্য দিতেন**

খাইবারে নিহত এক ব্যক্তির ঘটনায় এটা সংঘটিত হয়। ঘটনাটি হলো, 'খাইবারে এক ব্যক্তিকে হত্যা করা হলো। তখন লোকটির ভাই আব্দুর রহমান বিন সাহল ﷜ এবং মাসউদ বিন জাইদ ﷜-এর দুপুত্র মুহাইয়িসা ﷜ ও

---

৮০৪. সুনানু আবি দাউদ : ২৬৬৯, সুনানু ইবনি মাজাহ : ২৮৪২।

৮০৫. শারহু মাআনিল আসার : ৩/২২৩।

হুয়াইয়িসা ﷺ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসলেন। আব্দুর রহমান ﷺ কথা বলার জন্য এগিয়ে আসতে চাইলে রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "বড়কে আগে বলতে দাও, বড়কে আগে বলতে দাও।" আব্দুর রহমান ﷺ তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে ছোট ছিলেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আদেশক্রমে বাকি দুজন তাঁর সাথে কথা বললেন।'[৮০৬]

- **পানের ক্ষেত্রে বড়দের প্রাধান্য দিতেন**

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ যখন পানি পান করাতেন, তখন বলতেন, "বড়দের দিয়ে শুরু করো। অথবা বলতেন, বড়রা আগে।"'[৮০৭]

- **ইমামতির ক্ষেত্রে বড়দের প্রাধান্য দিতেন**

আবু মাসউদ আনসারি ﷺ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাদের উদ্দেশে বললেন, "কুরআনের জ্ঞান ও তিলাওয়াতে যে সর্বাপেক্ষা অগ্রবর্তী, সে ইমামতি করবে। যদি সবাই তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে সমান হয়, তবে হিজরতের ক্ষেত্রে সবচেয়ে অগ্রবর্তীজন ইমামতি করবে। এ ক্ষেত্রেও যদি সবাই সমান হয়, তবে সবচেয়ে বয়স্কজন ইমামতি করবে।"'[৮০৮]

- **সালামের ক্ষেত্রে বড়দের প্রাধান্য দিতেন**

আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, 'নবিজি ﷺ বলেন, "ছোটরা বড়দের সালাম দেবে। হেঁটে যাওয়া ব্যক্তি বসে থাকা ব্যক্তিকে সালাম দেবে। অল্প সংখ্যক লোক অধিক সংখ্যক লোকদের সালাম দেবে।"'[৮০৯]

- **কোনো কিছু দেওয়ার ক্ষেত্রে বড়দের প্রাধান্য দিতেন**

ইবনে উমর ﷺ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমি স্বপ্নে দেখলাম, মিসওয়াক করছি। তখন দুজন লোক আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তাদের

---

৮০৬. সহিহুল বুখারি : ৩১৭৩, সহিহু মুসলিম : ১৬৬৯।

৮০৭. ইমাম আবু ইয়ালা ﷺ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। মুসনাদু আবি ইয়ালা : ২৪২৫। ইবনে হাজার ﷺ বলেন, এ হাদিসের সনদ শক্তিশালী। দেখুন, ফাতহুল বারি : ১০/৮৭।

৮০৮. সহিহু মুসলিম : ৬৭৩।

৮০৯. সহিহুল বুখারি : ৬২৩১, সহিহু মুসলিম : ২১৬০।

একজন অপরজনের চেয়ে বয়সে বড়। আমি ছোটজনকে মিসওয়াকটি দিতে গেলে তখন আমাকে বলা হলো, "বড়কে দিন।" এরপর আমি মিসওয়াকটি বড়জনকে দিলাম।"'[৮১০]

ইবনে বাত্তাল ﷺ বলেন, 'হাদিসে যেমন মিসওয়াক দেওয়ার ক্ষেত্রে বড়কে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, তেমনই আহার, কথাবার্তা, হাঁটাচলা, চিঠি লেখাসহ সব দিক থেকে বড়দের প্রাধান্য দিতে হবে। মিসওয়াকের হাদিসের ওপর কিয়াস করে এবং হুয়াইয়িসা ﷺ ও মুহাইয়িসা ﷺ-এর হাদিসে যে বলা হয়েছে, "বড়কে বলতে দাও, বড়কে বলতে দাও"—এসব থেকে প্রমাণিত হয়, বড়দের প্রাধান্য দেওয়া ইসলামি আদব।'

মুহাল্লাব ﷺ বলেন, 'প্রতিটি ক্ষেত্রে বড়দের প্রাধান্য দিতে হবে যথাসম্ভব। যদি বসার ক্ষেত্রে ডান দিক থেকে বড় থেকে ছোট ক্রম পালন করা হয়, তবে ডান থেকে শুরু করা সুন্নাত। কিন্তু এর ব্যতিক্রম হলে সে ক্ষেত্রে বড় হওয়া মুখ্য নয়; বরং ডান দিক থেকেই শুরু করা সুন্নাত। দুধপান করানোর হাদিসে (বর্ণিত হয়েছে) ইবনে আব্বাস ﷺ ছিলেন সবার ডানে। ইবনে আব্বাস ﷺ সবার চেয়ে ছোট হওয়া সত্ত্বেও ডানে হওয়ার কারণে তাকে দিয়ে শুরু করেছেন রাসুলুল্লাহ ﷺ। ইবনে হাজার ﷺ বলেন, "এ অভিমতটি সঠিক।"'[৮১১]

সাহল বিন সাদ সায়িদি ﷺ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ পানীয় নিয়ে আসলেন। নিজে কিছুটা পান করলেন। উপস্থিত লোকদের মাঝে সবার ডানে ছিল একটি ছেলে। আর বাম দিকে ছিল বৃদ্ধরা। রাসুলুল্লাহ ﷺ ছেলেটিকে বললেন, "বড়দের আগে দেওয়ার জন্য তুমি কি আমায় অনুমতি দেবে?"

ছেলেটি বলল, "না, আল্লাহর শপথ, হে আল্লাহর রাসুল। আপনার কাছ থেকে আমার পাওনাতে আমি অন্য কাউকে প্রাধান্য দেবো না।"

এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ ছেলেটির হাতে পানীয়ের বাটিটি দিলেন।'[৮১২]

---

৮১০. সহিহু মুসলিম : ২২৭১।

৮১১. ফাতহুল বারি : ১/৩৫৭।

৮১২. সহিহুল বুখারি : ২৩১৯, সহিহু মুসলিম : ২০৩০।

ইমাম নববি ﷺ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ ছেলেটিকে কথাগুলো বলেছেন উপস্থিত বড়দের মন আকৃষ্ট করার জন্য, তাদের জানানোর জন্য যে, তিনি তাদেরই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন এবং তাদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা রয়েছে। যদি ডান দিক থেকে দেওয়া সুন্নাত না হতো, তবে তিনি তাদেরই প্রাধান্য দিতেন। এ হাদিস থেকে ডান দিক থেকে দেওয়ার সুন্নাতটি স্পষ্ট হয়ে যায় সকলের সামনে। বোঝা যাচ্ছে, ডান দিকের সুন্নাতটিই অধিক প্রাধান্যযোগ্য। ডান দিকে যে আছে, তার অনুমতি ব্যতীত অন্যদের প্রাধান্য দেওয়া যাবে না। এ ক্ষেত্রে ডান দিকে যে আছে, তার কাছ থেকে অনুমতি নিতে কোনো দোষ নেই।'[৮১৩]

কোনো কারণ বাধা না হয়ে থাকলে স্বাভাবিকভাবে বড়দের প্রাধান্য দিতে হবে। উল্লিখিত হাদিসগুলো থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে, নবিজি ﷺ ছোটদের ওপর বড়দের প্রাধান্য দিতেন। কারণ, এটি তাদের অধিকার। কারণ, তারা জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় ছোটদের চাইতে বেশি প্রাজ্ঞ।

বড়দের প্রাধান্য দেওয়ার অর্থ তাদের সম্মান করা, তাদের মর্যাদা দেওয়া। যখন ছোটদের ওপর বড়দের প্রাধান্য দেবে, তখন বড়রা প্রভাবিত হবে এবং প্রশান্ত বোধ করবে। এ জন্য রাসুলুল্লাহ ﷺ বড়দের প্রাধান্য দিতেন।

তাদের জন্য শরিয়তের অনেক বিধান শিথিল করে দিতেন

- **বয়স্ক ব্যক্তি দুর্বল হয়ে গেলে তার পক্ষে অন্য কেউ হজ আদায় করে দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে**

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, 'খাসআম গোত্রের এক নারী এসে রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলল, "হে আল্লাহর রাসুল, আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার ওপর হজ করা ফরজ। আমার বাবা বেশ বৃদ্ধ। বাহনে চড়া তার জন্য অসম্ভব ব্যাপার। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ আদায় করব?"

রাসুলুল্লাহ ﷺ উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ।"'[৮১৪]

---

৮১৩. ইমাম নববি ﷺ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ১৩/২০১।
৮১৪. সহিহুল বুখারি : ১৫১৩, সহিহু মুসলিম : ১৩৩৪।

- **বার্ধক্যের কারণে রোজার মাধ্যমে কাফফারা দিতে অক্ষম হলে মিসকিনকে খানা খাইয়ে কাফফারা আদায়ের সুযোগ রয়েছে**

খাওলা বিনতে সালাবা ﷺ-এর হাদিসে আমরা স্পষ্ট দেখেছি। জিহারের কারণে তার স্বামী আওস বিন সামিত ﷺ-এর ওপর রোজা আদায় করা ফরজ হলেও খাওলা ﷺ স্বামীর অপরাগতার কথা তুললেন। খাওলা ﷺ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, "তার কাছে যাও, তাকে বলো, একটি দাস মুক্ত করতে।"

আমি বললাম, "আল্লাহর শপথ, হে আল্লাহর রাসুল, তার সে সামর্থ্য নেই।"

- তাহলে সে ধারাবাহিক দুমাস রোজা রাখবে।
- আল্লাহর শপথ, হে আল্লাহর রাসুল, তিনি তো বেশ বৃদ্ধ। রোজা রাখার সামর্থ্যও তার নেই।
- তাহলে সে যেন এক অসাক খেজুর ষাটজন মিসকিনকে খাওয়ায়।
- আল্লাহর শপথ, হে আল্লাহর রাসুল, তার এমন সামর্থ্যও নেই।
- তাহলে আমি তাকে এক আরক পরিমাণ খেজুর দিয়ে সাহায্য করব।

খাওলা ﷺ বলেন, তখন আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসুল, আমিও তাকে এক আরক খেজুর দিয়ে সাহায্য করব।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তুমি সঠিক করেছ, উত্তম করেছ। তাহলে যাও, তার পক্ষ থেকে সাদাকা করে দাও। আর তোমার স্বামীর ব্যাপারে কল্যাণকামী হও।"'

খাওলা ﷺ বলেন, 'এরপর আমি তেমনই করলাম, যেমন রাসুলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ করেছেন।'[৮১৫]

---

৮১৫. মুসনাদু আহমাদ : ২৬৭৭৪, সুনানু আবি দাউদ : ২২১৪।

- বৃদ্ধদের দুর্বলতার প্রতি লক্ষ রেখে সালাত সংক্ষিপ্ত করার আদেশ দিতেন

আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, "তোমাদের কেউ মানুষদের ইমামতি করলে, সে যেন সালাত দীর্ঘায়িত না করে। কারণ, মুক্তাদিদের মধ্যে দুর্বল, অসুস্থ এবং বয়স্ক থাকতে পারে। অপরপক্ষে, একাকী সালাত আদায় করার সময় নিজের ইচ্ছেমতো লম্বা সময় নিয়ে সালাত আদায় করতে পারে সে।"'[৮১৬]

বৃদ্ধদেরকে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন

বৃদ্ধরা মৃত্যুর নিকটবর্তী। তাই তাওবা করা এবং আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া অপরিহার্য তাদের জন্য। আল্লাহ তাআলা বলেন :

أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ ۖ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ

> 'আমি কি তোমাদের এত দীর্ঘ জীবন দান করিনি যে, তখন কেউ সতর্ক হতে চাইলে সতর্ক হতে পারতে? তোমাদের নিকট তো সতর্ককারীরাও এসেছিল। সুতরাং শাস্তি আস্বাদন করো; জালিমদের কোনো সাহায্যকারী নেই।'[৮১৭]

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, 'সতর্ককারীর অর্থ হচ্ছে চুল পেকে যাওয়া।'[৮১৮]

আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, 'নবিজি ﷺ বলেন, "আল্লাহ যাকে অধিক আয়ু দিয়েছেন, এমনকি সে ষাট বছর বয়সে উপনীত হয়েছে, তার জন্য ওজর পেশ করার কোনো সুযোগ রাখেননি তিনি।"'[৮১৯]

ইবনে হাজার ﷺ বলেন, '(ওজর পেশ করার কোনো সুযোগ রাখেননি) : তথা আল্লাহর কাছে গিয়ে "আপনি যদি আমার জীবনকালটা আরেকটু দীর্ঘ

---

৮১৬. সহিহুল বুখারি : ৬৭১, সহিহু মুসলিম : ৪৬৮।

৮১৭. সুরা ফাতির, ৩৫ : ৩৭।

৮১৮. তাফসিরু ইবনি কাসির : ৬/৪৯৩। বুখারি ﷺ কিতাবুর রিকাকে এ হাদিসটি তালিকে এনেছেন।

৮১৯. সহিহুল বুখারি : ৬০৫৬।

করতেন, তবে আপনার আদেশগুলো পালন করতে পারতাম আমি” বলে ওজর পেশ করার কোনো সুযোগ নেই।

কোনো বৃদ্ধের জন্য আল্লাহর আনুগত্য না করে যেহেতু এতটুকু ওজর পেশ করারও সুযোগ বাকি নেই, তাই তার জন্য জীবনে অর্জিত আমলের কবুলিয়াত কামনা করা, ইসতিগফার করে যাওয়া, আখিরাতের জন্য পরিপূর্ণরূপে নিজেকে আল্লাহর আনুগত্যে সঁপে দেওয়া উচিত।'[৮২০]

ইবনে বাত্তাল ﷺ বলেন, 'আল্লাহ তাকে ষাট বছরের দীর্ঘ এক জীবন দিয়ে সমাপ্তি ঘটিয়েছেন সকল ওজরের। কারণ, ষাট বছর বয়স জীবন সমাপ্তির ঘোষণা। এ বয়সটা আল্লাহমুখী হওয়ার বয়স। এ বয়সটা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করার বয়স। এ বয়সটা মৃত্যু ও আল্লাহর সাক্ষাতের অপেক্ষায় থাকার বয়স।

ষাট বছর পর্যন্ত জীবন প্রলম্বিত হওয়া আদম-সন্তানের জীবনে আরেকটি সুযোগ। এমন সুযোগ তার জীবনে বহুবারই গত হয়েছে। প্রথমে সে ছিল অবুঝ, আল্লাহ তাকে বোধশক্তি দিয়ে তার একটি ওজরের সুযোগ নিঃশেষ করেছেন। এভাবে একে একে বারবার আল্লাহর দিকে ফিরে আসার সুযোগ দিয়ে আল্লাহ তার ওজরগুলো সমাপ্ত করেছেন। শেষ পর্যন্ত তাকে বৃদ্ধ বয়সে উপনীত করেছেন। কিন্তু তার ওপর প্রমাণ সাব্যস্ত করার আগ পর্যন্ত তাকে কোনো শাস্তি দেননি তিনি।'[৮২১]

দুনিয়াসক্তি ও সম্পদ জমা করা থেকে তাদের সতর্ক করতেন

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ বলেন, 'দুটি বিষয়ে একজন বৃদ্ধের মনেও যুবকের মতো আকর্ষণ বিরাজ করে। এক. দীর্ঘ জীবনের আশা। দুই. সম্পদ-প্রাচুর্যের লোভ।'[৮২২]

---

৮২০. ফাতহুল বারি : ১১/২৪০।
৮২১. শারহু সহিহিল বুখারি : ১০/১৫৩।
৮২২. সহিহুল বুখারি : ৬৪২০, সহিহু মুসলিম : ১০৪৬।

বুখারির বর্ণনায় এসেছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'দুটি বিষয়ে বৃদ্ধের মনে যুবকের মতো প্রাণবন্ত আশা থাকে। একটি হচ্ছে, দুনিয়ার ভালোবাসা। অপরটি হচ্ছে, দীর্ঘ জীবনের আশা।'

হাদিসের মর্মার্থ : 'যুবকের অন্তরের ভালোবাসা তাকে দিয়ে যেকোনো কিছু করিয়ে নিতে পারে; তেমনই বৃদ্ধের অন্তরও সম্পদের প্রতি এমন ভালোবাসা পোষণ করে, যার কারণে যেকোনো কিছু করতে পারে সে।'[৮২৩]

আনাস বিন মালিক ؓ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আদম-সন্তান বুড়িয়ে যায়, কিন্তু দুটি বিষয় তার মাঝে যৌবনপ্রাপ্ত হতে থাকে। একটি হচ্ছে, সম্পদের লোভ। অপরটি হচ্ছে, জীবনের আশা।"'[৮২৪]

(বুড়িয়ে যায়) : তথা তার চুল পেকে যেতে থাকে এবং সে দুর্বল হতে থাকে। (যৌবন প্রাপ্ত হতে থাকে) : অর্থাৎ যৌবন বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং শক্তিশালী হতে থাকে। (তার মাঝে) : তথা তার চরিত্রের মাঝে। (সম্পদের লোভ) : তথা সম্পদ জমা করা ও তা দান না করার স্বভাব। (জীবনের আশা) : তথা দীর্ঘ জীবনের আশা।[৮২৫]

ইমাম কুরতুবি ؒ বলেন, 'এ হাদিসে দীর্ঘ জীবন ও অধিক ধনসম্পদের আশা করার প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এগুলো প্রশংসনীয় নয় মোটেই।

প্রশ্ন হতে পারে, কেবল এ দুটিকেই কেন বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে? উত্তর হচ্ছে, এ দুটিকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার পেছনে রয়েছে গভীর প্রজ্ঞা। মানুষের নিকট সবচেয়ে পছন্দসই বিষয় তার জীবন। মানুষ বেঁচে থাকতে চায়। তাই তার কাছে দীর্ঘ জীবন পছন্দনীয়। আর মানুষ জীবনের পরে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে তার সম্পদকে। কারণ, সম্পদের মাধ্যমে দেহের সুস্থতা নিশ্চিত করতে পারে সে। সুস্থ থাকলেই তো সে দীর্ঘ জীবন পাবে—অন্তত স্বাভাবিকভাবে এমনটিই তো হয়ে থাকে। কিন্তু জীবন ও

---

৮২৩. ইমাম নববি ؒ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ৭/১৩৮।

৮২৪. সহিহুল বুখারি : ৬৪২১, সহিহু মুসলিম : ১০৪৭।

৮২৫. তুহফাতুল আহওয়াজি : ৬/৫২০।

সম্পদ নিয়ে দীর্ঘ আশায় লিপ্ত ব্যক্তি যখনই দেখে যে, তার প্রিয় দুটি বিষয় নিঃশেষের পথে; তখন আরও বেশি আকর্ষণ ও ভালোবাসা সৃষ্টি হয় এ দুটির প্রতি এবং এগুলোর স্থায়িত্বের প্রতি সৃষ্টি হয় আরও বেশি আগ্রহ।'[৮২৬]

বৃদ্ধদের গুনাহকে বেশি মারাত্মক সাব্যস্ত করতেন

আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কিয়ামতের দিন তিন শ্রেণির মানুষের সাথে আল্লাহ একটুও কথা বলবেন না, তাদের পবিত্রও করবেন না এবং তাদের দিকে তাকাবেনও না; বরং তাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন তিনি। সে তিন শ্রেণি হলো—এক. বৃদ্ধ জিনাকারী। দুই. মিথ্যাবাদী শাসক। তিন. অহংকারী ভিক্ষুক।"'[৮২৭]

এ হাদিসটিতে বৃদ্ধ জিনাকারী, মিথ্যাবাদী শাসক ও অহংকারী ভিক্ষুকের জন্য এক প্রচণ্ড ধমক রয়েছে।

আর এ তিনটি শ্রেণিকেই বিশেষভাবে শাস্তির কথা শোনানোর কারণ হচ্ছে, এদের সকলের কাছ থেকেই উল্লেখিত অপরাধগুলো দূরে ছিল; তা সত্ত্বেও তারা সে অপরাধে লিপ্ত হয়েছে। এমন অপরাধ করার কোনো প্রয়োজনও ছিল না তাদের। স্ব স্ব ক্ষেত্রে অপরাধ প্ররোচনায় দুর্বল ছিল। যদিও তাদের সবাইকেই অপরাধের শাস্তি দেওয়া হবে। যেহেতু এসব অপরাধের প্রয়োজন ও অপরাধের প্রতি শক্ত প্ররোচনা ছিল না তাদের, তাই তাদের এ অপরাধ হচ্ছে হঠকারিতা ও আল্লাহর আজাবকে তুচ্ছজ্ঞান করার শামিল।[৮২৮]

বার্ধক্যের আলামত গোপন করতে নিষেধ করতেন

আমর বিন শুআইব ﷺ স্বীয় পিতা থেকে, তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, 'নবিজি ﷺ সাদা চুল উপড়ে ফেলতে নিষেধ করতেন। তিনি বলতেন, "এটি মুসলিমের নুর বিশেষ।"'[৮২৯]

---

৮২৬. ফাতহুল বারি : ১১/২৪১।

৮২৭. সহিহু মুসলিম : ১০৭।

৮২৮. ইমাম নববি ﷺ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ২/১১৭।

৮২৯. সুনানুত তিরমিজি : ২৮২১, সুনানুন নাসায়ি : ৫০৬৮, সুনানু ইবনি মাজাহ : ৩৭২১।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'তোমরা পাকা চুল উপড়ে ফেলো না। ইসলামের ওপর অটল থেকে একজন মুসলিমের পাকা হওয়া চুল কিয়ামতের দিন তার জন্য আলোকবর্তিকা হবে।'

অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'আল্লাহ্ তাআলা এর দ্বারা তার আমলনামায় একটি পুণ্য যোগ করবেন এবং একটি গুনাহ্ মুছে দেবেন।'[৮৩০]

আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, "তোমরা সাদা (চুল ও দাড়ি) উপড়ে ফেলো না। কেননা, কিয়ামতের দিন তা নুর হবে। যে ব্যক্তি ইসলামের ওপর থেকে বৃদ্ধ হবে, তার প্রতিটি সাদা চুল ও দাড়ির পরিবর্তে তার জন্য একটি করে নেকি লেখা হবে, একটি করে গুনাহ্ মুছে দেওয়া হবে এবং একটি করে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে।'[৮৩১]

সাদা চুল-দাড়ি রাঙাতে উৎসাহিত করতেন

জাবির বিন আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন, 'মক্কা-বিজয়ের বছর আবু কুহাফা ﷺ-কে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে আনা হলো। তখন আবু কুহাফার ﷺ-এর মাথার চুল ও দাড়ি যেন অবিকল সাগগামা[৮৩২]। রাসুলুল্লাহ ﷺ নারীদের আদেশ দিয়ে বললেন, "তোমরা কিছু দিয়ে তার এ রং পরিবর্তন করে দাও।"'[৮৩৩]

ইমাম নববি ﷺ বলেন, 'পুরুষ-মহিলাদের সাদা চুল হলুদ বা লাল রঙে রঙিন করার জন্য খেজাব দেওয়া মুসতাহাব। কিন্তু কালো রঙের খেজাব দেওয়া হারাম। কারণ, রাসুলুল্লাহ ﷺ আদেশ করেছেন, "তোমরা কালো পরিহার করবে।"'[৮৩৪]

আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "ইহুদি ও নাসারারা খেজাব লাগিয়ে তাদের সাদা চুল-দাড়ি রঙিন করে না। তোমরা এ বিষয়ে তাদের

---

৮৩০. সুনানু আবি দাউদ : ৪২০২, হাদিসের মান : সহিহ।
৮৩১. সহিহু ইবনি হিব্বান : ২৯৮৫, হাদিসের মান : হাসান সহিহ।
৮৩২. সাগগামা সাদা ফুল ও ফলবিশিষ্ট একটি গাছ। এর সাথে সাদা চুল ও দাড়ির উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। —আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১/২১৪।
৮৩৩. সহিহু মুসলিম : ৩৯২৪।
৮৩৪. ইমাম নববি ﷺ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ১৪/৮০।

বিরোধিতা করো।’”[৮৩৫]

ইবনে হাজার ﷺ বলেন, ‘এখানে চুল ও দাড়ি রঙিন করতে বলা হয়েছে। এ হাদিসটি সে হাদিসের বিপরীত নয়, যে হাদিসে বার্ধক্যের আলামত দূর করতে আদেশ করা হয়েছে। কারণ, চুল-দাড়ি হলুদ বা লাল রঙে রঙিন করা বার্ধক্যের আলামত দূর করে না।’[৮৩৬]

৮৩৫. সহিহুল বুখারি : ৩৪৬২, সহিহ মুসলিম : ২১০৩।

৮৩৬. ফাতহুল বারি : ৬/৪৯৯।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ছোটদের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ

রাসুলুল্লাহ ﷺ শিশুদের বিশেষ যত্ন নিতেন। তাদের প্রতি দয়া, আদর ও স্নেহ করার আদেশ দিতেন। যেমন তিনি বলেছেন, 'সে ব্যক্তি আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, যে ছোটদের দয়া-স্নেহ করে না।'[৮৩৭]

শিশুর প্রতি দয়া ও স্নেহ পোষণ করতেন

রাসুলুল্লাহ ﷺ প্রতিটি শিশুর প্রতি দয়া ও স্নেহ করতেন; যদিও শিশুটি জিনার সন্তানই হোক না কেন।

জিনাকারী গামিদি মহিলা নিজ অপরাধ স্বীকার করার পর রাসুলুল্লাহ ﷺ বাচ্চা প্রসব পর্যন্ত তাকে অবকাশ দিলেন। বাচ্চা প্রসবের পর আসলে রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আমরা তাকে এখন রজম করব না। রজম করলে তার ছোট বাচ্চাটা একাকী হয়ে যাবে। তাকে দুধপান করার মতো কেউ থাকবে না।'

তখন আনসারি এক সাহাবি বললেন, 'হে আল্লাহর নবি, এ শিশুর দুধপান করানোর দায়িত্ব আমার।'[৮৩৮]

শিশুদের যত্নের ব্যাপারে বিভিন্ন নির্দেশনা দিতেন

শিশুদের তাহনিক[৮৩৯] করা, তাদের জন্য দোয়া করা ও বরকত কামনা করা শিশুযত্নের অংশ। তাঁর কাছে শিশুদের আনা হতো। তিনি তাহনিক তথা খেজুর চিবিয়ে বাচ্চাদের মুখে দিতেন, তাদের জন্য দোয়া করতেন, বরকত

৮৩৭. সুনানুত তিরমিজি : ১৯২০।

৮৩৮. সহিহু মুসলিম : ১৬৯৫।

৮৩৯. খেজুর চিবিয়ে বাচ্চার মুখে দেওয়া।

কামনা করতেন তাদের জন্য। সাহাবিদের কারও ঘরে সন্তান জন্ম হলেই বরকত লাভের জন্য রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নিয়ে আসা হতো।

আসমা ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি মক্কা থেকে বের হলাম। তখন আমার গর্ভে ছিল আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর ؓ। মদিনায় এসে কুবায় অবতরণ করার পর সেখানে জন্ম দিলাম তাকে। এরপর তাকে নিয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসলাম। আব্দুল্লাহ ؓ-কে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কোলে রাখলাম। রাসুলুল্লাহ ﷺ খেজুর আনতে বললেন। খেজুর আনা হলে তিনি চিবিয়ে নিলেন। অতঃপর শিশু আব্দুল্লাহর মুখে নিজ থুথু লাগিয়ে দিলেন। আব্দুল্লাহর পেটে প্রথম যে বস্তুটি প্রবেশ করে, তা ছিল রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর মুখের লালা। এরপর একটি খেজুর দিয়ে তার তাহনিক করলেন তিনি। তারপর দোয়া করলেন এবং বরকত প্রার্থনা করলেন তার জন্য। হিজরতের পর কোনো মুসলিম পরিবারে জন্ম নেওয়া প্রথম শিশু ছিল আব্দুল্লাহ।'[৮৪০]

আনাস বিন মালিক ؓ বলেন, 'সদ্যপ্রসূত আবু তালহা আনসারি ؓ-এর ছেলে আব্দুল্লাহ ؓ-কে নিয়ে আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসলাম। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর গায়ে ছিল একটি আবা (আলখেল্লাবিশেষ) এবং তিনি উটের গায়ে তেল মালিশ করছিলেন। তিনি বললেন, "তোমার কাছে খেজুর আছে?"

আমি বললাম, "জি, আছে।" অতঃপর তাঁর দিকে খেজুর বাড়িয়ে দিলাম। খেজুরগুলো তিনি মুখে পুরে চিবিয়ে নিলেন। এরপর শিশুটির মুখ খুলে তার মুখে পুরে দিলেন। শিশুটিও তখন তা চুষতে লাগল।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "আনসারদের ভালোবাসা হলো খেজুর। আর তিনি ছেলেটির নাম রাখলেন আব্দুল্লাহ।"'[৮৪১]

শিশুদের জন্য সুন্দর নাম রাখতেন

সাহল বিন সাদ ؓ বলেন, 'আবু উসাইদ ؓ-এর সদ্যপ্রসূত পুত্র মুনজির ؓ-কে নিয়ে আসা হলো রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে। রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে উরুর

---

৮৪০. সহিহুল বুখারি : ৩৯০৯।

৮৪১. সহিহু মুসলিম : ২১১৪।

ওপর রাখলেন। আবু উসাইদ ﷺ-ও বসলেন পাশে। হঠাৎ-ই রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর অন্য ব্যস্ততা এল। তিনি আবু উসাইদ ﷺ-কে শিশুটি (তার কোলে) নেওয়ার নির্দেশ দিলেন। আবু উসাইদ ﷺ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর উরু থেকে শিশুটিকে উঠিয়ে নিলেন। এরপর যখন নবিজি ﷺ-এর শিশুটির কথা মনে পড়ল, তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "শিশুটি কোথায়?"

আবু উসাইদ ﷺ বললেন, "তাকে পাঠিয়ে দিয়েছি, হে আল্লাহর রাসুল!"

রাসুলুল্লাহ ﷺ এবার জিজ্ঞেস করলেন, "তার কী নাম রেখেছ?"

আবু উসাইদ ﷺ শিশুটির নাম বললেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "কিন্তু আমি তার নাম মুনজির রাখছি।" এভাবে সেদিন শিশুটির নাম তিনি মুনজির রাখলেন।'[৮৪২]

ইমাম নববি ﷺ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ এ শিশুটির নাম রাখলেন মুনজির। এ নামকরণের পেছনে রয়েছে বিশেষ কারণ। তার বাবার চাচাতো ভাইয়ের নাম ছিল মুনজির বিন আমর ﷺ। বিরে মাউনার ঘটনায় তিনি শাহাদাতবরণ করেন। সে কাফেলার আমির ছিলেন মুনজির ﷺ। সদ্যপ্রসূত এ শিশুটির নাম মুনজির রেখে রাসুলুল্লাহ আশা পোষণ করলেন যে, এ ছেলেটি মুনজির বিন আমর ﷺ-এর স্থলাভিষিক্ত হবে একদিন।'[৮৪৩]

আবু মুসা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমার একটি শিশুপুত্র জন্ম নিল। তাকে নিয়ে আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসলাম। রাসুলুল্লাহ ﷺ তার নাম রাখলেন ইবরাহিম। একটি খেজুর দিয়ে তার তাহনিক করলেন এবং তার জন্য বরকতের দোয়া করলেন। এরপর তাকে ফিরিয়ে দিলেন আমার কোলে।'[৮৪৪]

এ হাদিস থেকে আমরা শিখতে পাই যে, নবিদের নামে শিশুর নাম রাখা সুন্নাত। এটাও প্রমাণিত হয় যে, আব্দুল্লাহ ও আবদুর রহমান আল্লাহর সবচেয়ে

---

৮৪২. সহিহুল বুখারি : ৬১৯১, সহিহু মুসলিম : ২১৪৯।
৮৪৩. ইমাম নববি ﷺ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ১৪/১২৮।
৮৪৪. সহিহুল বুখারি : ৫৪৬৭, সহিহু মুসলিম : ২১৪৫।

প্রিয় নাম—এই হাদিসটি অন্য নাম রাখার ক্ষেত্রে কোনো বাধা নয়। তাই তো রাসুলুল্লাহ ﷺ আবু উসাইদ ؓ-এর ছেলের নাম রেখেছিলেন মুনজির।[৮৪৫]

শিশুদের কোলে নিয়ে আদর করতেন

শিশু সন্তানদের তিনি নিজ কোলে ও উরুর ওপর বসাতেন এবং শিশুদের থেকে কোনো কষ্ট পেলেও তাতে তিনি ধৈর্য ধরতেন।

আয়িশা ؓ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে শিশুদের নিয়ে আসা হতো। তিনি বরকতের দোয়া করতেন তাদের জন্য। তাদের তাহনিক করতেন। একবার একটি শিশুকে নিয়ে আসা হলো। শিশুটি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কোলে প্রস্রাব করে দিল। রাসুলুল্লাহ ﷺ তখন পানি আনতে বললেন আর কাপড়টা না ধুয়ে প্রস্রাবের জায়গাগুলোতে স্রেফ পানি ছিটিয়ে দিলেন।'[৮৪৬]

উম্মে কাইস বিনতে মিহসান ؓ থেকে বর্ণিত, 'তিনি তার ছোট্ট একটি ছেলেকে নিয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসলেন। শিশুটি খাবার খেত না। তাই তাকে নিয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসা। রাসুলুল্লাহ ﷺ শিশুটিকে কোলে বসালেন। হঠাৎ শিশুটি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাপড়ের ওপর পেশাব করে দিল। রাসুলুল্লাহ ﷺ পানি আনতে বললেন। পানি আনা হলো। তারপর কাপড় না ধুয়ে কাপড়ের ওপর কেবল পানি ছিটিয়ে দিলেন তিনি।'[৮৪৭]

▶ এ হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয় :

শিশুদের প্রতি স্নেহপূর্ণ আচরণ করতে হবে। শিশুদের কারণে কোনো কষ্ট এলেও সে কষ্টে ধৈর্যধারণ করতে হবে। তাদের দেওয়া কষ্টের কারণে তাদের পাকড়াও করা যাবে না।[৮৪৮]

---

৮৪৫. ইমাম নববি ؒ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ১৪/১২৬।

৮৪৬. সহিহুল বুখারি : ৫৪৬৮, সহিহু মুসলিম : ২৮৬।

৮৪৭. সহিহুল বুখারি : ২২৩, সহিহু মুসলিম : ২৮৭।

৮৪৮. ফাতহুল বারি : ১০/৪৩৪।

শিশুদের সাথে খেলাধুলা ও হাসিকৌতুক করতেন

খালিদ ﷺ-এর কন্যা উম্মে খালিদ ﷺ বলেন, 'অনেকগুলো কাপড় আসলো রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে। তাতে কালো নকশাদার একটি কাপড় ছিল। রাসুলুল্লাহ ﷺ সাহাবিদের বললেন, "বলো, এ নকশি কাপড়টি কাকে পরাব?"

সাহাবিগণ চুপ হয়ে থাকলেন।

এরপর নবিজি ﷺ বললেন, "উম্মে খালিদকে এখানে নিয়ে আসো।"

আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে আসা হলো। রাসুলুল্লাহ ﷺ নিজ হাতে আমাকে পরিয়ে দিলেন কাপড়টি। আর বললেন, "এটি পুরাতন করে ফেলো।"

এরপর তিনি নকশার দিকে তাকাতে লাগলেন এবং হাত দিয়ে ইশারা করে বললেন, "উম্মে খালিদ, এটা সানা। হে উম্মে খালিদ, এটা সানা।" সানা একটি হাবশি শব্দ, যার অর্থ সুন্দর।'[৮৪৯]

উম্মে খালিদ ﷺ হাবশায় হিজরত করেছিলেন নিজ পরিবারের সাথে। তাই রাসুলুল্লাহ ﷺ তার সাথে হাস্যরস করলেন হাবশি ভাষা ব্যবহার করে।

(এটি পুরাতন করে ফেলো) : আরবরা এ কথাটি ব্যবহার করত দোয়ার অর্থে। এর মর্মার্থ হচ্ছে, দীর্ঘজীবী হও।[৮৫০]

ইমাম বুখারি ﷺ বলেন, 'উম্মে খালিদ ﷺ-এর মতো দ্বিতীয় কোনো নারী এতটা সময় বেঁচে থাকেনি।'[৮৫১]

শিশুদের প্রতি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আদরঃস্নেহ করে হাস্যরসের আরকটি উদাহরণ বর্ণনা করেছেন আনাস ﷺ। তিনি বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ উম্মে সালামা ﷺ-এর কন্যা জাইনাবকে স্নেহ করে ডাকতেন "হে জুয়াইনাব, হে জুয়াইনাব" বলে।'[৮৫২]

---

৮৪৯. সহিহুল বুখারি : ৫৮৪৫।

৮৫০. ফাতহুল বারি : ১০/২৮০।

৮৫১. ফাতহুল বারি : ৬/১৮৪।

৮৫২. জিয়া ﷺ কৃত আল-মুখতারা : ১৭৩৩। হাদিসের মান : সহিহ।

ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন, 'একদিন ছোট্ট জাইনাব রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ঘরে আসলেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ তখন গোসল করছিলেন। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ পানির ছিটা মারলেন তার মুখে। জাইনাব ﷺ একসময় বৃদ্ধা হয়ে গেলেও সে পানির বরকতে তার চেহারা যুবতিদের মতো সুন্দর ও কমনীয় ছিল।'[৮৫৩]

মাহমুদ বিন রবি ﷺ বলেন, 'আমার স্মরণ আছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ একবার বালতি থেকে মুখে পানি নিয়ে তা আমার মুখে মারলেন। তখন আমার বয়স ছিল পাঁচ বছর।'[৮৫৪]

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্যের বরকতের কারণেই বড় হওয়ার পর মাহমুদ ﷺ-এর কেবল এ ঘটনাটিই মনে ছিল। আর কেবল এ কারণেই মাহমুদ ﷺ-কে সাহাবিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

ইবনে হাজার ﷺ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ কুলির মতো করে দূর থেকে পানি নিক্ষেপ করেছিলেন মাহমুদ ﷺ-এর ওপর। মাহমুদের সাথে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর এ কাজটি হয়তো খেলাচ্ছলে ছিল অথবা মাহমুদ ﷺ-কে বরকত দানের জন্য ছিল। যেমনটি তিনি সাহাবিদের সন্তানদের সাথে করতেন।

এ হাদিস থেকে বোঝা যায়, কথাবার্তার মজলিসগুলোতে শিশুদের নিয়ে উপস্থিত হতে কোনা বাধা নেই। আমির তার অধীন সঙ্গীদের ঘরে যেতে পারেন, তাদের শিশুসন্তানদের সাথে খেলাধুলা ও ঠাট্টা করতে পারেন।'[৮৫৫]

সদ্য দুধ ছাড়ানো শিশুর সাথেও হাস্যরস করতেন

আনাস বিন মালিক ﷺ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ ছিলেন সবচেয়ে সুন্দর চরিত্রের মানুষ। আমার একটি ছোট ভাই ছিল। তার নাম ছিল আবু উমাইর। সে ছিল সদ্য দুধ ছাড়ানো শিশু। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে যখন সে আসত, স্নেহভরা কণ্ঠে রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে বলতেন, "হে আবু উমাইর, কোথায়

---

৮৫৩. ইবনুল কাইয়িম ﷺ কৃত সুনানু আবি দাউদের হাশিয়া : ১/১২২, ইবনে আব্দুল বার ﷺ কৃত আল-ইসতিআব : ৪/১৮৫৫।

৮৫৪. সহিহুল বুখারি : ৭৭।

৮৫৫. ফাতহুল বারি : ১/১৭৩। ঈষৎ পরিমার্জিত।

তোমার নুগাইর?"[৮৫৬] নুগাইর ছিল আবু উমাইরের একটি পাখি। তিনি এ পাখি নিয়ে খেলতেন।

▶ হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয় :

- যার সন্তান নেই, তার কুনিয়াত (শুরুতে আবু বা উম্মু সংযুক্ত উপনাম) রাখা বৈধ।
- শিশুদের জন্য এমন কুনিয়াত ব্যবহার করা মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত নয়।
- পাপের সংমিশ্রণ না রেখে কৌতুক করা বৈধ।
- তাসগির বা ছোট অর্থবোধক শব্দ নিয়ে নাম রাখা বৈধ।
- চড়ুই পাখি ইত্যাদি নিয়ে শিশুদের খেলাধুলা করা জায়িজ। আর শিশুর অভিভাবক শিশুর জন্য এমন পাখির ব্যবস্থা করতে কোনো অসুবিধে নেই।
- কৃত্রিমতাহীন সুন্দর বচনে ছন্দাকারে কথা বলা জায়িজ।
- শিশুদের স্নেহ করতে হবে। আদর-সোহাগে আগলে রাখতে হবে তাদের।
- রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর উত্তম চারিত্র, তাঁর উন্নত গুণাবলি ও বিনয়-নম্রতার প্রমাণ।
- আত্মীয়দের সাথে সাক্ষাৎ করতে যেতে হবে। আবু উমাইরের মা উম্মে সুলাইম رضي الله عنها ছিলেন রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর মাহরাম।[৮৫৭]

আনাস رضي الله عنه-এর সাথেও হাস্যরস করে কথা বলতেন

আনাস رضي الله عنه বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ প্রায়ই আমাকে "হে দুই কানওয়ালা" বলে ডাক দিতেন।'[৮৫৮]

অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ ﷺ আনাস رضي الله عنه-এর সাথে কৌতুক করে কথা বলতেন।

---

৮৫৬. সহিহুল বুখারি : ৬২০৩, সহিহু মুসলিম : ২১৫০।
৮৫৭. ইমাম নববি رحمه الله কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ১৪/১২৯।
৮৫৮. সুনানু আবি দাউদ : ৫০০২, সুনানুত তিরমিজি : ১৯৯২।

শিশুদের মাঝে প্রতিযোগিতা দিতেন

শিশুদের সাথে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর খেলাধুলার একটি অংশ ছিল, তাদের মাঝে প্রতিযোগিতা করানো।

'নবিজি ﷺ আব্বাস ﷺ-এর পরিবারের আব্দুল্লাহ, উবাইদুল্লাহ-সহ আরও অনেককে একটি সারিতে দাঁড় করাতেন। এরপর বলতেন, "যে আমার কাছে প্রথমে দৌড়ে আসবে, তার জন্য এ এ পুরস্কার।" রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কথা শুনে তারা প্রতিযোগিতা করে দৌড় দিত। কেউ এসে তাঁর পিঠে চড়ে যেত, কেউবা তাঁর বুকে চড়ে উঠত। রাসুলুল্লাহ ﷺ তাদের কাউকে চুমু খেতেন, কাউকে জড়িয়ে ধরতেন।'[৮৫৯]

পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের সালাম দিতেন

আনাস ﷺ বলেন, 'কিছু শিশু খেলাধুলারত ছিল। রাসুলুল্লাহ ﷺ তাদের পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় তাদের সালাম দিলেন।'[৮৬০]

আনাস ﷺ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে এলেন। তখন আমি শিশুদের সাথে খেলছিলাম। তিনি আমাদের সালাম দিলেন।'[৮৬১]

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল, শিশুদের সালাম দেওয়া। শিশুদের সালাম দিলে তাদের মন আনন্দে আপ্লুত হতো, পুলকিত হতো তারা। বড়দের সাথে কথা বলা, তাদের কথার উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে সাধারণত ছোট ছেলেমেয়েরা ইতস্তত বোধ করে। বড় ও ছোটদের মধ্যকার এ দেয়ালটি ভাঙার জন্য রাসুলুল্লাহ ﷺ সালাম দেওয়ার মাধ্যমে তাদের আত্মিক একটি শক্তি প্রদান করতেন। এটি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর প্রজ্ঞার অন্যতম নিদর্শন।

৮৫৯.মুসনাদু আহমাদ : ১৮৩৯। মাজমাউজ জাওয়াদে (৯ /২৮৫) হাদিসটির সনদ হাসান বলা হয়েছে।

৮৬০. সহিহুল বুখারি : ৬২৪৭, সহিহু মুসলিম : ২১৬৮, সুনানু আবি দাউদ : ৫২০২। আবু দাউদের বর্ণনায় বিস্তারিত এসেছে।

৮৬১. সহিহু মুসলিম : ২৪৮২।

ছোটদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন

রাসুলুল্লাহ ﷺ শিশুদের সাথে খেলাধুলা করতেন, তাদের সাথে হাস্যরস করে কথা বলতেন, তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন। শিশুরা তাঁর স্নেহ ও মমতায় সিক্ত হতো।

এ সম্পর্কে আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ আনসারদের দেখতে আসতেন। আনসারদের কারও ঘরে আসলে সে ঘরের শিশুরা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর চারপাশ মাতিয়ে রাখত। তিনি শিশুদের সালাম দিতেন, তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন এবং তাদের জন্য দোয়া করতেন।'[৮৬২]

আব্দুল্লাহ বিন হিশাম ﷺ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর যুগ পেয়েছেন। একবার তার মা জাইনাব বিনতে হুমাইদ ﷺ তাকে নিয়ে আসলেন রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে। বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল, একে বাইআত করে নিন।" রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "এখনো সে ছোট।" এই বলে তিনি তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন এবং দোয়া করলেন তার জন্য।'[৮৬৩]

শিশুদের গালে হাত বুলিয়ে তাদের আদর করতেন

জাবির বিন সামুরা ﷺ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে জোহরের সালাত আদায় করলাম আমি। সালাত শেষে বাড়ির উদ্দেশে বের হলেন তিনি। আমিও তাঁর পিছু পিছু চলছিলাম। এ সময় কয়েকজন ছেলে আসলো তাঁর সামনে। রাসুলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেকের গালে হাত বুলিয়ে তাদের আদর করলেন। একইভাবে আমার গালেও হাত বুলিয়ে আদর করলেন। তাঁর হাতটি এমন ঠান্ডা বা সুগন্ধময় ছিল; মনে হচ্ছিল এই মাত্র তিনি আতরের পাত্র থেকে বের করে এনেছেন তাঁর হাত।'[৮৬৪]

---

৮৬২. ইমাম নাসায়ি কৃত আস-সুনানুল কুবরা : ৮৩৪৯, মুশকিলুল আসারের শরাহতে ইমাম তাহাবির বর্ণনা : ১৫৭৭। তাহাবির বর্ণনায় আরেকটু বেশি এসেছে। হাদিসের মান : সহিহ।

৮৬৩. সহিহুল বুখারি : ২৫০২।

৮৬৪. সহিহু মুসলিম : ২৩২৯।

ইমাম নববি ﷺ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ আদর করে শিশুদের গালে-মাথায় হাত বুলাতেন। তাঁর এ আচরণ তাঁর চারিত্রিক সৌন্দর্য, শিশুদের প্রতি তাঁর দয়া ও আদর-স্নেহের বিষয়টি প্রকাশ করে স্পষ্টরূপে।'[৮৬৫]

আদর করে শিশুদের চুমু খেতেন

আয়িশা ﷺ বলেন, 'কিছু বেদুইন লোক রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, "আপনারা কি শিশুদের চুমু দেন?"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "হ্যাঁ।"

বেদুইনরা বলল, "আল্লাহর কসম, আমরা কিন্তু তাদের চুমু দিই না।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ এবার বললেন, "আল্লাহ যদি তোমাদের অন্তর থেকে দয়ামায়া তুলে নেন, তবে আমি তা ফিরিয়ে দিতে সমর্থ নই।"'[৮৬৬]

শিশুদের উপহার দিতেন

উপহার সাধারণভাবে সকল মানুষের মনে একটি সুন্দর ও ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করে। শিশুদের মনে উপহার একটু বেশিই প্রভাব বিস্তার করে। তাই রাসুলুল্লাহ ﷺ শিশুদের উপহার দিতেন।

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, 'ফসল তোলার পর প্রথম খেজুরের ছড়াটি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে দেওয়া হতো। তখন তিনি দোয়া করতেন :

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، وَفِي ثِمَارِنَا، وَفِي مُدِّنَا، وَفِي صَاعِنَا بَرَكَةً مَعَ بَرَكَةٍ

"হে আল্লাহ, আমাদের মদিনায় বরকত দিন, আমাদের ফসল, আমাদের মুদ, আমাদের সা'-এর মাঝে বরকত দিন। বরকতের ওপর বরকত দিন।"

---

৮৬৫. ইমাম নববি ﷺ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ১৫/৮৫।

৮৬৬. সহিহুল বুখারি : ৫৯৯৮, সহিহু মুসলিম : ২৩১৭।

দোয়া করে রাসুলুল্লাহ ﷺ উপস্থিত শিশুদের সবচেয়ে ছোট্টটির হাতে খেজুরগুলো দিয়ে দিতেন।'[৮৬৭]

ইমাম নববি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'এ হাদিসে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর অনুপম চরিত্রের একটি দিক ফুটে উঠেছে। সে সাথে ফুটে উঠেছে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর দয়া ও আদর-স্নেহের অতুলনীয় চিত্র। রাসুলুল্লাহ ﷺ বড়-ছোট সবাইকে স্নেহে আগলে রাখতেন। বিশেষ করে ছোটদের প্রতি স্নেহ করতেন তিনি। কারণ, ছোটরাই স্নেহের প্রতি অধিক আগ্রহী। ছোটরা মায়া-মমতা ও আদর-স্নেহের খোঁজে থাকে সব সময়।'[৮৬৮]

উম্মে খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে হাদিয়া দেওয়ার বর্ণনা আমরা একটু আগেই তো জেনে এসেছি। রাসুলুল্লাহ ﷺ প্রথমে বললেন, 'নকশাদার কাপড়টি কাকে দেওয়া যায় বলে মনে করো তোমরা?' চুপ হয়ে থাকলেন সাহাবিরা। রাসুলুল্লাহ ﷺ এরপর নিজ থেকেই বললেন, 'উম্মে খালিদকে নিয়ে এসো।' উম্মে খালিদকে নিয়ে আসলে রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে চাদরটি পরিয়ে দিলেন নিজ হাতে।[৮৬৯]

ইলম শেখানো ও সুন্দর প্রতিপালনের প্রতি গুরুত্ব দিতেন

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'একদিন আমি (বাহনের ওপর) রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পেছনে বসা ছিলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, "হে বালক, আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দিচ্ছি—আল্লাহর (বিধানসমূহের) হিফাজত করো, তিনি তোমার হিফাজত করবেন। আল্লাহর (বিধানসমূহের) হিফাজত করো, তাঁকে তোমার পাশে পাবে। [সচ্ছলতার সময় তাঁর সাথে পরিচিত হও, অসচ্ছলতার সময় তিনি তোমাকে চিনবেন।] কিছু চাইতে হলে একমাত্র আল্লাহর কাছেই চাও এবং সাহায্য কামনা করতে হলে একমাত্র আল্লাহর কাছেই সাহায্য কামনা করো।

আর জেনে রেখো, সকল মানুষ যদি একত্র হয়ে তোমার উপকার করতে চায়, তবে আল্লাহ তাআলা যা তোমার তাকদিরে লিখে রেখেছেন, সেটা

---

৮৬৭. সহিহু মুসলিম : ১৩৭৩।
৮৬৮. ইমাম নববি রাহিমাহুল্লাহ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ৯/১৪৬।
৮৬৯. সহিহুল বুখারি : ৫৮৪৮।

ছাড়া কোনো উপকার করতে পারবে না। আর যদি সকল মানুষ একত্র হয়ে তোমার ক্ষতি করতে চায়, তবে আল্লাহ তাআলা যা তোমার তাকদিরে লিখে রেখেছেন, সেটা ছাড়া কোনো ক্ষতি পারবে না।

(তাকদির লেখার) কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং কাগজসমূহও শুকিয়ে গেছে। [অপছন্দনীয় বিষয়ের (বিপদ-আপদের) ওপর ধৈর্যধারণ করলে অনেক কল্যাণ অর্জিত হয়। আল্লাহর সাহায্য ধৈর্যের মাঝে নিহিত। সচ্ছলতা কষ্ট-মেহনতের মাঝে নিহিত। আর নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে।]"'[৮৭০]

তাদেরকে কুরআন, ইমান ও তাওহিদ শেখাতেন

জুনদুব বিন আব্দুল্লাহ ﵁ বলেন, 'আমরা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। তখন আমরা বালেগ হওয়ার কাছাকাছি বয়সের কিশোর। রাসুলুল্লাহ ﷺ তখন আমাদের কুরআন শেখানোর আগে ইমান শেখালেন। এরপর কুরআন শেখালেন। এতে আমাদের ইমান বেড়ে গেল বহুগুণে।'[৮৭১]

উত্তম আচরণের মাধ্যমে শিশুদের গড়ে তোলা নববি শিক্ষা

শিশুদের সাথে হাস্যরস করে কথা বলা, তাদের আদর-স্নেহ করা, সোহাগ করে গালে মাথায় হাত বুলিয়ে দেওয়া, তাদের চুমু খাওয়া ছোটদের প্রতি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণের অন্যতম অংশ। তবে এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং আদর-সোহাগ করা ছাড়াও তিনি ছোটদের উত্তম প্রতিপালন করতেন এবং সঠিক নির্দেশনা দিতেন।

আনাস বিন মালিক ﵁ বলেন, 'একদা রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, "বৎস, তোমার বাড়িতে যখন যাবে, তখন তাদের সালাম দেবে। তাহলে তা বরকতময় হবে তোমার ও তোমার পরিবারের জন্য।"'[৮৭২]

অর্থাৎ সালাম বরকত, কল্যাণ ও আল্লাহর রহমত বৃদ্ধির মাধ্যম হবে।[৮৭৩]

---

৮৭০. সুনানুত তিরমিজি : ২৫১৬, মুসনাদু আহমাদ : ২৮০০ (তৃতীয় বন্ধনীর ভেতরের অংশ মুসনাদু আহমাদে অতিরিক্ত এসেছে)

৮৭১. সুনানু ইবনি মাজাহ : ৬১।

৮৭২. সুনানুত তিরমিজি : ২৬৯৮।

৮৭৩. তুহফাতুল আহওয়াজি : ৭/৩৯৭।

শিশুদের খানাপিনার আদব শেখাতেন

উমর বিন আবু সালামা ﷺ বলেন, 'আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর তত্ত্বাবধানে ছিলাম ছোটবেলায়। খাবার প্লেটে আমার হাত (চারদিকে) ঘোরাঘুরি করত। রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, "বেটা, আল্লাহর নাম নাও এবং ডান দিক থেকে খাও। তোমার সামনে যা আছে, তা থেকে খাও।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর এ কথার পর থেকে এটাই ছিল আমার খাবার খাওয়ার পদ্ধতি।'[৮৭৪]

এ হাদিস থেকে বোঝা যায়, রাসুলুল্লাহ ﷺ ছোটদের সাথে খাবার খাওয়ার সময় তাদের মাঝে আদবের কোনো ঘাটতি দেখলে বা বিপরীত দেখলে তাদের নসিহত করতেন এবং তাদের শিখিয়ে দিতেন।

তাদের কেউ ভুল করলে নরম ভাষায় শুধরে দিতেন

ছোটদের কেউ ভুল করলে তাদের সাথে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণের মূলনীতি ছিল নির্দেশনামূলক। ছোটদের কম বয়স হিসেবে তাদের যেভাবে শুধরানো দরকার, সেভাবে তাদের শুধরে দিতেন তিনি।

আবু রাফি বিন আমর গিফারি ﷺ বলেন, 'বাল্যকালে একবার আনসারদের খেজুর গাছে ঢিল ছুড়ছিলাম আমি। তারা আমাকে ধরে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নিয়ে গেলেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "বেটা, খেজুর গাছে ঢিল মারো কেন?"

আমি বললাম, "ক্ষুধার জ্বালায়, হে আল্লাহর রাসুল।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তবে খেজুর গাছে ঢিল মারবে না। গাছের নিচে যা পড়বে, সে খেজুরগুলো খাবে।"

এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, "আল্লাহ তোমাকে পরিতৃপ্ত করুন। তোমার তৃষ্ণা নিবারণ করুন।"'[৮৭৫]

---

৮৭৪. সহিহুল বুখারি : ৫৩৭৬, সহিহু মুসলিম : ২০২২।

৮৭৫. সুনানুত তিরমিজি : ১২৮৮, মুসনাদু আহমাদ : ১৯৮৩০।

তাদের সঙ্গে স্নেহভরা বাক্যে কথা বলতেন

রাসুলুল্লাহ ﷺ ছোটদেরকে তাদের সবচেয়ে সুন্দর নাম বা কুনিয়াত বা বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে ডাকতেন। কখনো কোনো শিশুকে ডাকার সময় বলতেন 'বেটা, আমি তোমাকে কিছু বাক্য শেখাব।' কখনো-বা বলতেন, 'বেটা, আল্লাহর নাম নাও। ডান দিক থেকে খাও।'

কখনো ডাকতেন 'বৎস' বলে। যেমন : হিজাবের আয়াত নাজিল হওয়ার পর আনাস ﷺ-কে বলেছিলেন, 'বৎস, তোমার পেছনে।'[৮৭৬]

রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁর চাচাতো ভাই জাফর ﷺ-এর ঘরে এসে তার সন্তানদের ডাকার নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন, 'তোমরা আমার ভাইয়ের প্রিয় সন্তানদের ডেকে দাও।'

রাসুলুল্লাহ ﷺ কখনো তাদের কুনিয়ত ধরে ডেকেছিলেন। যেমন : এক ছোট শিশুকে 'হে আবু উমাইর' বলে ডেকেছিলেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ কত আদর করে, স্নেহভরা কণ্ঠে শিশু ও কিশোর সাহাবিদের ডাকতেন! কিন্তু আজ মুসলিমদের মাঝে ভর করে নিয়েছে কঠোরতা। তারা শিশুদের সাথে কঠোর আচরণ করে বসে প্রায় সময়।

দায়িত্ব গ্রহণের জন্য শিশুদের প্রস্তুত করতেন

রাসুলুল্লাহ ﷺ দায়ভার গ্রহণের জন্য শিশুদের প্রস্তুত করতেন। কেননা, আজকে যারা শিশু, তারাই ভবিষ্যতে উম্মাহর কর্ণধার।

আনাস ﷺ বলেন, 'আমি কিছু ছেলের সাথে খেলছিলাম। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে আসলেন। সালাম দিলেন আমাদের। এরপর আমাকে একটি প্রয়োজনে পাঠালেন। যার কারণে মায়ের কাছে যেতে যেতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। মায়ের কাছে যখন গেলাম, তিনি জানতে চাইলেন, "দেরি হলো কেন?"

---

৮৭৬. মুসনাদু আহমাদ : ১১৯৫৮।

আমি বললাম, "রাসুলুল্লাহ ﷺ একটি প্রয়োজনে পাঠিয়েছিলেন আমাকে।"

মা জানতে চাইলেন, "কী সে প্রয়োজন?"

আমি জানালাম, "বিষয়টা গোপনীয়।"

মা বললেন, "আল্লাহর রাসুল ﷺ-এর গোপনীয় বিষয় কাউকে জানাবে না কখনো।"

একটু পর আনাস ﷺ-এর এক ছাত্র তার কাছে গোপনীয় বিষয়টি জানতে চাইলেন। আনাস ﷺ তখন বললেন, "আল্লাহর শপথ, যদি সে বিষয়টি কাউকে বলতাম, তবে অবশ্যই তোমাকে তা জানাতাম আমি।"'[৮৭৭]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, আনাস ﷺ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে গোপন একটি বিষয় গচ্ছিত রাখলেন। কাউকেই আমি সে বিষয়টি জানাইনি কখনো। আমার মা উম্মে সুলাইম ﷺ জিজ্ঞেস করলে তাকেও জানাইনি।'[৮৭৮]

ইবনে হাজার ﷺ বলেন, 'কতিপয় আলিম বলেন, মনে হয় গোপনীয় বিষয়টি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীদের বিষয়ে ছিল। যদি এ বিষয়টি আদৌ উম্মাহর জন্য উপকারী হতো, তবে আনাস ﷺ অবশ্যই তা প্রকাশ করতেন।'[৮৭৯]

▶ হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয় :

- রাসুলুল্লাহ ﷺ ছিলেন অনুপম চরিত্রের অধিকারী। বিনয় ছিল তাঁর চরিত্রের ভূষণ। তাঁর বিনয়-নম্রতা এতটা উচ্চ ছিল যে, তিনি বাজারে খেলাধুলায় রত শিশুদের পর্যন্ত সালাম দিতেন অনায়াসে।
- কারও পাশ দিয়ে গমন করার সময় যদিও তারা শিশুই হোক না কেন, তাদের সালাম দেওয়া সুন্নাত।
- কোনো শিশু বিশ্বস্ত হলে প্রয়োজনে তাকে গোপন কাজে পাঠানো জায়িজ।

---

৮৭৭. সহিহ মুসলিম : ২৪৮২।
৮৭৮. সহিহুল বুখারি : ৬২৮৯।
৮৭৯. ফাতহুল বারি : ১১/৮২।

- কোনো মানুষের জন্য অন্য কারও গোপনীয় বিষয় কাউকে বলা জায়িজ নয়। এমনকি মা-বাবার কাছেও নয়।
- উম্মে সুলাইম ﵂-এর সুন্দর তরবিয়তের প্রমাণ। কারণ, ছেলে তাকে গোপন কথাটি বলতে অস্বীকার করলে তিনি জোর করে সেটা জানতে চাননি। উল্টো 'রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কোনো গোপনীয়তা কাউকে জানাবে না কখনো' বলে শিশু আনাস ﵁-কে আরও শক্ত ও দৃঢ় করলেন।[৮৮০]

শিশুদের ব্যক্তিত্ব গঠন করতেন

শিশুদের প্রতিপালনের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোর একটি হলো শিশুদের ব্যক্তিত্ব গঠন করা। কিন্তু অধিকাংশ বাবারাই উদাসীন এ ব্যাপারে। অথচ নবিজি ﷺ শিশুদের মর্যাদা দিতেন, তাদের ব্যক্তিত্ব গঠন করতেন তিনি। অনেক ক্ষেত্রে অন্য দশজন বড় ব্যক্তির সাথে যেমন আচরণ করতেন, শিশুদের সাথেও তেমনই ব্যবহার করতেন। এভাবে তাদের ব্যক্তিত্ব গঠনের প্রক্রিয়া চলতে থাকত।

সাহল বিন সায়িদি ﵁ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ পানীয় নিয়ে আসলেন। নিজে কিছুটা পান করলেন। উপস্থিত লোকদের মাঝে সবার ডানে ছিল একটি বালক। আর বাম দিকে ছিল বৃদ্ধরা। রাসুলুল্লাহ ﷺ বালকটিকে বললেন, "বড়দের আগে দেওয়ার জন্য তুমি কি আমায় অনুমতি দেবে?"

সে বলল, "না, আল্লাহর শপথ, হে আল্লাহর রাসুল! আপনার কাছ থেকে আমার পাওনাতে আমি অন্য কাউকে প্রাধান্য দেবো না।"

এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ ছেলেটির হাতে পানীয়ের বাটিটি দিলেন।'[৮৮১]

শিশুদের ব্যক্তিত্বকে সম্মান করার ফলে তারা আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়। তাদের অন্তরে জাগে প্রশান্তির সমীরণ। তাদের প্রতিভায় প্রবৃদ্ধি আসে। অন্যদিকে শিশুদের অবজ্ঞা করতে থাকলে, তাদেরকে তাদের প্রাপ্য মর্যাদা

---

৮৮০. ইবনে উসাইমিন ﵀ কৃত শারহু রিয়াজিস সালিহিন : ৪/৪১-৪৪। ঈষৎ পরিমার্জিত।
৮৮১. সহিহুল বুখারি : ২৩১৯, সহিহু মুসলিম : ২০৩০।

না দেওয়ার ফলে মনের ভেতরে তারা বাধা অনুভব করে। নিচুতা ও হীনতায় পর্যবসিত হয় তাদের ব্যক্তিত্ব। তাদের মনের ভেতর কাজ করে প্রবল হীনম্মন্যতা।

শিশুদের সাথে সর্বদা সত্য বলার ওপর গুরুত্বারোপ করতেন

আব্দুল্লাহ বিন আমর ﷺ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাদের বাড়িতে এলেন। আমার মা আমাকে ডাকতে গিয়ে বললেন, "এদিকে এসো, তোমাকে এ বস্তুটি দেবো।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ তখন তাকে বললেন, "তুমি তাকে কী দিতে চাইছ?"

মা বললেন, "তাকে খেজুর দেবো।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ এবার বললেন, "কিছু না দিয়ে এমনিতে তাকে ডাকার জন্য এ কথাটি বললে তোমার আমলনামায় একটা মিথ্যা লেখা হতো।"'[৮৮২]

এ হাদিস থেকে প্রমাণিত হয়, শিশুরা কাঁদলে সাধারণত মা-বাবারা তাদের কিছু দেওয়ার মিথ্যা কথা বলে বা তাদের কোনো কিছুর ভয় দেখিয়ে কান্না থামায়। তাদের এমন কথা ও কাজ মিথ্যা ও হারাম।[৮৮৩]

সন্তানদের মিথ্যা বললে মা-বাবার প্রতি তাদের দৃঢ়তা নষ্ট হয়ে যায়। ফলে তারা বাবা-মার কথা শোনে না। বাবা-মা যে রকম মিথ্যা কথা বলে, তারাও সেভাবে মিথ্যা বলার প্রতি প্ররোচিত হয়। কারণ, সন্তান বাবা-মার আচার-আচরণ দেখে শেখে। বাবা-মার কথা নয়; বরং তাদের চরিত্রকেই তারা অনুসরণ করে।

তাই সন্তানকে শান্ত করার সময় বা তাদের হাসানো, গল্প বলা, কাহিনি শোনানোর সময় সত্য বলা ওয়াজিব। মিথ্যা নিকৃষ্ট দোষগুলোর একটি। সহজেই যে কেউ মিথ্যা বলতে পারে। কিন্তু বলা যতটা সহজ, এর চিকিৎসা ততটাই কঠিন।

---

৮৮২. সুনানু আবি দাউদ : ৪৯৯১।

৮৮৩. আওনুল মাবুদ : ১৩/২২৯।

পরিশেষে বলব, ছোটদের সাথে আচার-আচরণের ভিত্তি হবে নম্রতা ও মমতা। তাদের সম্মান-মর্যাদা দিতে হবে। তাদের ব্যক্তিত্ব গঠন করতে হবে। তাদের মাঝে সমতাবিধান করতে হবে। আত্মবিশ্বাসী-রূপে তাদের গড়ে তুলতে হবে। তাদের মাঝে মুমিনদের ভালোবাসা জাগিয়ে তুলতে হবে। তাদের পরস্পরের মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ে দিতে হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মানুষ ভিন্ন অন্যান্য সৃষ্টির সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণবিধি

প্রথম পরিচ্ছেদ

জিনদের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ

মহানবি ﷺ জিন-ইনসান উভয় জাতির নিকট প্রেরিত হয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলছেন :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

'আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপই প্রেরণ করেছি।'[৮৮৪]

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا

'মহাকল্যাণময় তিনি, যিনি তাঁর বান্দার ওপর সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী (কিতাব) নাজিল করেছেন; যাতে তিনি বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারেন।'[৮৮৫]

ইমাম তাহাবি ﷺ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ সাধারণভাবে সকল জিন এবং সমস্ত পৃথিবীবাসীর কাছে সত্য, সঠিক পথ ও আলো নিয়ে এসেছেন।'[৮৮৬]

অনেক জিন তাঁর দাওয়াতে সাড়া দিয়েছে

আল্লাহ তাআলা বলেন :

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا - يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِۦ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا

৮৮৪. সুরা আল-আম্বিয়া, ২১ : ১০৭।
৮৮৫. সুরা আল-ফুরকান, ২৫ : ১।
৮৮৬. আল-আকিতাদুত তাহাবি মাআ শারহিহা : ১/১২৫।

'বলো, আমার কাছে ওহি করা হয়েছে যে, জিনদের একটি দল মনোযোগ দিয়ে (কুরআন) শুনে বলেছে, "আমরা এক অতি আশ্চর্যজনক কুরআন শুনেছি। যা সত্য-সঠিক পথ প্রদর্শন করে; যার কারণে আমরা তাতে ইমান এনেছি। আর আমরা কখনো কাউকে আমাদের প্রতিপালকের অংশীদার গণ্য করব না।"'[৮৮৭]

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ - قَالُوا يَاقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ - يَاقَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

'স্মরণ করো, যখন আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম একদল জিনকে, যারা কুরআন পাঠ শুনছিল। যখন তারা তার নিকট উপস্থিত হলো, তারা একে অপরকে বলতে লাগল, "চুপ করে শ্রবণ করো।" যখন কুরআন পাঠ সমাপ্ত হলো, তখন তারা তাদের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গেল সতর্ককারীরূপে। (ফিরে গিয়ে) তারা বলল, "হে আমাদের সম্প্রদায়, আমরা একটি কিতাব (এর পাঠ) শুনেছি, যা মুসার পরে অবতীর্ণ হয়েছে। তা পূর্বেকার কিতাবগুলোর সত্যায়ন করে, সত্যের দিকে আর সঠিক পথের দিকে পরিচালিত করে। হে আমাদের সম্প্রদায়, আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া দাও এবং তাঁর প্রতি ইমান আনো। তাহলে আল্লাহ তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন আর তোমাদের যন্ত্রণাদায়ক আজাব থেকে রক্ষা করবেন।"'[৮৮৮]

---

৮৮৭. সুরা আল-জিন, ৭২ : ১-২।

৮৮৮. সুরা আল-আহকাফ, ৪৬ : ২৯-৩১।

রাসুলুল্লাহ ﷺ জিনদের কুরআন পড়ে শুনিয়েছেন

আলকামা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি ইবনে মাসউদ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম, "জিনের রাতে কেউ কি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলেন?"

ইবনে মাসউদ ﷺ বললেন, "না। তবে এক রাতে আমরা মক্কায় রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ করে আমরা তাঁকে হারিয়ে ফেলি। উপত্যকা, গিরিপথে আমরা তাঁকে খুঁজতে থাকলাম। কিন্তু না পেয়ে আমরা মনে মনে বললাম, "হয়তো জিনেরা তাঁকে উড়িয়ে নিয়ে গেছে বা গোপনে কেউ তাঁকে হত্যা করেছে। সে রাত আমাদের জন্য সবচেয়ে মন্দ রাত ছিল।"

পরের দিন সকালবেলায় দেখলাম, রাসুলুল্লাহ ﷺ হেরা পর্বতের দিক থেকে আসছেন। আমরা বললাম, "ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমরা আপনাকে হারিয়ে হন্যে হয়ে খুঁজলাম। কিন্তু আপনাকে কোথাও পেলাম না। গতরাত আমরা সবচেয়ে মন্দ রাত কাটিয়েছি।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "আমার কাছে জিনদের এক আহ্বায়ক এসেছিল। আমি তার সাথে গেলাম, তারপর তাদের কুরআন পড়ে শোনালাম।"

এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাদের সেখানে নিয়ে গেলেন। তাদের বিভিন্ন চিহ্ন ও আগুনের নিদর্শন আমাদের দেখালেন।

জিনরা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে খাবারের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেছিলেন, "আল্লাহর নামে জবাইকৃত পশুর হাড় তোমাদের খাবার। তোমাদের হাতে সে হাড় আসলে তা আগের চেয়ে বেশি গোশতে পূর্ণ হয়ে যাবে। আর উটের বিষ্ঠা তোমাদের পশুর খাবার।"

এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমরা এ দুটি জিনিস দিয়ে ইসতিনজা করবে না। কারণ, এ দুটি তোমাদের ভাইদের খাবার।"'[৮৮৯]

---

৮৮৯. সহিহ মুসলিম : ৪৫০।

তাদের মনোযোগ দিয়ে কুরআন শোনার প্রশংসা করতেন

জাবির বিন আব্দুল্লাহ ﵄ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবিদের নিকট আসলেন। অতঃপর তাদের সামনে 'সুরা আর-রাহমান' শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করলেন। সাহাবিরা চুপ করে রইলেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "জিনের রাতে আমি এই সুরা তাদের সামনে তিলাওয়াত করেছিলাম। তাদের প্রতিক্রিয়া তোমাদের চেয়ে উত্তম ছিল। যখনই আমি (فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ) "তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?"—এই আয়াত পর্যন্ত পৌঁছাতাম, তারা বলত, "হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা আপনার কোনো নিয়ামতকেই অস্বীকার করতে পারি না। আপনার জন্যই সকল প্রশংসা।"'[৮৯০]

মুমিন জিনদের খাবারের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করতেন

আবু হুরাইরা ﵁ থেকে বর্ণিত, 'তিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর অজুর পানি ও প্রাকৃতিক প্রয়োজনের পানির পাত্র বহন করতেন। একদিন ইসতিনজার পানি নিয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পিছু পিছু আসছিলেন তিনি। রাসুলুল্লাহ ﷺ তখন জিজ্ঞেস করলেন, "কে?" আবু হুরাইরা ﵁ বললেন, "আমি আবু হুরাইরা।" রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "আমাকে কিছু পাথর এনে দাও ইসতিনজা করার জন্য। তবে হাড় ও গোবর আনবে না।"'

আবু হুরাইরা ﵁ বলেন, 'এরপর আমি আমার কাপড়ের এক প্রান্তে কয়েকটি পাথর তুলে আনলাম। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পাশে রেখে চলে এলাম সেখান থেকে। ইসতিনজা সেরে তিনি বের হয়ে এলেন। আমি তখন বললাম, "হাড় ও গোবরের বিষয়টা কী?"

রাসুলুল্লাহ ﷺ উত্তর দিলেন, "এ দুটি জিনের খাবার। নাসিবিনের জিন প্রতিনিধি দল আমার কাছে এসেছিল। বড় ভালো জিন ছিল তারা। আমাকে তাদের খাবার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। আমি তখন আল্লাহর কাছে দোয়া করলাম, তারা যখনই কোনো হাড় ও গোবর পায়, তখন যেন তা খাদ্যে পূর্ণ থাকে।"'[৮৯১]

---

৮৯০. সুনানুত তিরমিজি : ৩২৯১।

৮৯১. সহিহুল বুখারি : ৩৮৬০।

মুমিন জিনদের কষ্ট দেওয়া থেকে সাবধান করতেন

আবু সাইদ খুদরি ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'মদিনার কিছু জিন ইসলাম গ্রহণ করেছে। তোমরা যদি তাদের চিহ্ন দেখে তাদের চিনতে পারো, তবে তিনবার সতর্ক সংকেত দেবে। এরপরও যদি তোমাদের সামনে প্রকাশ পায়, তবে হত্যা করবে জিনকে। কারণ, (সে মুসলিম নয়) সে শয়তান।'[৮৯২]

ইমাম নববি ﵀ বলেন, 'আলিমগণ বলেন, হাদিসের মর্মার্থ হচ্ছে, যখন তোমরা দেখবে, তিনবার সতর্ক করার পরও সে যাচ্ছে না, তবে তোমরা বুঝে নেবে, সে বাড়িঘরের কোনো জীব নয় এবং কোনা মুসলিম জিনও নয়; বরং সে শয়তান জিন। তাকে হত্যা করতে তোমাদের আর কোনো বাধা থাকবে না। তোমরা তাকে হত্যা করবে। প্রতিশোধ নিতে তোমাদের ওপর চড়াও হওয়ার পথ আল্লাহ তার জন্য রাখেননি। অন্যদিকে বাড়িঘরের জীব ও মুমিন জিনের সে শক্তি আছে।'[৮৯৩]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ﵀ বলেন, 'অন্যায়ভাবে কোনো মানুষকে হত্যা করা জায়িজ নেই, তেমনই অন্যায়ভাবে কোনো জিনকেও হত্যা করা জায়িজ নেই। জুলুম সর্বাবস্থায়ই হারাম। কারও ওপর জুলুম করা কখনো হালাল নয়। এমনকি কাফির হলেও তার ওপর জুলুম করা জায়িজ নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ ۚ اعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ
وَاتَّقُوا۟ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

"কোনো সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে কখনো ন্যায়বিচার পরিত্যাগ করো না। সুবিচার করো। এটাই আল্লাহভীতির অধিক নিকটবর্তী। আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা যা করো, নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে অবগত।"' [সুরা আল-মায়িদা : ৮][৮৯৪]

---

৮৯২. সহিহু মুসলিম : ২২৩৬।

৮৯৩. ইমাম নববি ﵀ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ১৪/২৩৬।

৮৯৪. মাজমুউল ফাতাওয়া : ১৯/৪৪।

শয়তানের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতেন

আবু দারদা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ (সালাতে) দণ্ডায়মান ছিলেন। তখন তাঁকে বলতে শুনলাম, "আমি তোমার অনিষ্ট থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" এরপর তিনি বললেন, "আল্লাহ তোমাকে যেভাবে লানত করেছেন, আমি তোমাকে সেভাবে লানত করছি।" এভাবে তিনবার বললেন তিনি। এরপর তাঁর হাত সামনের দিকে বাড়ালেন, যেন তিনি কিছু ধরতে চাইলেন।

সালাত শেষে আমরা বললাম, "হে আল্লাহর রাসুল, আজ সালাতে আপনাকে এমন কিছু বলতে শুনলাম, যা এর আগে বলতে শুনিনি। আরও দেখলাম, আপনি সামনের দিকে হাত প্রসারিত করেছেন।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "আল্লাহর শত্রু ইবলিস আগুনের শিখা নিয়ে এসেছিল আমার সামনে। আমার মুখে আগুন নিক্ষেপের ইচ্ছে ছিল তার। আমি তখন তিনবার বললাম, আমি তোমার অনিষ্ট থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এরপর বললাম, আল্লাহ তোমাকে যেভাবে লানত করেছেন, আমি তোমাকে সেভাবে লানত করছি। তিনবারের একবারও সে পিছু হটেনি। এরপর আমি তাকে ধরে ফেলতে চাইলাম। আল্লাহর শপথ, আমাদের ভাই সুলাইমান যদি দোয়া না করতেন, তবে সে বন্দী হয়ে যেত। আর সকালবেলা দেখতে, মদিনার শিশুরা তাকে নিয়ে খেলাধুলায় মেতে উঠেছে।"'[৮৯৫]

---

৮৯৫. সহিহু মুসলিম : ৫৪২।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পশুপাখির সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ

আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন। সম্মানিত করেছেন তাদের। তাদের অধীন করে দিয়েছেন অন্য সকল জীবজন্তুকে। যাতে প্রয়োজনে এসব ব্যবহার করতে পারে মানুষ। এগুলোর গোশত, দুধ খেয়ে জীবন ধারণ করতে পারে। পশুর পশম ও চামড়া দিয়ে কাপড় তৈরি করে পরতে পারে। তৈরি পোশাকে মানুষ যেন নিজেকে সুশোভিত করতে পারে। আল্লাহর সৃষ্টি এমন কিছু পশু আছে, যেগুলো থেকে মানুষ সুগন্ধি তৈরি করতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ - وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ - وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ - وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

‘তিনি চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে তোমাদের জন্য আছে (শীত) নিবারক, আছে আরও বহু উপকারিতা, আর সেগুলো থেকে তোমরা আহার করো। আর যখন তোমরা গোধূলিলগ্নে ওদের চারণভূমি হতে ঘরে নিয়ে আসো এবং প্রভাতে যখন ওদের চারণভূমিতে নিয়ে যাও, তখন তোমরা ওর সৌন্দর্য উপভোগ করো এবং গৌরব অনুভব করো। আর এগুলো তোমাদের ভার-বোঝা বহন করে—এমন স্থান পর্যন্ত নিয়ে যায়, প্রাণান্তকর ক্লেশ ছাড়া যেখানে তোমরা পৌঁছাতে পারতে না। তোমাদের প্রতিপালক অবশ্যই বড়ই দয়ার্দ্র, বড়ই দয়ালু। তোমাদের আরোহণের জন্য ও

> শোভার জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন অশ্ব, খচ্চর, গর্দভ এবং তিনি সৃষ্টি করেন এমন অনেক কিছু, যা তোমরা অবগত নও।'[৮৯৬]

আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদ ﷺ-কে রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছেন বিশ্ববাসীর জন্য। তাঁর এ রহমত কেবল মানুষদের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়। এ রহমত যেমন বিশ্বের তাবৎ মানুষের জন্য, তেমনই জিন, পশুসহ সকল সৃষ্টির জন্য।

নিজের পালিত জন্তুদের নাম রাখতেন

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উট, ঘোড়া ও খচ্চরসহ বেশ কিছু চতুষ্পদ জন্তু ছিল, যেগুলোর তিনি নামও রাখতেন।

ইবনুল কাইয়িম ﵀ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর জন্তুগুলোর বৃত্তান্ত সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন।

ঘোড়া

সাকাব : রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর একটি ঘোড়ার নাম ছিল সাকাব। বলা হয়, এটি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর মালিকানায় আসা প্রথম ঘোড়া। মুখে সাদা ছোপ ছোপ দাগ ছিল এ ঘোড়ার। ঘোড়ার পায়েও এমন সাদা রং ছিল। ঘোড়ার গায়ের রং ছিল কালো ও লালের মাঝে।

মুরতাজিজ : এ ঘোড়ার গায়ের রং ছিল ধূসর। এক বেদুইন এ ঘোড়ার ব্যাপারে মালিকানা দাবি করেছিল। তখন খুজাইমা বিন সাবিত ﵁ এ ঘোড়া রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর বলে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আরও কয়েকটি ঘোড়ার নাম হচ্ছে, লুহাইফ, লাজ্জাজ, জারব, সাবহা ও ওয়ারদ। এ সাতটি ঘোড়ার ব্যাপারে সিরাতপ্রণেতাদের ঐকমত্য রয়েছে। ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বিন জিমাআহ শাফিয়ি ﵀ এ সাতটি ঘোড়ার নাম একত্র করেছেন একটি কবিতায় :

وَالْخَيْلُ سَكْبٌ لُحَيْفٌ سَبْحَةٌ ظَرِبٌ ... لِزَازُ مُرْتَجِزٌ وَرْدٌ لَهَا اسْرَارُ

খচ্চর

দুলদুল নামের খচ্চরটির গায়ের রং ছিল ধূসর। মিশরের শাসক মুকাওকিস রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে এ খচ্চরটি হাদিয়া দিয়েছিলেন।

আরেকটি খচ্চরের নাম ছিল ফিদ্দাহ্। এ খচ্চরটি ফারওয়া জুজামি হাদিয়া দিয়েছিল রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আরেকটি খচ্চর ছিল। রং ছিল ধূসর। খচ্চরটি আইলা অঞ্চলের শাসকের পক্ষ থেকে হাদিয়া ছিল।

গাধা

তাঁর একটি গাধার নাম ছিল উফাইর। ধূসর রঙের ছিল এটি। কিবতের শাসক মুকাওকিসের পক্ষ থেকে উপহার ছিল এটি।

এ ছাড়াও ফারওয়া জুজামির পক্ষ থেকে হাদিয়া পাওয়া একটি গাধা ছিল তাঁর।

বর্ণিত আছে, সাদ বিন উবাদা رضي الله عنه নবিজি ﷺ-কে একটি গাধা উপহার দিয়েছিলেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ প্রায় সময় এ গাধাতে চড়তেন।

উট

কাসওয়া : বলা হয়, এ উটটিতে করে রাসুলুল্লাহ ﷺ হিজরত করে এসেছিলেন।

আজবা ও জাদআ : আজবা অর্থ হচ্ছে, ভাঙা শিংওয়ালা পশু। আর জাদআ অর্থ হচ্ছে, কান-কাটা পশু। আজবা ও জাদআ স্রেফ নাম ছিল। আদতে এ দুটি উটের ভাঙা শিং বা কান কাটা ছিল না। কিন্তু বলা হয়, একটি উটের কান আসলেই কাটা ছিল। আবার এ বিষয়েও মতভেদও আছে যে, আজবা ও জাদআ কি দুটি উট না একটি উটের দুটি নাম!

আজবা নামের এ উটটিকে কোনো উট হারাতে পারত না। কিন্তু একদিন এক বেদুইন বসার যোগ্য একটি উটে চড়ে আসলো। এ উট দিয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর

সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হলো। রাসুলুল্লাহ ﷺ-ও প্রতিযোগিতা করলেন তার সাথে। বেদুইনের সে উট আজবার আগে চলে গেল। এ দেখে মুসলিমদের মনে বেশ কষ্ট লাগল। দুঃখভরা কণ্ঠে তারা বলল, "আজবা হেরে গেল!"

রাসুলুল্লাহ ﷺ সাহাবিদের মুখে কষ্টের রেখা দেখে বললেন, "এটাই আল্লাহর নীতি। দুনিয়ার সব উত্থানের পর পতন আছেই।"'[৮৯৭]

বদরের দিন 'মাহরি' নামের একটি উট গনিমত হিসেবে পেয়েছিলেন তিনি। আবু জাহেলের ছিল এ উটটি। উটের নাকে রুপার নোলক ছিল। হুদাইবিয়ার দিন মুশরিকদের অন্তর্জালা সৃষ্টির জন্য এ উটটি রাসুলুল্লাহ ﷺ জবাইয়ের জন্য হাদি হিসেবে নিয়েছিলেন।[৮৯৮]

ছাগল

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর মালিকানায় একশটি ছাগল ছিল। তিনি চাইতেন না ছাগলের সংখ্যা বাড়ুক। তাই যখনই ছাগলের একটি বাছুর হতো, তার স্থলে একটি ছাগল জবাই করতেন তিনি। উম্মে আইমান ﷺ-এর কাছে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর দানকৃত আরও সাতটি ছাগল ছিল।[৮৯৯]

লাকিত বিন সাবরাহ ﷺ বলেন, 'একটি প্রতিনিধি দলের সাথে আমরা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসলাম। কিন্তু তাকে তাঁর বাড়িতে পাইনি। বাড়িতে উম্মুল মুমিনিন আয়িশা ﷺ ছিলেন। তিনি আমাদের আপ্যায়নের জন্য খাজিরা[৯০০] তৈরির আদেশ দিলে তা তৈরি করা হচ্ছিল। এদিকে আমাদের কাছে এক পাত্র খেজুর আনা হলো।

এ সময় রাসুলুল্লাহ ﷺ আসলেন। আমাদের বললেন, "তোমাদের আপ্যায়ন করা হয়েছে বা তোমাদের আপ্যায়নের জন্য বলা হয়েছে?"

---

৮৯৭. সহিহুল বুখারি : ২৮৭২।

৮৯৮. সুনানু আবি দাউদ : ১৭৪৯, সুনানু ইবনি মাজাহ : ৩১০০।

৮৯৯. জাদুল মাআদ : ১/১২৮।

৯০০. খাজিরা ময়দা ও গোশতের মিশ্রণে তৈরি খাবার। এ খাবার তৈরির জন্য গোশত ছোট ছোট করে টুকরো করা হয়। এরপর পানি ঢেলে পাকানো শুরু হয়। গোশত পাকানো হয়ে গেলে তার ওপর ময়দা ঢেলে দেওয়া হয়। গোশত ব্যতীত এ খাবারটা তৈরি করলে, তাকে আসিদা বলে।

আমরা বললাম, "হ্যাঁ, আল্লাহর রাসুল।"

এরপর আমরা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বসে রইলাম। তখন রাখাল রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর এক পাল ছাগল খোঁয়াড়ে রাখছিল। রাখালের সাথের একটি ছাগল আওয়াজ করছিল। রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "হে অমুক, আজ কী বাচ্চা জন্মেছে?"

রাখাল জবাব দিল, "একটি মাদি ছাগলছানা।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তবে তার স্থানে একটি ছাগল জবাই করো।"

এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাদের বললেন, "মনে কোরো না যে, তোমাদের জন্য জবাই করছি। আমাদের একশ ছাগল আছে। ছাগলের সংখ্যা এর চেয়ে বাড়ুক, তা আমরা চাই না। তাই যখন কোনো ছাগল প্রসব করে, তখন সদ্যপ্রসূত বাচ্চার স্থলে একটি ছাগল জবাই করা হয়।'[৯০১]

তিনি ঘোড়া ভালোবাসতেন

রাসুলুল্লাহ ﷺ ঘোড়া ভালোবাসতেন, ঘোড়ার যত্ন করতেন এবং অন্যদের এ ব্যাপারে নির্দেশনা দিতেন।

মাকিল বিন ইয়াসার رضي الله عنه বলেন, 'ঘোড়ার চেয়ে অধিক প্রিয় রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে অন্য কিছু ছিল না। এরপর তিনি বলে উঠলেন, "হে আল্লাহ, আমায় ক্ষমা করুন। ভুল বলেছি; বরং তাঁর কাছে স্ত্রীই ছিল অধিক প্রিয়।"'[৯০২]

আনাস বিন মালিক رضي الله عنه বলেন, 'একদিন দেখা গেল, রাসুলুল্লাহ ﷺ চাদর দিয়ে তাঁর ঘোড়ার মুখ মুছে দিচ্ছেন। এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, "ঘোড়ার ব্যাপারে গত রাতে আমাকে তিরস্কার করা হয়েছে।"'[৯০৩]

---

৯০১. সুনানু আবি দাউদ : ১৪২।

৯০২. মুসনাদু আহমাদ : ১৯৮০১। শুআইব আরনাউত رحمه الله-এর মতে হাদিসটি হাসান লি-গাইরিহি। আলবানি رحمه الله বলেন হাদিসটি জইফ।

৯০৩. মুয়াত্তা মালিক : ১০১৯।

আবু ওয়ালিদ সুলাইমান আল-বাজি ﷺ বলেন, 'ঘোড়ার মর্যাদা বর্ণনা করতে, ঘোড়ার রক্ষণাবেক্ষণে বিশেষ দৃষ্টি দিতে এবং ঘোড়ার প্রতি উত্তম আচরণ করার গুরুত্ব বোঝানোর জন্য রাসুলুল্লাহ ﷺ আপন চাদর দিয়ে ঘোড়ার মুখ মুছে দিচ্ছিলেন।

পূর্বে এমন কিছু দেখা যায়নি বলে তাঁর কাছে এ প্রশ্নটি করা হয়েছিল। প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, "ঘোড়ার পরিচর্যা করেন না বলে তাঁকে তিরস্কার করা হয়েছে।" রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর এ কথা থেকে বোঝা যাচ্ছে, ঘোড়ার রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচর্যা ও যত্ন করার প্রতি আরও গুরুত্ব দেওয়ার জন্য তাঁকে তিরস্কার করা হয়েছে। কারণ, ঘোড়া সাওয়াব ও গনিমতের মাধ্যম। ঘোড়ার মাধ্যমে অনেক সাওয়াব এবং যুদ্ধের ময়দানে গনিমত লাভ হয়।'[৯০৪]

জারির বিন আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন, 'আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে দেখলাম, তিনি ঘোড়ার কপালের চুল বিন্যাস করছেন আর বলছেন, "ঘোড়ার কপালে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ নিহিত আছে। কল্যাণগুলো হচ্ছে, প্রতিদান ও গনিমত।"'[৯০৫]

খাত্তাবি ﷺ-সহ মুহাদ্দিসগণ বলেন, 'কপাল বলে এখানে পুরো ঘোড়া উদ্দেশ্য। এ হাদিস থেকে বোঝা যায়, ঘোড়া লালনপালন করা মুসতাহাব। যুদ্ধের জন্য এবং আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে কিতাল করার উদ্দেশ্যে ঘোড়া ক্রয় করা ও প্রস্তুত করা শরিয়তে প্রশংসনীয় কাজ। ঘোড়া অনেক কল্যাণ ও মর্যাদার অধিকারী। আর এ হাদিস থেকে আরও বোঝা যায়, কিয়ামত পর্যন্ত জিহাদ চলমান থাকবে।'[৯০৬]

শিকাল ঘোড়া অপছন্দ করতেন তিনি

আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ শিকাল ঘোড়া অপছন্দ করতেন।'[৯০৭]

শিকাল হচ্ছে, ঘোড়ার পেছনের ডান পা ও সামনের বাম পায়ে সাদা রঙের ছটা থাকা। অথবা সামনের ডান পা ও পেছনের বাঁ পায়ে সাদা রঙের ছটা থাকা।

---

৯০৪. আল-মুনতাকা শারহুল মুয়াত্তা : ৩/২১৬।

৯০৫. সহিহ মুসলিম : ১৮৭২।

৯০৬. ইমাম নববি ﷺ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ১৩/১৬।

৯০৭. সহিহ মুসলিম : ১৮৭৫।

আবু উবাইদ ﷺ ও অধিকাংশ ভাষা বিশেষজ্ঞগণ বলেন, 'তিন পা সাদা-শুভ্র এবং এক পা সাধারণ বর্ণের হলে সে ঘোড়াকে শিকাল বলে। অধিকাংশ সময় শিকাল ঘোড়ার তিন পা এক রঙের হয়। এ ব্যাপারে এ ছাড়াও অনেক অভিমত পাওয়া যায়।

একটি মত হচ্ছে, এ রকম ঘোড়ার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতায় পাওয়া গেছে যে, এগুলো অভিজাত ঘোড়া হয় না।'[৯০৮]

বিড়ালকে খাওয়াতেন, পান করাতেন এবং আদর করতেন

আয়িশা ﷺ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ বিড়ালের জন্য পানির পাত্র রাখতেন। বিড়াল পানি পান করে নিলে বাকি পানি দিয়ে অজু করে নিতেন তিনি।'[৯০৯]

আয়িশা ﷺ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "বিড়াল অপবিত্র প্রাণী নয়। বিড়াল তোমাদের ঘরে আসা-যাওয়া করে এমন একটি প্রাণী। আর আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি, বিড়ালের পান করা পানির অবশিষ্টাংশ দিয়ে অজু করেছেন তিনি।'[৯১০]

কাব বিন মালিক ﷺ-এর মেয়ে কাবশা ﷺ ছিলেন আবু কাতাদা ﷺ-এর পুত্রবধূ। তিনি বলেন, 'একবার আবু কাতাদা ﷺ বাইরে থেকে এলে আমি তাঁকে অজুর পানি দিলাম। এ সময় একটি বিড়াল এসে পাত্র থেকে পান করতে লাগলে আবু কাতাদা ﷺ পাত্রটা হেলিয়ে ধরলেন বিড়ালের জন্য। বিড়াল পানি পান করে নিল। কাবশা ﷺ বলেন, "আবু কাতাদা ﷺ দেখলেন, আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে আছি। তিনি বললেন, "তুমি দেখছি, আশ্চর্য হয়েছ!" আমি বললাম, "জি।" তিনি বললেন, "রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "বিড়াল অপবিত্র প্রাণী নয়। সে তো তোমাদের ঘরে আসা-যাওয়া করে এমন একটি প্রাণী।"''[৯১১]

---

৯০৮. ইমাম নববি ﷺ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ১৩/১৯।

৯০৯. তাবারানি ﷺ কৃত আল-আওসাত : ৭৯৪৯।

৯১০. সুনানু আবি দাউদ : ৭৬।

৯১১. সুনানু আবি দাউদ : ৭৫, সুনানুত তিরমিজি : ৯২, সুনানুন নাসায়ি : ৮৬, সুনানু ইবনি মাজাহ : ৩৬৭।

ইমাম বাগাবি ﵀ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ হয়তো বিড়ালের সাদৃশ্য দিয়েছেন দাস-দাসীর সাথে। দাস-দাসী সেবার জন্য রাখা হয়। তারা সেবা করার জন্য পরিবারের বিভিন্ন সদস্যের কাছে যাওয়া-আসা করে। পরিবারের মাঝে তাদের আনাগোনা থাকে। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন, (طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ) অর্থাৎ "তোমাদের একজনকে অন্যজনের নিকট তো যাতায়াত করতেই হয়।" [সুরা আন-নুর, ২৪ : ৫৮]

অথবা হতে পারে রাসুলুল্লাহ ﷺ বিড়ালকে তাদের সাথে সাদৃশ্য দিয়েছেন, যারা কোনো প্রয়োজনের জিনিসটি নেওয়ার জন্য এসে থাকে। মূল কথা হচ্ছে, যে মানুষটি কোনো প্রয়োজনে এসে থাকে, তার প্রয়োজন মেটানো যেমন সাওয়াবের কাজ, তেমনই বিড়ালের প্রয়োজন মেটানোও সাওয়াবের কাজ।'[৯১২]

প্রাণীদের কষ্ট দিতে নিষেধ করতেন

কোনো প্রাণীর ওপর অতিরিক্ত কাজের বোঝা চাপাতে, প্রাণীকে ক্ষুধার্ত রাখতে ও কষ্ট দিতে নিষেধ করতেন।

আব্দুল্লাহ বিন জাফর ﵁ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ একদিন আমাকে তাঁর বাহনের পেছনে বসিয়ে নিলেন। ...এরপর তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার জন্য এক আনসারি সাহাবির বাগানে প্রবেশ করলেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ সেখানে একটি উট দেখতে পেলেন। উটটি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে দেখতে পেয়ে কাঁদতে শুরু করল। তার চোখ থেকে পানি গড়িয়ে পড়তে থাকল। রাসুলুল্লাহ ﷺ তার কাছে আসলেন। উটের মাথার পেছনে হাত বুলিয়ে দিলে উটটি কান্না থামাল। রাসুলুল্লাহ ﷺ এবার জোর আওয়াজে বলতে লাগলেন, "এ উটটি কার? এ উটের মালিক কে?"

তখন এক আনসারি যুবক এগিয়ে এল। বলল, "আমার, হে আল্লাহর রাসুল।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, "এ প্রাণীটি আল্লাহ তোমার মালিকানায় দিয়েছেন। তুমি কি এ অবলা প্রাণীর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো না?

---

৯১২. শারহুস সুন্নাহ : ২/৭০। ঈষৎ পরিমার্জিত।

প্রাণীটি আমার কাছে অভিযোগ করছে যে, তুমি তাকে ক্ষুধার্ত রাখো, তাকে কষ্ট দাও।"'[৯১৩]

সাহল বিন হানজালিয়া ﵁ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ একটি উটের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। দেখলেন, ক্ষুধায় পিঠের সাথে পেট লেগে আছে উটটির। তিনি বললেন, "তোমরা এ অবলা প্রাণীর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। সুস্থ-সবল প্রাণীর ওপর আরোহণ করবে। সুন্দররূপে ভক্ষণ করবে।"'[৯১৪]

আলকামি ﵀ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর এ বাণীর মর্ম হচ্ছে, এসব প্রাণী কথা বলতে পারে না যে, ক্ষুধার কথা তোমাদের বলবে। তৃষ্ণার সময় পানি চাইবে। ক্লান্তি ও কষ্টের সময় মুখ ফুটে ব্যথার কথা জানাবে। তাই তোমরা এসব বিষয়ে খেয়াল রাখো এবং তাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো।

(সুন্দররূপে ভক্ষণ করবে) : অর্থাৎ প্রাণীগুলো যখন খাওয়ার উপযুক্ত হবে, হৃষ্টপুষ্ট হবে, তখন সেগুলো জবাই করে খাবে।'[৯১৫]

মুআজ বিন আনাস ﵁ বলেন, 'একদিন রাসুলুল্লাহ ﷺ বাহনে উপবিষ্ট একদল লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাদের বললেন, "তোমরা সুস্থ-সবল প্রাণীর ওপর আরোহণ করো। সুস্থ অবস্থায় বিরাম দাও তাদের। রাস্তায় ও বাজারে আলাপচারিতার জন্য আরোহণের প্রাণীকে চেয়ার হিসেবে ব্যবহার করবে না। কেননা, অনেক বাহন আল্লাহকে অধিক স্মরণ করার কারণে তার আরোহীর চাইতে উত্তম হয়ে থাকে।'[৯১৬]

আবু হুরাইরা ﵁ বলেন, 'নবিজি ﷺ বলেছেন, "তোমরা তোমাদের বাহনের পশুগুলোকে কথা বলার আসন বানানো থেকে বিরত থাকো। কারণ, তোমরা যেন কষ্টহীনভাবে এক শহর থেকে অন্য শহরে গমন করতে পারো, সে জন্য আল্লাহ এগুলোকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। জমিনকে তোমাদের

---

৯১৩. সুনানু আবি দাউদ : ২৫৪৯।
৯১৪. সুনানু আবি দাউদ : ২৫৪৮।
৯১৫. আওনুল মাবুদ : ৭/১৫৮।
৯১৬. মুসনাদু আহমাদ : ১৫২১৯।

জন্য বাসযোগ্য করেছেন। অতএব, তোমরা জমিনের ওপর বসেই তোমাদের প্রয়োজন পূরণ করো।'[৯১৭]

বাহন-জন্তুর প্রতি নম্রতা অবলম্বনের নির্দেশ দিতেন

শুরাইহ বিন হানি ﵀ বলেন, 'আয়িশা ﵂ একটি উটের ওপর চড়লেন। উটটি ছিল কঠোর স্বভাবের। তাই আয়িশা ﵂ কঠিনভাবেই উটটিকে এদিক-ওদিক ফেরাচ্ছিলেন। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমার উচিত নম্রতা অবলম্বন করা।"'[৯১৮]

আবু হুরাইরা ﵁ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যখন তোমরা উর্বর ভূমি দিয়ে সফর করো, তখন উটকে তার অংশ দাও। আর যখন তোমরা শুষ্ক ও খরা প্রান্তর ধরে সফর করো, তখন দ্রুত সফর করো। রাতের বেলার বিশ্রামের সময় রাস্তায় অবতরণ করবে না। কেননা, রাতের রাস্তা ক্ষতিকর জন্তু ও কীটে ভরা থাকে।"'[৯১৯]

উর্বর ভূমি বলতে অধিক চারণভূমি ও ঘাসবহুল অঞ্চল বোঝানো হয়েছে। শুষ্ক ও খরা প্রান্তর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, বৃষ্টিহীন ও দুর্ভিক্ষকবলিত অঞ্চল।

হাদিসের মর্মার্থ : হাদিসে আরোহণের প্রাণীর প্রতি সদয় হওয়া, প্রাণীর কল্যাণের প্রতি খেয়াল রাখার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। হাদিসে বলা হয়েছে, যদি তোমরা উর্বর অঞ্চল ধরে সফর করো, তবে সফরের মাঝে বিশ্রাম দাও। বাহনের প্রাণীটিকে কিছু সময়ের জন্য চারণভূমিতে ছেড়ে দাও। প্রাণীটি চাহিদামতো খেয়ে নেবে। সামনে চলার জন্য প্রস্তুত হবে।

আর যদি দুর্ভিক্ষকবলিত অঞ্চল দিয়ে সফর করতে হয়, তবে দ্রুত গতিতে চলতে থাকো। যাতে উদ্দিষ্ট স্থানে তাড়াতাড়ি পৌঁছা যায় এবং আরোহণের প্রাণীর গায়ে কিছুটা শক্তি অবশিষ্ট থাকে। এ সময়ে সফরের মাঝে বিরতি দিয়ো না। হতে পারে এতে প্রাণীটির ক্ষতি হবে। কারণ, বিরতির সময়

---

৯১৭. সুনানু আবি দাউদ : ২৫৬৭।

৯১৮. সহিহু মুসলিম : ২৫৯৪।

৯১৯. সহিহু মুসলিম : ১৯২৬।

প্রাণীটি চারণভূমি তালাশ করে না পেয়ে দুর্বল হয়ে পড়বে। কখনো-বা ক্লান্ত হয়ে চলার শক্তি হারিয়ে ফেলবে।

সফরের সময় সাধারণত রাতের শেষ প্রহরে ঘুম ও বিশ্রামের জন্য বিরতি দেওয়া হয়। রাসুলুল্লাহ ﷺ এ হাদিসে বলেছেন, 'রাতের বেলার বিশ্রামের সময় রাস্তায় অবতরণ করবে না। কেননা, রাতের রাস্তা ক্ষতিকর জন্তু ও কীটে ভরা থাকে।' সফর ও সফরের বিশ্রামের আদব এটি। রাতের বেলার রাস্তা ঘেরা থাকে বিভিন্ন বিষধর ও হিংস্র কীটপতঙ্গে। রাতের বেলা তাদের চলার জন্য সুবিধাজনক। রাস্তায় পড়ে থাকা হাড়গোড়সহ বিবিধ খাদ্য এরা কুড়িয়ে নেয়। কেউ যদি রাতের বেলা রাস্তার পাশে কাটাতে চায়, তবে এগুলোর শিকার হয়ে পড়ে। তাই রাতের বেলায় সফরের অবতরণের জন্য রাস্তা মোটেই নিরাপদ নয়। উচিত হচ্ছে, রাস্তা থেকে দূরে গিয়ে বিশ্রাম নেওয়া।[৯২০]

জন্তুকে কষ্ট দেওয়া জাহান্নামে প্রবেশের কারণ

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'জন্তুকে কষ্ট দেওয়াটা অনেক সময় জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হবে।'

আব্দুল্লাহ বিন উমর ﷺ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "একটি বিড়ালকে কষ্ট দেওয়ার কারণে এক নারীকে আজাব দেওয়া হয়েছে। সে বিড়ালটিকে বেঁধে রেখেছিল। না তাকে খাবার দিয়েছিল, না পানি দিয়েছিল। জমিনের কীটপতঙ্গ খেয়ে বাঁচার জন্য তাকে একটু ছেড়েও দেয়নি। ফলে বিড়ালকে কষ্ট দেওয়ার কারণে সে জাহান্নামে প্রবেশ করেছে।"'[৯২১]

ইমাম নববি ﷺ বলেন, 'এ হাদিস প্রমাণ করে, বিড়াল হত্যা করা হারাম এবং খাদ্য-পানীয় না দিয়ে বিড়ালকে আটকে রাখাও হারাম।'[৯২২]

---

৯২০. ইমাম নববি ﷺ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ১৩/৬৯।

৯২১. সহিহুল বুখারি : ৩৪৮২, সহিহু মুসলিম : ২২৪২।

৯২২. ইমাম নববি ﷺ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ১৪/২৪০।

পশুপাখির প্রতি সদয় হওয়া জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'পশুপাখির প্রতি সদয় হওয়া জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম।' আবু হুরাইরা ﵁ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "একদা এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ভীষণ পিপাসার্ত হয়ে পড়ল। সে একটি কূপ দেখে সেখানে নেমে পানি পান করে আবার ওপরে উঠে আসলো। তখন লোকটি দেখতে পেল, একটি কুকুর হাঁপাচ্ছে আর পিপাসার জ্বালায় মাটি খাচ্ছে। সে নিজে নিজে বলে উঠল, পিপাসার তাড়নায় আমার যেই অবস্থা হয়েছিল, এই কুকুরটিরও একই অবস্থা হয়েছে। অতঃপর সে পুনরায় কূপে নেমে তার মোজার মধ্যে পানি ভরে নিল। মুখে পানিভর্তি মোজা ধরে নিয়ে কূপ থেকে উঠে এল। এরপর কুকুরকে পানি পান করিয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করল।

কুকুরটি আল্লাহর কাছে লোকটির জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করল এবং আল্লাহ তাআলা এই অসিলায় লোকটিকে মাফ করে দিলেন।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কথা শুনে সাহাবায়ে কিরাম বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল, চতুষ্পদ জন্তুর উপকার করলে আমাদের জন্য কোনো প্রতিদান আছে?"

উত্তরে রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "প্রত্যেক তাজা কলিজার অধিকারীর (জীবিত প্রাণী) ক্ষেত্রেই প্রতিদান রয়েছে।"'[৯২৩]

অর্থাৎ প্রতিটি জীবিত প্রাণীকে পান করানো, আহার করানোসহ প্রভৃতি কল্যাণময় কাজে প্রতিদান রয়েছে। হাদিসে তাজা কলিজার অধিকারী বলার কারণ হচ্ছে, জীব মারা গেলে তার দেহ ও কলিজা শুকিয়ে যায়।

দাউদি ﵀ বলেন, 'তাজা কলিজার অধিকারী অর্থাৎ প্রতিটি জীবিত প্রাণীর উপকার করলে প্রতিদান রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে। এ কথাটি সকল প্রাণীর ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য।'

ইমাম নববি ﵀ বলেন, 'প্রাণীদের উপকার করার এ ব্যাপকতার সীমা সম্মানযোগ্য প্রাণীগুলোর সাথে বিশেষায়িত। আর এগুলোকেও ততক্ষণ

৯২৩. সহিহুল বুখারি : ২৩৬৩, সহিহু মুসলিম : ২২৪৪।

পর্যন্ত মারা হবে না, যতক্ষণ না শরয়ি কোনো কারণ পাওয়া যায়। এসব প্রাণী চাই নিজের মালিকানাধীন হোক বা অন্য কারও মালিকানাধীন কিংবা মালিকানাহীন হোক—সর্বাবস্থায়ই এগুলোকে পানি পান করানো, কিছু খেতে দেওয়াসহ প্রভৃতি উপায়ে এগুলোর প্রতি সদাচরণ করা সাওয়াবের কাজ।'[৯২৪]

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "একটি কুকুরের পিপাসায় জান যায় যায় অবস্থা। বেচারা একটি কুয়ার পাশে ঘোরাঘুরি করছে তৃষ্ণায় কাতর হয়ে। তখন বনি ইসরাইলের পতিতাদের এক পতিতা তাকে দেখতে পেল। সে নিজের মোজা কুয়াতে ফেলে পানি তুলে আনল। আর কুকুরটিকে পানি পান করতে দিল। তার এ সদাচরণ দেখে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হলো।"'[৯২৫]

জীবজন্তুকে খাওয়ালে কল্যাণ রয়েছে

আনাস বিন মালিক ﷺ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কোনো মুসলিম চারা রোপণ করলে বা ফসল ফলালে তা থেকে পাখি, মানুষ বা চতুষ্পদ জন্তু খেলে রোপণকারীর জন্য তা সাদাকা হবে।"'[৯২৬]

মা পাখি ও তার ছানার মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাতে নিষেধ করতেন

ইবনে মাসউদ ﷺ বলেন, 'আমরা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম একটি সফরে। তিনি তাঁর প্রয়োজন সারতে আমাদের থেকে আলাদা হলেন। এ সময় আমরা হুম্মারা পাখির[৯২৭] সাথে দুটি ছানা দেখলাম। ছানাদুটি নিয়ে নিলাম আমরা। পাখিটি এসে তখন ডানা ঝাপটাতে শুরু করল।

রাসুলুল্লাহ ﷺ এসে এ অবস্থা দেখলেন। তিনি বললেন, "এ পাখিটির সাথে তার সন্তানদের বিচ্ছেদ ঘটাল কে? তোমরা তার ছানাগুলো তাকে ফিরিয়ে দাও।"

---

৯২৪. ইমাম নববি ﷺ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ১৪/২৪১।

৯২৫. সহিহুল বুখারি : ৩৪৬৭, সহিহু মুসলিম : ২২৪৫।

৯২৬. সহিহুল বুখারি : ২৩২০, সহিহু মুসলিম : ১৫৫৩।

৯২৭. হুম্মারা চড়ুই'র মতো ছোট জাতের পাখি।

এরপর তিনি দেখলেন, পিঁপড়ার একটি ঢিবি পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "এটি কে পোড়াল?"

সাহাবিগণ উত্তর দিলেন, "আমরা।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "আগুনের রব ছাড়া আগুন দিয়ে শাস্তি দেওয়ার অন্য কারও অধিকার নেই।"'[৯২৮]

খাত্তাবি ﷺ বলেন, 'এ হাদিস প্রমাণ করে ভীমরুলের বাসা পোড়ানোও শরিয়তের দৃষ্টিতে মাকরুহ। কারণ, এর তেমন প্রয়োজনীয়তা নেই। পোড়ানো ছাড়াই অন্যভাবে ভীমরুল থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

পিঁপড়া দুই ধরনের হয়ে থাকে। ক্ষতিকর পিঁপড়া মারা স্বাভাবিকভাবে জায়িজ। কিন্তু যে পিঁপড়া ক্ষতিকর নয়, সেগুলো মারা জায়িজ নয়। এ পিঁপড়াগুলোর পা লম্বা লম্বা হয়ে থাকে।'[৯২৯]

তির বা অন্য কিছু দিয়ে গৃহপালিত জন্তু মারতে নিষেধ করেছেন

হিশাম বিন জাইদ ﷺ বলেন, 'আনাস ﷺ-এর সাথে আমি হিকাম বিন আইউব ﷺ-এর বাড়িতে এলাম এবং দেখলাম, কিছু কিশোর বা তরুণ ছেলে একটি মুরগি বেঁধে তার দিকে তির তাক করে আছে মারার জন্য।' এ দেখে আনাস ﷺ বললেন, 'নবিজি ﷺ জন্তুদের বেঁধে তাদের দিকে তির নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন।'[৯৩০]

আব্দুল্লাহ বিন উমর ﷺ একবার ইয়াহইয়া বিন সাইদ ﷺ-এর কাছে গেলেন। সেখানে দেখতে পেলেন ইয়াহইয়া ﷺ-এর পরিবারের এক ছেলে একটি মুরগিকে বেঁধে তির নিক্ষেপ করছে। ইবনে উমর ﷺ এগিয়ে এসে মুরগিটিকে ছাড়িয়ে নিলেন। এরপর মুরগি ও ছেলেকে সাথে করে নিয়ে আসলেন। বললেন, 'তোমরা পশুপাখিদের এভাবে বেঁধে হত্যা করার জন্য তির নিক্ষেপ

---

৯২৮. সুনানু আবি দাউদ : ২৬৭৫।

৯২৯. আওনুল মাবুদ : ৭/২৪০।

৯৩০. সহিহুল বুখারি : ৫৫১৩, সহিহু মুসলিম : ১৯৫৬।

করতে তোমাদের ছেলেদের নিষেধ করবে। কারণ, পশুপাখি প্রভৃতিকে বেঁধে তির নিক্ষেপে হত্যা করার ব্যাপারে নবিজি ﷺ-এর নিষেধাজ্ঞা শুনেছি আমি।'[৯৩১]

সাইদ বিন জুবাইর ﵀ বলেন, 'ইবনে উমর ﵁ কিছু কুরাইশ তরুণের পাশ দিয়ে গমন করছিলেন। তখন তিনি দেখতে পেলেন, ছেলেরা একটি পাখিকে বেঁধে রেখে তার দিকে তির নিক্ষেপ করছে। প্রতিটি ব্যর্থ নিশানার পরিবর্তে তারা পাখির মালিককে একটি করে তির দিচ্ছে। ইবনে উমর ﵁-কে দেখে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তখন তিনি বলেন, "এ কাজটা কে করেছে? যে এ কাজ করেছে, তার ওপর আল্লাহর অভিশাপ। প্রাণ আছে, এমন কিছুকে তির-নিশানাবাজির লক্ষ্যবস্তু বানায় যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে অভিশাপ দিয়েছেন।"'[৯৩২]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'যে ব্যক্তি জীবজন্তুকে লক্ষ্যভেদের উপকরণ বানায়, তার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ।'[৯৩৩]

ইমাম নববি ﵀ বলেন, 'অর্থাৎ যেভাবে তোমরা চামড়া ও অন্যান্য বস্তুকে লক্ষ্যভেদের অনুশীলনের জন্য লক্ষ্যস্থল হিসেবে ব্যবহার করো, জীবজন্তুকে সেভাবে লক্ষ্যস্থল হিসেবে ব্যবহার কোরো না। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর এ নিষেধাজ্ঞা হারামের অর্থে। এ জন্যই ইবনে উমর ﵁-এর বর্ণনায় এমন কর্মের কর্তার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ দেওয়া হয়েছে। কারণ, এমন কর্ম জীবজন্তুকে শাস্তি দেওয়ার নামান্তর। এমন করলে সামনে থাকা প্রাণীটির জীবন বিপন্ন হয়। এমন কর্ম সম্পদের অপচয়। তির নিক্ষেপের পর জবাই না করা গেলে হালাল খাবারের একটা উৎস নষ্ট হয়ে গেল। আর যদি জবাই যোগ্য না হয়, তবে এ জীবের উপকার থেকে বঞ্চিত হতে হলো।'[৯৩৪]

---

৯৩১. সহিহুল বুখারি : ৫৫১৪।

৯৩২. সহিহুল বুখারি : ৫৫১৫, সহিহ মুসলিম : ১৯৫৮।

৯৩৩. সুনানুন নাসায়ি : ৪৪৪২।

৯৩৪. ইমাম নববি ﵀ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ১৩/১০৮।

পশুর মুখে চিহ্ন আঁকতে এবং প্রহার করতে নিষেধ করতেন

জাবির বিন আব্দুল্লাহ ﵁ বলেন, 'নবিজি ﷺ-এর পাশ দিয়ে কিছু গাধা হেঁটে গেল। সেগুলোর গালে চিহ্ন আঁকা ছিল। এ দেখে তিনি বললেন, "যে লোক এ চিহ্ন এঁকেছে, আল্লাহ তাকে অভিশপ্ত করুন।"'[৯৩৫]

দ্বিতীয় এক বর্ণনায় এসেছে, 'গাধাগুলোকে দেখার পর রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "যে ব্যক্তি পশুর মুখে দাগ অঙ্কন করে অথবা পশুর মুখে প্রহার করে, আমি তাকে অভিশাপ দিয়েছি—তোমাদের কাছে কি এ সংবাদ পৌঁছেনি?'[৯৩৬]

ইমাম নববি ﵀ বলেন, 'মানুষ, গাধা, ঘোড়া, উট, খচ্চর, ছাগলসহ অন্যান্য সম্মানযোগ্য প্রাণীর মুখে আঘাত করা নিষিদ্ধ। তবে তো মানুষের মুখে আঘাত করা আরও মারাত্মক পাপ। কারণ, মানুষের সৌন্দর্য তার মুখে নিহিত। চেহারায় আঘাত করা বড়ই স্পর্শকাতর একজন মানুষের জন্য। কারণ, চেহারায় প্রহার করলে প্রহারের প্রভাব স্পষ্ট দেখা যায়। কখনো তা লজ্জার বিষয় হয়ে দাঁড়ায় প্রহৃত ব্যক্তির জন্য। কখনো-বা ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াতে পারে প্রহৃত ব্যক্তির দেহের কোনো প্রত্যঙ্গের জন্য।

অন্যদিকে উল্লেখিত হাদিসগুলোর মাধ্যমে প্রমাণিত যে, পশুর চেহারায় দাগ দেওয়া নিষিদ্ধ কর্ম। মানুষের সম্মানের জন্য মানুষের মুখে দাগ আঁকাও হারাম। আর এমন কাজের কোনো প্রয়োজনও নেই। তাই মানুষের মুখে দাগ এঁকে তাকে কষ্টে ফেলা জায়িজ নেই।

মানুষ ভিন্ন অন্য প্রাণীগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের মাজহাবের একদল আলিম বলেন, 'এমন কাজ মাকরুহ।' ইমাম বাগাবি ﵀ 'এমন কাজ জায়িজ নেই' বলে দলিল উল্লেখ করে হারাম হওয়া সাব্যস্ত করেন। আর হারাম হওয়াই অধিক স্পষ্ট। কারণ, নবিজি ﷺ এমন কাজকারীকে অভিশাপ দিয়েছেন। আর কোনো কাজের কারণে অভিশাপ দেওয়া, সে কাজটি হারাম হওয়া প্রমাণিত করে।

---

৯৩৫. সহিহু মুসলিম : ২১১৭।

৯৩৬. সুনানু আবি দাউদ : ২৫৬৪।

অন্যদিকে, জীবজন্তুর মুখ ছাড়া দেহের অন্য জায়গায় দাগ আঁকা আমাদের মতে কোনো মতানৈক্য ছাড়াই জায়িজ। তবে জাকাত ও জিজিয়ার পশুগুলোকে চিহ্নিত করার জন্য দাগ এঁকে দেওয়া মুসতাহাব। এ ছাড়া অন্য কাজের পশুগুলোর মুখভিন্ন অন্য অঙ্গে চিহ্ন আঁকা মুসতাহাবও নয়, আবার নিষিদ্ধও নয়।

অভিধান-প্রণেতাদের মতে, দাগ আঁকার অর্থ হচ্ছে, সেঁক দিয়ে চিহ্ন দেওয়া।'[৯৩৭]

জীবজন্তুর অঙ্গ বিকৃতি ঘটাতে নিষেধ করতেন

আব্দুল্লাহ বিন জাফর ﵁ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ একদল মানুষের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি দেখলেন, কিছু লোক তির নিক্ষেপ করছে একটি ভেড়ার দিকে। এ কাজটা তাঁর বেজায় অপছন্দ হলো। তিনি বললেন, "তোমরা পশুদের তির নিক্ষেপের লক্ষ্যবস্তু বানিও না" বা বললেন, "এভাবে তাদের অঙ্গবিকৃতি করো না।"'[৯৩৮]

বিনা প্রয়োজনে পশু খাসি করতে নিষেধ করতেন

ইবনে উমর ﵁ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ ঘোড়া ও চতুষ্পদ জন্তু খাসি করতে নিষেধ করেছেন।'[৯৩৯]

ইমাম কুরতুবি ﵀ বলেন, 'বিনা প্রয়োজনে পশু খাসি করা নিষিদ্ধ। তবে গোশতের পরিশুদ্ধি বা পশুর কোনো ক্ষতি প্রতিরোধে প্রয়োজনে খাসি করা জায়িজ।'[৯৪০]

ইমাম নববি ﵀ বলেন, 'অভক্ষণযোগ্য পশুর খাসি করা হারাম। ভক্ষণযোগ্য পশু ছোট থাকতে খাসি করা যায়, বড় হয়ে গেলে আর জায়িজ নেই।'[৯৪১]

আয়িশা ﵂ ও আবু হুরাইরা ﵁ থেকে বর্ণিত, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ যখন কুরবানি করার ইচ্ছে করতেন, তিনি দুটি বড়, মোটাতাজা, শিংযুক্ত, ধূসর ও খাসিকৃত

---

৯৩৭. ইমাম নববি ﵀ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ১৪/৯৭।
৯৩৮. সুনানুন নাসায়ি : ৪৪৪০।
৯৩৯. মুসনাদু আহমাদ : ৪৭৫৫।
৯৪০. আল-মুফহিম লিমা উশকিলা মিন তালখিসি কিতাবি মুসলিম : ১২/১২৭।
৯৪১. ফাতহুল বারি : ৯/১১৯।

মেষ কিনতেন। এরপর একটিকে জবাই করতেন তাঁর উম্মতের সে সদস্যের পক্ষ থেকে, যে তাওহিদের সাক্ষ্য দিয়েছে এবং নবুওয়াতের সাক্ষ্য দিয়েছে। আর অপরটি মুহাম্মাদ ﷺ-এর ও তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে জবাই করতেন।'[৯৪২]

নিরীহ জীবজন্তু হত্যা করতে নিষেধ করতেন

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা. বলেন, 'নবিজি ﷺ চার পশু হত্যা করতে নিষেধ করেছেন—পিঁপড়া, মৌমাছি, হুদহুদ ও সারদ[৯৪৩] পাখি।'[৯৪৪]

সেসব পিঁপড়া হত্যা করা নিষেধ, যেগুলো কোনো ক্ষতি করে না। মৌমাছি তো উপকারী আমাদের জন্য। মৌচাক থেকে আমরা মধু পাই, মোমবাতি তৈরির উপাদান পাই। অন্যদিকে হুদহুদ ও সারদের গোশত হারাম হওয়ার কারণে এগুলো হত্যা করা হারাম। হুদহুদ দুর্গন্ধময়। আর সারদকে জাহিলি যুগে কুলক্ষণে ভাবা হতো। সারদ ও সারদের আওয়াজকে কুলক্ষণে মনে করত আরবরা। তাদের মন থেকে এ কুসংস্কার নির্মূল করার জন্য তাদের হত্যা করা নিষেধ করা হয়েছে।[৯৪৫]

ক্ষতিকর জীবজন্তু হত্যার আদেশ দিতেন

আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'পাঁচটি পশুপাখি পঙ্কিল-পাপাচারী (ফাসিক)। এসব হারামের সীমার ভেতর ও বাইরে হত্যাযোগ্য : কাক, চিল, হিংস্র কুকুর, বিচ্ছু ও ইঁদুর।'[৯৪৬]

সহিহ মুসলিমের অপর এক বর্ণনায়, 'বিচ্ছু'র পরিবর্তে 'সাপ'-এর কথা উল্লেখ আছে। আরেকটি বর্ণনায়, কাকের সাথে সাদা-কালো বিশেষণ উদ্ধৃত হয়েছে।

ইমাম নববি রহ. বলেন, 'আলিমদের ঐকমত্য অনুযায়ী এসব পশুপাখিকে হারাম এলাকার ভেতরে ও বাইরে এবং ইহরাম পরিধানকৃত অবস্থায়ও হত্যা

---

৯৪২. সুনানু ইবনি মাজাহ : ৩১২২।
৯৪৩. সারদ হচ্ছে, বড় মাথা ও ঠোঁটওয়ালা পাখি। এ পাখির পালকের অর্ধেক সাদা ও অর্ধেক কালো হয়ে থাকে। –আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৩/২১। 'এ পাখির ইংরেজি নাম : Sparrow-Hawk
৯৪৪. সুনানু আবি দাউদ : ৫২৬৭।
৯৪৫. মিরকাতুল মাফাতিহ : ৭/২৬৮১, আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়্যা : ১৭/২৮৩।
৯৪৬. সহিহুল বুখারি : ১৮২৯, সহিহ মুসলিম : ১১৯৮।

করা জায়িজ। আরবি ফাসিক শব্দটির অর্থ—বের হয়ে যাওয়া। যে বের হয়ে যায়, তাকে ফাসিক বলে। ফাসিক যেহেতু আল্লাহর আদেশ ও আনুগত্য থেকে বের হয়ে পাপকর্ম করে বসে, তাই তাকে ফাসিক বলা হয়। আর এখানে এ পাঁচ পশুপাখিকে ফাসিক বলার কারণ হচ্ছে, এগুলো ক্ষতি ও অনিষ্ট করে সাধারণ পশুত্বের বাইরে চলে গেছে।

সাদা-কালো কাক হলো সে কাক, যে কাকের পেটে ও পিঠে সাদা দাগ আছে।'[৯৪৭]

সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস ﷺ বলেন, 'নবিজি ﷺ টিকটিকি/গিরগিটি হত্যার আদেশ দিয়েছেন এবং "ছোট ফাসিক" বলে তার নামকরণ করেছেন।'[৯৪৮]

আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি প্রথম আঘাতেই একটি টিকটিকি/গিরগিটি হত্যা করবে, তার জন্য এ এ পুণ্য রয়েছে। আর যে ব্যক্তি দুই আঘাতে হত্যা করবে, তার জন্য প্রথমজনের চেয়ে কম এ এ পুণ্য রয়েছে। আর যে ব্যক্তি তৃতীয় প্রহারে হত্যা করবে, তার জন্য দ্বিতীয় জনের চেয়ে কম এ এ পুণ্য রয়েছে।'[৯৪৯]

---

৯৪৭. ফকিহদের ঐকমত্য অনুসারে, কাক দূরাচারী। কিন্তু হানাফি ফাকিহগণ নাপাক খায় এমন কাককে দূরাচারী কাকদের মাঝে গণ্য করেছেন। তাদের মতে, ফল-ফসল খেয়ে জীবনধারণকারী সাধারণ কাক এ শ্রেণিতে পড়ে না।

মালিকিগণ সাধারণভাবে সকল কাককে দূরাচারী কাকের পর্যায়ে গণ্য করেছেন; চাই সে কাক পূর্ণ কালো হোক বা সাদা-কালো মিশ্রিত কাক হোক।

শাফিয়িদের মতে, কাকের কয়েকটি প্রকার রয়েছে। এক. কিছু কাক আছে সাদা-কালো মিশ্রিত। এসব কাক দূরাচারী এবং অপবিত্র; এ বিষয়ে কোনো মতানৈক্য নেই। দুই. কিছু কাক আছে কালো ও বড়। অধিক বিশুদ্ধ মতানুযায়ী, এসব কাক হারাম। তিন. শস্যদানা খাওয়া কাক অধিক বিশুদ্ধ মতানুযায়ী হালাল।...

হাম্বলি ফকিহগণ বলেন, যেসব কাকের গোশত বৈধ, সেসব কাক দূরাচারী নয়। যেসব কাকের গোশত বৈধ নয়, সেসব কাক হচ্ছে, লম্বা লেজের কাক (Magpie); ধূসর রংয়ের শরীর ও কালো রঙয়ের মাথা, পাখা ও লেজবিশিষ্ট এবং লম্বা গলাবিশিষ্ট জলচর কাক; গুরাবুল বাইন বা অর্ধেক সাদা অর্ধেক কালো কাক; পেটে-পিঠে সাদা ও শরীরের বাকি অংশ কালো এমন সাদা-কালো ছোপযুক্ত কাক। –আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়্যা : ৩২/২১৮।

৯৪৮. সহিহুল বুখারি : ৩৩০৬, সহিহু মুসলিম : ২২৩৮।

৯৪৯. সহিহু মুসলিম : ২২৪০।

উম্মে শুরাইক ﵂ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ টিকটিকি/গিরগিটি হত্যার আদেশ করেছেন এবং বলেছেন, "সে ইবরাহিম ﵇-এর আগুনে ফুঁ দিয়েছিল।"'[৯৫০]

ইমাম নববি ﵀ বলেন, 'আলিমদের ঐকমত্যে টিকটিকি/গিরগিটি ক্ষতিকর কীট। নবিজি ﷺ সেটাকে হত্যার আদেশ দিয়েছেন এবং হত্যা করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। কারণ, তা একটি ক্ষতিকর প্রাণী।'[৯৫১]

খেলাচ্ছলে অনর্থক প্রাণী হত্যা করতে নিষেধ করেছেন

আব্দুল্লাহ বিন আমর ﵄ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "অন্যায়ভাবে যে একটি চড়ুইও হত্যা করবে, কিয়ামতের দিন তাকে আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করতে হবে।"

বলা হলো, "ন্যায়সংগত উপায়ে হত্যার ধরন কী?"

রাসুলুল্লাহ ﷺ উত্তর দিলেন, "খাওয়ার জন্য জবাই করা।"'[৯৫২]

পশুপাখির প্রতি সদয় হতে উৎসাহিত করেছেন

আবু উমামা ﵁ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি জবাইকৃত চড়ুইয়ের প্রতি দয়া করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তার প্রতি দয়া করবেন।"'[৯৫৩]

মুআবিয়া বিন কুররা ﵀ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, 'এক লোক রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর উদ্দেশে বলল, "হে আল্লাহর রাসুল, ছাগল জবাইয়ের সময়ও কি আমি সদয় হব?" অথবা বলেছে, "যখন আমি ছাগল জবাই করি, তখনো কি সদয় হব?"

রাসুলুল্লাহ ﷺ উত্তর দিলেন, "যদি ছাগলের প্রতি তুমি দয়া করো, তবে আল্লাহ তোমার প্রতি দয়া করবেন।"'[৯৫৪]

---

৯৫০. সহিহুল বুখারি : ৩৩৫৯, সহিহ্ মুসলিম : ২২৩৭।

৯৫১. ইমাম নববি ﵀ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ১৪/২৩৬।

৯৫২. সুনানুন নাসায়ি : ৪৪৪৫, মুসতাদরাকুল হাকিম : ৭৫৭৪।

৯৫৩. তাবারানি ﵀ কৃত আল-কাবির : ৭৯১৫।

৯৫৪. মুসনাদু আহমাদ : ১৫১৬৫।

পশুপাখিকে গালি দিতে নিষেধ করেছেন

রাসুলুল্লাহ ﷺ পশুপাখিদের গালি দিতে নিষেধ করতেন; বিশেষ করে মোরগকে গালি দিতে নিষেধ করতেন। জাইদ বিন খালিদ ﷺ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা মোরগকে গালি দিয়ো না। কেননা, মোরগ সালাতের জন্য জাগিয়ে দেয়।"'[৯৫৫]

মোরগ তাহাজ্জুদের সময় ডাক দিয়ে জাগতে সাহায্য করে। তাই যে আল্লাহর ইবাদতে সাহায্য করে, সে প্রশংসার যোগ্য, নিন্দার নয়।

মুনাবি ﷺ বলেন, 'মোরগের অভ্যাসই এ রকম। যখন ফজর ঘনিয়ে আসে, তখন মোরগ একনাগাড়ে ডাকতে থাকে। আবার যখন সূর্য হেলে পড়ে, তখনো ডাকতে থাকে। এটাই মোরগের স্বভাব, যার ওপর আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন।'

হালিমি ﷺ বলেন, 'এ হাদিস থেকে আমরা জানতে পেলাম, যে প্রাণী উপকারী, তাকে গালি দেওয়া ঠিক নয়। তাকে হেয় করাও উচিত নয়; বরং উচিত হচ্ছে, সে প্রাণীর কদর করা এবং তার প্রতি সদয় হওয়া।'[৯৫৬]

ইমরান বিন হুসাইন ﷺ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কোনো এক সফরের কথা। সে সফরে এক আনসার নারীও ছিল। উটের ওপর সওয়ার হয়ে সফর করছিল সে নারী। উটের আচরণে বিরক্ত হয়ে উটকে অভিসম্পাত করল সে। রাসুলুল্লাহ ﷺ তা শুনে বললেন, "উটের ওপর যা আছে, তা তোমরা নিয়ে নাও। আর উটটিকে ছেড়ে দাও। কারণ, উটটি অভিশপ্ত।"'

ইমরান ﷺ বলেন, 'মনে হচ্ছে আমি এখনো মানুষের মাঝে ঘোরাফেরা করতে দেখছি সে উটটিকে। কিন্তু কেউই তার দিকে ভ্রুক্ষেপ করছে না।'[৯৫৭]

আবু বারজাহ আসলামি ﷺ থেকে বর্ণিত, এক বালিকা উটে উপবিষ্ট ছিল। তার গোত্রের কিছু মালামালও সে উটের ওপর ছিল। হঠাৎ করে সে রাসুলুল্লাহ

---

৯৫৫. সুনানু আবি দাউদ : ৫১০১।

৯৫৬. আওনুল মাবুদ : ১৪/৫।

৯৫৭. সহিহু মুসলিম : ২৫৯৫।

ﷺ-কে দেখতে পেল। ঠিক তখনই পাহাড়ের সংকীর্ণ পথ এসে পড়ল। তখন বালিকাটি উটকে বলল, "হাল[৯৫৮], হে আল্লাহ, একে অভিশপ্ত করুন।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন, "যে উটকে অভিশাপ দেওয়া হয়েছে, সে উট যেন আমাদের সাথে না চলে।"'[৯৫৯]

ইমাম নববি رحمه الله বলেন, 'সে বালিকা ও অন্যদের প্রতি ধমক হিসেবে রাসুলুল্লাহ ﷺ এ কথাটি বলেছেন। কারণ, এর আগেও তিনি উট ও অন্যান্য পশুকে অভিশাপ দিতে নিষেধ করেছেন। একবার উটকে অভিশাপ দেওয়ার কারণে সেটিকে ছেড়ে দেওয়ার শাস্তি দিয়েছিলেন।

এ হাদিসে নিষেধাজ্ঞা সে উটে চড়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে পথ চলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়েছে। অন্যথায় সে উট বিক্রি করা, জবাই করা এবং সে উটে চড়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ ছাড়া অন্য কারও সাথে পথ চলা নিষেধ করা হয়নি। আগের মতোই উটের এ ব্যবহারগুলো জায়িজ ছিল। এ হাদিসে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কথার উদ্দেশ্য ছিল, উটের ওপর যা রসদ, সরঞ্জাম আছে, তা নিয়ে নাও।'[৯৬০]

দুগ্ধবতী ছাগল জবাই করতে অনুৎসাহিত করতেন

আবু হুরাইরা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ এক আনসারির কাছে এলেন মেহমান হয়ে। আনসার লোকটা ছাগল জবাইয়ের জন্য একটি ছুরি নিল হাতে। রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, "দুধালো ছাগল জবাই করবে না।"'[৯৬১]

জবাইয়ের সময় পশুর প্রতি সদয় হতে আদেশ করতেন

শাদ্দাদ বিন আওস رضي الله عنه বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ থেকে দুটি কথা আমি সংরক্ষণ করে রেখেছি। তিনি বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা প্রতিটি বিষয়ে ইহসান (সদাচরণ) করা আবশ্যক করেছেন তোমাদের ওপর। তাই যখন তোমরা হত্যা করবে, তখন সুন্দর করে হত্যা করবে। আবার যখন তোমরা পশু জবাই

---

৯৫৮. উট চলতে না চাইলে এ শব্দ করে উটকে শাসানো হয়।

৯৫৯. সহিহু মুসলিম : ২৫৯৬।

৯৬০. ইমাম নববি رحمه الله কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ১৬/১৪৮।

৯৬১. সহিহু মুসলিম : ২০৩৮।

করবে, সুন্দর করে জবাই করবে। জবাইকারী যেন জবাইয়ের আগে ছুরি ধার দিয়ে নেয় এবং জবাইয়ের পশুকে আরাম দেয়।"'[৯৬২]

ইমাম নববি ﷺ বলেন, '(এবং জবাইয়ের পশুকে আরাম দেয়) : অর্থাৎ ধারালো ছুরি নিয়ে দ্রুতগতিতে জবাই করার মাধ্যমে জবাইয়ের পশুকে আরাম দেবে। আর মুসতাহাব হচ্ছে, পশুর সামনে ছুরি ধার না দেওয়া, একটি পশুর সামনে আরেকটিকে জবাই না করা এবং জবাইয়ের স্থলে পশুকে টেনে-হেঁচড়ে না নেওয়া।

(সুন্দরভাবে হত্যা করবে) : রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর এ কথাটি প্রতিটি হত্যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সে হত্যা হতে পারে কিসাসের, হতে পারে হদ বা এমন অন্য কিছুর। এ হাদিসটি ইসলামি মৌলিক নীতিমালা সন্নিবেশিত হাদিসগুলোর একটি।'[৯৬৩]

ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, 'এক লোক একটি ছাগল জবাই করার জন্য শুইয়ে রেখে ছুরি ধার দিচ্ছিল। রাসুলুল্লাহ ﷺ তখন তাকে বললেন, "তুমি কি তাকে কয়েকটি মৃত্যু দিতে চাও?! তাকে শোয়ানোর আগে কেন ছুরি ধার দিলে না?"'[৯৬৪]

গাধা ও ঘোড়ার মিলন ঘটাতে নিষেধ করতেন

আলি বিন আবু তালিব ﷺ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ একটি খচ্চর হাদিয়া পেলেন। খচ্চরে চড়ে তিনি বের হলে আমি বললাম, "যদি আমরা গাধা ও ঘোড়ায় মিলন ঘটাই, তবে আমাদেরও এ রকম খচ্চর হতো।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ প্রত্যুত্তরে বললেন, "কেবল মূর্খরাই এমনটা করে।"'[৯৬৫]

---

৯৬২. সহিহু মুসলিম : ১৯৫৫।
৯৬৩. ইমাম নববি ﷺ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ১৩/১০৭।
৯৬৪. মুসতাদরাকুল হাকিম : ৭৫৬৩। বুখারি ﷺ-এর শর্তে সহিহ। ইমাম জাহাবি ﷺ-ও হাদিস সহিহ হওয়ার ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন।
৯৬৫. সুনানু আবি দাউদ : ২৫৬৫, সুনানুন নাসায়ি : ৩৫৮০।

বলা হয়, গাধা ও ঘোড়ার মিলনে খচ্চরের জন্ম নেওয়া হচ্ছে উত্তমের বদলে মন্দটা নেওয়া। তাই রাসুলুল্লাহ ﷺ এটা অপছন্দ করেছেন।

ইমাম খাত্তাবি ﵀ বলেন, 'আল্লাহই ভালো জানেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর অপছন্দ করার কারণ কী। খচ্চরের গুণগত মান কম হওয়াই এর কারণ হতে পারে। গাধা ও ঘোড়ার মিলন ঘটালে খচ্চর জন্মাবে, ফলে ঘোড়ার সংখ্যা কমে যাবে, ঘোড়ার তুলনায় খচ্চরের স্ফূর্তি কম হবে, তার উপকারিতার পরিমাণ কম হবে। অথচ আরোহণ, দৌড়ানো, তত্ত্ব-তালাশে, জিহাদের কাজে, গনিমত সংগ্রহ ও সংরক্ষণে ঘোড়া অধিক উপকারী। ঘোড়ার গোশত খাওয়া যায়। এ ছাড়াও ঘোড়ার আরও নানাবিধ উপকার আছে। কিন্তু খচ্চরে এসব উপকারিতা নেই। ঘোড়ার পরিমাণ বাড়লে তার মাধ্যমে উপকারিতাও বেশি হবে। তাই ঘোড়ার বংশবৃদ্ধি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পছন্দনীয় ছিল।'[৯৬৬]

জীবজন্তু ও পশুপাখি নবুওয়াতের সাক্ষ্য দিয়েছে

আবু সাইদ খুদরি ﵁ বলেন, 'এক নেকড়ে বাঘ এক রাখালের একটি ছাগলের পিছু ধাওয়া করছিল। রাখালটিও ছাগলের খোঁজে নেমে পড়ল। একটু পর ছাগলকে পেয়ে নেকড়ের কাছ থেকে কেড়ে নিতে উদ্যত হলো। নেকড়েটি ছাগলের লেজ ধরে রেখে বলল, "তুমি কি আল্লাহকে ভয় করো না! আল্লাহ আমাকে যে রিজিক দিয়েছেন, তুমি সে রিজিক কেড়ে নিতে চাইছ?"

রাখাল বলল, "আশ্চর্য! নেকড়ে দেখি আমার সাথে মানুষের ভাষায় কথা বলছে!"

নেকড়েটি বলল, "এর চেয়ে আশ্চর্যকর সংবাদ আমি তোমাকে জানাই। ইয়াসরিবের মুহাম্মাদ ﷺ মানুষকে অতীত যুগের সংবাদ জানাচ্ছেন।"

এরপর রাখাল তার ছাগলপাল হাঁকিয়ে মদিনায় এল। মদিনার ভেতরে এক প্রান্তে ছাগল রেখে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে সব খুলে বলল। রাসুলুল্লাহ ﷺ আদেশ দিলে মসজিদে একত্র হওয়ার ঘোষণা দেওয়া হলো।

---

৯৬৬. আওনুল মাবুদ : ৭/১৬৭।

মানুষ মসজিদে এল। রাসুলুল্লাহ ﷺ বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। সবার সামনে রাখালকে বললেন, "এদের সবটা শোনাও।" রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আদেশ পেয়ে রাখাল পুরো ঘটনার বর্ণনা দিল আরেকবার।

এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "সে সত্য বলেছে। যাঁর হাতে আমার প্রাণ—তাঁর শপথ করে বলছি, ততদিন পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতদিন না হিংস্র পশু মানুষের সাথে কথা বলবে, যতদিন না মানুষ তার চাবুকের সাথে—তার জুতোর ফিতার সাথে কথা বলবে, যতদিন না একজন মানুষের উরু তার অনুপস্থিতিতে তার স্ত্রী কী করেছে তা বলবে।'[৯৬৭]

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ভালোবাসার কারণে সাফিনাকে সাহায্য করেছিল একটি সিংহ

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আজাদকৃত দাস সাফিনা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নৌকায় চড়ে আমি সমুদ্রযাত্রা করছিলাম। কিন্তু সাগরেই নৌকাটি ভেঙে গেল। আমি তখন একটি কাঠের টুকরোতে উঠে পড়লাম। কাঠের টুকরোটি ভাসাতে ভাসাতে আমাকে একটি জঙ্গলে নিয়ে আসলো। সে জঙ্গলে সিংহ ছিল। একটি সিংহ আমাকে দেখে ফেলল। আমি তাকে বললাম, "হে সিংহ, আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর দাস।" আমার কথা শুনে সিংহ মাথা নত করে ফেলল। সিংহটি তার কাঁধ দিয়ে আমাকে ইশারা করে যাচ্ছিল। এভাবে সে আমাকে দিক-নির্দেশনা দিয়ে দিয়ে একটি রাস্তায় আনল। এরপর সে গোঁ গোঁ করতে থাকল। আমার ধারণা হলো, সে আমাকে বিদায় জানাচ্ছে।'[৯৬৮]

ইবনে মুনকাদির رحمه الله-এর বর্ণনায় এসেছে, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর দাস সাফিনা رضي الله عنه মুসলিম সৈন্যের সাথে রোমানদের ভূমিতে ছিলেন তখন। তিনি মুসলিম সেনা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাদের হারিয়ে ফেলেছিলেন অথবা বন্দী হয়ে গিয়েছিলেন রোমানদের হাতে। এরপর যখন বন্দিত্ব থেকে পালিয়ে তিনি মুসলিম সেনাদলের খোঁজ করছিলেন, তখন তিনি সিংহের সামনে পড়েন।

---

৯৬৭. মুসনাদু আহমাদ : ১১৩৮৩।

৯৬৮. মুসতাদরাকুল হাকিম : ৪২৩৫। হাদিসটি সহিহ হওয়ার ব্যাপারে ইমাম জাহাবি رحمه الله-ও একাত্মতা পোষণ করেছেন।

তখন তিনি সিংহকে বললেন, "ওহে সিংহ, আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর দাস। আমার সাথে এমন এমন ঘটেছে।"

সাফিনা ﵁-এর কথা শুনে সিংহটি লেজ নেড়ে নেড়ে তাঁর পাশে এসে দাঁড়াল। সিংহ যখনই একটা শব্দ শুনত সাথে সাথে সেদিকে যেত এরপর সাফিনা ﵁-এর কাছে আসত। এভাবে সাফিনা ﵁ মুসলিম সৈন্যের কাছে পৌঁছালেন। অতঃপর সিংহটি ফিরে গেল।[৯৬৯]

৯৬৯. মুসান্নাফু আব্দির রাজ্জাক : ২০৫৪৪, হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৯/১৩০।*

শেষ কথা

পশুকল্যাণ সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বহুকাল পূর্বে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠমানব, মহান রবের রাসুল মুহাম্মাদ ﷺ পশুদের কল্যাণ ও অধিকারের কথা বলে গেছেন। আল্লাহ তাআলা মানুষের উপকারের জন্য সৃষ্টি করেছেন এসব জীবজন্তু। কিছু পশুপাখি আমাদের আহার, কিছু পশুপাখির চামড়া আমাদের ব্যবহার্য। এভাবে প্রতিটি পশু থেকেই আমরা উপকৃত হই। কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ﷺ-এর আদেশ, আমরা যেন পশুপাখির প্রতি হিংস্র না হই; বরং ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে, আমরা যেন এগুলোর প্রতি সদয় হই।

যতদিন না আমরা জীবজন্তুর ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শ অনুসরণসহ অন্য সকল ক্ষেত্রে তাঁর আদর্শ অনুসরণ করব, ততদিন এ পৃথিবীতে শান্তি ব্যাহত হতে থাকবে। না কোনো জীবের অধিকার সংরক্ষিত হবে, না কোনো জন্তুর। তাই পৃথিবীকে সুন্দর করতে হলে, এ ধরাকে বাসযোগ্য আখিরাতের উত্তম শস্যখেত বানাতে হলে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শই আমাদের অনুসরণীয়। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শই আমাদের একমাত্র আদর্শ।